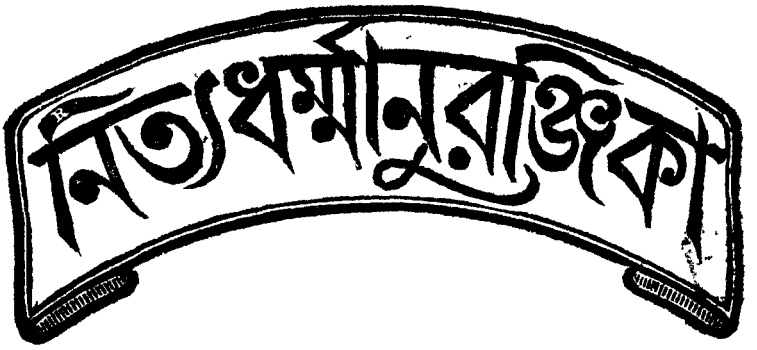

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪৯ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩০ বৈশাখ।

## নববর্ষাগমে ভগন্মহিমা।

অপার করুণানিধান ভগবানের অনুস্মরণে ১৭৮৩ শকাব্দীয় পূর্ণ সংবৎসর কালকে অতিক্রম করিয়া, ১৭৮৪ শকাব্দীয় নবীন বৎসরে আমরা প্রবিষ্ট হইলাম। অচিন্ত্য বিশ্ববিচক জগৎপিতা জগদীশ্বরের আশ্চর্য্যময় কার্য্য সন্দর্শনে প্রতি পদেই তাঁহাকে অনুস্মরণ করিতে হয়, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় জগন্ম-

ঙ্গল মঙ্গলায়ন, অনাদি নিধন, নিরঞ্জন, নিত্য সত্য সদসদাত্মক,পরম পুরুষকে চিন্তা না করিয়া,কেবল তাঁহার কার্য্য দর্শনেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, যেমন মুল পরিত্যাগী পল্লবগ্রাহী রূপে নানা বিষয় ঘটিত বাক্ বিস্তার করিয়া লোকে জন সমাজে স্বীয় মহিমা লাভ করিতে নিয়ত বাঞ্ছা করিয়া থাকে। সর্ব্বোতোভাবে মনুজবর্গের এই পরিভাবনা করাই বিহিত, যাহাতে এই আশ্চর্য্য কর্ম্মকৃৎপুরুষের সন্নিহিত ইহতে পারা যায়?। তাঁহার আশ্চর্য্যময় কার্য্য বর্গের পরিচিন্তনে নিয়ত চিন্তার্ণবেই ভ্রম্যমাণ হইতে হয়। যষ্টিদণ্ডাত্মিকা দিবার মধ্যে যদি এক ক্রটিকাল মাত্র সেই পরম পুরুষে চিত্ত সংলগ্ন হয়, তবে সেইকালেই জীবের জীবিতের সার্থকতা লাভ হইতে পারে? এবং ঐ ক্রটিকালের অনুরোধে শতশত অসৎকর্ম্ম করিলেও সমস্ত দিবাকে পুণ্য প্রদায়িণী বলিয়া গণ্য করায়। অতএব সাধুগণেরা ইহাই মীমাংসায় স্থির করিয়াছেন, যে ভগবৎ কার্য্যবর্গকে অবলোকন করিয়া তৎপ্রতি কার্য্যের কর্ত্তা তিনি, ইহাই পরি চিন্তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ সিসৃক্ষু পরমাত্মা নির্ব্বিকার নিরীহ নিরাকার বিয়ৎসদৃশ স্বচ্ছ পদার্থ হইয়াও পরমাণুভূতা প্রকৃতিকে উদ্ভাবিতা করেন, সেই অনয়ন বিষয়া বুদ্ধিমান বাক্যের গোচরা, নিত্যা সদসদাত্মিকা ভগবৎ শক্তি ত্রসরেণুরূপে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করেন, একারণ তাঁহার নাম ত্রিগুণা, অর্থাৎ সত্ত্ব রজতম এই গুণত্রয় সমষ্টিরজ্জুবৎ প্রতিপন্নহয়, সেই মহত্তত্ত্বও চাক্ষু-

প্রত্যক্ষ নহে, অনন্তর ঈশ্বর শক্তিপ্রচোদিত ঐ মহত্তত্ত্ব ব্যষ্টি-রূপে সত্ত্ব রজ তমকে পৃথক্২ একং রূপে প্রতিপন্ন করেন। তাহার নাম অহংতত্ত্ব, সেই অহংতত্ত্বও কাহার দর্শনীয় হন্ না। অহংতত্ত্ব ক্ষোভিত হওয়াতে মহাভূতাখ্য আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশও অনয়নবিষয়, কেবল শব্দানুমানে গুণবান্ বলা যায়, আকাশ হইতে উৎপন্ন বায়ু, বায়ু ও রূপ রহিত, কেবল স্পর্শ গুণানুসারে তদনুভব সিদ্ধ হয়। বায়ু হইতে স্থূল অগ্নির উৎপত্তি হওয়াতে নয়ন গোচর রূপবান তৃতীয় ভূত বলিয়া মান্য করাযায়। অগ্নি হইতে জল, জলও রস রূপাদি বিশিষ্ট চাক্ষুষ বিষয় স্থূলভূত। জলহইতে ভূমি ঐ ভূমি। গন্ধগুণময়ী, কিন্তু রূপ স্পর্শাদি আছে জল হইতে স্থূল ভূত এই পঞ্চমহাভূতের অংশে বিশ্বস্থ সমস্তপদার্থের উদ্ভাবন হয়। যাহা শুষির তাহাই আকাশ, যে স্পর্শ সেই বাতাস, যাহা রূপ তাহাই অগ্নি, যে রস অর্থাৎ পিণ্ডীভূত তরলপদার্থ সেই জল, যাহা কঠিন, তাহাই পৃথিবী। কিন্তু পরমাত্মা এ সমস্ত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র ও অতি স্বচ্ছপদার্থ, তাঁহাহইতে প্রকৃতি মলিনা তদপেক্ষা মলিন মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বহইতে স্থূল অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে স্থূল এবং মলিন আকাশ, আকাশ হইতে গাঢ় ও মলিনভূত বাতাস, বাতাস হইতে স্থূলভূত অগ্নি, অগ্নি হইতে স্থূলজল, জল হইতে মলিনা এবং স্থূলা ভূমি। অতএব ক্রমেং স্থূল হইতে স্থূলতর এই জগৎ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর যে পর-মেশ্বর তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কোনমতেই

পরমেশ্বরের ইয়ত্তা হয় না, একারণ যোগিগণেরা ধ্যাইয়া থাকেন "স্থূলাৎ স্থূলতরং ধ্যায়েৎ সুক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং হরিং ) ইত্যাদি। অতএব স্থূলবুদ্ধি মানবদিগের মহাজনের পথেই অনুগমন করা উচিত, স্ববুদ্ধিকৃত ভগবানের উপাসনার নূতন পথ করিয়া চলিলে অনিষ্ট ব্যতীত কখনই ইষ্টলাভ হইতে পারেনা!। নানা শাস্ত্রে নানাবেদে নানা তন্ত্রে ভগবৎ সৃষ্টির কথা আছে, তাহাকে উল্লংঘন করিয়া সামান্য বুদ্ধিতে সৃষ্টি বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করায় কেবল গোলোযোগ মাত্র হয়, কখনই ইহার যথার্থরূপ নিশ্চয় হইতে পারেনা?। পরমেশ্বর প্রথমতঃ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধা প্রজার সৃষ্টি করিয়া, পরে ঐ চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি ক্রমের পরিণাম প্রদর্শন করাইয়াছেন, শাস্ত্র বাক্য পরিত্যাগ করতঃ এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিলে কখনই স্বরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, যদি কেহ শুষ্কতর্ক না করে, তবে শাস্ত্র বাক্যানুসারে তদ্দৃষ্টে বিশেষরূপ ধর্ম্ম জ্ঞানের উদয় এবং সৃষ্টি বিষয়েরা ফল প্রদর্শন হইতে পারে। উদ্ভিৎ তৃণ পর্ব্বত বৃক্ষাদিকে বলে, প্রথমতঃ পর্ব্বত জাতীয় নানাবিধ শিলা সমন্বিত, পরে পর্ব্বত জন্মের পরিসমাপ্তে যে বৃক্ষত্ব প্রাপ্তিহয়, তাহার চরম নিদর্শন প্রবাল বৃক্ষ অর্থাৎ প্রস্তরময় বৃক্ষ, যাহাতে প্রবাল নামে রত্নের উৎপত্তি হয়, ঐ প্রবাল জন্মই প্রস্তর জন্মের পরিশেষ। অনন্তর উদ্ভিৎ তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষাদি অর্ব্বাকস্রোত অচেতন জীবাদি জন্মের পর ঐ উদ্ভিদ অব্যাকৃত চৈতন্য বৎ বস্তুর মধ্যে, যাহার কিঞ্চিৎ চৈতন

বোধ হয়,সেই তাহার শেষ জন্ম হয়। যথা তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষাদির মধ্যে চণ্ডাল বৃক্ষ, ও লাজুকা লতা প্রভৃতির স্পর্শজ্ঞান ও শব্দজ্ঞান আছে। চণ্ডাল বৃক্ষ এরূপ সচেতন যে তাহার নিকট শব্দ কোন করিলে তখনি তাহার শাখাপল্লবাদি আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে। এবং লাজুকা লতাকে স্পর্শ করিলে কি তাহার নিকট তালি কি অঙ্গুলিস্ফোটাদি শব্দ করিবা মাত্র তৎপত্রাদি একেবারে সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে উদ্ভিৎ জীবের শেষ জন্ম কহিতে হইবে?।

পরে সচেতন স্বেদজ জীব কৃমি প্রভৃতি, তাহা যে কত প্রকার ইহা বলা যায়না, তন্মধ্যে চরম জন্ম, যাহা হইতে মক্ষী প্রজাপতিপ্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ প্রজাপতি মক্ষী পিপিলিকাদি অণ্ডজ কীট, কৃমি জন্মের শেষ এবং পক্ষী জন্মের প্রথম হয়। কত কত পক্ষী জন্ম হইয়া এই জগতে ভ্রমণ করে, পরিণামে বাদুড় চামচিকী প্রভৃতি চরম পক্ষী, অর্থাৎ পশু, না পক্ষী, জরায়ুজের ন্যায় সন্তান প্রসব করে, ও দুগ্ধ পান করায়, অথচ পক্ষ ন্যায় চর্ম্ম পটিকা ভরে গগণে উড্ডীয়মান হয়। জরায়ুজ প্রজার প্রথমা উৎপত্তি হয়। এই সকলকে জীব সৃষ্টির সন্ধি বলিয়া সন্ধান করিয়াছেন। জরায়ুজ পশ্বাদি জীব যে কত প্রকার, তাহার পরিসীমাই হয় না, তাহার চরমপ্রজা বানর ভল্লুক্ষাদি, তৎপরে বনমানুষাখ্য জীবের উৎপত্তি হয়। তদনন্তর নর জন্ম। বনমানুষাখ্য এক প্রকার বানর পশু

বিশেষ লাঙ্গলহীন, কেবল মনুষ্য প্রায় মনুষ্য,কেবল ব্যক্ত বাক্য নহে। তজ্জন্মানন্তর যে নরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই লোকে বিশেষ আরণ্য নর বলে, তাহারা প্রায় পশুবৎ ব্যবহারী হয়। অর্থাৎ তাহারা পশুই প্রায়, কেবল কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞাবান্ এবং ব্যক্ত বাক্ হয় এই মাত্র। আহার নিদ্রা ভয় মৈত্র মৈথুনাদি তাহারা যেমন করে, পশুরাও সেইমত করিয়া থাকে, মনুষ্যত্বের প্রতিকারণ এই যে চতুর্বর্গের মধ্যে শুদ্ধ এক বর্গ অর্থকে পরিচিত হয়, পশুদিগের সে রূপঅর্থ পরিনাই, সুতরাং ইহাদিগকে মনুষ্য পদবাচ্যে উল্লেখ করা যায়। গ্রহতা নচেৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বর প্রণিধান বিষয়ক আর কোন জ্ঞানই নাই, আচার ব্যবহার রিতীনীতি প্রভৃতি পশুমতই হয়, বৈধ কি অবৈধ দ্রব্য জ্ঞানমাত্র নাই, রসনা স্পর্শে ভাল লাগিলেই উদর পূরিয়া আহার করে, ভাল না লাগিলে না তাহাদিগের অগ্রাহ্য হয়, শৌচ প্রস্রাবাদিও পশুবৎ মলমূত্র উৎসর্গানন্তর যেমন শৌচাদি পশুদের নাই তেমন তাহাদিগেরও নাই। রত্যর্থে যোষিৎ পরিগ্রহ মাত্র, তাহাতে বয়োধিকাদি গমাগম্য পর ভূতাদির বিচারহীন, বিধি পূর্ব্বক বৈবাহিক বন্ধন নাই, যদ্রূপ পশুদিগের রত্যর্থে ভার্য্যাপরিগ্রহ হইয়া থাকে? তাহাদিগেরও সেই রূপ হয়। এনিমিত্ত এই আরণ্যজীবকে; ম্লেচ্ছ শব্দে উক্ত করিয়াছেন। পৈশাচ ধর্ম্মী ঐ ম্লেচ্ছ মানব জাতিরা ক্রমে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া মনুষ্যাধিকারিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্মাদি দৃষ্টে, যখন আপনাদিগের স্বকপোল কল্পিত

ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহাদিগকে আর্য্য ম্লেচ্ছ বলা যায়, কেননা ধর্ম্ম নামানার অপেক্ষা মন্দরূপে মান্য করাও উত্তমতার কারণ জানিবে,যদিও তাহারা যথার্থ ধর্ম্মের পরিগ্রহ করিতে নাপারুক্ তথাপি অধর্ম্ম কলাপকে ও ধর্ম্ম বলিয়া মানাও শুভ কর কেননা যাহারদিগের পশুবৎ ধর্ম্ম শব্দের পরিগ্রহ ছিল না, তাহারা তো ধর্ম্ম শব্দের উল্লেখ, করে। এই রূপ ধর্ম্ম মানি মানব ম্লেচ্ছের শেষ জন্ম। পরে কৈরাতী যোনিপ্রাপ্ত হয়। ভোট পারসীক চীনাদি প্রভৃতিরা কিরাত জাতি, বৈদিক বলিয়া জানাইলেও ব্যবহারে ম্লেচ্ছ প্রায়, কেবল বেদোদিত পথে চলি বলিয়া অগ্নি গো গঙ্গা সূর্য্যাদিকে,ও কোন কোন বিশেষ দেবরূপকেও কথঞ্চিৎ মান্য করে, এবং কেহ২ তদ্দুদ্দেশে যজ্ঞাদিও করে। ঐকিরাত জন্মই বৈদক ধর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রথম সোপান। ভুত অনন্তর অন্ত্যজাদি নানা জাতি রূপে জন্মিয়া ক্রমেক্রমে ধর্ম্ম জ্ঞানের ঔৎকর্ষে উৎকৃষ্টা যোনিতে উৎপন্ন হইতে থাকে। যখন বিলক্ষণ রূপেজানিতে পারে, যে আমরা হীন, কি করিলে আমাদিগের উৎকৃষ্টতা লাভ হইবে? তখনই তহারা নানাবিধ শুভকর ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করে, পরে সৎশূদ্রতা লাভ হয়। সৎশূদ্র যোনি প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট কর্ম্ম ফলে ক্রমে বৈশ্য, বৈশ্যানন্তর ক্ষত্রিয়াদি জন্ম হয়। যখন ক্ষত্রিয় যোনিতে উৎপন্ন হয়, তখনি প্রায় সর্ব্ব ধর্ম্মে ও সর্ব্ব প্রকার বৈদিককার্য্য করিতে অধিকারী হয়। তদধিকার প্রাপ্তে পরম ধর্ম্মের সোপানে ক্রমে পাদ

নিঃক্ষিপ্ত হয়। সেই ক্ষত্রিয় জন্মে স্বধর্ম্ম সাধনে তৎপর থাকিয়া উচ্চপদাভিলাষ করিলে, ব্রাহ্মণ যোনিতে জন্ম লাভ করিবার পাত্র ভূত হয়। অনন্তর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্তে স্বাধিকারিক কর্ম্ম করিলে, অনায়াসে মোক্ষ পদ লাভ করে। এই চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে জীবের উৎপত্তির কথা বেদ তন্ত্র পুরাণ ইতিহাসাদি সকল শাস্ত্রেই বর্ণন করিয়াছেন। এ সমস্তই শ্রেণী পূর্ব্বক যে পরমেশ্বর সর্জ্জন করিয়াছেন, নব বৎসরারম্ভে সেই অনাদি নিধন জগৎকর্ত্তা জগৎভর্ত্তা জগৎহর্ত্তা জগদীশ্বরকে কায়িক বাচিক মানসিক ত্রিবিধ তাপ সংহরণ জন্য ভূয়োভূয়োনমস্কার করি।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন!—হে স্বামিন্!—আপনার শ্রীমুখকমল বিনির্গত মধু ধারার ন্যায় যে শাস্ত্রামৃত ধারা বহিতেছে, তদ্রসাস্বাদনে নিরন্তর আমার চিত্ত আপ্যায়িত হইতেছে। আপনি ভগবতী মহামায়া দুর্গার যে মহিমা বর্ণন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য রূপ শ্রবণ করিলাম. সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা দুর্গার উপাসনায় জীবের অখণ্ডিত ব্রহ্মপদ লাভ হইতে পারে? কিন্তু নির্গুণ পথাবলম্বী না হইয়া সগুণত্ব পুরস্কারে তাঁহার উপাসনা করিলে, সেই উপাসনাকে তৎপদ প্রাপ্তির হেতু ভূতা কি রূপে বলা যাইতে পরে,? কেবল তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনেই জীবের মুক্তিপদ লাভ হয়, ইহা স্বীকার করি। সংপ্রতি বিগত মধুমাসে ঐ দুর্গার বাসন্তী মহোৎসবে মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া

অনেকেই পূজা করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শরৎকালীয় আশ্বিনমাসে তাঁহার শারদীয় মহোৎসব হয়। এবিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ এই আছে, যে পরম জ্ঞানীগণেরা কি বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মময়ী দুর্গার এরূপ অর্চ্চনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমাকে বিস্তারিত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?।

পরম হংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্! তুমি ঋষি প্রণীত বিষয়ে কোন সংশয় করিহ না, ঋষিরা বেদ দৃষ্টেই সকল কর্ম্মের সমাচরণ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, ঋষি বাক্যেতে ও বেদবাক্যেতে ভেদ দৃষ্টি হয় না। পরমেশ্বর বেদে যাহা বলিয়াছেন ঋষিরাও তাহাই বলেন, কেবল ভ্রান্তিদৃষ্টি মনুষ্যেরাই তাহাতে অনৈক্য জ্ঞান করে। এই উভয় কালীন্ দুর্গা পূজা শুদ্ধ অধ্যাত্ম তত্ত্বঘটিতা পরমাত্মোপাসনা হয়, কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণে অনিপুণ মুগ্ধলোকের বোধার্থ বাহ্য আড়ম্বিরিতে অধ্যাত্মতত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করতঃ উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপতত্ত্ব জানিবার যাহার ক্ষমতা হয়না,কেবল লোভ মোহে অভিভূত নিয়ত সংসারে থাকিয়া সুখপ্রাপ্তীর ইচ্ছা করে এবং জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্তির ও নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহারা আত্মতত্ত্বোপাসনা না করিয়া দুর্গামহোৎসবোপলক্ষে ব্রহ্মময়ী দুর্গার যদি অর্চ্চনা করে, তথাপি যোগ সমাধি দ্বারা প্রাপ্য যে তদ্বিষ্ণুর পরম পদ তাহা তাহারা অবলীলাক্রমে লাভ করিবার যোগ্য হয়, তাহাদিগের আর অন্য উপাসনা করিবার কোন প্রয়োজন করেনা। যাহারা দুর্গা মহোৎসবে তাচ্ছিল্য বা ঔদাস্য কি আমরা তত্ত্বজ্ঞানী এ দুর্ব্বলাধিকারির কর্ম্ম, এরূপ

অবজ্ঞা করিয়া, অথবা আলস্য বা মোহবশতঃ পরিপূর্ণ জ্ঞানময়ী দেবী দুর্গার অর্চ্চনা না করে, তবে ভগবতীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত অভিলাষ হইতে বঞ্চিৎ করেন। তাহাদিগের আর কোন সাধনাই সফলা হয়না। অতএব,বৎস জ্ঞানাভিমানিন্! নির্গুণপরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানে জীবমাত্রেই প্রায় অনিপুণ, তন্নিমিত্তে বেদে এক এক ঐশ্বরূপের উপাসনার দ্বারা জীবের মুক্তির উপায় কহিয়া গিয়াছেন। সগুণে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া কেবল নির্গুণোপাসনায় মুক্ত কে হইয়াছে, না হইবে? জৈগীষব্য প্রভৃতি যত যত ব্রহ্মজ্ঞানী পুর্ব্বে হইয়া গিয়াছেন, সে সকলেই সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত ধারণ করিয়া নির্গুণতা লাভ করিয়াছিলেন, এ পথ ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে প্রভো! দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া যদি অধ্যাত্ম তত্ত্ব উপাসনার উপায় স্বরূপা হয়, তবে কৃপা করিয়া বসন্ত এবং শরৎকালীয় দুর্গোৎসবের স্বরূপার্থ আমাকে বুঝাইয়া কহেন।

পরম হংসের উত্তর। অরে বৎস! দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ দুই পথ হয়, দক্ষিণায়ণ পিতৃযান, উত্তরায়ণ দেব যান। আশ্বিনীয় কৃত্য পিতৃযানে, চৈত্রীয় কৃত্য দেবযানে হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গে যে কর্ম্ম সেই কর্ম্ম দক্ষিণায়নে, নিবৃত্তি মার্গের কর্ম্ম উত্তরায়ণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। একারণ শাস্ত্রে বলেন যে দেবতাদিগের দিবা উত্তরায়ণ, রাত্রি দক্ষিণায়ণ হয়। সুতরাং দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই অসময় বোধে জাগাইতে হইবে, তাহারই নাম বোধন। উত্ত-

রায়ণে জাগ্রদবস্থা, স্বভাবতঃ চৈতন্য বিশিষ্ট জন্য বোধনা ভাব হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তি-মার্গের কার্য্য লাভ প্রত্যাশা করিলেই ঐ প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত ব্যক্তিরা তাহাকে নিবৃত্তিমার্গ করিয়া, তাহাকেই বোধন বলে। যথা "প্রবৃত্তিমার্গ সংসারো নিবৃত্তিস্তু তদন্যথা,, ইতি যামলং। প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারকে বলে, তদ্ভিন্ন নিবৃত্তিমার্গ, অর্থাৎ সংসার সন্ন্যাস ধর্ম্ম। এবং ব্রহ্মময়ী কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রাবস্থাকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে, আর তাঁহার জাগরাবস্থাকে নিবৃত্তিমার্গ বলিয়া উক্ত করি-য়াছেন। অতএব কুণ্ডলিনী বোধনের নামই বোধন বলিয়া যোগিগণেরা নিয়ত কুল কুণ্ডলিনীকে বোধনে রাখিয়াছেন। এনিমিত্ত তাঁহারদিগের নিয়ত দেবযান উত্তরায়ণে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, অর্থাৎ আদিত্য দ্বারে গমন হইতেছে, আদিত্য শব্দে সুর্য্য। অধ্যাত্মতত্ত্বে ধৃত সুর্য্যশব্দে পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ নাসিকাতে,তাহাতে প্রাণ বায়ু বহন কালে কুণ্ড-লিনী জাগ্রদবস্থায় থাকেন, সুতরাং তত্ত্বচিন্তকেরা কুণ্ডলিনীর জাগরকালকে দিবা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এজন্য কাল চিন্তকেরা দেবযান উত্তরায়ণকে দেবতাদিগের দিবা বলেন। দেবতা শব্দে এখানে ইন্দ্রিয়গণ, ঐ ইন্দ্রিয়গণকে কুণ্ডলিনী জাগ্রদবস্থায় বিষয় বৈরাগ্যযুক্ত, নিদ্রিতাবস্থায় বিষয়ে অভিভূত করেন, তৎকালে কোন যাগ যজ্ঞাদি সাধন সম্পন্ন হয়না, অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ বাম নাসাচারী প্রাণ বায়ু বলে নিয়ত সংসারে আবদ্ধ করেন, এনিমিত্ত শ্রুতি কহেন,যে

পিতৃলোক কামী জনে "চন্দ্রমসং গচ্ছতীতি,, পুনর্ব্বার তাহাদিগের আবৃত্তি আছে। চন্দ্রলোক দ্বিদলভ্রূ মধ্যে, ঊর্দ্ধে-সত্য লোকে যাইবার পথ না পাইয়া পুনর্ব্বার অধঃ প্রবৃত্ত হয়, সূর্য্যদ্বারে গমন করিলে সত্যাখ্যলোকে গমন করে, আর আবৃত্তি থাকেনা। "সত্যলোকো মহামৌলৌ,, ইত্যাদি শিরঃ সহস্রারাখ্য মহাপদ্মে সত্যাখ্যলোকে নিত্য আত্মাধিষ্ঠান, পিঙ্গলাদ্বারা নাদ চক্রকে ভেদ করিয়া তথায় গমন করিলে জীবের সংসারে পুনরাগমন হয় না, সুতরাং তাহাকেই নিত্য বসন্তাখ্য উত্তরায়ণ বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন, উত্তর শব্দে সর্ব্ব শেষ) অয়ণশব্দে (আশ্রয়) সর্ব্ব শেষ তৎবিষ্ণুর পরম পদে (আশ্রয়) ইত্যর্থে উত্তরায়ণ। যাহাতে নিত্যবাস, তাহাকে বসন্ত বলাযায়,সেই পরম পদ্মে অর্থাৎ প্রসন্ন স্থানে যে বিদ্যা প্রভাবে অধিবাস হয়, সেই বিদ্যার নাম "বাসন্তী,, সুতরাং বোধস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে এখানে বাসন্তী বলিয়া উক্ত করা যায়,অর্থাৎ জ্ঞান শক্তি নিত্য জাগ্রদবস্থায় থাকা প্রযুক্ত তত্ত্ব চিন্তকের আর আপনাতে তত্ত্ব বোধের নিমিত্ত যত্ন করার আবশ্যক করেনা। একারণ জ্ঞানশক্তি কুলকুণ্ডলিনীর অর্থাৎ বোধস্বরূপা দুর্গার উত্তরায়ণে বসন্ত সময়ে যে মহোৎসব হয়, তাহাতে বোধন নাই। মহাশক্তি দুর্গাকে বাসন্তী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। নতুবা "বসন্তে ভবা বাসন্তী,, এব্যুৎপত্তি নহে, এই দুর্গোৎসবকল্প, বুঝতঃ তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ, না বুঝতঃ পৌতুলিক ব্যাপার বোধ করিবে। নিবৃত্তিমার্গস্থিত তত্ত্বজ্ঞানীরা অধ্যাত্ম তত্ত্ব বলিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্ব চিন্তায় ঐ

দুর্গোৎসব কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। প্রবৃত্তিমার্গস্থ সংসারি ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যসুখ সম্পত্তিলাভার্থ অশ্বমেধানুকল্প যজ্ঞরূপে দুর্গোৎসব করিয়া তৎপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পরত্র সুরলোকে অধিগমন করেন। নিবৃত্তিমার্গেজ্ঞানী গণেরা ইহাতেই মোক্ষ নির্বৃতি লাভ করেন। তাহার প্রমাণ সুরথ সমাধি উভয়েই দুর্গোৎসব করেন, কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে সাবিতা দেবী সুরথকে মনুত্ব পদ প্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন। নির্ব্বিন্নচেতা সমাধি নিবৃত্তিমার্গে ঐ দুর্গোৎসব করেন, এজন্য তাঁহাকে আপনার স্বরূপ তত্ত্ব যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা ঐ জ্ঞান শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে বোধ হইতেছে, যে দুর্গোৎসবই তত্ত্ব জ্ঞানেরস্বরূপ চিন্তা হয়। উভয় মার্গ পরিভ্রষ্ট অজ্ঞ পামর গণেরাই পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, ফলে সেই অবজ্ঞাই তাহাদিগকে পরম পথে বঞ্চিত করিয়াছে। অরে বৎস! এবিষয়ে তুমি কোন সংশয় করিহ না। দুর্গোৎসব কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিরূপ হয়। লোকে উত্তরায়ণ বসন্ত কালকে শুদ্ধকাল বলিয়া বাসন্তী পুজায় বোধন করেন না। ইহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম তোমাকে কহিলাম, কেবল কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রা ভঙ্গ কালকেই উত্তরায়ণ শব্দে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর নিদ্রাবস্থায় কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, জাগরাবস্থাতেই সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। যথা "মূলাধাধারেস্থিতা দেবী যাবন্নিদ্রান্বিতা ভবেৎ। তাবৎ কিঞ্চিন্নসিদ্ধোত মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনা দিকং।

ইতি।„ মূলাধারে কুণ্ডলিনী দেবী যাবন্নিদ্রান্বিতা থাকেন। তাবৎ মন্ত্র যন্ত্রাদি কিছু মাত্র সিদ্ধি হয় না,তাহারই নাম দক্ষিণায়ণ। অপরঞ্চ। "যদি সা বোধিতা দেবী বহুভিঃ পুণ্য সঞ্চয়ৈঃ। তদা সর্ব্বং প্রসিদ্ধ্যেত মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনাদিকং।„ যদি বহু পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ঐ দেবী মূলাধারে প্রবোধিতা হন, তবেই মন্ত্র যন্ত্র অর্চ্চনাদি সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই নিমিত্ত দক্ষিণায়ণে দেবী বোধনের প্রথা আছে। যদি বহু পুণ্য সঞ্চয়দ্বারা তিনি জাগ্রতা হন, তবে সিদ্ধি লাভ হয়, এই উক্তিতে নবম্যাদি সকল কল্পই সম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি কষায় তপঃ কর্ম্মাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি রূপ পুণ্য সঞ্চয় হইলে পর তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি হয়। অরে বৎস! জ্ঞানাভিমানিন্! অবধারণা করহ, নবম্যাদিতে কল্পারম্ভ করিতে শাস্ত্রে এই অভিপ্রায়ে অনুশাসন করেন,যে দেবীর শুভাগমনার্থ পূর্ব্বে কল্প ঘটে নিয়ম পূর্ব্বক সংযত হইয়া পূজন স্তবন বন্দনাদি দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হইলে পর,তৎফলে সর্ব্ব জ্ঞানশক্তি স্বরূপা দুর্গা দেবীর বোধন হয়, বোধনান্তর, স্বভবনে মূলে দেবীর প্রবেশ হয়। অর্থাৎ বোধ শব্দে জ্ঞান,পরিশুদ্ধ জ্ঞান লাভার্থে পূর্ব্বে যম নিয়মাদির অনুষ্ঠানে চিত্ত সুসমাহিত হইলে পর, তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছা জন্মে, জ্ঞানের প্রতি ইচ্ছা জন্মিলে পর, অল্পশ্রমে অল্পাহ সাধনাতেই তদ্বিদ্যা অর্থাৎ সেই অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান, স্বভবন মূলে অর্থাৎ হৃদ্দহরে, স্বয়ং প্রবেশিত হয়েন, ফলতার্থ রধকের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। অরে বৎস! এই

নিমিত্ত বাহে দেখাইয়াছেন, যে পুজার বহু দিন পূর্ব্বে কল্পারম্ভে দেবীর পুজা করিলে পর ষষ্ঠীতে বোধন হয়। বোধনান্তর মূলা যোগে সপ্তমীতে দেবীর পত্রিকা প্রবেশ উক্ত হইয়াছে। তুমি বিশেষ বিবেচনাদ্বারা বিচারসঙ্গত করিয়া দেখ, যে দুর্গোৎসব কল্পে বোধন কার্য্যের সহিত অধ্যাত্ম ঘটিতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা সংলগ্ন বটে কি না? দেবীর বোধনে ও অধ্যাত্ম তত্ত্ব জ্ঞানে অভেদ রূপ দেখা যায় কি না? অতএব দুর্গোৎসব যে পরমতত্ত্ব ও পরব্রহ্মের প্রাপ্তি নিমিত্তক যে মুখ্য সাধনা, তাহাতে কোন সংশয়ের অবস্থান হইতে পারে না।

## গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থ ব্যক্তি যথাবিধি স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্মের সমাচরণ করিলে ইহলোকে ও পরলোকে কখন অবসন্ন হয় না। "ধর্ম্ম বিরতা লোকা দুঃখিতাঃ প্রেত্যচেহচ।;, ইত্যাদি স্বধর্ম্ম নিরত গৃহস্থ লোক সকল পরলোকে এবং ইহলোকে সুখী হয়। এই গৃহস্থোচিত কার্য্য সকল গুণত্রয় ভেদে ত্রিবিধ প্রকার হয়, এ জন্য ব্রাহ্মণকে সাত্বিক, ক্ষত্রিয়কে রাজস, বৈশ্যকে রজস্তমমিশ্র, শুদ্রকে কেবল তামস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

সত্বং রজস্তম ইতি গুণত্রয় বিভেদতঃ।
সর্ব্বেষুবর্ত্ততে ভেদঃ কৌলধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ইতি॥

সত্ব রজস্তম এই গুণ ভেদেতে সকলের সনাতন কৌল

ধর্ম্ম অর্থাৎ কুলোচিত ধর্ম্ম কর্ম্মের নানা প্রকার ভেদ হইয়াছে।

সত্ত্বংস্যাদ্ভক্তিযোগেন সর্ব্বোৎপত্তিক কারণং।
অর্চ্চয়েৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ গৃহস্থাঃ সাত্ত্বিকা মতাঃ॥

সত্ত্ব তাহাকে বলে, অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্ব ভক্তিযোগে সকলের উৎপত্তির কারণ জগদীশ্বরের উদ্দেশে অর্চ্চনাদি কার্য্য করে, যে কর্ম্ম করুক্ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে করে, এমত গৃহস্থকে সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

রজঃস্যাৎ কর্ম্মযোগেন ভোগেচ্ছুর্জ্জগদীশ্বরং।
অর্চ্চয়েদভিমানেন গৃহী রাজসিকোমতঃ॥

অভিমানি হইয়া অর্থাৎ অহংকর্ত্তা জ্ঞানে কর্ম্ম যোগ দ্বারা ভোগেচ্ছায় যে গৃহী ভগবানের অর্চ্চনা করে, তাহাকেই রাজসিক গৃহস্থ বলিয়াছেন।

তমোভাব স্থিতজনৈ র্মোহেন সহবর্ত্ততে।
কেবলং যশসাকর্ম্ম কুরুতেচ সতামসঃ॥

তমোভাবস্থিত ব্যক্তি যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা ঈশ্বর প্রীণনাভিপ্রায় নাই, কেবল লোকের নিকট যশ প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া থাকে, তাহাকে তামস গৃহী বলিতে হয়।

এই গুণ ত্রয়ানুসারে, কার্য্য করণ জন্য উত্তম মধ্যম অধম রূপে গৃহস্থ পরিচিত হইয়া থাকে, এবং গুণ ভেদেই লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি ভেদ হয়, গুণের এরূপ বল যে মনে শুভা শুভ কর্ম্ম করিবার বাঞ্ছা থাকিলেও বাহ্যে সম্পন্ন করিতে পারে না।

গৃহস্থাশ্রম মাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানেষু যোরতঃ।
সমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সতুসাক্ষাৎ সদাশিবঃ॥

যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম সংপ্রাপ্ত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়া তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে রত হয়। সেই ব্যক্তি সর্ব্ব পাপে পরিমুক্ত, সাক্ষাৎ সদাশিবের ন্যায় অবস্থান করে।

অশোকং বিল্ববৃক্ষঞ্চ শিবাঞ্চতুলসীতরুং।
দৃষ্ট্বা প্রণামং কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে॥

অশোক বৃক্ষ এবং শ্রীফল বৃক্ষ, ও তুলসী বৃক্ষকে দেখিয়া গৃহী ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্তে তাহাদিগকে প্রণাম করিবেক।

ব্রাহ্মণং সুভগামগ্নিং রক্ত বস্ত্র ধরাস্ত্রিয়ং।
মদিরাকলসং দৃষ্ট্বা স্মৃত্বাদেবীং নমেৎসদা। ইতি॥

ব্রাহ্মণ, ও সাধ্বীস্ত্রী, এবং রক্তবস্ত্র ধারিণী স্ত্রী মদ্যপূর্ণ কলস, আর অগ্নিকে দেখিয়া মনেমনে দেবীকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবেক।

উলূকং শঙ্খচিল্লঞ্চ গৃধ্রঞ্চ নীলকণ্ঠকং।
দৃষ্ট্বাদেবীং নমস্কৃত্বা বিবাদে জয়মাপ্নুয়াৎ॥

লক্ষ্মীপেঁচা, শঙ্খচিল, আর কঙ্ক এবং নীলকণ্ঠ পক্ষীকে দেখিয়া দেবীকে নমস্কার করিয়া যাত্রা করিলে সর্ব্ব প্রকার বিবাদে জয়লাভ হয়।

চতুষ্পথং শ্মশানঞ্চ নমস্কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
তত্ত্বজ্ঞঞ্চাবধূতঞ্চ দৃষ্ট্বা সদ্যো নমেদ্গৃহী॥
উপাসকং সদাদৃষ্ট্বা মধুরং ভাষণঞ্চরেৎ॥

বিশেষতঃ চতুষ্পথ এবং শ্মশান ভূমিকে দেখিবা মাত্র

নমস্কার করিবে। তত্ত্বজ্ঞানী ও পরমহংস ব্যক্তিকে দেখিয়া গৃহী তৎক্ষণ মাত্র প্রণাম করিবে। আর ভগবদুপাসক ব্যক্তিকে দেখিয়া সর্ব্বদা মধুর সম্ভাষণ করিবেক।

শ্রোত্রিয়ং সুভগামগ্নিং গাঞ্চ বাগ্নি চিতাং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেদাপদ্ভ্যঃ সবিমুচ্যতে ॥ ইতি
ছন্দোগপরীশিষ্টং।

ব্রাহ্মণ, অগ্নি, সাধ্বী স্ত্রী, গাভী, অগ্নিচিতাকে প্রাতঃকালে উঠিয়া যে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সকল আপদ হইতে পরিমুক্ত হয়।

পাপিষ্ঠাং দুর্ভগাং মত্তং নগ্নমুৎকৃত্ত নাসিকং।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ স কলেরুপলক্ষণং ॥ ইতি
ছন্দোগপরিশিষ্টং।

পাপশীল ব্যক্তিকে এবং বিধবা ও নষ্ট স্ত্রীলোককে, উলঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রীকে, এবং ছিন্ননাস ব্যক্তিকে, প্রাতঃকালে উঠিয়া যে দর্শন করে, তাহার সমস্ত অলক্ষণ ঘটে, এবং বিনা কলহে দিবসকে অতিপাত করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত গৃহী ব্যক্তি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করতঃ শৌচাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে রাত্রিবাসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল পর্য্যটন করিবেক, তাহাতে শরীরস্থ সমস্ত অমঙ্গল ও অলক্ষণের বিনাশ হয়, এবং কমলালয়াও উষোত্থায়ি ব্যক্তির প্রতি প্রসন্না থাকেন। মন্দাগ্নিক ব্যক্তির পক্ষেও বিশেষ উপকার দর্শে, প্রাতঃকালীন বায়ু অতি শীতল, স্বাস্থ্যজনক, তৎ সংসেবনে শরীরের সম্যক্ জড়তা দূর হয়, চিত্ত অতি নির্ম্মল ও সুপ্রসন্ন হয়। অনন্তর প্রাতঃস্নায়ী হইয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি

নিত্যকর্ম্মের সমাপন করিবে, যদিস্যাৎ প্রাতঃ স্নানাদির অভ্যাস না থাকে, তবে রাত্রিবাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক নদ্যাদি জলাশয়ে গিয়া অথবা গৃহেই বা হউক্ প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনাদি আবশ্যক কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবেক। অনন্তর যে কিছু বিষয় কার্য্য, অথবা সাংসারিক অন্যান্য কর্ম্ম যাহা থাকে, তাহা করিবেক। কিন্তু পিতা মাতা জীবিত থাকিলে অগ্রে তাঁহাদিগের নিকট গিয়া যথোচিত ভক্তি সহসকারে নত মণ্ডকে ভূমিগত হইয়া বন্দনা করতঃ পদরজ গ্রহণ পুর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া এবং তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া, তবে দৈনিক বিষয় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেক। পিতা মাতা যদি জীবিত না থাকেন, তবে আহ্নিক কালেই তাঁহাদিগের উদ্দেশে ইষ্টদেব জ্ঞানে প্রণাম বন্দনাদি করিবেক।

অর্থাৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিতে হইলে এই সকল গৃহস্থোচিত কার্য্য করিতে হয়, না থাকিলে, যে আশ্রমে থাকিবেক সেই আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিতে হইবে, না করিয়া অন্যান্য কর্ম্ম করিলে পাষণ্ড ও নাস্তিক এবং ক্রিয়া লোপি পুরুষরূপে গণ্য হইবেক।

ন জুহোত্যুচিতে কালে ন স্নাতি ন দদাতি বা।
পিতৃদেবার্চ্চনা হীনঃ স ষণ্ডঃ পরিগীয়তে॥ ইতি

বামনে ৭ অং।

যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য করেনা, যথাবিধি স্নানাদিতে পরাংমুখ, পুণ্য দিবসে পুণ্য তীর্থে, বা অভ্যাগত অতিথিকে যথাবিধি দানাদি করেনা, পিতৃ তর্পণাদি ও দেবার্চ্চনাদি

বিহীন হয়, তাহাকে ষণ্ড পুরুষ বলে, তাহার কোন গতি নাই, সে যাবজ্জীবন অশুচি থাকে।

দেবত্যাগী পিতৃত্যাগী গুরু পত্ন্যুজ্ঝকস্তথা।
গোব্রাহ্মণ স্ত্রীবধ কৃদপবিদ্ধ, প্রচক্ষ্যতে॥

দেবত্যাগী পুরুষ, ও পিতৃত্যাগী পুরুষ, আর গুরুত্যাগী ব্যক্তি, এবং সাধ্বী স্ত্রীপরিত্যাগী পুরুষকে অপবিদ্ধ বলে। সে ব্যক্তি গোহত্যা,ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যাদি কৃৎ পুরুষের তুল্য পাপী হয়। অতএব গৃহে থাকিয়া গৃহীকে এই সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা দশ ধর্ম্ম গত রূপে পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী হয়।

মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তঃ শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ।
ত্বরমাণশ্চ ভীরুশ্চ লুব্ধঃ কামীচ তেদশঃ॥ ইতি

সুরাপানাদিতে মত্ত, সর্ব্বদা আত্মাভিমানে প্রমত্ত, স্বধর্ম্মাদি পরিত্যাগীউদ্ধতপুরুষ উন্মত্ত, সর্ব্বদা ক্রোধন, সর্ব্বদা ক্ষুধাতুর, অর্থাৎ সময়বিচার হীন,অথবা যথাতথা ভোজন করে,কার্য্যের গুরু লঘুবিচারহীন, আর স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়মগ্রহণে ভীতহইয়া পরিত্যাগ করে, আর লোভী হয়, এবং কামবশ্যাতিশয়, এই দশধর্ম্ম, ধর্ম্মের অন্তর,সুতরাং ইহাদিগের ইহ পরলোক নাই, ধর্ম্মও নাই। রাজাকর্ত্তৃক ইহারা সর্ব্বদা দণ্ড পাইবার যোগ্য।

যোনিত্যং কর্ম্মণাং হানি কুর্য্যা নৈমিত্তিকানিচ।
ভুক্তান্নং তস্য শুদ্ধ্যেত ত্রিরাত্রো পুষিতোনরঃ॥

যে ব্যক্তি নিত্যকর্ম্মের, এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মের হানি করে, দৈবাৎ তাহার অন্ন ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পরে পঞ্চগব্যাশনে পবিত্র হয়। অতএব গৃহস্থের কর্ম্ম ত্যাগ

অতি গর্হিত, তাহাকে সাধুগণেরা চণ্ডাল বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে তৎপর হইলে ও গৃহীকে গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও পান ভোজনাদির বিচারী ও সদাচার করিতে হইবে, নতুবা নারকী হয়। তবে যুগানুসারে সম্যক্ কর্ম্ম বা সম্যক্‌রূপ আচারে সম্পন্ন হইতে কেহই পারে না, তথাপি যত্নপর হওয়া উচিত, শাস্ত্রে অশক্তপক্ষেরও যে বিধি দিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই ক্ষমতা হইতে পারে, অতএব পশ্চাৎ অশক্ত পক্ষের আচারাদি বর্ণন করিব, এক্ষণে যথার্থ সদাচার লিখিতেছি, যে ব্যক্তির ক্ষমতা হইবে, সে কেন আচার ব্যবহাদির সঙ্কোচ করিবেক? শুভ কর্ম্ম ও সদাচার করণ যত্নদ্বারা যত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে ততই শুভ দায়ক হয়, না করিলে উপর উক্ত নিন্দিত পুরুষ মধ্যে অবশ্যই গণ্য হইবে। দেবধর্ম্মিপ্রভৃতিগৃহীর ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছি।

অহিত হিত বিচার শূন্য বুদ্ধেঃ শ্রুতিসময়ৈ র্বহুভিস্তিরস্ক তস্য।
উদর ভরণ মাত্র কেবলেচ্ছোঃ পুরুষ পশোঃ পশোশ্চকো বিশেষঃ॥

হিতাহিত বিচার হীন বুদ্ধি, বেদাদি শাস্ত্রোদিত ক্রিয়া বর্জ্জিত, বৈধাবৈধ বিচার শূন্য, কেবল আত্মোদর ভরণ ইচ্ছুক ব্যক্তি নরাকার পশু, তাহাতে আর ইতর পশুতে কি বিশেষ আছে? অনন্তর বামন পুরাণীয় বচনে দেবধর্ম্ম আসুর ধর্ম্ম ও পিশাচ ধর্ম্ম, এবং মানব ধর্ম্মবিশিষ্ট গৃহস্থ লক্ষণ কহিতেছি।

অথ দেব ধর্ম্ম।

দেবানাংহি পরোধর্ম্মঃ সদা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাধ্যায় তত্ত্ব বেদিত্বং বিষ্ণু পূজারতিঃ স্মৃতিঃ॥

দেবতাদিগের এই পরম স্বভাব, যে সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াদি, এবং বেদাধ্যয়ন, ও তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন, ও ভগবানের স্মরণ মনন পূজনাদিতে রতি মতি হয়।

অথ অসুর ধর্ম্ম।

দৈত্যানাং বাহুশালিত্বং মাৎসর্য্যং যুদ্ধ সৎক্রিয়াঃ।
নিন্দনং নীতিশাস্ত্রাণাং হরিভক্তি রুদাহৃতাঃ॥ ইতি

দৈত্যদিগের এই স্বভাব, কেবল বাহু বলের উপর সমাশ্রয় করণ, এবং মাৎষর্য্য অর্থাৎ মৎসরতা, যাহাকে আত্মস্তরতা বলে, পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ মাত্রই কার্য্য সৎক্রিয়ার নিন্দা করা, শাস্ত্রোদিত নীতি নিন্দা ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির নিন্দা, এবং দেব নিন্দা, বিষ্ণুনিন্দা, হরিভক্তির নিন্দা, তাহাদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব হয়।

অথ পৈশাচ ধর্ম্ম।

অবিবেক মথাজ্ঞানং শৌচহানি রসত্যতা।
পিশাচানা ময়ং ধর্ম্মঃ সদাচামিষগৃধ্নুতা॥ ইতি।

পিশাচধর্ম্মি লোকের স্বতঃসিদ্ধস্বভাব এই, যে তাহারা বৈরাগ্য শূন্য অর্থাৎ নিয়ত ধনজনাদিতে আবৃত থাকে, সন্ন্যাস ভাবনা মাত্র নাই, বরং সন্ন্যাসীকে দেখিলে ঔদাস্য বা অবজ্ঞা করা আছে, আর অজ্ঞানতা পরিপূর্ণ, শৌচাচারাদি মাত্র নাই অর্থাৎ মল মূত্রাদি অমেধ্য বস্তুতে ঘৃণা শূন্য, অসত্যই তাহাদিগের বল, অর্থাৎ চৌরবৎ ব্যবহার, পরধন গ্রহণে সর্ব্বদা ইচ্ছা, এবং সর্ব্বদা আমিষ গৃধ্নুতা অর্থাৎ বৈধাবৈধ বিচার রহিত, কেবল মাংস ভোজনে প্রবৃত্তি, তাহাতে গলিত শুষ্ক পর্য্যুষিত দুর্গন্ধ ক্রমিক্ষত বিবেচনা নাই, মাংস নাম মাত্রেই রুচি হয়।

মানব ধর্ম্ম।

স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং প্রজন মেবচ।
অকার্পণ্য মনায়াস দয়া হিংসা ক্ষমাদয়ঃ॥

জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচঞ্চ মাকুল্যং ভক্তিরুচ্যতে।
শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং বিষ্ণৌচ মানবঃ স্মৃতঃ॥

ভগবান প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে এই স্বভাব দিয়াছেন। অর্থাৎ নিয়ত অধ্যয়ন করিবে, ও ব্রহ্মচর্য্য করিবে, গৃহে থাকিয়া যথা বিধি প্রজাপত্য অর্থাৎ পুত্রাদি উৎপাদন করিবে, এবং কৃপণতা রহিত হইবে, যথা সাধ্য দানধর্ম্মে রত থাকিবে, অলসতা ত্যাগ করিবে, বৈধকার্য্যে তৎপর হইবে, অর্থাৎ কোন কার্য্যকে উৎকট বলিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, অনায়াস সাধ্যজ্ঞানে তৎসাধনে তৎপর হইবে। দয়া অহিংসা ক্ষমাদিগুণেসম্পন্ন হইবে, শৌচাচারে প্রবৃত্তথাকিবে, জিতেন্দ্রিয় হইবে, কুলোচিতকর্ম্মে পরাংমুখ হইবেনা, শঙ্করে, সূর্য্যে, দেবীতে, এবং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ বহূক্তি দ্বারা জানা যাইতেছে, যে কোন দেব দেবী প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিবে না, এই যথার্থ মানব ধর্ম্ম হয়।

এই সকল আচার দেখিলেই লক্ষ হইবে, যে এই মনুষ্য কোন্‌ধর্ম্মী। এতদ্ভিন্ন সঙ্গাদিদোষগুণে স্বভাবের অন্তর হইলেও ধর্ম্মে ব্যভিচার জন্মে, ব্যভিচারি মনুষ্য মনুষ্যাকৃতি ধারণ করে কিন্তু মনুষ্য পদের বাচ্য কখনই হয় না। অনন্তর গ্রহস্থাশ্রমস্থিত ব্যক্তি যে যে কর্ম্মে চতুরশীতিকুণ্ড নরকের যে যে কুণ্ডে নিপতিত থাকে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান কালের স্বভাবানুযায়ি গোটা কয়েক কুণ্ডের প্রমাণ দিতেছি তাহা বামনে ২৫ অধ্যায়ে আছে। পশ্চাৎ প্রকাশ হইবে।

শিলার্চ্চন চন্দ্রিকার প্রথম ভাগে গণ্ডকী শিলা পরীক্ষার প্রকরণ শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবল গোটাকয়েক দ্বারকা শিলার পরীক্ষা মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাও পরপত্রিকাতে লিখিতে আরম্ভ করিব, অনন্তর শালগ্রামে বিষ্ণু পূজার পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া ভক্তিমান কৃষ্ণার্চ্চক জনের পরিতুষ্টিও জন্মাইব।

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্য যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত আদালতের সরক্যুলর অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

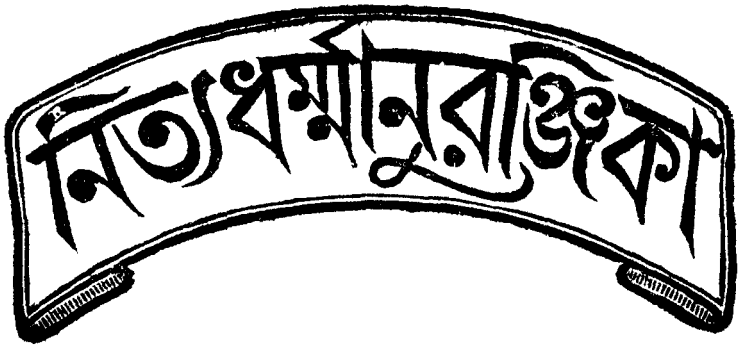

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫০ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩২ জ্যৈষ্ঠ।

## মদ্যের মহিমা বর্ণন।

শাস্ত্রকারেরা মদ্যের গুণদৃষ্টে ফলাফল বিবেচনা করিয়া, জনহিতার্থে মদ্যপান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা "মদ্যমদেয় মপেয় মনিগ্রাহ্য মিতি, মদ্য অদেয় বস্তু, অর্থাৎ কাহাকে দিবেনা? মদ্য অপেয় বস্তু, কদাচ পান করিবেনা। মদ্য অগ্রাহ্য বস্তু, কখন গ্রহণ করিবেনা। এই

কেবল যতি ও ভূপতিরা কার্য্যানুরোধে কোন সময়বিশেষে মদ্য গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় সকল দিন নহে। অর্থাৎ যতিগণেরা কদাচিৎ কমলাসনস্থ হইয়া সাধন কালে অভীত ও একাগ্র চিত্ত হইবার নিমিত্ত একবার পান করিবেন। নৃপতিগণেরা যেকালে সংগ্রাম স্থলে গমন করিবেন, তৎকালে সাহস বৃদ্ধির নিমিত্তে ও আঘাত সহ্য করিবার নিমিত্তে, ও নির্ভয় হইবার নিমিত্তে, এবং সন্নিপাত নিপুণতা জন্য মদ্য পান করেন, অন্য সময় করিবেন না। যে রাজা সংগ্রাম ভিন্ন সময়ে প্রমোদ জন্য ঐ জঘন্য বস্তু পান করেন, তাঁহার অনিষ্ট ব্যতীত কদাপি ইষ্ট লাভ হয়না। অন্যাপরে কাকথা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংশেই তাহার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাহাতে ভগবদিচ্ছা এবং ব্রহ্মশাপকে কারণ মান্য করা যায় বটে, কিন্তু শাপের ফলোদয় জন্য মদ্যই বিশেষ উপলক্ষ হইল বলিতে হইবে? শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যগণকে সাবধান করিবার কারণ দেখাইয়াছেন, যে "পীত্বাচ মধুমৈরেয়ং মদাঘূর্ণিত লোচন, ইত্যাদি,, ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি প্রভৃতি যদুবংশীয়েরা মৈরেয় মধু অর্থাৎ সুরা-পানে মত্ত ও আঘূর্ণিত রক্ত চক্ষু হইয়া পরস্পর সমুদ্রতীরে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুপযোগি অনেক বস্তু আছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ না করিয়া ভগবান সকলকেই মদ্য পান করাইয়াছিলেন,অর্থাৎ সর্ব্বসাকল্য প্রাণনাশ এক দ্রব্যে এককালে ঘটনা হয় না। কিন্তু মদ্যে মত্ত হইলে সকলেরই এককালে পঞ্চত্ব হইতে পারে? অতএব জানাইয়া গিয়াছেন,

যে মদ্য পান করা সকলেরই পক্ষে বিধেয় নহে, কি শীতদেশ বাসী কি উষ্ণ দেশবাসী, সকলেরই মদ্য পানে অনিষ্ট ঘটনা হয়। কেহ কেহ কহেন, যে মদ্যাদির অতি পান নিষিদ্ধ, কিন্তু পরিমিত পান করিলে অনিষ্টোৎপত্তি হয় না, উত্তর। যাহাকে এককালে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার আধিক্যাপ্পের বিশেষ করিয়া লওয়াও যুক্তি সঙ্গত হয় না। বিষাদি বস্তু ভক্ষণ নিষেধ,তাহাতে স্বল্পাধিক্যরূপে গ্রহণ বিচার কি আছে? পরদারা হরণ এককালেই নিষেধ, তাহাতে পরিমিত রূপে কোন একটী পর নারী সম্ভোগ করিলে কি দোষোৎপত্তি হইবে না, সেইরূপ মদ্যাদি নিষেধ বস্তুর স্বল্পাধিক বিচার ও অত্যাচার বিষয়ক তাহার বিচার কি আছে? মদ্য যে রূপ গর্হিত বস্তু, তাহা বর্ণনা দ্বারা পর্য্যাপ্তি করা যায় না, যাহারদিগের মদ্য পানের আসক্তি আছে,তাঁহারা নিতান্তই অবধারণা করিয়া থাকেন, যে মদ্য অতি উপাদেয় বস্তু, কিন্তু পরিণামে উপলব্ধি হয় যে মদ্যের মতন অনিষ্টকরবস্তু জগতে আর নাই, সংপূর্ণ অভদ্রতার প্রতি প্রধান কারণ মদ্যই হয়। অতি বিস্বাদু উৎকট জ্বালা বিশিষ্ট ও শোণিত উষ্ণ কারি,আয়ুক্ষয় কারি, জকৃৎপ্লীহাদি রোগের বীজ স্বরূপ, বুদ্ধিলোপ কর সামগ্রী, এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধান্বিত, সুতরাং মদ্য কদাচ ভদ্রলোকের পানোপযোগ্য নহে। প্রকৃত ঘ্রাণেন্দ্রিয় বর্জ্জিত লোকেরই গ্রহণীয় হয়, যাঁহাদিগের যথার্থ নাসিকা আছে, তাঁহারা কখনই ঐ উগ্রগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন না, প্রাকৃত লোকে কহে "যে নাক না থাকিলে কি না খায় ইত্যাদি,, যদি

কিছু বিশেষ ভাল গুণ থাকিত, তবে কখনই অগ্রহণীয় বলিয়া উক্ত হইত না, এবং শেষে এইরূপ সকল মদ্য ও মদ্যপের পরিনিন্দা করিত না! সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয় সত্ত্বে সর্ব্ব শব্দের সঙ্কোচ পরতায় ঘৃণাকর জঘন্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ কোন কার্য্যে কখন কাহারও গৃহণীয় হয়, বলিয়া যে পরিশুদ্ধ বণ বলা যাইবে না। নাসিকা সত্ত্বও যাহাদিগকে মদ্য পান করিতে দেখা যায়, তাহাদিগের সে নাসিকা বিকৃত নাসিকা ব্যতীত প্রকৃত নাসিকা নহে, কেবল অবয়ব সৌষ্টবার্থে মুখমধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে এই মাত্র। সুতরাং তাহাদিগের প্রকৃত নাসা ভাবে সুরারসে ওত প্রোত হইবার অবশ্যম্ভাবিতা, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাহারা স্বীয় জ্ঞান বল দ্বারা সংপূর্ণ সাহস করিয়া শাস্ত্র মর্য্যাদা রূপ সেতু ভঙ্গ করিতেছেন, তাহাদিগকে মহৎ সন্তান, অতি বিচক্ষণ,পুণ্যশীল, সুবিজ্ঞ বলিয়া মান্য করিবার কারণ ও একালে দেখিতে পাইনা! জগদীশ্বর রচিত জগদন্তর্গত সুগন্ধ দুর্গন্ধ বস্তু সর্জ্জন করিয়াছেন, এবং তৎপরীক্ষার নিমিত্ত মনুজবর্গের নাসিকা সৃষ্টি করিয়া স্বীয় আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, বিবেচনা হয় ঐ মদ্যপি মহাশয়রাই তাঁহার অশুভ গন্ধ পরিগ্রহার্থ যথার্থ সাক্ষীভূত হইয়াছেন। কেন না ঐশীসৃষ্টি বিফলা নহে, যদি সদ্গন্ধ গ্রাহক সকলেই হয়, তবে দুর্গন্ধ গৃহীতার অভাব হইয়া যায়। ঐ নাসিকাবান্ মহানুভব মদ্যপ মহাশয়দিগের নাসিকা কেবল আত্ম পরিচয়ের নিমিত্ত, গন্ধ গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নাসিকার বি

শেষ প্রয়োজন করেনা। যখন যড়িত পচা দুর্গন্ধ দ্রব্য ও শুষ্ক পর্য্যুষিত বহুকালীয় মাংসাদি ভোজনে এবং নষ্ট দ্রব্যোদ্ভব উগ্রগন্ধি মদ্যাদি পানে প্রসক্তি, তখন তাঁহাদিগকে নাসাহীন বলার আর অপেক্ষা কি? এই সকল অশিষ্ট গুণোদয়ের মূল কেবল অশিষ্ট সঙ্গ, প্রথমে যে কোন লোভে আকৃষ্ট চিত্ত হইলেই ঐ গুণ উদয় হয়। কেহবা বেশ্যাসক্তি প্রযুক্ত তদ্গৃহে আমোদ প্রমোদ করিবার আশয়ে ঐ সকল মদ্যাদি জঘন্য দ্রব্য গ্রহণে রুচি করিয়া থাকে, কেহবা অর্থলোলুপ হইয়া ধন মত্ত যথেষ্টাচারি জন সমীপে গমনাগমন করতঃ তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য তদনুযায়ি আচারবান্ হইয়া তদ্ভুক্তাবশিষ্ট ঐ সকল অমেধ্য বস্তু কবলে প্রবৃত্তি করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এই মনে করেন যে আমি গোপনে গোপনে এই কর্ম্ম করিয়া প্রভুকে তুষ্ট রাখিয়া যে স্বকার্য্য সাধন করিব, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না সুধরিয়া লইব। কিন্তু দ্রব্যের মহিমাতে ক্রমে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া যায়, তখন পরিশুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক্ পরে আপনিই একটী প্রগাঢ় মাতাল ও যথেষ্টাচারীর অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন। একালে এই রূপেই অনেকেই আপন আপন পরকালকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ও দিতেছেন এবং ভাবিও দিবেন। যখন বিলক্ষণ রূপ যথেষ্টাচারি মদ্যপায়ী প্রকৃত হন, তখন আর স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিয়মাদিকে গ্রহণ করিতে আগ্রহ করেন না, এবং সকল শাস্ত্রকেই অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত পরম হংসের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া উঠেন, অর্থাৎ পূর্ব্বজাত কুস্ব-

ভাব পরিত্যাগ করিবার সাধ্য না হওন জন্য সুতরাং কলি-কালোচিত ব্রহ্মদলে মিলিত হইয়া, অক্ষোভে স্বজাতীয় ধর্ম্ম নিন্দা, শাস্ত্র নিন্দা, আচার ব্যবহার নিন্দা, দেব দেবী ব্রাহ্মণ গুরুগণ নিন্দা সূচক বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মসভায় একটী প্রধান উপাচার্য্য রূপে নিযুক্ত হয়েন।

মদ্যের কি অপরিসীম গুণ, মদ্যের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, মদ্যের কি অসাধারণ বল! মদ্যের কি অদ্ভুত পরাক্রম ? তাহা লিখিয়া কি জানাইব ? ঐ জলরূপা বারুণী উদরগতা হইয়াই সর্ব্বত্র সমতাজ্ঞান প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, আর কোনমতে ভেদা ভেদ জ্ঞান মাত্র থাকে না, "সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ,, হইয়া যায়। তাবৎ হিতাহিত বোধ, তাবৎ শুভাশুভ জ্ঞান, তাবৎ হেয়োপাদেয় অনুভব, তাবৎ সুগন্ধ দুর্গন্ধ বোধ,তাবৎ সুস্বাদু বিস্বাদু জ্ঞান, তাবৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, তাবৎ ব্রাহ্মণ শূদ্রজ্ঞান, তাবৎ গুরু লঘুজ্ঞান, তাবৎ সম্পর্ক বিচার, তাবৎ গম্যাগম্য বিবেচনা থাকে, যাবৎ সর্ব্বগুণসাধিনী সলিল রূপিণী মনোহারিণী বারুণী দেবী জনগণের উদরগতা না হয়েন। বারুণী দেবী দয়া প্রকাশে প্রিয় পুত্রদিগকে লজ্জা ও ধর্ম্ম বন্ধন হইতে একেবারে পরিমুক্ত করিয়া দেন। সুরাপান করণকালে যাহা মনে করিয়া পান করে, অর্থাৎ যাহাকে গালিদিবে কি স্তুতি করিবে, পানোত্তর মত্ত হইলেও পর সুরাদেবী উদরস্থা থাকিয়া সেই সংকল্পিত ভাবের উদ্বোধন করিয়া দেন, তখন সে অকুতোভয়ে বক্তৃতা করিতে থাকে, লজ্জা ও ধর্ম্মের কিছু মাত্র অনুরোধ রক্ষণ করে না।

প্রথম শৌণ্ডিকালয় প্রবেশ কালে অর্থাৎ মদ্য পানার্থ গমন কালে, কতই বা ভদ্রতা, কতই বা শুদ্ধাচারিতা, কতই বা সভ্যতা, কতই বা ভব্যতা, কতই বা সুশীলতা প্রকাশ করেন, তদবলোকনে যথার্থ সভ্যগণকেও তাহাদিগের নিকট অসভ্য ও অভব্যের ন্যায় ধিক্কার ভাজন হইতে হয়। যখন শৌণ্ডি-কালয়ে মদ্য পানার্থী ব্যক্তি পথিমধ্যে আগমন করিতে থাকেন, তখন পথি পতিত তৃণাদি পর্য্যন্তকেও অস্পৃষ্ট বোধে স্পর্শ করেন না, কেহ বা সাধুস্বভাব প্রকাশ করতঃ পিপিলিকাদি কীট বিনাশ ভয়ে মণ্ডূক গতির ন্যায় পাদ বিক্ষেপ করেন। কেহ বা উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা কটি অবধি শিরো মণ্ডল পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীরকে আবৃত করিয়া কেবল পথ নিরীক্ষণার্থে মুখ মধ্যে নয়নদ্বয় সমীপে বস্ত্রের অন্তর স্থাপন করেন। শৌণ্ডিকালয়ের সন্নিকটে গিয়া ইতস্তত চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বেগ গমনে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেন। কেহবা নির্ভয় হইয়া মনুষ্য সকলকে তৃণ কল্প জ্ঞান করতঃ মত্তমাতঙ্গ গতিদ্বারা সুরা বিপণীতে প্রবিষ্ট হয়েন।

সে সময় তাঁহাদিগের যেরূপ সুখ কিয়ৎকাল ভোগ হয় তাহা বর্ণন করিবার সাধ্য নাই। হা! জগদীশ্বর! তোমার অপার মহিমা। মদ্যপ মহাশয়েরা সুরালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বুভুক্ষিত অন্নার্থি ব্যক্তির ন্যায় আকাংক্ষিত হইয়া ব্যগ্রতা-ভাগে শৌণ্ডিক সন্নিধানে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান থা-কিয়া প্রার্থনা করেন। তখন তৎস্থানে কোন বিচারই নাই, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মুরদাফরাস প্রভৃতি হীন জাতি,

যাহারা অত্যন্ত নীচ স্পর্শ মাত্র অশুচি হইলাম বলিয়া জলাবগাহন করিতে হয়, এবং যাহারা কোন ভোজনপাত্রে বা জলপাত্রকে উৎসিষ্ট করিলে বিনা দাহে শুদ্ধ হয় না, মৃৎপাত্র হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা যায়, শৌণ্ডিকালয়ে সেই সকল অন্ত্যজ জাতির উচ্ছিষ্ট চষক, অর্থাৎ মদ্য পাত্র মৃণ্ময় হইলেও স্বর্ণপাত্রবৎ শুদ্ধজ্ঞানে, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা বাপের সুপুত্র রূপে সুধাপেক্ষা সুস্বাদু জ্ঞান করিয়া জঘন্য অমেধ্য বস্তু মদ্য পান করিয়া থাকেন। ঐ বারুণীদেবী উদরস্থা হইয়া আত্ম মহিমা প্রকাশ করিয়া বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত রহিত করিয়া তুলেন। অনন্তর মদ্যপ মহানুভাবদিগের তখন লাভা লাভ, মানাপমান জ্ঞান থাকে না, সাক্ষাৎ মহাযোগির প্রায় জগৎকে তৃণাপেক্ষাও লঘু বলিয়া বোধ করেন। কেবল পূর্ব্ব সংকল্প সিদ্ধ যাহাকে গালি দিতে হইবে তাহাকে গালি, যাহাকে স্তব করিবেন সংকল্পাছিল তাহাকে স্তুতি করিতে থাকেন। যখন ক্রমে শৌণ্ডিক গৃহে উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়া উঠে, তখন শৌণ্ডিক, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদিগের কদর্য্যালাপ শ্রবণ ও কুৎসিতাক্রিয়া দর্শন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া লয়, অনন্তর প্রহার করতঃ গলদেশে হস্ত দিয়া দোকান হইতে বাহির করিয়া দেয়, পূর্ব্বে যেরূপ লজ্জা ভয়ে সাবধানে দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর সে রূপ লজ্জা ভাব থাকে না, উন্মত্ত হইয়া বেত্যস্ত বস্ত্রাদি হইয়া পথি মধ্যে বক্রভাবে গমন করিতে থাকেন, নিদ্রাতুর ব্যক্তির যেমন পাদ বিক্ষেপ

কালে পদস্থির থাকে না, তাদৃশ অস্থির রূপে পদ নিক্ষেপ দ্বারা কদাপি মৃদুগতিতে, কখন বা লম্ফ প্রম্ফনাদি গতি দ্বারা কদাচিৎ হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে চলিতে থাকেন, কখন বা উত্তান হইয়া কদাচিৎ অনুত্তান হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়েন। অনন্তর পরমানন্দ সন্দোহ মধ্যে সন্তরণ করিতে থাকেন, কখন বা উত্থানমতে উচ্চৈঃস্বরে লোক সকলকে অক্ষোভে গালাগালি করেন, তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবেরাদি দিকপাল ব্যক্তিরও তাহার নিকট পরিত্রাণ নাই। কদাচিৎ হীন ব্যক্তিকেও দিক্‌পতি জ্ঞানে স্তুতি করিতে থাকেন। কখন বা উচ্ছলিত করুণাপাথোধি সলিলে নিমজ্জমান হইয়া মহা বিলাপ ও রোরুদ্যমান হন্, কিয়ৎ ক্ষণানন্তর সহসা মহানন্দযুক্ত হইয়া হাস্য করিয়া উঠেন। মদ্য কষায়িত বাক্যের জড়তা প্রযুক্ত সংপূর্ণ স্পষ্টাক্ষরের উচ্চারণ হয় না, একারণ বক্রভাবে আধ আধ রবে সংগীত করিতেও উৎসাহ জন্মে, কিন্তু অনির্ণীত সঙ্গীতে রাগ তালাদি রহিত গান করিতে থাকেন, এবং মধ্যে মধ্যে কখন নৃত্য ও হয়, কখন বা আত্ম বিপক্ষাচরণ স্মরণ করিয়া কাহার প্রতিও পরাক্রম প্রকাশ করেন, অর্থাৎ শত্রু হইতে আপনাকে বলবান বোধ করিয়া মালসাটাদি মারিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমতলে পতনোত্থান রূপে বিবিধ প্রকার বিক্রিয়া প্রকাশ ও যেরূপ অবাচ্য কতুকাটব্য প্রয়োগ করেন, তাহা অস্মদাদির এ পাপ মুখে উচ্চারণ করিবার সাধ্য হয় না। যখন নিবিড় রূপে মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন আপনাকে

মনে করেন, যে আমি এতন্মহীমণ্ডলেশ্বর, সর্ব্ব রাজাধিরাজ। এখন আমি মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া দিগ্‌ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছি, ইহা ভাবিয়া কিয়দ্দূর মৃদুগতি দ্বারা গমন করিতে করিতে মনে উদয় হয়, যে অনেক পর্য্যটন করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, এক্ষণে শ্রান্তি দূর করণার্থ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাই কর্ত্তব্য, এই চিন্তা করিয়া, পথিপ্রান্তে প্রণালিকাতে অর্থাৎ নরদামাকে শয়নীয় বোধে তন্মমধ্যে শয়ন করি বলিয়া সহসা নিপতিত হয়েন, তখন আর উত্থান শক্তি থাকে না, সেই সূত্র পুরীষান্বিত দুর্গন্ধ জল কর্দ্দমে ওত প্রোত হইতে থাকেন, ও দ্রব্যের এমনি গুণ, যে তাহাতেও তৎকালে দুর্গন্ধ, কি ঘৃণা বোধ মাত্র হয় না। বরং কোমল সুখ স্পর্শ শয্যা জ্ঞানে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন চ্ছলে ঐ নরককুণ্ডে সুন্দর রূপ নিমজ্জমান হইতে থাকেন। তথায় দংশ মষক বৃশ্চিকাদির দংশন জ্বালাকে শয্যাকীটমৎকুন বোধে শয্যা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করেন, কিন্তু কোন ক্রমে আর উত্থানের সাধ্য হয় না, ভাগ্য ক্রমে কোন ভদ্র লোকের দৃষ্টিগোচর হইলে, তাহার প্রাণ রক্ষার্থ অমেধ্য গর্ত্ত হইতে তিনি তাহাকে যত্নপূর্ব্বক উত্তোলন করেন। কোন কোন মত্ত ব্যক্তি পিপাসাতুর হইয়া শর্ক্করা জলবোধে ঐ প্রণালিকার জল পান করতঃ তৃষ্ণানিবৃত্তি করেন।

অনেকানেক মদ্যপ ব্যক্তিকে তন্তীরস্থ অমেধ্য পুরীষাদি ভোজন করিতে ও দেখা গিয়াছে। কত কত মদ্যপ বিষ্ঠাকুণ্ডে পতিত হইয়া তাতে লুণ্ঠিত হয়, কাহার বা উত্থান

পতন দ্বারা তৃণ কণ্টক দারুণ পাষাণ, ভগ্ন মৃদ্ভাজনখণ্ডাদিতে কলেবর ক্ষত বিক্ষত হয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ক্ষত বিক্ষত শরীর হওয়াতে নিরন্তর শোণিত ধারা বহিতে থাকে, কখন বা আঘাতে আঘাতে বলহীন হইয়া নিয়ত ভূমিতলে পতিত হইতে থাকেন। কত কত মদ্যপে অট্টালিকার সৌধ হইতে কঙ্ক গৃধ্র চিল্ল ন্যায় উড়িবার মানসে উড়িয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন, কেহ বা পতন মাত্রেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

কোন কোন সাবধানী মদ্যপ মহাশয়েরা মত্ততা গোপন করিয়া গৃহাভিমুখে পথে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অভিসার নুসাব মত শোভিত হয়। অর্থাৎ কটি পরিবৃত বিগলিত বসন, প্রণালী জলাভিষিক্ত আলুলায়িত কেশপাশ কর্দ্দম পূরীষাক্ত কলেবর শোভিত, শোণিত পরিলিপ্তাঙ্গ, দক্ষিণবামে ঘন ঘন দোলায়মান দেহ, মৃদুস্বরে গান করিতে করিতে, অথবা প্রলাপবৎ বাক্য প্রয়োগে গৃহাগমনের উদ্যম করেন। মদ্যপানে রত হইয়া জন সকল কি না? জঘন্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে? কতকত মদ্যপ জন গহ্বর মধ্যে বা জলাশয়ে পতিত হইয়া উত্থান শক্তির অভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব সাধারণ জনগণের প্রতি নিবেদন এই যে ধর্ম্ম শীল ভদ্রসন্তানেরা এরূপ সহস্র সহস্র মদ্যপের দুরবস্থা দেখিয়াও পুনর্ব্বার তৎ-পানে আশক্তি কেন করেন, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি চক্ষুসত্ত্বে মদ্যপের দুরবস্থা দেখিয়া এবং পুরীষাপেক্ষা দুর্গন্ধ মদ্যকে জায়িনা

নাসিকা সত্ত্বেও কি প্রকারে মদ্যরসে নিমগ্ন হইয়া থাকেন? তাঁহারা অবশ্যই পরমেশ্বর দত্ত নাসিকার অনুরোধ রক্ষা করেন না ইহাই বোধ হয়, যাঁহারা ঘ্রাণেন্দ্রিবিশিষ্ট হইয়াও দুর্গন্ধ কদর্য্য দ্রব্যের ভোজনের প্রবৃত্তি করেন, তাঁহাদিগের নাসিকার প্রয়োজন আর কি আছে? যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানতা পূর্ব্বক অধর্ম্ম বলদ্বারা শাস্ত্র মর্য্যাদার উল্লংঘন করে, তাহাদিগকে এরূপ কথা বলিবার বাধা কি? এবং তাহাতে অপরাধই বা কি! যদিও কেহ এলিপি দেখিয়া আমাদিগকে অপরাধি বোধ করেন, সে তাঁহাদিগেরই মহিমা, এক্ষণে প্রার্থনা করি, যে তাঁহারা স্বীয় সৌজন্য প্রকাশে আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল, যে কোন কোন মহাত্মারা বেদার্থ বিপরীত কোন কোন কল্পিত তন্ত্র প্রমাণে সুরাপানের বিধেয়ত্ব দৃষ্টে কহেন, যে বিপক্ষেরা গণতা করিয়া সুরা পান প্রতি দোষারোপ করে, তৎশঙ্কা নিরাস করিয়া লিখিতেছি, পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ শিবোক্ত তন্ত্র প্রমাণে মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বের নিষেধ এতৎপত্রিকাতে পঞ্চমকারের সাধনোপলক্ষে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে মন্বাদি শাস্ত্র প্রমাণে পুনর্ব্বিশেষ করিয়া লিখিতেছি। যথা

ব্রাহ্মণস্যরজঃ কৃত্যা ঘ্রাতি রজ্ঞেয় মদ্যয়োঃ।
জৈহ্মঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশ করং স্মৃতং॥ মনু।

ব্রাহ্মণের পীড়াপ্রদ কর্ম্ম, অমেধ্য দ্রব্য ও মদ্যের আঘ্রাণ

গ্রহণ, এবং পুরুষ মৈথুন, এই সকল কার্য্য প্রত্যেক জাতি ভ্রংশ হয়।

সুরাবৈমল মন্নানাং পাপ্মাচ মল মুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ। মনুঃ।

সুরা অন্নের মল, মল মাত্রই পাপ, একারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কদাচ সুরাপান করিবেন না।

যক্ষ রক্ষ পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবং।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানা মশ্নতা হবিঃ॥ মনুঃ।

দেবতা দিগের ঘৃত ভক্ষণের যোগ্য হোতা যে ব্রাহ্মণাদি জাতি তাহাদিগের মদ্যাদি চতুষ্টয় পান ও পিশাচাদির অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। অর্থাৎ যক্ষ রক্ষ পিশাচাদির অন্ন অভক্ষ্য, কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিলে তাঁহাদের দত্ত হবি দেবতারা গ্রহণ করেন না।

পিশাচাদি পদে অস্পৃষ্টজাতি অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবনাদি ইতর জাতি হয়, তাহাদিগের পৃক্ত অন্ন জলাদি যে গ্রহণ করে, সে সমস্ত দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বহিষ্কৃত হয়। মদ্য, সুরা, সম্বিৎ আসব, এই চতুষ্টয় দ্রব্য। সুরা গৌড়ী পৌষ্টী মাধ্বী, সম্বিৎ গাঁজা সিদ্ধি চরস আফীম প্রভৃতি। আসব ফলোদ্ভব, অর্থাৎ পনস, দ্রাক্ষা, মউল, খর্জ্জুর, তাল, নারিকেলাদি নানা প্রকার ফলজাত মাদকদ্রব্য এ সকলই ব্রাহ্মণাদির পান নিষেধ। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণাদির স্ত্রীলোকে সুরাদি পান করিলে, পতিলোক প্রাপ্তি বিষয়ে পরাংমুখী হয়, দেহাবসানে কুক্কুরী, গৃধ্রী, শূকরী, হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

অতএব মদ্যপান ভদ্রলোকের অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম্ম, মদ্য পানে ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়, কিন্তু সম্বিৎ আসব পানে তাদৃশ দোষ নাই যাদৃশ সুরাপানে সর্ব্ব দোষ ঘটিয়া থাকে?

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

### দুর্গামাহাত্ম্য।

#### বোধন।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! ভগবতী দুর্গার বাসন্তী পূজার বিধি শ্রবণে এক প্রকার পরমাত্ম তত্ত্ব বোধন হইল, এক্ষণে শারদীয়া পূজায় নবম্যাদি কল্প ও বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন বিষয়ে কি রূপে অধ্যাত্মতত্ত্ব সঙ্গত হইতে পারে, তাহা স্পষ্টীকৃত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! গৌণচন্দ্রে ভাদ্রীয়া কৃষ্ণা নবমীতে বোধন হয়, ঐ পক্ষকে অপরপক্ষ বলে। আর আশ্বিনীয়া শুক্লপক্ষে প্রতিপৎ অবধি পরপক্ষ, তাহাকে দেব পক্ষ বলিয়া খ্যাত করা যায়। অর্থাৎ সূক্ষ্মার্থ ব্যাখায় সূক্ষ্ম কাল স্বরূপে, অপর পক্ষকে অপরা বিদ্যার অধিষ্ঠান জন্য তাহাকে পিতৃয়ান, পরা বিদ্যাধিষ্ঠান হেতু দেবপক্ষকে দেবয়ান বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অপরপক্ষে পিতৃকৃত্য, পরপক্ষে দেবকৃত্য, সুতরাং এই দুই পক্ষকে পক্ষান্তরে সপক্ষ জ্ঞানে দক্ষিণায়ণ, ও উত্তরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত করা

যায়। পিতৃলোককামী সংসারিব্যক্তি পিতৃযান অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে চন্দ্রলোকে গমন করে, পুনর্ব্বার তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ করতঃ পুনঃ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া নিয়ত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান ফলে পুনরপি স্বর্গলোকে গমন করে, ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়, এইরূপে সংসৃতির নিবৃত্তি হয় না, পুনঃ পুনঃ যাতায়াত রূপে পরিশ্রমের অনুভব করিতে থাকে, কোনমতে বিশ্রান্তি সুখলাভ হয় না। দেবযানে আরূঢ় হইয়া নিষ্কারণে কর্ম্মাদি সমাপন করিলে সূর্য্যলোকে গমন করতঃ আদিত্য দ্বারে বৈশ্বানরাখ্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, আর তাহার পুনরাবৃত্তি থাকে না।

এই গূঢ়তত্ত্ব অধ্যাত্ম বিষয়, নর শরীরে নিত্যই নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিতে পারিলেই জীবের নিরতিশয় পরমাত্ম জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞান বলে প্রাণায়াম প্রভাবে বিদ্যা প্রবোধনে পিঙ্গলাখ্য সূর্য্য দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া বৈশ্বানরাখ্য সুষুম্নাপ্রাপ্ত নাদশক্তিকে ভেদ করতঃ বিন্দুরূপ পরম শিবাখ্য কার্য্য ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর উপাসন ধর্ম্ম অতীত হইয়া মঙ্গলদায়ক পরম শিব রূপ শরীরাধ্যক্ষ ঐ বিন্দুর সহিত জীব পরাবিদ্যা প্রভাবে পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া। যথা বেদান্তং "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণসহাতঃ পরমভিধানাৎ ইতি" কার্য্যাত্যয়ে জীব কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত পরমকারণ পরম পুরুষে লীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর দুর্গ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, যে পরাবিদ্যা দ্বারা পরমাশান্তি লাভ হয়, সেই

দুর্গভেদিনী পরমাত্ম স্বরূপা পরাবিদ্যাকেই দুর্গা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেননা সেই জ্ঞান স্বরূপা বিদ্যা প্রসন্না না হইলেও দুর্গতি নাশ হয় না। যথা সপ্তশতী—"সাবিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনীতি,, সেই বিদ্যাই পরমা পরাশক্তি, তিনি নিত্যা, মুক্তির হেতুভূতা হয়েন। অপরা অবিদ্যা, তিনি সংসার বন্ধনের হেতু ভূতা। যথা তত্রৈব। "সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরীতি,, তাঁহাকে অবিদ্যা বলি, যিনি সর্ব্বেশ্বর কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্য দেব, তাঁহার ঈশ্বরী অর্থাৎ নিয়ন্ত্রী হয়েন, তিনিই সংসারবন্ধের কারণ রূপা। যথা শ্রুতিঃ।—"ঋক্ যজু সমার্থর্ব্ব, শিক্ষা কল্প নিরুক্ত চ্ছন্দোব্যাকরণ জ্যোতিষ মিত্যিপরা। পরা যয়াতদক্ষর মধিগম্যতে ইতি,,। ঋক্‌যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, চ্ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ,' এ সমস্তই অপরা অবিদ্যা প্রভব, অর্থাৎ ইহাতেই কর্ম্ম কাণ্ড বিধি, সুতরাং প্রণবালম্বন পর্য্যন্ত সগুণ বিষয়, তাহাতে পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি নাই। পরাবিদ্যা সেই, যদ্দ্বারা অক্ষর পরমাত্মাতে জীব একীভূত হয়। চন্দ্র পর্য্যন্ত অবিদ্যা, পিতৃলোককামী চন্দ্রগামী হইয়া তথা হইতে পুনরাবৃত্ত হয়। সূর্য্য পর্য্যন্ত বিদ্যা পরা প্রকৃতি, তদ্দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত সাধকের পুনরাবৃত্তি থাকে না, ইহারাই নাম বিশ্রান্তি। এ সুখ লাভ কেবল পরা বিদ্যার প্রসন্নতাতেই হইতে পারে। কিন্তু এ সাধনার সাধক জীবে অপ্রাপ্ত বিধায়, অধ্যাত্ম সাধন রূপ বিদ্যা প্রবোধন চ্ছলে,

শারদ্যোৎসব পর্ব্বোপলক্ষে দেবীর বোধনাদি ক্রিয়া বাহ্যে প্রকটন করিয়াছেন, অর্থাৎ দুঃসাধ্য বস্তুকে সুসাধ্যরূপে লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, যেহেতু, মন্দ ভাগ্য, মন্দ বুদ্ধি মন্দায়ু অজ্ঞ জীবেরা ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করিতে পারুক্ বা না পারুক্, কিন্তু অনায়াসসাধ্য দুর্গোৎসবোপলক্ষে পরাবিদ্যার অর্চ্চনাতে সেই নিরতিশয় আনন্দ সন্দোহ সচ্চিদ্ধ্রুর পরম পদে অভিগমন করিতে পারিবে। ইতি বোধনাদি প্রায়। পত্রান্তরে বোধনের অর্থ লিখিয়া ব্যক্ত করিব।

## গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থদিগের আচার দেখিয়া লক্ষ করিতে হইবে, যে এই মনুষ্য কোন্ ধর্ম্মী, সঙ্গাদি দোষগুণে স্বভাবের অন্তর হইলে স্বধর্ম্মেতে ব্যভিচার জন্মে, তখন সেই মনুষ্য মনুষ্যাকৃতিধারণ করিলেও মনুষ্য পদের বাচ্য হইবে না, অনন্তর গৃহাস্থাশ্রম স্থিত ব্যক্তি যে যে কর্ম্মে চতুরশীতি কুণ্ড নরকের যে যে কুণ্ডে নিপতিত থাকে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান কালের স্বভাবানুযায়ি গোটাকয়েক কুণ্ডের প্রমাণ দিতেছি। ইহাও বামনে ২৫ অধ্যায়ে প্রমাণ আছে।

লুব্ধত্বং লোলুপত্বঞ্চ লব্ধ ধর্ম্মার্থ নাশনং
নানা সংকীর্ণমেবোক্তং মষ্টমং নরকং স্মৃতং ॥

যে ব্যক্তি অতিশয় লোভী হয়, এবং ক্রিয়ালোপী হয়, মনুষ্যের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রতি লোভ করে, ও স্বধর্ম্ম লোপী হয়, আর পরের অর্থ নাশ করিতে উদ্যম করে, বর্ণা-

ক্রম বিচার রহিত সংকীর্ণ ধর্ম্মী হয়, সেই ব্যক্তি অষ্টম নরকে
ন করে।

বৃত্তিব্রহ্মস্ব হরণং ব্রাহ্মণানাং বি.নন্দনং।
বিরোধো ব্রহ্মভিশ্চোক্তং নাম নবপাতনং॥

সকলের বৃত্তি চ্ছেদ করে, ও ব্রহ্মস্বাপহারী হয়, এবং ব্রাহ্মণের নিন্দা নিরত করিয়া থাকে, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করে, সেই ব্যক্তি নবম নরকে নিপতিত হয়।

শিষ্টাচার বিনাশঞ্চ শিষ্টদ্বেষং শিশোর্ব্বধং।
শাস্ত্রস্তেয়ং ধর্ম্ম নিন্দাং দশমং পরি কীর্ত্তিতং॥

প্রচলিত শিষ্টদিগের যে আচার, সেই আচারের বিলোপ কারী ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে দ্বেষ করে, অর্থাৎ প্রাচীন শিষ্ট শাস্ত্রাধ্যায়ী শো৩ন কার্য্যকুৎ ব্যক্তিদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যে করে, সন্তান বধ বা অপর বালক বধ, কি ভ্রূণ হত্যাকারী এবং শাস্ত্রস্তেয়ী অর্থাৎ শাস্ত্র চুরী করে, শাস্ত্রস্তেয় পদে শাস্ত্রের ভাবার্থ চুরি করিয়া অন্য ভাবার্থ গ্রহণ করায়, ও সনাতন প্রাচীন প্রচলিতধর্ম্মের পরিনিন্দা করে, এব্যক্তি দশম নরকে নিপতিত হয়।

সৎসু নিত্যং সদাবৈর মনাচারেষু সৎক্রিয়া।
সংস্কার প্রতিহীনস্তদ্দিনং দ্বাদশমং স্মৃতং॥

অহরহ সর্ব্বদা সাধুদিগের সহিত শত্রুতা করে, আপনি অনাচার করিয়া সেই আচারকে সৎক্রিয়া বলিয়া আর আর সকলকেও গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পায়, স্বজাতীয় সংস্কারের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া তাহাতে বিহীন হয়, অর্থাৎ মন্বাদি

শাস্ত্রোক্ত জন্ম নিষেক বিবাহাদি সংস্কার বিলোপী হয়, এই ব্যক্তি দ্বাদশ কুণ্ড নরকে নিপতিত থাকে।

ইত্যাদি প্রকারে বিবিধোপদেশ আছে, সে সকল আর লিখিবার প্রয়োজন নাই, গৃহস্থ ব্যক্তি এই কয়েকটি উপদেশ মত চলিলেই ইহলোক জিত ও পরলোক জিত হইতে পারে, যেহেতু এই কয়েক বচনেই প্রায় সম্যক্ অসৎকর্ম্মের পরিবর্জ্জন করিতে কহিয়াছেন।

গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রতঃ পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ব্যবহার করিয়া গার্হস্থ কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই ধর্ম্মের নিকট পরিত্রাণ পাইতে পারে, এবং সাধু সমাজে সভ্য রূপেও পরিগণিত হয়। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ কালের গতি হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পরকালের প্রতি দৃষ্টি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, যে কোনরূপে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে পারিলেই, লোক সমাজে মহাসভ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় এই এক পরম সংস্কার জন্মিয়াছে। কলিতার্থ বিবেচনা করিলে বিচক্ষণেরা বুঝিতে পারেন, যেব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, সে সভ্য পদের বাচ্য কি হইবে বরং মনুষ্য পদেরই বাচ্য নহে। এই কষায়িত ভয়ঙ্কর কালে কেবল অর্থই পরম পুরুষার্থ সাধনের হেতু হইয়া উঠিয়াছে, যদিস্যাৎ সহস্রসহস্র অসৎকর্ম্ম করে করুক্, কিন্তু কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয় করিতে পারিলেই জনসমাজে পবিত্ররূপে পরিগৃহীত হয়। সমস্ত প্রকার ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি জঘন্য বংশও হয়, তথাপি নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্কিতকুলে উৎপন্ন নির্দ্ধন ধার্ম্মিকব্যক্তি হইতেও সে মান্য

হয়। ধনহীন ব্যক্তিকে মনুষ্য বলিয়াই কেহ গ্রহণ করে না, সর্ব্বদা সকল বিষয়েই তাঁহাকে অনাদর করে। এতদ্ধন প্রশংসাবাদে পরিণত ব্যক্তিরা ধনকেই শ্লাঘনীয় বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আর করে না, যে কোনরূপে ধনোপার্জ্জন হয়, তাহাইকর্ত্তব্য বলিয়া, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্থাপ্য হরণ, বাণিজ্য ছলে পরস্বগ্রহণ, পরভূম্যাদি হরণে ধনী হইয়া আত্মায়াসে গৃহোদ্যান পুষ্করণ্যাদি প্রতিষ্ঠা বা পিতৃ দেব কৃত্যাদি সম্পন্ন করে, এক্ষণে সেই ব্যক্তিই ধার্ম্মিক, সেই ব্যক্তিই সদ্গৃহস্থ, সেই ব্যক্তিই সভ্য শ্রেণীমধ্যে বুদ্ধিমান রূপে গণ্য হইয়া উঠে, তদ্ভিন্ন ধন রহিত নিষ্পৃপঞ্চ ধর্ম্মশীল গৃহস্থ ব্যক্তিকে সুতরাং অসভ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এসময়ে মহামোহান্ধকারে আপন্ন জনগণেরা ধনোপার্জ্জন জন্য তদাসক্তি প্রযুক্ত আত্ম হিতাহিতবিষয়ক আলোচনাতে এক কালিন প্রায় ক্ষান্ত হইয়াছে। সদ্গৃহস্থের এই লক্ষণ, যে পরমেশ্বরসৃষ্ট জগতের মধ্যে জীবেরদের আপন আপন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের বিলক্ষণ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই রূপ উপায়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে ইহকাল এবং পরকাল পরিশুদ্ধ হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে কোন কালেই অপদস্থ হইতে হয় না।

জগৎপিতা জগদীশ্বর এই জগতে পরস্পর বিনিময় পরিবর্ত্ত ধর্ম্মকেই মর্য্যাদা করিয়াছেন, তাহার হানিকারক গৃহস্থ ব্যক্তির প্রথমত যে সুখানুভব হয় হউক্ কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহাকে অবসন্ন হইতে হয়, অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়াদি ঘটিত কোন ব্যবসায় করিলে যাহাতে উভয়ের সন্তুষ্টি

জন্মে, সেই রূপেই গৃহিদিগের ব্যবসায় করা বিহিত, তা হাতে বহুতর লাভ হয় না বলিয়া, অবিহিত ব্যবসায়াদি করাকে বিহিত বিবেচনা করিতে হইবে না। যেমন তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি দ্রব্য গ্রহণ বা যথা বিহিত অর্থ দান, গুরুর নিকট জ্ঞান ও সদুপদেশ প্রাপ্তি, শিষ্যের প্রণামী, পুরোহিতের বৈধশ্রম, যজমানের দক্ষিণা, ভৃত্যের বিশ্বাস, কার্য্য, শ্রম, যত্ন, প্রভুর বেতন দান, আত্মীয় বান্ধব কুটুম্বাদির অনুকুলতা, তদনুরূপ ভরণ পোষণ ইত্যাদি, ইহাতে উভয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং সুখ সাধন করে, ইহার বিপরীত পক্ষই অন্যায় প্রতিগ্রহ, তাহাকে চৌর্য্যোপজীবন বলিলেও বলা যায়, এতাবতা যথা ন্যায় পরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে পরস্ব গ্রহণ, কি প্রতারণা পুর্ব্বক অল্প মূল্য বস্তুর বিনিময়ে অধিকতর লাভ করণ, ও বিশ্বাস ঘাতকতা করণ, পরকীয় স্থলাস্পদে আসক্ত হওন ঘোর তর পাপ হয়, তাহাতে গৃহি ব্যক্তির পরিণামে মহান্ দুঃখের সমুদয় হয়। যে সকল ব্যক্তিরা জন্মান্তর মানিয়াও পরস্বাপহরণাদি অসৎকর্ম্মেতে প্রবৃত্তি করে, সেই সকল পাপশীল ব্যক্তিরা গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া ক্ষণ মাত্রও স্বচ্ছন্দতা পুর্ব্বক সুখ সাধন করিতে পারে না, নিয়তই উদ্বেগাক্রান্ত চিত্তে অবস্থান করতঃ নানা প্রকার বিঘ্নদ্বারা উপদ্রুত হয়। কোন কোন আশ্চর্য্য গ্রহস্থ এমন আছে, যে তাহারা অসৎকর্ম্ম করিয়াও তৎকর্ম্মকে অসৎ বলিয়া অঙ্গীকার করে না। অন্যায়পুর্ব্বক পরধন হরণ করিয়াও আপনাকে বিচক্ষণরূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সকলের সাক্ষাতে কহিয়া থাকে, যে তোমারা অজ্ঞ, কিছুই কার্য্যের গতি জাননা, আমি উহার ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছি ইহা যে প্রত্যয় কর, বস্তুতঃ

তাহা নহে, তোমরা নিশ্চয় অবধারণা করিহ, যে ঐ ব্যক্তি আমার পূর্ব্ব জন্মে ঋণী ছিল, আমি সেই ধার উদ্ধার করিয়াছি, ইহাতে আমাকে বিশ্বাঘাতী বলিতে অজ্ঞব্যতীত বিজ্ঞ লোকে সাবকাশ প্রাপ্ত হয় না। ইহার উত্তর। ঐ সকল দুরাচারী গৃহীর এরূপ বিবেচনা করা উচিত, যে পূর্ব্ব জন্মের অবশ্য প্রাপ্য বস্তু হইলে সদনুষ্ঠান ও সদ্ব্যবহার করিলেই কোন প্রাপ্ত হওয়া না যায়? অনায়াসলভ্য বিষয়ে এত প্রবঞ্চনা করিবার আবশ্যক রাখে না, এবং প্রতারণা করিয়া লওয়াও সহজ সাধ্য নহে, তাহাতে অনেক কষ্ট পরিগ্রহ করিতে হয়, ইহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়, যে অন্যান্য কর্ম্মসাধনে চুরি ও জুয়াচুরিতে কি বিশ্বাস ঘাতকাদি অসৎকর্ম্ম করিলে যখন সকল লোকই তাহার প্রতি শঙ্কিত হয়, তখন তৎকর্ম্ম যে পাপ জনক তাহাতে আর সংশয় কি! ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু অল্প হইলেও সে মহাসুখদায়ক, ও যথেষ্ট কর্ম্মোপযোগী হয়। যেহেতু তাহাতে কোন শঙ্কা বা উদ্বেগের বিষয় নাই। যে সকল ব্যক্তি সাধু বৃত্ত, ন্যায্য বস্তুতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবং দান ধর্ম্মাদি করে, তাহারা গৃহস্থ ধর্ম্মে সংসক্ত থাকিয়াও মুক্তি ভাজন হয়। যথা

ন্যায়াগত ধনস্তত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎসত্যবাদীচ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ন্যায় বৃত্তিতে ধনোপার্জ্জন করে, ও তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠ হয়, আর অতিথি সেবা পরায়ণ হয়, নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করে, এবং সত্যবাক্য কহে, এমত গৃহী গৃহেথাকিয়াও পরিমুক্ত হয়।

যে সকল গৃহস্থেরা কেবল অন্যান্য সুখ লোভী, অথবা আপনার গৌরব রক্ষার্থে যশঃ প্রত্যাশী হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, বরং তাদৃশ কর্ম্ম করণ জন্য কেবল পাপ মাত্রই সঞ্চয় হইতে থাকে।

অপহৃত্য পরস্বংহি যস্তু দানং প্রযচ্ছতি।
সদাতা নরকং যাতি যস্যার্থ স্তস্য তৎফলং। ইতি গরুড়পুরাণং।

পরের ধন অপহরণ করিয়া যে ব্যক্তি দান ধর্ম্মাদি করে, সে ব্যক্তির নরকে গতি হয়। যাহার ধন, দানাদির ফল তাহারি হয়।

পুণ্যেনোপার্জ্জিতং দ্রব্য মপ্যল্প মপিবৈনরৈঃ।
দত্তং তদক্ষয়ং নিত্যং মুনেধি মণিকর্ণিকং॥ ইতি কাশীখণ্ডং।

পুণ্যদ্বারা উপর্জ্জিত অর্থাৎ ন্যায় বৃত্তিতে উপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে যৎকিঞ্চিৎ সৎকর্ম্ম করা হয়, সেই বিস্তর পুণ্য, নচেৎ কেবল ধন ছড়াইলেই যে পুণ্য হয় এমত নহে।

ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দেয়ং ব্যাধিতেভ্য স্তথৌষধং।
দেয়া বিদ্যার্থিনে বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে॥ ইতি

গৃহস্থ ব্যক্তির এই ধর্ম্মই প্রধান হয়। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান, ভীত ব্যক্তিকে অভয়দান, পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধদান, বিদ্যার্থি ব্যক্তিকে বিদ্যা দান করা।

এতদ্ভিন্ন কুজীবী, মুর্খ, ও ইতরের আমোদের জন্য কি তুষ্ট্যর্থে যে ব্যয়, সে অপব্যয়ই জানিবে। বরং দুষ্ট পাপিষ্ঠ প্রতিপালনজন্য পাপ সমুহই ঘটিয়া থাকে। লোকে বলে যে স্বীকারের নিমিত্ত ব্যাঘ্র পুষিলে পরিণামে গোবধ মাত্র লাভ হয়, যে গৃহী অসদুপার্জ্জন করতঃ মূর্খলোকের নিকট স্তোত্রের আকাংক্ষায় অর্থ ব্যয় করে, তাহার আয় ও ব্যয় উভয় পক্ষেই পরিণামে সুখের স্থানে দুঃখ, যশের স্থানে অপযশ মাত্র সার হয়। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিকে অতিশয় লোভ বা অন্যায্য লোভ করা কর্ত্তব্য হয় না, যে হেতু তাহাতে লোভ মূলক কামের সহসা উত্থান হয়, কাম হইতেই চুরী, জুয়া-চুরী, প্রতারণা, বঞ্চনা, এবং নির্দ্দয়তাপ্রভৃতি সকল অনিষ্টোৎ-পাদক স্বভাব উপস্থিত হয়, অতএব সাবধান পুর্ব্বক চলিলেই গৃহস্থ ধর্ম্মে পরম মঙ্গল লাভ হয় জানিহ!

শিলার্চ্চন চন্দ্রিকাও এ পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইল না পর পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবেক।

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।৹
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

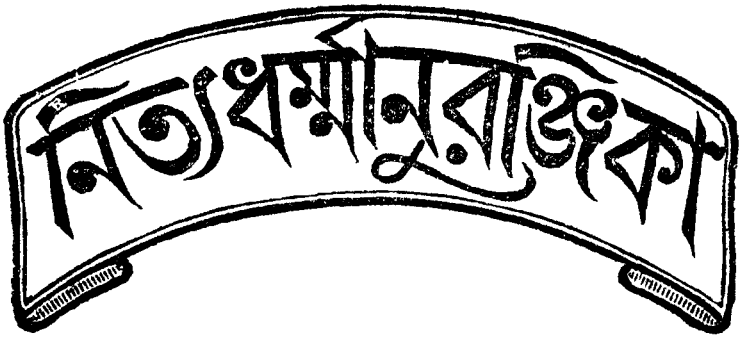

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার ভূষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মের বক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময়ং ত্বং মনোমে।

৫১ সংখ্যা। শকাব্দা। ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩১ আষাঢ।

## দেবিবিসর্গীয় বিচার।

সংপ্রতি বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদীয়া পূজায় ভগবতীর বিসর্জ্জন বিষয়ের ভূরি আন্দোলন হইতেছে, যেহেতু দশমী অতি অল্পাক্ষণ স্থায়িনী অর্থাৎ মুহূর্ত্ত ন্যূন স্থায়িনী বিধায় কেহ পূর্ব্বদিন কেহবা পরদিন বিসর্জ্জন স্থির করিতেছেন।

তন্নিমিত্ত ধার্ম্মিক ধনাঢ্যগণ এবং গৃহস্থগণ অতিক্ষুব্ধ মনা হইয়াছেন, কেননা এইকার্য্য শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা সম্পাদনা করাই বিধেয়, নতুবা ক্রিয়া পণ্ড হইতে পারে! এতন্নিমিত্ত অস্মদাদির নিকটে অনেকেই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, যে আপনারা ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নপর হইয়াছেন, কিন্তু এইধর্ম্মই সম্প্রতি রক্ষণীয়, এই বর্ষীয়সী হরমহিলার্চ্চনা, ইহার ব্যাঘাত হইলে আমাদিগের সকল ধর্ম্মই প্রায় রসাতল গামী হয়েন। এক্ষণকার পণ্ডিত মহাশয়দিগের মত আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, ইহারা অনুরোধ রক্ষার্থে বা বিচারজিগীষায় না বলিতে পারেন এমত বাক্যই অপ্রসিদ্ধ। ফলিতার্থ সে যাহাহউক এক্ষণে আমাদিগের গতি কি! কোন দিবস বিসর্জ্জন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, তাহা আপনারা বিচার করিয়া পত্রিকোপান্তে প্রকটন করিলে আমরা একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এইরূপ অনেকানেক ভাগ্যবান ব্যক্তিরা পত্রলেখেন এতজ্জন্য আমাদিগের সভায় বহুতর দিগ্দ্বিবদ তুল্য বুধগণে একত্র হইয়া দেবি বিসর্গীয় বিচার করিয়া তাহা কয়েক জনে এক প্রকার স্থিরতর করিয়াছেন, যে পর দিন বিসর্জ্জন করা কোন মতেই সিদ্ধ নহে, যেহেতু অনেক স্মার্ত্ত পণ্ডিতের সংগ্রহে গ্রন্থ সমন্বয় করাতে ফলসিদ্ধ এই হইলে যে পূর্ব্ব-দিবসেই বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরদিবস স্থির করেন, তাঁহাদিগের বল মাত্র রঘুনন্দনের যুক্তিতে তদন্তাপকর্ষাদি ন্যায়ে যদি কোন দশমীতে অপরাজিতা পূজা হইতে পারে, নতদ নুরোধে পূর্ব্বদিনে বিসর্জ্জন করিবেন,

যাঁহারা অপরাজিতা পুজার অনুরোধ রক্ষা করেন না, তাঁহাদিগের পরদিনে বিসর্জ্জন করাতে হানি হয় না। এই বাক্য তাঁহাদিগের লোকতঃ ও যুক্তিতঃ বিরুদ্ধ হয়, কেন না, ঐ রঘুনন্দন অপরাজিতা পুজার বিধ্যনুসারে এখানে এই কথা বলিয়াও কৃত্যতত্ত্বে সাবধান করিয়া গিয়াছেন, যে সপ্তম্যাদিতে যে রূপে পূজা সিদ্ধ হয় দশমীতেও বিসর্জ্জন ক্রিয়া তদ্রূপ বিধ্যনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কয়েকজন অতি মানী পণ্ডিত ঐ অঙ্কুশ মাত্র গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মদ্বিরদকে ব্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যত সংগ্রহকার প্রধান কল্পে গণ্য, তাঁহাদিগের গ্রন্থের অভিপ্রায় পূর্ব্বদিবসেই বিসর্জ্জন বিধেয় হইয়াছে। সে সকল পণ্ডিতের নাম ও বিচারণীয়পত্র পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব, সংপ্রতি শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি ও শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন এবং পস্পুর, ইলিপুর, নারীট্, শ্যাখালা, জনাই, আন্দুল, ভট্টপল্লী, বাগ্‌বাজার, ও সংস্কৃত কালেজীয় পণ্ডিতগণ প্রভৃতি এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মান্য সম্ভ্রান্ত বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয়রাও যে সকল গ্রন্থাভিপ্রায়ে পূর্ব্বদিন স্থির করিয়াছেন সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম নিম্নে শ্লোকিত করিয়া যানাইতেছেন, পশ্চাৎ বিচার লেখা যাইবে, এক্ষণে মহানুভাবেরা এই অনুক্রমণিকা দৃষ্টে সেই সকল গ্রন্থ আনাইয়া দৃষ্টি করিয়া নিশ্চিতাবধারণা করিতে সক্ষম হইবেন।

সদ্বাচস্পতি মিশ্র পণ্ডিত সুসন্নারায়ণাধ্যাপকৌ।
শ্রীশূলাদিক পাণি পণ্ডিততম শ্চাচার্য্য চূড়ামণিঃ।
স্মার্ত্তাদ্যাশ্চ নিবন্ধকার সকলা আহুর্বিসর্গে ত্ববৎ।
দেব্যাস্তদ্বিপরীত বাদিকথনে কঃ শ্রদ্ধধে সাম্প্রতং॥ ১॥
বদ্ধাগ্রন্থকৃতোত্র রীতি রিয়তী ন্যায়াদিতঃ সাধিতেঽ।
প্যর্থে স্পষ্ট মুনের্ব্বচঃ শ্রুতিবচো দর্শ্যং প্রমাণং কিয়ৎ।
যন্বদ্ধি বশাপকর্ষ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ন এবস্থিতেঽ।
বাধেপ্যত্র ন তদ্দিনে পরিণয়ে দেবী বিসর্গে তথা॥ ২॥
ইত্যেতৎ স্মৃতিযুক্তিলেখন ফলৈ র্ভূয়েঽপি চাস্কালিতে।
যেষাং চেতসি সংশয়োত্র জনিতো দেবীবিসর্গেঽধুনা।
তেষাং কাম্যপরাজিতার্চ্চনযুতো দেবীবিসর্গোবরং।
পূর্ব্বেদ্যু র্নপরত্র চন্দ্রঘটিকা নূনে নবীনে রিতে॥ ৩॥ ইতি।

সাধু সুপণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্র, আর সুসাধু নারায়ণ পণ্ডিত, ও পণ্ডিততম শূলপাণি ও চূড়ামণি আচার্য্য,যিনি রঘুনন্দনের আচার্য্য, এবং রঘুনন্দনাদি নিবন্ধকার স্মার্ত্তাদি পণ্ডিত সকলের গ্রন্থাভিপ্রায়ে দেবীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বদিনেই সিদ্ধ হইয়াছে, এই সকল পণ্ডিতদিগের বিপরীত বাদির বাক্য সাম্প্রত বিশ্বাস কে করিবে? অর্থাৎ যাঁহারা দেবীর বিসর্জ্জন পরদিন বলেন তাঁহাদিগের বাক্য কে বিশ্বাস কে করিবে? গ্রন্থকার পণ্ডিতদিগের এই রীতি প্রচলিতা আছে, যে অগ্রে কোন বিষয় যুক্তিসিদ্ধ করিয়া, অনন্তর স্পষ্টরূপে মুনিবচন বা শ্রুতি বচন যাহা প্রাপ্ত হন তদ্দ্বারা প্রমাণ দর্শন করান্। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাপকর্ষ বিষয়ে পূর্ব্বদিন প্রাপ্তে এখানে অবাধে বিবাহ

বিষয়ে তদ্দিনে করিতে পারে না, ভগবতী দুর্গা বিসর্জ্জন বিষয়েও সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে।

এইরূপ স্মৃতিযুক্তি লেখন জল দ্বারা পুনঃ২ চিত্ত আক্ষালিত হইলেও যাহাদিগের দেবীবিসর্জ্জনে পুনর্ব্বার চিত্তে সংশয় জন্মিয়াছে, অর্থাৎ সেই ননীনদিগের চিত্তে এই অবধারণা হইয়াছে, যে অপরাজিতা পূজন কামী, যে সকল ব্যক্তি তাহারাই পূর্ব্বদিনে, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা পরদিনে বিসর্জ্জন করিবে, এই নবীন পণ্ডিতদিগের মত গ্রাহ্য হয় না, কেন না, কথক পূর্ব্বদিন কতক পরদিন এ রূপ ব্যবস্থা নিবন্ধকার পণ্ডিতদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ নহে, অপরাজিতা পূজাকামী হউক্ বা না হউক্ মুহূর্ত্ত ন্যূনতা হেতুক পূর্ব্বদিন ব্যতীত পরদিনে বিসর্জ্জন কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন সপ্তমী অষ্টমী নবমী পূজা মুহূর্ত্ত ভঙ্গে হয় না, তেমনই বিজয়া দশমী পূজাঙ্গ উদীচ্য কর্ম্ম হইলেও তাহাতে মুহূর্ত্ত ভঙ্গে পূজাবিসর্জ্জনাদি হইতে পারিবেক না। এই এক প্রকার পণ্ডিতাভিপ্রায়, অপর যে যে পণ্ডিত মহাশয়রা এবিষয়ে পরদিন মত করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিশেষ কারণ বশেই শাস্ত্রমর্য্যাদার উল্লংঘন করিবার চেষ্টায় আছেন। হয় তো কাহার অনুরোধে অথবা শাস্ত্রার্থ মীংসায় অনিপুণতা প্রযুক্ত, কিম্বা অভিমানে উন্মত্ত হইয়া স্বরূপ বাদি পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করণাশয়ে, অপরিমিত দুষ্কৃত ভার অবলীলাক্রমে স্বীয় মস্তকোপরি তুলিয়া লইতেছেন। ইহা তাহাদিগের উপলব্ধি না হইয়াছে এমত নহে, কেবল

ব্রীড়া বশতঃ এক্ষণে আবদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ যাহা একবার বলিয়াছেন, আর তাহার অন্যথা করিতে সঙ্কুচিত হন্ এই মাত্র কোন কোন পণ্ডিতের এই অভিপ্রায়।

অপর কেহ বা পূর্ব্বে পূর্ব্বদিবসে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াও প্রণয়ানুগত্যে আবদ্ধ হইয়া পরে পর দিবসে ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহাতেও চতুরতা করিয়া লিখেন আমি পূর্ব্বে না বুঝিয়া লিখিয়াছিলাম এক্ষণে বুঝিয়া লিখিতেছি, এই প্রকার কতকগুলিন পণ্ডিত পূর্ব্বদিনে মত করিয়াও পরদিনে ব্যবস্থা দেন, অপর নবদ্বীপ বাসী কয়েক জনা পণ্ডিত পর দিনে দেবী বিসর্জ্জন বিধি করেন, তাঁহারদিগের মত সিদ্ধ বিচার পশ্চাৎ প্রকাশ করিব, এক্ষণ স্থানাভাব প্রযুক্ত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

## দেবী বোধনাভিপ্রায়।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! ভগবতী মহামায়া দুর্গার বোধনের স্বরূপার্থ কি? তাহা এপর্য্যন্ত আমার উপলব্ধি হয় নাই, অতএব বিশেষ বিস্তারিত রূপে কহেন, যাহাতে হৃদিস্থিত বদ্ধমূল সংশয় তরুর সমূল ছেদন হয়?। অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের সহিত দুর্গোৎসবের সম্বন্ধ কি?।

পরমহংসের উত্তর। অরে তত্ত্বজ্ঞানাভিমানিন্! তুমি সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ, দেবীদুর্গা মহোৎসব স্বরূপ পর-

মাত্ম তত্ত্ব, লোকে জানাইবার জন্য ভগবান ভব বিস্তাররূপে আগমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন তদ্বিষ্ণো পরমপদ বারাণশী ও বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান সকল পৃথিবীতেদৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ দুর্গা মহোৎসব ও পরমাত্ম তত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, দুর্গোৎসবোপলক্ষে পূজা করিলে পূজক আত্মতত্ত্বজ্ঞরূপে সংসারে থাকিয়া ও বিশ্রান্তি সুখলাভ করে।

সংসারি ব্যক্তি পিতৃযানে আরূঢ় থাকিয়াও নিষ্কাম কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যেরূপে পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ করিবে। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ পিতৃপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ করিয়া দেব্যর্চ্চনা করিবার প্রমাণ দিয়াছেন। অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বিবিধ, এক ভোগ সংযুক্ত, অপর জ্ঞানযুক্ত। সেই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম পিতৃপক্ষ হইলেও ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিপ্রযুক্ত মোক্ষ বিরোধি হয় না, সুতরাং ঐ এক পিতৃপক্ষ, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত, অষ্টমীর পর নবমী অবধি পরপক্ষ অর্থাৎ দেবপক্ষে সংযোগিত আছে ইহাই প্রবোধ দিয়াছেন, যে নিরন্তর সংসারে কর্ম্মকাণ্ডেযুক্ত থাকিয়াও বৈরাগ্য পদবীতে গমনকরতঃ জীব পরিমুক্ত হইতে পারে। ইতি বোধন ন্যায় "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদিতি শ্রুতি প্রমাণে সংসারে থাকিয়া যেদিন বিরক্ত হইবে সেইদিনই প্রব্রাজিত হইবে। এইজন্য দেখাইয়াছেন, যে পিতৃপক্ষে পিতৃকৃত্য করিতে করিতে তন্মধ্যেই জ্ঞান স্বরূপা দুর্গার্চ্চন বিধি নবমীতে উক্ত হইয়াছে। ইহার নাম পক্ষব্রত, পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অবরোধ করিবার অনুশাসন অর্থাৎ পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চভূততন্মাত্র এই পঞ্চদশ বৃত্তি আবরণের নাম পক্ষব্রত।

## অথ বোধন।

অরেবৎস জ্ঞানাভিমানিন্। ভূতেন্দ্রিয় পঞ্চদশ বৃত্তি অবরোধের নাম পক্ষব্রত। ইহাতেও বোধন শব্দ যুক্ত করা যায়, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তীচ্ছায় আত্মার উপাসনা করিতে যে বোধোদয় হয় তাহার নাম বোধন। যথা (ঈষে মাস্যসিতেপক্ষে নবম্যা মার্দ্র যোগতঃ শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামিত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং।) ইহার স্থূলার্থ এই যে, ঈষ আশ্বিন, অসিত পক্ষে, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে, নবম্যাং, নবমী তিথিতে, আর্দ্রযোগতঃ আর্দ্রানক্ষত্র যুক্তে, ত্বাং, তোমাকে, শ্রীবৃক্ষে অর্থাৎ শ্রীফলবৃক্ষে, আমি বোধন করি, যাবৎ পূজা করিব। ফলিতার্থ অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিষয় ঘটিত অর্থ ইহার অন্তর,। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য স্বিৎ ধনং।" হে ঈশ! হে পরমেশ্বর! তুমি এই জগতের অন্তরাত্মা, জগতীতে প্রপঞ্চভূত জগৎ যে কিছু তাহাতে আচ্ছাদিত, সেই প্রপঞ্চ পরিত্যাগে সত্যাত্মা তুমিই ব্যাপ্তময় থাক, তোমাকে জানিলে স্বরূপ তত্ত্ব বোধ হয়, ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্ববোধ হইলেই বোধন শব্দের চরিতার্থ হয়। এইকারণ নবমী বোধনে ঈশাবাস্য শ্রুত্যভিপ্রায়ে "ঈষেমাস্যসিতেপক্ষে" বলিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, সুতরাং প্রার্থনা বোধক

বাক্যার্থের নাম নবম্যাদি রূপে বোধন। পিতৃযান দক্ষিণা-য়ণ সেই পিতৃপক্ষের নবমী অবধি দেবপক্ষ উত্তরায়ণ পূ-র্ব্বোক্ত বিচারে সপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পিতৃকামি ভোগার্থি ব্যক্তির যে দিবস বিবেক জন্মে, সেই দিনকেই ষোড়শকলা পরমাত্মার নবম কলায় প্রাপ্ত সাধক বলা যায়। কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণ শব্দে এখানে কৃষ্ণবর্ণ তমঃ পক্ষ অর্থাৎ পরমাত্ম তত্ত্ব উদয় না থাকা প্রযুক্ত ভোগার্থ ক্রিয়াকালকে তমঃ প্রধান সময় জানিয়া কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কর্ম্মাত্মিকা অষ্টমকলার বোধ করাইয়াছেন, কিঞ্চিৎ বিবেকোৎপত্তি বিধায় নবমী কলাকে তত্ত্বভূতা বলিয়া উক্ত করেন। আর্দ্র যোগতঃ। যোগ হেতুক চিত্তার্দ্র হওয়াতে অর্থাৎ যোগশব্দে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত্যুযোগি কর্ম্মহেতুক অষ্টমীকলা অষ্টাঙ্গযোগ স্বরূপ হয়, অর্থাৎ পূজা জপাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, যৎপ্রভাবে জীবের কঠিন চিত্ত আর্দ্র হয়, সুতরাং তত্ত্ববোধন প্রাক্ পূজাদিকরণের বিধিবদ্ধ আছে, এ নিমিত্ত "শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামিত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং,, বলিয়াছেন। অর্থাৎ হে পরমাত্মন্! আমি যাবৎ পূজাদিকরিব, তাবৎ তোমাকে শ্রীফল বৃক্ষে বোধন করাইব, অর্থাৎ তুমি সত্যাত্মা রূপে জগৎব্যাপ্ত, সেই জগদ্রূপ তোমাকে সাধকের বোধকরাইব, যখন চিত্ত সমাহিত হইলে বাহ্য পূজা থাকিবে না, তখন তন্ময় হইয়া যাইবে, জগৎ শব্দে এই ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড পদে বিরাট অর্থাৎ বিরাট রূপে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তুমি প্রসুপ্তবৎ রহিয়াছ, এই তোমার স্বরূপ বোধের নাম শ্রীবৃক্ষে বোধন করা হয়, অর্থাৎ তুমিই ব্রে-ব

ব্রহ্মাণ্ডে শয়ন করিয়া রহিয়াছ ইহাই সকলে জানাইবার কারণ তোমার বোধন বলা হইয়াছে। যদি বল শ্রীফল বৃক্ষে বোধন শব্দ আছে, আপনি কিমতে ইহাতে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রসুপ্ত ব্যাখ্যা করিলেন। উত্তর। শ্রীশব্দে ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য হইয়াছে যাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল। সুতরাং শ্রীফলবৃক্ষ বলাতেই আপনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ সিদ্ধ হইয়াছে,রে বৎস! বুদ্ধিমান্ বট, ইহাওতো বিবেচনা করিতে হইবে, যে যদি বিল্ববৃক্ষ শ্রীফল হয় তদর্থে ব্রহ্মাণ্ড নাহয়,তবেকি দেবী সেই কণ্টকময় বৃ ক্ষাগ্রে শয়ন করিয়াছিলেন, পূজার কালে কি গাছে হইতে ঘুম ভাঙ্গাইয়া নামাইবার নিমিত্ত এই বোধনাত্মক মন্ত্র প্রতি পন্ন হইয়াছে? স্বরূপতঃ রূপক ব্যাজে শ্রীফল শব্দে ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে প্রসুপ্ত চৈতন্য শক্তির উদ্বোধনের নাম শ্রীবৃক্ষে দেবীর বোধন সম্পন্ন হইয়াছে। এবং (যথৈব রামেণ হতো দশাস্য স্তথৈব শত্রুন্ বিনিপাতয়ামীতি) অপর মন্ত্রার্থ বোধ করিতে হইবে। রাম যেমন দশাস্যকে নিহত করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ শত্রুগণকে বিনিপাতন করিব। ইহাতে রামায়ণোক্ত অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রতি কটাক্ষ করিলেই চরিতার্থ হইবে। দশাস্য হত ব্যতীত রাবণের অন্যনাম উল্লেখ করিয়া হতবলেন নাই। সুতরাং পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, মহামোহরাবণ, মহামোহের প্রধানাঙ্গ কাম ক্রোধাদিদশকে আস্য বলিয়াছেন, অতএব পরমাত্মা রামকর্ত্তৃক দশাস্য মহামোহ যেরূপে হত হইয়াছে, আমিও সেই রূপ আত্মতত্ত্ব বোধদ্বারা মহামোহকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিয়াছি, রামের সহিত আপনার সাদৃশ্য

দেওয়ায় দোষ হয় না, যেহেতু শ্রুতিআছে, যে আত্ম তত্ত্ববিৎ আত্মাই হয়,। যথা—(ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি ইতি)। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়। এবং শ্রীফল বৃক্ষের ব্রহ্মাণ্ডত্ব সিদ্ধ হইলে, দেহীর দেহকে শ্রীফল বলায় বিরোধ থাকিলনা, যথা (পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডয়োরভেদ ইতি) মনুষ্য শরীরেও ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ। যথা (ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃসন্তি তে বসন্তি কলেবর ইতি)। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে কলেবরেও তাহাআছে। অর্থাৎ শ্রীই শরীরের ফল রূপ একারণ দেহকে শ্রীফল বলিয়া এখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, শ্রীফলে ব্রহ্মরূপা জ্ঞান শক্তির শয়ন বলাতেই জীব শরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্য শক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তন্নিদ্রাভঙ্গ পদে চৈতন্য রূপা কুলকুণ্ডলিনীকে বোধ করাইবার কথা, সেই জ্ঞান শক্তি কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গার্থে অনেক জপতপ পূজা যোগ যাগ করিতে হয়, তাঁহার বোধন না হইলে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রাণায়াম জপ যজ্ঞ বিনা তাঁহার বোধন হয় না, সুতরাং দুর্গোৎসবোপলক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্বান্বেষণ। পক্ষে ভোগপর তমোময় অজ্ঞান রূপ রাত্রে প্রসুপ্তবৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত অপর পক্ষে নবম কলায় শ্রীবৃক্ষে বোধনের উপদেশ করিয়াছেন। তৎব্যতীত বাহ্য পূজোপদেশে দেবীর বোধন এখানে স্বরূপার্থ সংগত হয় না, যেহেতু দেবীর নিদ্রাই অপ্রশস্ত, দ্বিতীয় বৃক্ষোপরি শয়ন অত্যন্ত অলীক, সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্ব বোধই এ বোধনের স্বরূপার্থ জানিবে। এই নবম্যাদি কল্পে দেবীর

বোধনাভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর ষষ্ঠ্যাদি কল্পে দেবীর সায়ং কালের বোধন উক্ত করিতেছি।

## যথাষষ্ঠীতে দেবীর বোধনাভিপ্রায়।

অরে বৎস! নাভিমানিন। এই ষষ্ঠী তিথি উপাসনা ভেদের সময় বিশেষ হয়, অর্থাৎ কালাবয়ব ষষ্ঠী তিথি, ও যোগাবয়ব উপাসনার আকৃতিও ষষ্ঠী,যথা (আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, এই ষড়ঙ্গ যোগ। প্রতিপৎ আসন যোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রি সংযমন যোগ, তৃতীয়া প্রাণায়াম যোগ, চতুর্থী ধ্যান যোগ, পঞ্চমী ধারণা যোগ, ষষ্ঠী সমাধিযোগ, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত, প্রতিপদাদি দ্রব্যদান ছলে বোধ করাইয়াছেন। প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে, ইহাতেই আসন যোগ বলা হইল, দ্বিতীয়াতে কেশ সংযমনার্থ ডোরক দান ছলে ইন্দ্রিয় সংযমন প্রত্যাহার যোগ উক্ত করিয়াছেন। তৃতীয়াতে নাসাভরণ স্বর্ণ রজত নির্ম্মিত তিলক দান ছলে, প্রাণায়াম যোগ উক্ত হইয়াছে, রজতকার ইড়া, স্বর্ণাকার জ্যোতির্ম্ময়ী পিঙ্গলা নাসাভ্যন্তরচারিণী, পুরক রেচকাদি লক্ষণান্বিতা, সুতরাং ইহাতে প্রণায়াম যোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে। চতুর্থীতে উচ্চাবচ ফলদান ছলে, জগতের অভিলষিত ফল প্রদাতা পরমেশ্বরের অনুস্মরণ রূপ মনন ধ্যান যোগের উপদেশ করা হইয়াছে। পঞ্চমীতে কঙ্কতিকা দানচ্ছলে ধারণা যোগ কথিত হয়, অর্থাৎ অসার বর্জ্জন পুরঃসর সার সঙ্কারণ

ধারণা যোগ। ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য মধুপর্ক প্রদান চ্ছলে সমাধি যোগোপদেশ করাইয়াছে, অর্থাৎ মধুধারা পানে আসক্ত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান যায়, সমাধিতেও বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে অধ্যাত্ম চিন্তক যোগী এক এক যোগের যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদ্দৃষ্টান্ত কালাবয়ব প্রতিপদাদি তিথি ক্রমে এক এক দিব্য দানচ্ছলে ষড়ঙ্গ যোগোপদেশ দ্বারা বোধ করাইয়াছেন, কোষত্রয় উত্তীর্ণ সাধক অন্নময়, ও প্রাণময় মনোময় কোষ অর্থাৎ সমাধির অবসানে, বিজ্ঞান ময় কোষে অবস্থান করিবেক তাহাই সঙ্কেত দ্বারা প্রতি-পৎ দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থ পঞ্চমী ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্পপূজো-লক্ষে ষষ্ঠীর অবসান বেলাতে অর্থাৎ সায়ং কালে বোধন করিতে কহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রাপ্তিয় নাম বোধন হয়, সুতরাং সমাধির পর প্রাপ্ত বিজ্ঞান কোষ সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চৈতন্য স্বরূপা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন হয়, তদ্বোধন ব্যতীত বিশ্রান্তি সুখ-লাভ হয় না, অনন্তর সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে আনন্দময় কোষ প্রাপ্ত জীব জীবন্মুক্তের ন্যায় নিত্য মহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে, একারণ আনন্দময়ী ভগবতী দুর্গার মহামহোৎসব নবমীতেই হয়, অর্থাৎ ইহা কেই শারদোৎসব বলে, এই তত্ত্ব বোধন প্রকার নবমীকল্পে শ্রীবৃক্ষে দেবী বোধনেই বোধ করিবেন। পরে পত্রিকা প্রবেশাদি আগামী পত্রে প্রকাশিত হইবে।

## গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থ মাত্রেরই শতিশয় লোভ করা অবিহিত হয়। অতিশয় লোভাকৃষ্ট হইলেই পরধন হরণের প্রবৃত্তি জন্মে, পরস্বাপহরণের তুল্য পাতক আর নাই, ইহাতে পরকালে যামি যন্ত্রণা, ইহকালেও লোক সমাজে লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হয়, অতএব স্তেয় বৃত্তি অতি গর্হিতা, স্তেয় শব্দে চৌর্য্য বৃত্তিসদ্‌গ্রহস্থের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়া,এইবৃত্তি জনমাত্রকে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত করিয়া রাখে। অতএব চৌর্য্য বৃত্তি সদ্গৃহস্থের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়া, এবং চৌর্য্য বৃত্তিতে যে কত প্রকার দোষ আছে, তাহাও উপদেশ ছলে ব্যক্ত করিতেছি, চৌর্য্যের নাম স্তেয়, যথা "অন্যায়েন পরধনাপহরণং স্তেয়ং তদ্ভিন্ন মস্তেয় মিতি,, ইতি কুল্লূক ভট্টেন ব্যাখ্যাতং। অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ করাকেই চৌর্য্য বলে। তদ্ভিন্ন অস্তেয়ধর্ম্ম হয়। কেবল ভিত্তিভেদাদিকরণকপরস্বাপহরণকেই চুরিবলেনা, অর্থাৎ কেবল সিন্দকাটিয়া চৌর্য্যাদি করিলেই চোর হয় এমত নহে, প্রতারণাপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ করিলেই চুরিকরা হয়। তাহা নিদর্শনার্থে লিখিতেছি। চুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ী, দাগাবাজী, ডাকাইতি কৃত্রিমপত্র করণ অর্থাৎ জালকাগজ করণ, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওন, ছল কি বল, বা কৌশলক্রমে পরের ধন গ্রহণ করণ, উৎকোচ গ্রহণ,যথার্থ মূল্যাপেক্ষা প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক মুল্যাধিক্যে দ্রব্য বিক্রয় করণ, অজ্ঞব্যক্তিকে প্ররোচনা দিয়া ব্যবসায় করাইয়া তাহার ধনাপচয় করণ, পণগ্রহণ পূর্ব্বক

কন্যাদিদান করণ ভৃত্য হইয়া প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতা করণ, পরজীবিকা বিঘাতন, অন্যায় পুর্ব্বকপর ভূম্যাদি হরণ অর্থাৎ বলে বা ছলে, কি কৌশলে প্রতারণাদ্বারা ঋণী করিয়া তদ্ববস্তু ক্রয় করণ, ইত্যাদি, সমস্ত প্রকার কার্য্যকেই চুরী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, লোকেও তাহাকে অৎসকর্ম্ম বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকে, যথাস্মৃতিঃ ॥

সমক্ষেবা পরোক্ষেবা নিশায়াং বদিবাদিবা।
যৎ পরদ্রব হরণং তৎস্তেয় মিতি কথ্যতে ॥

সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎকারে, রাত্রিতে বা দিবাতেই হউক, যে কোন রূপে অন্যায়পুর্ব্বক পরধন হরণ করাকে চুরি কহে। এই চৌর্য্য কর্ম্মও মনুষ্যের অনায়াস সাধ্য নহে, এতৎ চৌর্য্যকর্ম্ম সাধনে অনেক আয়াস অর্থাৎ পরিশ্রম করিতে হয়, অতৎ কর্ম্ম সাধনে চারিটি (স) চাহি, অর্থাৎ সকারাদি চতুর্থ প্রকারের আবশ্যক করে এক (স) সন্ধান দ্বিতীয় (স) সাহস। তৃতীয় (স) সহায়। চতুর্থ (স) সম্পত্তি ব্যয় করিতে হয়। এই চৌর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক আয়াস ও যত্ন ও পরিশ্রম, দুরন্ত কদর্থ সাহস, কদর্থ সাহস পদে মরণাদি আশঙ্কাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এবং একা এ কর্ম্ম সাধন করিতে পারে না, ব্যক্ত্যন্তরের সাহায্য ও মন্ত্রণাপেক্ষা করে, এই হতভাগ্য চৌর্য্যকর্ম্মে এতদ্রূপ বহুতর আয়াস কখন কিঞ্চিৎ লাভ হয়, কখন বা বঞ্চিৎ হইয়া আসিতে হয়, শুদ্ধ শীতবাতাদি অনেক প্রকার কষ্ট সহ্য করতঃ পরিশ্রমাদি ক্লেশ ভোগ মাত্রই সার হয়। কেবল

তাহাও নহে বরং ব্যক্ত হইলে পরিণামে অসৎকর্ম্মের দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং লোক নিন্দা, অপযশ, ও লজ্জা পাইতে হয়, অপর লোক দ্বেষ্টা হওন তজ্জন্য কটুকাটব্য শ্রবণ, ও তাড়নাদি যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন বংশ পরম্পরা কলঙ্ক গ্রহণ করা মাত্র লাভ হয়, ইহাবই চৌর্য্য কর্ম্মের আর কিছু মাত্র ফল দৃষ্ট হয় না। যদি কেহ এমন বলেন, যে সংগোপনে চৌর্য্যাদি কর্ম্ম যে ব্যক্তি করে, সে ব্যক্তির এ সকল দুরবস্থা ঘটনা কেন হইবে? উত্তর, এরূপ উক্তি যুক্তি সহ নহে। শুদ্ধ অবোধেরা ভ্রান্তি বশতঃ ইহাই কহিয়া থাকে, কিন্তু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যাহারা এই অপকৃষ্ট কার্য্য করিয়া তদপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, বা হইয়াছে, তাহারা কদাপিও চৌর্য্যাদি অসৎকর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে করে নাই, পাপ কর্ম্মের এই ধারা যে অবশ্যই ধরা পড়ে, অর্থাৎ কাহার তৎক্ষণ প্রকাশ হয়, কাহারো বা কিছুকাল গৌণে প্রকাশ পায়, কোনমতেই অব্যক্ত থাকে না। ফলিতার্থে যে ব্যক্তি চোর হয়, তাহাকে কখন কেহ বিশ্বাস করে না, ও কেহই তাহাকে ভালবাসে না, এবং কোথাও তাহার আদর থাকে না। বরং চৌর নাম শুনিলে আপামর সাধারণ সকলেই তাহাকে নিগ্রহ করিয়া থাকে, চৌর্য্যাদিকারি ব্যক্তির আত্মীয় বর্গও তাহাকে বিশ্বাস করে না, ও চৌরব্যক্তি সর্ব্বদাই শঙ্কাযুক্ত থাকে, কোন ক্ষণও ভয় শূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কদাচ তাহার স্থিরতর সুখলাভ হয় না, কখনই জন সন্নিধানে আপনার সাধ্যবস্থা

সন্দর্শন করাইতে সক্ষম হয় না। এবং সাধুবৃত্ত সদুদ্যোগি গৃহস্থাদিরা যাদৃশ গৌরবান্বিত হয়, তাদৃশ গৌরবযুক্ত চৌরাদিকে কদাচ দেখা যায় না। বস্তুতস্তু চৌরব্যক্তি সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকে, কোনমতে সাধুর নিকট সমান অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না॥

কদর্য্যা তাস্করি বৃত্তিতে যে ক্লেশ ও শ্রম, এবং মন্ত্রণাদি করিতে হয়, তাহা যদি সদ্বৃত্তি পক্ষে অঙ্গীকার করে, তবে অনায়াসে চিন্তা রহিত স্থির সুখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু কুস্বভাব প্রযুক্ত অসৎব্যক্তির সৎপথে দৃক্‌পাৎমাত্রও হয় না। এই আশয়ে যোগবাশিষ্ঠে কহিয়াছেন। যথা।

উৎশাস্ত্রং শাস্ত্রি তঞ্চেতি দ্বিবিধং পৌরুষং স্মৃতং।
তত্রোৎশাস্ত্র মনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতং॥

উৎশাস্ত্র, ও শাস্ত্রিত এই দুই প্রকার পুরুষকারতা হয়, শাস্ত্রাতিক্রম দ্বারা যে পুরুষকারতা তাহা অনর্থের নিমিত্ত, অর্থাৎ উৎপাতের নিমিত্ত হয়, আর শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম যাজনে অর্থাদি উপার্জ্জন চেষ্টায় পুরুষার্থ সাধন হয়॥

অতএব অস্তেয়ধর্ম্ম অর্থাৎ চৌর্য্যাদি না করণ গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, অসদ্বুদ্ধিতে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জ্জন আপাতত সুলভ ও সুখজনক বোধ হয় বটে, কিন্তু যাবৎ লোভাকৃষ্ট চিত্ত থাকে, তাবৎ তৎসুখভোগের ঘটনা হয় না, লোভের কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অন্যান্য অনিত্য সুখাভিলাষ ও বিভবাতিরিক্ত অন্যান্য অপরিমিত ব্যয়,

এই দোষদ্বয় নিবৃত্ত না হইলে লোভের শান্তি হয় না, লোকে বিবেচনা করিলে, এই দোষদ্বয় মনুষ্যের পক্ষে অনাবশ্যকীয় দেখা যায়, ফলিতার্থ এই দুই দোষই কষ্ট সাধ্য, অনায়াস সাধ্য নহে, অর্থাৎ এই দোষে লিপ্ত হইবার প্রয়োজনাভাব, কেবল যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করা যায় এই মাত্র, তদ্বিপরীত ধর্ম্ম অতি সুলভ বিভবাভাবে অতিরিক্ত ব্যয় ভূষণাদি না করিলেই হয়, করিলে অনেক কষ্টে তদ্ব্যয়োপযোগি অর্থ যে কোন রূপে আহরণ করিতেই হইবে, সুতরাং সাধুবৃত্তির অপেক্ষা না করিয়া সহজেই অসদ্বৃত্তির অবলম্বন করিতে হয়, তাহাতে চুরি, জুয়াচুরী, ডাকাইতি, বাটপাড়ী, প্রতারণাদি কর্ম্ম না করিলে চলে না। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিকে বুঝিয়া চলিতে হইবে, যে ব্যক্তির যে সুখের দ্রব্য না থাকে তাহার তৎসুখ প্রয়াস শুদ্ধ ক্লেশদায়ক হয়, যে পরিমাণে ধনাদি থাকে তৎপরিমিত সুখে তৃপ্ত থাকা অতি সহজ সাধ্য, স্ববিত্তাতিরিক্ত ধন ব্যয়ে অপরিমিত সুখেচ্ছায় হস্ত্যশ্ব রথ শিবিকাদি ঐশ্বর্য্য শালী হইতে বাঞ্ছা করিলে অবশ্যই পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি জন্মে, তৎপ্রবৃত্তিতেই উপরিউক্ত অসৎকার্য্য সকল সম্পাদন করিতে হয়, করিলেও যে ফল তাহা উক্ত হইল। অতএব সাবধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সদগৃস্থের কর্ত্তব্য, তাহাতে ইহকাল ও পরকাল, এতদুভয় কালেরই পথ পরিষ্কৃত থাকে।

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

### অথ দ্বারকাশিলা লক্ষণং।

চক্রেতু দৃশ্যতে লিঙ্গং শিলায়াং নারদকচিৎ।
শ্রীধরঃ সতুবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকাম ফলপ্রদঃ॥ ১॥ ইতি।

স্কান্দে।

গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ চক্রদ্বয়বিশিষ্ট, শিলাতে কুণ্ডলী চিহ্ন অন্বিত থাকিলে, তাঁহাকে শ্রীধর মূর্ত্তি বলিয়া জানিহ, সেই চক্র অর্চ্চনা করিলে কামনানুসারে সকল ফল প্রদান করেন॥ ১॥

### অথ শিবনাভি চক্র।

চক্রমেক মধ্যভাগে শ্বেতাভাগে খুরান্বিতা।
শিবনাভি রিতিখ্যাতা ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদা॥ ১॥ ইতি।

পুরাণসারে।

অর্দ্ধশ্বেত, অর্দ্ধকৃষ্ণবর্ণ, মধ্য স্থানে এক চক্র, শ্বেতভাগে খুরচিহ্ন, অর্থাৎ বীথিচিহ্ন থাকিলে শিবনাভি চক্র বলা যায় সেই শিলা ভোগমোক্ষ প্রদায়িনী হয়েন॥ ১॥

কূর্ম্মাকৃতি রধোভাগে লিঙ্গভাগে খুরান্বিতা।
শিবনাভি রিতিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদঃ॥ ২॥ ইতি।

ব্রাহ্মাণ্ডে।

অধোভাগ কচ্ছপের ন্যায় আকার, মধ্য স্থানে খুর চিহ্ন, ইহাঁর নাম শিবনাভি চক্র, ইনি অর্চ্চকের ভোগ মোক্ষপ্রদ হয়েন॥ ২॥

কূর্ম্মচক্র মধোভাগে শ্বেতাভাগে খুরান্বিতা।
শিবনাভি রিতিখ্যাতা ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদা॥ ৩॥ ইতি।

নারসিংহে।

অধোভাগে কূর্ম্মচক্র, শ্বেতভাগে খুর চিহ্নযুক্ত শিলাকে শিবনাভি চক্র বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন ইনি সাধকের ভোগ ও মোক্ষ প্রদায়িনী হয়েন ॥ ৩ ॥

যবমাত্রস্তু গর্ত্তঃস্যাৎ যবার্দ্ধং লিঙ্গমুচ্যতে।

শিবনাভি রিতিখ্যাত স্ত্রিষুলোকেষু দুর্ল্লভঃ ॥ ৪ ॥ ইতি।

যবমাত্র প্রমাণ গহ্বর, এবং যবের অর্দ্ধ পরিমাণে চক্র চিহ্ন যুক্ত চক্র শিবনাভি নামে খ্যাত, এই চক্র ত্রিলোকী তলে অতি দুর্ল্লভ হয় ॥ ৪ ॥

অথ সদ্যোজাত চক্র।

জটাপাশী অঘোরাসা গৃহিভির্যদি পূজিতা।

হেমবর্ণজটাযুক্তা হেমবিন্দু সমন্বিতা ॥

মস্তকেগোখুরা তাবদঞ্জনাচলসন্নিভা।

সদ্যোজাতাভিধাশ্রেষ্ঠা পুত্রপৌত্র ধনপ্রদা ॥ ১ ॥ ইতি।

ব্রহ্মাণ্ডে।

জটাচিহ্ন, পাশচিহ্নবিশিষ্টা শিলা গৃহিদিগের পুজিতা কিঞ্চিৎ অঘোরবর্ণ অর্থাৎ অল্প কৃষ্ণবর্ণ হইলে অঘোরা শিলা বলিয়া জানিবে। আর স্বর্ণবর্ণ জটাযুক্ত, স্বর্ণবর্ণ বিন্দু সমন্বিত হইলে, এবং মস্তকোপরি গোখুর চিহ্নযুক্ত ও অঞ্জনাচল ন্যায়বর্ণ বিশিষ্ট হইলে সেই শ্রেষ্ঠাশিলাকে সদ্যোজাত শিলা বলে, এই শিলা ধন ধান্য পুত্র পৌত্রাদি প্রদা হয়েন ॥ ১ ॥

## বামদেব মূর্ত্তি।

শিরোমধ্যে রক্তবর্ণা শ্বেতচন্দ্র জটাযুতা।

বামদেবাভিধা শ্রেষ্ঠা গৃহিভিঃ পূজিতা সদা ॥ ১ ॥

মস্তকোপরি রক্তবর্ণ চিহ্ন, শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কবিশিষ্টা জটাযুক্তশিরঃ বামদেবাখ্যা শিলা অতি শ্রেষ্ঠা, গৃহিদিগের পুজ্যা হয়েন ॥ ১ ॥

ঈশান চক্র।

কিঞ্চিৎ কপিল সংযুক্তা কৃষ্ণনীল জটাযুতা।
পার্শ্বরেখা সমোপেতা ঈশানী মুক্তিদা ভবেৎ ॥ ১ ॥

কিঞ্চিৎ কপিলবর্ণ সংযুক্ত, নীলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ জটা বিভূষিত মস্তক, সমানরূপে পার্শ্বদ্বয়ে রেখাবিশিষ্ট শিলাকে ঈশান মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে, এশিলা মুক্তিদায়িনী হয়েন ॥ ১

সূর্য্য বিদ্যুত্তম নিভা পার্শ্ব দেশে জটাশশী।
তৎপুরুষাভিধানাস্যাৎ দুর্ল্লভা সর্ব্ব কামদা ॥ ১ ॥ ইতি

সূর্য্যের ন্যায় ও বিদ্যুতের ন্যায় তেজোযুক্ত রক্তবর্ণ, পার্শ্বে জটা, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নবিশিষ্টা শিলা তৎপুরুষাখ্য চক্র হয়েন, এশিলা অতিদুর্ল্লভা সর্ব্বকাম প্রদায়িনী হয়েন ॥ ১ ॥

সদাশিব চক্র।

দ্বিলিঙ্গো বা ত্রিলিঙ্গো বা চতুঃপঞ্চাদি লিঙ্গবান্।
তাপিঞ্চ করকাকারো দেবদেবঃ সদাশিবঃ ॥ ১ ॥

করকার ন্যায় বর্ত্তুল, শ্বেতবর্ণ, দুই চক্র, কি তিন চক্র, বা চতুশ্চক্র অথবা পঞ্চচক্রাদি বিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে দেব দেব সদাশিব মূর্ত্তি বলিয়া উক্ত করা যায় ॥ ১ ॥ ইত্যাদি অঘোরাদি পঞ্চশিব মূর্ত্তি এই চিহ্নবিশিষ্ট শালগ্রাম লক্ষণ জানিবে।

দ্বিনাভি চক্র রূপাযা ভবেদ্ধরিহরাত্মিকা।
নাভৌ লিঙ্গেন যুক্তা বা শ্বেতাভাগে খুরান্বিতা।
শিবনাভিরিতি খ্যাতা ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদা ॥ ১ ॥ ইতি
প্রয়োগ পারিজাতে।

দুই দ্বার দুইচক্র শ্বেতবর্ণ রেখা চিহ্ন মধ্যে, দ্বারে চক্রযুক্ত বা অযুক্ত, চক্রাকার গঠন শিবনাভির ন্যায় হরিহরাত্মিকা শিলা হয়েন, এই শিলাভোগ ও মোক্ষপ্রদায়িনী হন ॥ ১ ॥

বাসুদেব ময়ং ক্ষেত্রং লিঙ্গং শিবময়ং স্মৃতং।
তস্মাদ্ধরি হর ক্ষেত্রে পূজয়েৎ শঙ্করাচ্যুতং ॥ ১ ॥

বাসুদেবময় ক্ষেত্র, ও শিবময় সকল চক্র, অতএব হরি হরাত্মক চক্রে শিবের ও নারায়ণের নিয়ত পূজা করিবেক ॥ ১

ইতি শিলার্চ্চন চন্দ্রিকায় দ্বারকা শিলা লক্ষণ কথনং
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

---

তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

## অথ শালগ্রাম মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুরুবাচ।

নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালগ্রামস্য বেশ্মনি।
তত্রৈব বর্ণচক্রাদিভেদেনামানি মেশৃণু। ১। ইতি ॥

নারায়ণ স্বয়ং কহিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্। আমি শালগ্রামালয়ে নিত্য বাস করি, অনন্তর বর্ণ ও চক্রাদি ভেদ দ্বারা যে যে শিলায় যে যে নাম, তাহা আমি বলি, তুমি শ্রবণ করহ ॥ ১ ॥

## শালগ্রামবর্ণ চক্রাদি।

শুক্লোরক্ত স্তথা কৃষ্ণো দ্বিবর্ণো বহুবর্ণবান্।
এক চক্রস্যচতথা সংজ্ঞা পঞ্চ যথা ক্রমং ॥ ২ ॥

শালগ্রাম শুক্লবর্ণ, ও কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ, এবং দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণ বিশিষ্ট হয়েন। এক চক্রেরই সংজ্ঞা পঞ্চবিধা হয়। তাহা যথাক্রমে শ্রবণ কবহ ॥ ২ ॥

পুণ্ডরীক প্রলম্বঘ্নো রামো বৈকুণ্ঠ এবচ।
বিশ্বক্সেন ইতি ব্রহ্মন্ ফলমাদ্যেন মেশৃণু॥ ৩ ॥

পুণ্ডরীক প্রলম্বঘ্ন, রাম, বৈকুণ্ঠ, বিশ্বক্, সেম, এই পঞ্চসংজ্ঞা এক চক্রের হয়, আদ্যাবধি এতদর্চ্চনার ফল বলি তুমি আমার নিকট শ্রবণ করহ ॥ ৩ ॥

পরমেষ্ঠীতি তত্রোক্ত স্তথাত্র বারুণাস্তকঃ।
অনন্তমিতি বিজ্ঞেয়ো নানামূর্ত্তিশ্চ যো ভবেৎ। ৪ ॥

অনন্তর পরমেষ্ঠী মূর্ত্তি, আর অনন্তমূর্ত্তি এবং নানামূর্ত্তি, বিশিষ্ট যেং চক্র তাহাদিগের ফল শ্রবণ করহ ॥ ৪ ॥

রাজ্যং মৃত্যুং ধনঞ্চৈব হানি ঞ্চৈবাস্থিতার্থকং।
দদাতি পূজিতা লোকে তস্মাজ্জ্ঞাত্বার্চ্চয়েন্নরঃ ॥ ৫ ॥

এই শালগ্রামর্চ্চনায় তিনি পূজককে রাজ্য, মৃত্যু, ধন, হানি, সংস্থিতার্থ প্রদান করেন ইহা জানিয়া মনুজগণে এক২ শিলার অর্চ্চনা করিবেন। কেহ রাজ্যদ, কেহ মৃত্যু প্রদ, কেহ ধনপ্রদ, কেহ হানিপ্রদ, কেহবা সংস্থিতার্থ প্রদান করেন, ইহা বিশেষ রূপ লক্ষণদ্বারা জানিয়া সেবা করিবে ॥

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা
১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

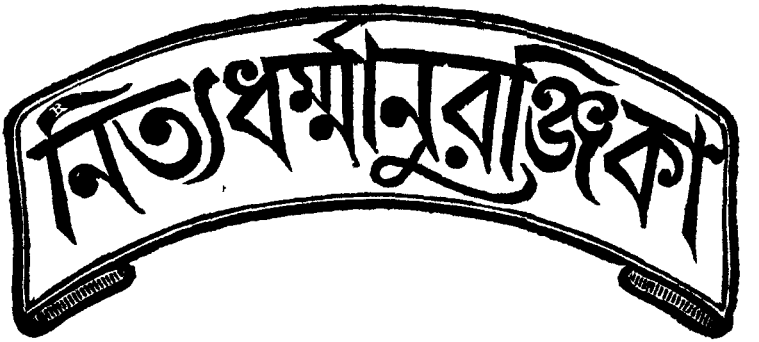

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫১ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩১শ্রাবণ।

## বিজয়া দশমী মীমাংসা।

এই বর্ত্তমান বর্ষে ভগবতীর বিজয়া দশমীতে বিসর্জ্জন বিষয়ের বিচার লইয়া বহুতর গোলোযোগ হইতেছে, কেহ কেহ বলেন যে নবমী পূজার পরদিন ১।৪৭ পল দশমী থাকা প্রযুক্ত মুহূর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে, অতএব দেবী বিসর্জ্জন নবমী পূজার দিবস পূজা সমাপনানন্তর হইবে, কোন কোন পণ্ডিত বিচার সিদ্ধ করিয়া বলেন, যে পরদিনে মুহূর্ত্ত ন্যূন সত্ত্বেও পূজাঙ্গ উদীচ্য কর্ম্ম

বসর্জ্জন করিতে পারিবে, ইহাতে মুহূর্ত্তের আদর নাই, পূজা-স্থলে ন্যূন মুহূর্ত্ত নিষিদ্ধ বটে,কিন্তু বিসর্জ্জন স্থলে তাহার নিষিদ্ধতা নাই, তবে যাহাদিগের অপরাজিতা পূজা আছে, তাহারাই তৎপূজনানুরোধে পূর্ব্বদিবসে বিসর্জ্জন করিবে, তদিতর ব্যক্তির দিগের পরাহে বিসর্জ্জন করা শাস্ত্র সিদ্ধ হয়।

এতদ্বিষয়ে অনেকানেক পণ্ডিত অনেকানেক মতালম্বন করিয়া বিসর্জ্জন পক্ষকে সাম্প্রত খণ্ডদ্বয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এমত বোধ হইতেছে। সংপ্রতি শোভাবাজারীয় রাজসভা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ব্ব দিবস দেবী বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা দেন, সেই ব্যবস্থা পত্র প্রভাকর পত্রাদিতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে এবং শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও নবদ্বীপবাসি শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পরাহে দেবী বিসর্জ্জনের যে ব্যবস্থা দেন, তদ্দৃষ্টে কলিকাতান্তঃপাতি বড়বাজার নিবাসী স্বর্গত ৺ বাবু কাশীনাথ বসাক মহাশয়ের তনুজ মনুজবর শ্রীমজ্জয়গোপাল বসাক মহাশয় বিজয়া দশমী মীমাংসা পুস্তক রূপে মুদ্রাঙ্কিত করণাশয়ে আদেশ করাতে বহুতর শাস্ত্রালোচনা করত এবং সাম্প্রত পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা পত্র প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সারভাগ গ্রহণ করিয়া অসার ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রত ও লোকতঃ যুক্তিযুক্ত এই পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, ইহাতে ভগবান ভূতনাথের অভিপ্রায় সম্যক্ প্রকাশিত আছে, বিচক্ষণ সুধীগণ এতৎ পুস্তক দৃষ্টে বিজয়া দশমীতে দেবী বিসর্জ্জনের যেরূপ বিধি তাহা নিশ্চয় অবধারণা করিতে পারিবেন, ব্যবস্থা পত্র সম্বলিত সংস্কৃত চূর্ণিকা ও তদর্থ ভাষা প্রবন্ধ গদ্যে রচিত হইয়াছে, তাহাতে বিষয়ী লোকেরও আশু বোধ গম্য হইবে। ইতি।

সম্পাদক শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

অন্যান্য পণ্ডিতগণ যে রূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহাই অগ্রে প্রকাশ করিয়া, পরে আপনাদিগের যেমত, তাহা ব্যবস্থা পত্র সম্বলিত প্রকাশ করিব। যথা।

পরদিনে মুহূর্ত্তোন দশমী লাভে পূর্ব্বদিনে মহা নবমী পূজা সত্ত্বেপি তৎ পূজানন্তরং দেবী বিসর্জ্জনং কর্ত্তব্যং ন পরদিন ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অত্রপ্রমাণং।

এবঞ্চ ঘটিকোন দশম্যাং অপরাজিতা পূজা নর্হত্বাত্তৎ পূজনং পূর্ব্বদিনে। অতএব তৎপর মেবেদং বচনং। আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য দশম্যাং পূজয়েত্তথা। একাদশ্যাং নকুর্ব্বীত পূজনঞ্চাপরাজিতা মিতি। শিবরহস্যোক্তৈ-কাদশী যুক্ত দশমী নিষেধব্যং। ততশ্চ তৎপূর্ব্বকৃত্যং দেবী বিসর্জ্জন মপি তদৈব তদন্তাপকর্ষন্যায়াৎ।

অস্যার্থঃ।

পরদিনে দশমী মুহূর্ত্ত ন্যূন থাকাতে পূর্ব্বদিনে মহা নবমী পূজা সত্ত্বেও তৎ পূজানন্তর দেবীর বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য, কোনমতে পর দিনে কর্ত্তব্য হইবে না, সকল পণ্ডিতের এই বিচার সিদ্ধ।

## প্রমাণার্থঃ।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লেখেন ঘটিকোন দশমীতে অর্থাৎ মুহূর্ত্ত ন্যূনে অপরাজিতা পূজা যোগ্য হইতে পারে না, অতএব অপরাজিত পূজা পূর্ব্বদিনে করিবে, তদনুরোধে পূর্ব্বদিনেই বিসর্জ্জন হইবে, যথা সাধক বচন। আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে অপরাজিতা পূজা করিবে একাদশীতে করিবে না সুতরাং তদন্তাপকর্ষন্যায়েতে পূর্ব্বদিনেই বিসর্জ্জন, যেহেতু বিসর্জ্জন না হইলে পূজা হইতে পারে না।

শ্রীহরিঃ শরণং। শ্রীগুরুঃ শরণং। শ্রীহরিঃ। ওঁনমঃ।

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্। শ্রীতারিণীচরণ শিরোমণীনাং। শ্রীগঙ্গানারায়ণ তর্কবাগীশানাং শ্রীগোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌমাণাং। শ্রীকালীকান্ত শিরোমণীনাং। শ্রীদিননাথ ন্যায় পঞ্চাননানাং। শ্রীচন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণানাং। শ্রীরামকুমার তর্কালঙ্কারাণাং।

এই সকল পণ্ডিত নবদ্বীপ বাসি শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পরে কিয়ৎকালানন্তর, কলিকাতাস্থ কোন পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে কি অন্য কোন

কারণেই হউক্ বলিতে পারিনা কি বিবেচনা করিয়া ঐ পণ্ডিতবর পুনর্ব্বার তদ্বিরুদ্ধ পক্ষে পরদিনে বিসর্জ্জনে যে ব্যবস্থা দেন, ইহা উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু তাঁহারা বলেন আমরা পূর্ব্বে না দেখিয়া পূর্ব্বদিনে বিসর্জ্জনে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, পরে দেখিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ ধর্ম্মতঃ পরদিনে ব্যবস্থা দিতেছি, ইহাতে কেহ উপহাস করে করিবে সে স্বীকার্য্য। এবিষয়ে অন্যান্য লোকে ভাবব্যাখ্যা করেন, যে শোভাবাজারীয় রাজপক্ষে সপক্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত কলিকাতাস্থ পণ্ডিতবরের অভিপ্রায় নহে সেই মহাশয় রাজা বাহাদুরদিগের পূর্ব্বদিবসে বিসর্জ্জন মত হওয়াতেই তদ্বিপরীত মতানুসারে পরদিন বিসর্জ্জনে বিধি করেন, সেই বিধিকে বলবদ্রূপে স্থির রাখিবার নিমিত্ত এবং স্বমত পুষ্টি করিবার জন্য কোন কোন পণ্ডিতকে সহায় করিতেছেন সেই হেতু শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তৎপক্ষ সমাশ্রয় করিয়া এরূপ ব্যবস্থা দেন এই মাত্র উপলব্ধি হইতেছে, কি করেন অপরাজিতা পূজার অনুরোধচ্ছলে তদনুরোধ রক্ষার্থেই ব্রজনাথ বিশেষ যত্নবান হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবল প্রকাশ করিয়া এই অভিপ্রায়ে পুনর্ব্যবস্থা পত্র লেখেন,যে যাহারা অপরাজিতা পূজা করিবে, তাহাদিগের পূর্ব্বদিনে, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদিগের পরদিনে বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যথা।

## পুনর্ব্যবস্থা পত্রং।

অপরাজিতা পূজানুরোধা সত্বে শারদীয় দুর্গা পূজাঙ্গী ভূত, বিসর্জ্জনং উদয় গামিন্যাং ঘটিকোন দশম্যা মেব কার্য্যং। নতু পূর্ব্বদিন ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অস্যার্থঃ।

অপরাজিতা পূজার অনুরোধ যাহাদিগের নাই, তাহাদিগের শারদীয় দুর্গা পূজার অঙ্গীভূত বিসর্জ্জন কার্য্য উদয় গামিনী দশমীতে মুহূর্ত্ত ন্যূনেও কর্ত্তব্য, পূর্ব্বদিনে কর্ত্তব্য নহে। এই পণ্ডিত দিগের বিচার সিদ্ধ হয়।

শ্রীহরিঃ শরণং। শ্রীহরিঃ শরণং। শ্রীশিবঃ শরণং। শ্রীহরিঃশরণং। শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মাণাম্। শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মাণাম্। শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণাম্। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মণাম্।

ইহার প্রমাণের অর্থ লিখিবার প্রয়োজন নাই পুস্তিকা ক্ষুদ্রাকৃতি সন্ধারণ হইতে পারে না, ফলে তর্কানুতর্ক দ্বারা বিচার জিগীষায় যে বহুতর বাগাড়ম্বরি করিয়াছেন সেসকল লিখিতে হইলে সংপুর্ণ বৎসর পরিপুর্ণ হইয়া যায়। বিচক্ষণেরা ভঙ্গী দেখিয়াই বোধ করুন্ না কেন, যে এবিষয়ের বিচার পরম্পরায় সর্ব্বনাশোপস্থিত হইয়াছে কি না? অর্থাৎ একালে যে কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম আছে, তাহাও নাশের উপক্রম হইল। যেহেতু পণ্ডিতদিগের চাতুর্য্য প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছে এই দুর্গোৎসবের বিসর্জ্জন কার্য্য কিছুকাল বিলম্ব আছে তন্নিমিত্ত একথা সাজিল যদ্যপি যে দিবস পুর্ব্বে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তৎপর দিনেই যদি তৎকার্য্য সাধিত হইত তবে তাঁহার পর ব্যবস্থায় আর কি গুণ দেখিত, না বুঝিয়া সে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম এ ব্যবস্থা এবার বুঝিয়া দিতেছি, পণ্ডিত হইয়া একথা বলিলে লোকে তাহাকে কিরূপ পণ্ডিত বলে, মধুসূদন বিশ্বাসের সাক্ষ্য দানের ন্যায় এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, যদি কোন দায় মোকদ্দমাতে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা এই রূপ এক বিষয়ে দুই ব্যবস্থা দিতেন তজ্জন্য কোন ব্যক্তির যথার্থ বস্তু নষ্ট হইলে তবে তদপরাধে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারিতেন, তখন ইহাঁদিগের ধর্ম্ম ভীরুতাই বা কোথায় অবস্থান করিত।

এক্ষণে পুজাঙ্গ বিসর্জ্জন বলিয়াই না হয় তদ্দোষ পরিহারার্থ সর্ব্বত্রে বাক্যে কহিয়া পার পাইতেছেন যে আমি পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রাদির আলোচনা না করিয়া প্রথমতঃ নবমী পুজার পর দিবস মুহূর্ত্ত ন্যূন দশমী তিথিতে বিসর্জ্জন নিষেধক ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে যখন নানাশাস্ত্র ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায় ও অপরাজিতা পুজার ইতি কর্ত্তব্যতা ক্রম দেখিলাম, তখন সুতরাং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত পক্ষে পুনরায় এই ব্যবস্থা প্রচার করিতে বাধিত হইলাম, ইহাতে যদি কেহ আমাকে উপহাস করে সে স্বীকার্য্য, যেহেতু ধর্ম্ম প্রতি ভয় রাখিতে হয়। এই বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে পণ্ডিত মহাশয়। আপনি পুর্ব্বে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, যদি অন্য কোন ঝটিতি কর্ত্তব্য

কর্ম্ম হইত, এবং সেই কর্ম্ম সেই ব্যবস্থানুসারে সম্পাদিত হইত, তবে তখন দুরদৃষ্ট ভাগী কে হইত এবং আপনারদিগের ধর্ম্ম ভীরুতাই বা কোথায় থাকিত আপনারা সুপণ্ডিত সকলে মান্য করেন, এরূপ কর্ম্ম আপনাদিগের উপযুক্ত নহে, আমরা নিশ্চয় অবধারণ করিলাম যে যাঁহারা এক দিবস প্রতিমাদি রাখিবার প্রয়াস পান্ তাঁহাদিগের সন্তোষার্থেই এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

## অপর ব্যবস্থা পত্র।

একাদশী দিনে মুহূর্ত্তোন দশমী সত্বে পূর্ব্ব দিবসে নবমী পূজা সত্বেপি দেবী দিসর্জ্জন মিতি ব্যবস্থা।

শ্রীদিননাথ ন্যায় পঞ্চাননস্য শ্রীগোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌমস্য। শ্রীকালীকান্ত শিরোমণেঃ।

অস্যার্থঃ।

একাদশীদিনে মুহূর্ত্ত ন্যূন দশমী থাকা প্রযুক্ত পূর্ব্বদিনে নবমী পূজা হইলেও দেবীকে বিজ্জন করিবে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থা হয়।

ইহার প্রমাণার্থ আর এখানে প্রকাশ করিলাম না, আমাদিগের ব্যবস্থা পত্র যাহা নিম্নে প্রকাশ হইবে তাহাতেই প্রকাশ পাইবে।

## ব্যবস্থা পত্র।

অস্মিন্ বর্ষে একাদশী দিনে ঘটিকোন দশমী লাভে তৎ
পূর্ব্বদিনে নবমী পূজা সত্বেপি তমিস্রগতা শ্রবণাব-
লোক্য তৎপরদিন অযোগ্য কালত্বাচ্চ নবম্যাং দশমী
ক্ষণে দেব্যাঃসং প্রেষণং কার্য্য মিতি ধীরাণাং সম্মতং।

শ্রীনন্দকুমার দেব শর্ম্মণাম্। শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীরাখাল দাস শর্ম্মণম্। শ্রীভরতচন্দ্র শর্ম্মণাম্।

অস্যার্থঃ।

এই বর্ত্তমান বৎসরে একাদশী দিনে মুহূর্ত্ত ন্যূন দশমী প্রাপ্তে তাহার পূর্ব্বদিনে নবমীপূজা হইলেও রাত্রি গতা শ্রবণাকে দেখিয়া তৎপর দিনে অযোগ্য কালহেতুক পূর্ব্ব দিনে নবমী পূজানন্তর দশমী সময়ে পূর্ব্বাহ্ণে দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। ইহাই সকল পণ্ডিতের ব্যবস্থা হয়।

## অত্রাভিমতানাং পণ্ডিতানাং নামানি দ্রষ্টব্যানি।

সংস্কৃত কালেজ নিবাসিনঃ।
শ্রীভরতচন্দ্র দেশর্ম্মনাম্।
শ্রীতারানাথ দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীপ্রেমচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীচন্দ্রমোহন দেবশর্ম্মণাম্।
কাঁটাপুকুর নিবাসিনৌ।
শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্।
হাতিরবাগান নিবাসী:
শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্।
পস্পুর নিবাসিনৌ।
শ্রীতারাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্।
নারীট নিবাসিনৌ।
শ্রীদুর্গাদাস দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
শ্যাখালা নিবাসী।
শ্রীশ্রীধর দেবশর্ম্মণাম্।
জনাই নিবাসী।
শ্রীজগদীশ দেবশর্ম্মণাম্।
মলানদীর্ঘী নিবাসী।
শ্রীতারাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্।
আন্দুল নিবাসিনাং।
শ্রীমাধবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীরামদাস দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীলোকনাথ দেবশর্ম্মণাম্।
বাগ্‌বাজার নিবাসী।
শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণাম্।
যোড়াবাগান নিবাসী।
শ্রীভরতচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
ভট্টপল্লী নিবাসিনাম্।
শ্রীসীতানাথ দেবশর্ম্মণাম্।
ভট্টপল্লী নিবাসিনাম্।
শ্রীউমাকান্ত দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীবাখালচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীবামেন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্।
খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসিনাং
শ্রীকালীদাস শর্ম্মণাম্।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীশ্রীরাম শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামতারক শর্ম্মণাম্।
বিক্রমপুর নিবাসিনাম্।
শ্রীদিননাথ শর্ম্মণাম্।
শ্রীগোলোকচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীকালীকান্ত দেবশর্ম্মণাম্।

ইত্যাদি পণ্ডিতবর্গের নাম ধাম প্রকাশ করিলাম, এতদ্ব্যতিরিক্ত নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, হুগলী, ঢাকা, যশোহর, বরিশাল, রঙ্গপুর, নাটোর প্রভৃতি অনেক স্থানে পূর্ব্বদিন বাদি পণ্ডিত আছেন কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং পত্রাদি দ্বারা তাঁহারা স্বীয়াভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের নাম ধাম সংপ্রতি প্রকাশ করিতে স্থগিত রাখিলাম,

প্রত্যাশা আছে তাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদিগের নিকট পত্রাদি পাঠাইতে পারেন। অনন্তর প্রমাণমূলক যুক্তি ও তদর্থ ভাষায় প্রকটন করিতেছি।



কস্যচিৎ সংসয়াত্মনো নিবেদনমেতৎ। বর্ত্তমান বৎসরে শারদীয় মহাপূজায় দেবী বিসর্জ্জন পর দিবসে উদগামিনীঘটিকোন দশমীতে হইবে? না পঞ্জিকোদিত পূর্ব্বদিবসে অনুদয়গামিনী নবমী যুক্তা দশমীতেই হইবে? এই সংশয় চ্ছেদন করিতে আজ্ঞা হয়।

এতদুত্তর ব্যবস্থা, উপরিভাগে লিখিয়া নিম্নে পর দিনবাদিগের অলীকমত খণ্ডনার্থ বিপুলতর শাস্ত্রলোচনায় যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি।

অত্র প্রমাণং। আশ্বিনে শুক্লপক্ষেতু দশম্যাং প্রযতস্তথা। একাদশ্যাং নকুর্ব্বীত পূজনঞ্চাপরাজিতা মিতি। শিবরহস্যীয় বচনং। স্মার্ত্তঃ। ঘটিকোন দশম্যাং অপরাজিতা পূজানর্হত্বাৎ তৎপূজনং পূর্ব্বদিন ইতি॥ ১॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শিবরহস্যের এই বচন প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমীতে যত্নপূর্ব্বক অপরাজিতা পূজা করিবে, একাদশীতে অপরাজিতা পূজা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ঘটিকোন দশমীতে অপরাজিতা পূজা যোগ্য হইতে পারেনা একারণ পূর্ব্ব দিন নবমী পূজার পর দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। কেননা বিসর্জ্জনানন্তর অপরাজিতা পূজার বিধি, অতএব তদনুরোধে পূর্ব্বদিনে বিসর্জ্জন হইবেক॥ ১॥

তথাচ। কৃত্যতত্ত্বীয় স্মার্ত্ত সন্দর্ভঃ। বিসর্জ্জনন্তু শ্রবণাযুক্তায়াং অযুক্তায়াম্বা উদয়গামিন্যাং মুহূর্ত্তা ন্যূনায়াং কুর্য্যাদিতি॥ ২॥

শ্রবণানক্ষত্র যুক্তা অথবা অযুক্তা হউক্ উদয়গামিনী অন্যূন মুহূর্ত্ত দশমীতে দেবী বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য।

তথাচ দুর্গার্চ্চনতত্ত্বে স্মার্ত্তেন লিখিতং। তত্র উদয় গামিন্যাং মুহূর্ত্তা ন্যূনায়াং শ্রবণাযুক্তায়াং কেবলায়াম্বা বিসর্জন মিতি।

দুর্গার্চ্চন তত্ত্বে স্বয়ং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লেখেন। যে উদয়গামিনী মুহূর্ত্তের অন্যূনা দশমী শ্রবণাযুক্তা বা কেবলা দশমী হইলেও সেই দিবসে দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে॥ ৩॥

অত্র দশম্যা মুদয়গামিন্যাং সতি সম্ভবে শ্রবণযুক্তায়াং পূর্ব্বাহ্নে দেবীং সংপূজ্য চরলগ্নে চরাংশেবা যথা বিধি বিসর্জ্জয়েৎ ইতি। অত্রাপি মুহূর্ত্ত ন্যূনত্বে তিথিক্ষয়ে বা নবমী যুক্তায়ামপিবিসর্জ্জনং ইতি আচার্য্য চূড়ামণি লিখনং।

উদয় গামিনী দশমীতে শ্রবণানক্ষত্র লাভ হইলে, তদ্দিনে চরলগ্নে বা চরাংশে যথাবিধি অর্চ্চনা করতঃ বিসর্জ্জন করিবে, শ্রবণানক্ষত্র অপ্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেস্থলে উদয়গামিদশমীতে মুহূর্ত্তের ন্যূন হইবে সেস্থলে অথবা তিথিক্ষয়ে দশমীর দিবস অর্থাৎ ত্র্যহস্পর্শ হইলে নবমী যুক্তাদশমীতে বিসর্জ্জন করিবেক। ইতি আচার্য্য চূড়ামণির লিখন, যিনি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের আচার্য্য হয়েন ॥ ৪ ॥

তথাচ দুর্গার্চ্চাদর্পনং। যদাতু উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্নে মুহূর্ত্তান্যূন দশমী লাভঃ। তত্র নবমী পূজা দিনোত্তরং পূর্ব্বাহ্ন বৃত্তিত্ব প্রবেশাবধিক চতুর্থ দিন বৃত্তিত্বোদয় গামিত্ব ত্রিতয় ধর্ম্ম বত্ত্বে বিসর্জ্জন মিতি।

দুর্গার্চ্চাদর্পণে লেখেন। যেকালে উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্নময়ে মুহূর্ত্তের অন্যূন দশমী থাকিবে, তখন নবমীর পরদিনে অর্থাৎ পত্রিকা প্রবেশ দিনাবধি চতুর্থ দিনে পূর্ব্বাহ্নে বিসর্জ্জন করিবেক।

তথাচ ব্যবস্থা কৌমুদ্যাং। ত্র্যহঃ পূজনে কৃতে চতুর্থ দিবসে যদি মুহূর্ত্তাত্মিকা দশমী লভ্যতে, তদা চতুর্থ দিবস এব বিসর্জ্জনং যদি চতুর্থদিনে দশমী নলভ্যতে। তদা তৃতীয়েহ্নি নবমী পূজানন্তরং বিসর্জ্জন মিতি।

সপ্তমীঅবধি গণনায় চতুর্থ দিবসে যদি মুহূর্ত্তাত্মক দশমী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে ঐ চতুর্থাহে বিসর্জ্জন হইবে, যদি তাহা না পাওয়া যায় তবে সুতরাং নবমী পূজার দিনে অর্থাৎ তৃতীয় দিনে পূজানন্তর অনুদয়গামিনী দশমীতেই বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য হয়। ইতি ব্যবস্থা কৌমুদীতে লিখিয়াছেন।

তথাচ। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দ্বাদশ মাস কৃত্য সংগ্রহে। মুহূর্ত্তান্যূনায়াং দশম্যাং উদয় গামিন্যাং শ্রবণাযুক্তায়াং কেবলায়াম্বা বিসর্জ্জনং সপ্তমী পূজাবৎ পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তব্য মিতি।

বন্দিঘটীয় শ্রীনারায়ণাচার্য্য কৃত দ্বাদশমাস কৃত্য সংগ্রহে লিখিত, যে মুহূর্ত্তের অন্যূন উদয়গামিনী দশমীতে শ্রবণা যোগ হইলে বা না হইলেও সপ্তমী পূজার ন্যায় পূর্ব্বাহ্নে দেবীর বিসর্জ্জন হইবে।

তথাচ। অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ কৃত দশমী সন্দেহভঞ্জক গ্রন্থ লিখনং। অনুদয় গামিন্যাং বিসর্জনেতু যদি তৎপরদিনে দশমী ন লভ্যতে মুহূর্ত্ত-ন্যূনা বা যদি ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা নবমী তৎপরদিনে মুহূর্ত্তান্যূনাপি দশমী, তদ. অনুদয় গামিন্যামিতি স্থানত্রয় মেবাভিহিতং।

অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, যিনি স্মার্ত্তবর ভবশঙ্করের পিতামহ তৎকৃত দশমী সন্দেহভঞ্জক গ্রন্থের লিখন। অনুদয় গামিনী দশমীতে বিসর্জ্জন এমত তিন স্থলে হইতে পারে, প্রথম নবমী পূজার পরদিন দশমী না থাকে, দ্বিতীয়তঃ দশমী যদি মুহূর্ত্তের ন্যূন থাকে। তৃতীয়তঃ নবমী ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা, পর দিন কিঞ্চিৎ থাকে, তৎপরদিনে ঐ দশমী মুহূর্ত্তাধিককাল ব্যাপিনী হইলেও পূর্ব্ব দিনে নবমী যুক্তা অনুদয়গামিনী দশমীতে বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য হইবে।

এই সকল গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ অন্যূন মুহূর্ত্ত দশ-মীতে দেবী বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য, সুতরাং যাঁহারা উদীচ্য কর্ম্মে মুহূর্ত্তের বিচার নাই বলিয়া পর দিনে মুহূর্ত্তোন দশমীতে দেবীর বিসর্জ্জন ব্যবস্থা দেন, তাঁহাদিগের সে ব্যবস্থা অগ্রাহ্য। যেহেতু সংগ্রহকার মাত্রই মুহূর্ত্তভঙ্গে দেবীর বিসর্জ্জন নিষেধ করিয়াছেন।

অত্র প্রমাণং।

দেব্যাঃপ্রবেশনে যদ্বত্তথাচৈব বিসর্জ্জন ইত্যাদি বচনাৎ।

অস্যার্থঃ।

দেবীর প্রবেশে যেরূপ বিচার বিসর্জ্জনেও সেই রূপ বিচার করিতে হইবে অর্থাৎ সপ্তম্যাদিতে যেরূপ মুহূর্ত্তাদির বিচার বিসর্জ্জনেও তদ্রূপ মুহূর্ত্তাদির বিচার আছে। অতএব অন্যান্য কর্ম্মাদিতে উদীচ্যাঙ্গে মুহূর্ত্ত বিবেচনা নাই বটে কিন্তু দেবী বিস-র্জ্জনে মুহূর্ত্ত বিচার আছে, একাদশী প্রভৃতি ব্রত পারণ কর্ম্মাদিতে উদীচ্য কর্ম্ম জন্য যে রূপ মুহূর্ত্তাদির আদর নাই দেবী পূজাঙ্গ বিসর্জ্জন সেরূপ উদীচ্যাঙ্গ কর্ম্ম মাত্র নহে, সুতরাং বিসর্জ্জনে মুহূর্ত্ত বিচার করিতেই হইবে, যেহেতু উক্ত বচনের অভিপ্রায়ে অন্যান্য গ্রন্থকার সকলেই বিসর্জ্জনে মুহূর্ত্ত বিচার করিয়া গিয়াছেন। ইতি।

অতঃপর এরূপ অনেক প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম রক্ষার্থ কর্ম্মে বৃথা বাগ্বিতণ্ডায় ধর্ম্ম নাশ করা হয়। বাক্যের ইয়ত্তা নাই, বুদ্ধিমানেরা শব্দার্থ ও বচনের অর্থ ফিরাইলেই ফিরাইতে পারেন, বিচার করিলে চিরকালই বিচার চলে, পণ্ডিতেরা অস্বরূপকেও স্বরূপাকারে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কর্ম্মের হানি ব্যতীত আর কিছু মাত্র ফল দর্শে না। পর দিনবাদিদিগের এই অভিপ্রায় যে অপরাজিতা পূজানুরোধে পূর্ব্ব দিনে দেবী বিসর্জ্জন করিতে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লেখেন, অতএব যাহারা অপরাজিতা পূজা করিবে তাহাদিগের পূর্ব্ব দিনে, যাহারা তৎপূজা না করে তাহাদিগেরপর দিন বিসর্জ্জন হইবে। এস্থলে এখন বিচার্য্য এই যে অপরাজিতা পূজার দুর্গাপূজার ন্যায় নিত্যত্ব আছে, না কাম্যত্ব, ইহার প্রমাণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, নিত্যত্ব সিদ্ধে তদন্তাপকর্ষ ন্যায় স্বীকার করা যাউক্ কিন্তু কাম্যত্ব সিদ্ধে সে ন্যায় সম্ভবেনা, এই অনুসন্ধানে অপরাজিতা পূজার নিত্যত্ব সিদ্ধের প্রমাণ হইল, যখন অপরাজিতা পূজার অনুরোধে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তদন্তাপকর্ষ ন্যায়ে সামান্যাকারে সাধারণের পক্ষে পূর্ব্বদিনে বিসর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন এমত বিশেষ করিয়া কিছু কহেন নাই যে অপরাজিতা পূজা যাহাদের আছে তাহারাই পূর্ব্ব দিনে বিসর্জ্জন করিবে তদ্ভিন্ন জনের পর দিনে, ফলিতার্থ স্মার্ত্তের অভিপ্রায়, এই যে অপরাজিতা পূজানিত্যা, সুতরাং দেবী বিসর্জ্জন পূর্ব্ব দিনে সকলেরই কর্ত্তব্য হইবে। যথা। প্রমাণং।

দেবী বিসর্জনং কৃত্বাপূজয়ে দপরাজিতামিতি বচনে
ফলাশ্রবণেন অপরাজিতা পূজায়া নিত্যত্ব সিদ্ধিরিতি।

যখন দেবী বিসর্জ্জন করিয়া অপরাজিতা পূজা করিবে, এই বচনে ফল শ্রবণ নাই, তখন অপরাজিতা পূজার নিত্যত্ব সিদ্ধি হইয়াছে, যদি অপরাজিতা পূজার কাম্যত্ব স্বীকার করা যায় অর্থাৎ জয়কামী রাজ বৃত্তেরাই করিবে, তবে কাম্যত্ব প্রযুক্ত তাহার অনিত্যত্ব সিদ্ধি হয়, অনিত্যত্ব সিদ্ধে অনেক প্রকার দোষোদ্ভাবন হয়। যথা।

অপরাজিতায়া অনিত্যত্বেন কথং তদনুরোধেন নিত্য-
পূজাঙ্গ বিসর্জন স্যাপকর্ষ ইতি।

অপরাজিতা পূজার অনিত্যত্ব হইলে তদনুরোধে নিত্য পূজাঙ্গ বিসর্জ্জনের কি প্রকারে অপকর্ষ স্বীকার করা যায়, অতএব কাম্য কর্ম্মানুরোধে নিত্য কর্ম্মের অপকর্ষ করা সম্ভব পর নহে, সুতরাং অপরাজিতা পূজার নিত্যত্ব আছে, যদি বল মাকরী সপ্তমী স্নানে নিত্য স্নান ত্যাগ করিয়াও কাম্য স্নান করিবে, অতএব কদাচিৎ কাম্যানুরোধে নিত্য কর্ম্মের বাদ আছে, উক্ত স্নানের নিত্যত্ব কাম্যত্ব উভয় থাকাপ্রযুক্ত হানি নাই, সেই রূপ এ স্থলে স্বীকার করিলেও পূর্ব্ব দিনে বিসর্জ্জন হয়, এই অপরাজিতা পূজায় দিগ্বিজয়েত্যাদি যেরূপ ফল শ্রুতি দর্শন হইতেছে, সেই রূপ দুর্গা পূজারও ফলশ্রুতি আছে,কারণ উভয়েরই নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব দৃষ্টে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তৎপূজনানুরোধে পূর্ব্ব দিনে দেবী বিসর্জ্জন সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

দেবী বিসর্জনং কৃত্বাপূজয়ে দপরাজিতা মিতি। অপরা-
জিতা পূজারাজ কর্ত্তব্যত্বেপি বিসর্জনস্য খণ্ডদ্বয়
কল্পনা গৌরবমিতি।

অস্যার্থঃ।

দেবী বিসর্জ্জন করতঃ অপরাজিতা পূজা করিবে অপরাজিতা পূজা শুদ্ধ রাজার কর্ত্তব্যত্ব হইলে বিসর্জ্জনের খণ্ডদ্বয় কল্পনা গৌরব হয় ইতি। যথা

নচ রাজন্যেষু গমিষ্যৎসু গোপথ ব্রাহ্মণে রাজন্য পদ
শ্রুতেঃ। ইতি বাচ্যং।

গোপথ ব্রাহ্মণে রাজন্য পদ শ্রবণ হইতেছে, বলিয়া যে রাজাই অপরাজিতা পূজা করিবে এমত বলিহ না। যেহেতু গোপথ ব্রাহ্মণে রাজ পদ উপলক্ষণ মাত্র, সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য মাত্রেরই অপরাজিতা পূজাধিকার, নতুবা কাম্যত্ব হয়।

তথাচ প্রমাণং।

দশম্যান্তু নরৈঃ সম্যক্ পূজনীয়া পরাজিতা মিত্যাদি
বচনেন নরপদ শ্রবণাৎ সর্ব্বেষাং নরাণামেবা পরা-
জিতা পূজা বিধেয়ত্ব মিতি।

দশমীতে সকল মনুষ্যেরই অপরাজিতা পূজনীয়া, কেবল রাজাই যে পূজা করিবে এমত নহে, কেননা বচনে নরপদ ও রাজন্য পদ এই উভয় শ্রবণ হেতু রাজপদ উপলক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই অপরাজিতা পূজার বিধেয়ত্ব। যেহেতু শ্রুত্যাদি প্রায় দৃষ্টান্ত উৎকৃষ্টে বর্ত্তে রাজা নরদেব রাজপদ দ্বারা সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যকেই বুঝাইয়াছে, এবং এষ সপ্তদ্বীপেশ্বরো রাজা যাতি, ইহাতে কি কেবল রাজাই যাইতেছেন, এমত নহে রাজ পরিবার সকলেই যাইতেছেন, তদ্রূপ রাজকর্ত্তব্যত্বে নর সাধারণেরই কর্ত্তব্যত্ব স্থির করা যায়, একারণ কোথাও রাজপদ দিয়াছেন, কোথাওবা নরপদ প্রয়োগ হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বসাধারণেই অপরাজিতা পূজা করিতে পারে তন্নিত্যত্বসিদ্ধে বিসর্জ্জনাপকর্ষ হইয়াছে, কাম্যত্ব সিদ্ধি হইলে না করায় হানি কি? যখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য তদনুরোধ স্বীকার করিয়াছেন, তখন যেমন দুর্গোৎসবের নিত্যত্ব, অপরাজিতা পূজারও সেইরূপ নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, অতএব সকলের পক্ষেই পূর্ব্ব দিন বিসর্জ্জন বিধেয় হয়, যদি এমত আপত্তি কেহ করেন, যে সকলকে অপরাজিতা পূজা করিতে দেখি না, তদুত্তর এই যে, দুর্গোৎসবের নিত্যত্ব সিদ্ধি বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু সেই দুর্গাপূজাও অনেকে করেন না, তন্নিমিত্ত তাহার অনিত্যত্ব হইতেপারে না, একালে সন্ধ্যা বন্দনাদি অনেকের অকরণীয় হইয়াছে, তন্নিমিত্ত কি সন্ধ্যার অনিতত্ব হইবে? তদ্রূপ অপরাজিতা পূজা কেহ না করিলেও তৎপূজার অনিত্যত্ব হইবে না, দুরদৃষ্টভাগি কর্ত্তাই হইবে। অপরাজিতা পূজার আর বিচার নাই, ইহা স্মার্ত্তোক্ত তদন্তাপকর্ষ ন্যায়েতেই তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে শ্রুতি প্রমাণে ভগবান্ ভব তন্ত্রে ঐ বিজয়াকল্পে দশমী বিচার করিয়া যাহা কহিয়াছেন, তাহা মৎস্যসূক্তে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, এবৎসরে যেরূপ বিজয়ার ঘটনা হইয়াছে, ইহাই সে বচনের প্রকৃত স্থল, নতুবা তাহার আর স্থান নাই, পর দিন বাদিদিগের মত গ্রহণ করিলে, শঙ্করোক্তি শঙ্কর বদনাশ্রিতা হইয়া থাকিলেন, কেবল এবচন আমিই ধৃত করিলাম এমন মনে

করিবেন না প্রাণতোষণী গ্রন্থেও তদ্গ্রহন্তকারও ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

অত্রপ্রমাণং।

নবমী দশমীযুক্তা শ্রবণাত্ত গতানিশি।
তদাসংপ্রেষয়েদ্দেবীং নবম্যাং দশমীক্ষণে। ইতি।

এতন্মৎস্যসূক্ত বচনাদপি অস্মিন্ বর্ষে উক্ত বচন স্থল রূপে নবমী দিনে দশমীক্ষণে বিসর্জ্জনং সুপ্রতিপন্নতরমিতি।

মহানবমী যদি দশমীযুক্তা হয়, আর ঐ দিবস রাত্রি কালেও যদি দশমীতে শ্রবণা নক্ষত্র পায়, তবে ঐ মহানবমী দিনে নবম্যনন্তর দশমীতে দেবী বিসর্জ্জন করিবে। এই মৎস্য সূক্তের বচন খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই, যেহেতু পর দিনে ঘটিকোন দশমীসত্বে পূর্ব্ব দিনে নবমীযুক্তা দশমীতে বিসর্জ্জন ব্যতীত ইহার আর স্থান দেখাইতে পারিবেন না, অন্যূন মুহূর্ত্ত দশমীতে এবচন অনুকুল নহে, সুতরাং এবচনের বিষয় এবৎসর দেবী বিসর্গ,নবমীতে দশমীযুক্তা হইয়াছে,এবিধায় মহানবমীদিবসে দেবী পূজানন্তর ঐ দিবসেই দশমীতে দেবী বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই যদিচ কেহ দশমীক্ষয়ে এই বচনের স্থল দেখাইবার জন্য যত্ন করেন, তবে শ্রবণাত্তুগতা নিশি বলাতে গ্রন্থকারের বক্তৃতা উন্মত্ত প্রলাপবৎ হয়, সুতরাং এবৎসরে পর দিনবাদির মতাবলম্বী হইয়া বিসর্জ্জন করিলে পাপ শঙ্করব্রহ্মে নিমগ্ন হইতে হইবে; ইহা আমুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারা যায়। পরদিন বাদি কোন কোন পণ্ডিত আপত্তি করেন যে স্মার্ত্তধৃত "ঘটিকোন দশম্যামিত্যাদি" এই ঘটিকা পদ দণ্ডপর হয়। তদুত্তর।

ঘটিকৈকা ত্বমাবস্যা প্রতিপৎসু নচেত্তদা।
সর্ব্বং তদা স্মরং দানং দৈবে কর্ম্মণি চোদিতং।
মুহূর্ত্ত মপ্যমাবস্যা প্রতিপৎসু যদাভবেৎ।
তদ্দান মুত্তমং দৈবং শেষং পূর্ব্ববত্ত পূর্ব্ববৎ।। ইতি

প্রতিপদেরদিবসে অমাবস্যা যদি এক ঘটিকা মাথাকে তবে তদ্দিনে শাস্ত্রোদিত দান দৈবকর্ম্মাদি সকল অসুর সম্বন্ধি ফলদাত্মক হয়, অর্থাৎ ঐ দানকে আসুরদান ও ঐ কর্ম্মকে আসুর কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন।

এবং মুহূর্ত্তমাত্র অমাবস্যা যদি ঐ প্রতিপদের দিবসে থাকে তদ্দিনে দান ও দৈবকর্ম্ম সকলকে উত্তম দান ও উত্তম কর্ম্ম অর্থাৎ দেবসম্বন্ধি ফল দায়ক বলিয়া আখ্যাত হয়, শেষপদে তিথিমল মুহূর্ত্ত হইলেও তদ্দান ও তৎকর্ম্ম পুর্ব্ববৎ অর্থাৎ আসুরবৎ হয়॥

এই সকল বচনোক্ত ঘটিকাপদকে মুহূর্ত্তই কহিতে হইবে, যে হেতু যাবালের পুর্ব্ব বচনে "ঘটকৈকাত্বমাবস্যেতি" পরবচনে মুহূর্ত্ত মপ্যমাবস্যেত্যাদি" ইহাতেই ঘটিকাপদ যে মুহূর্ত্তপর তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে? এবঞ্চ "ব্রতোপবাস স্নাদৌ ঘটিকৈকা যদাভবেদিতি" বচনেও ঘটিকাশব্দে স্পষ্ট মূহূর্ত্ত বোধ হইতেছে অর্থাৎ "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদোনইষ্যতে" ইত্যাদি বচনেও ঘটিকা শব্দ মুহূর্ত্ত বাচি হয়।

ব্রতোপবাস নিয়মেদণ্ডমাত্রাপি যাতিথিঃ।
সাতিথিস্তদহো রাত্রং দণ্ডন্যুনাং পরিত্যজেদিতি।

পরদিন বাদি কোন কোন পণ্ডিত কহেন ব্রতোপবাস এবং নিয়মাদিতে দণ্ডমাত্রাতিথির গ্রাহ্যতা। সেই তিথি অহোরাত্র সাধ্যকর্ম্মের যোগ্য হয়। দণ্ডন্যূনে সেই তিথিকে পরিত্যাগ করিবে। এই মৎস্য সূক্ত বচন বলিয়া যে প্রমাণ দেন, সে যদি যথার্থ প্রমাণ হয়, তবে দেবী বিসর্গাতিরিক্ত কাম্যস্থলে, নতুবা মুহূর্ত্তন্যূনেও সপ্তমী পূজাও এবচনের বিষয় হয়, ফলে তাহা নহে, এ কোন্ মৎস্যসূক্ত বলিতে পারি না, অনুমান করি অগাধ জল সঞ্চারি তিমিতিমিঙ্গিল রাঘবাদি সূক্ত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন পাঠীন রোহিত সাল প্রভৃতি মৎস্য হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালিক প্রাচীন২ সংগ্রহকারেরা ধরিতে পারিতেন আধুনিক দ্বীপ বাসি বড় বড় জালিকেরাই ঐ বৃহৎ মৎস্যসূক্ত ধৃত করিয়া থাকিবেন। সে যাহাহউক্ এবচন সত্ত্বেও প্রাচীন সংগ্রহকার সকলে মুহূর্ত্ত বিচার কেন করিয়াছেন, এই২ বচন দ্বারা ঘটিকাপদকে ন্যূনাঙ্গ কর্ম্মে দণ্ডপর আর অধিকাঙ্গ কর্ম্মে ঐ ঘটিকাকে মূহূর্ত্ত পর বলিয়া গ্রহণ অত্যন্ত চমৎকারের বিষয় হয়, যদি ন্যূনাঙ্গ কর্ম্মে ঘটিকা-পদের দণ্ড পরত্ব শাস্ত্র সিদ্ধ হইত, তবে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মুহর্ত্তোনদশমীতে অপরাজিতা পূজার অযোগ্যত্ব বিধান করি-

তেন না, তিনি এত উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন না, যেহেতুক দেবী বিসর্জ্জন ক্রিয়াপেক্ষা অপরাজিতা পুজা ন্যূনাঙ্গ কর্ম্ম হয়, যে কর্ম্ম সপ্ত বা অষ্ট কি দশ পল মধ্যে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে তাহাতেও যে অযোগ্য কহিয়াছেন সে কেবল মূহুর্ত্তভঙ্গে কর্ম্ম সফল হইতে পারে না, ইহাই স্মার্ত্তাভিপ্রায় প্রতীত হইতেছে। বিবেচনা করিলে মুহূর্ত্তন্যূন বা অন্যূন হইলেও শিবরহস্যীয় বচনার্থে একাদশীযুক্তা দশমীতে অপরাজিতা পুজা কখনই হইতে পারে না, ইহাতেই স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মূহুর্ত্ত ন্যূনতা হেতুক পূর্ব্বদিনে ব্যবস্থা দেন, কেন না বচনার্থে একাদশীযুক্তা দশমীতে তৎপূজন নিষেধ, তাহাতেই কষ্টশ্রেষ্ঠে অন্যূনা দশমীকে যোগ্যা করিয়াছেন, তবে তদন্তাপকর্ষ ন্যায় যে বলা সে বলা মাত্র,যেহেতু বিসর্জ্জন না হইলে যখন অপরাজিতা পুজা হইবে না, তখন তৎপূজন তন্ন্যায়েই হইয়া থাকে, কেবল দৃঢ়ার্থে স্মার্ত্তের স্পষ্ট করা মাত্র, পরদিনবাদিদের ঐ ছিন্নমূল ন্যায়াবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করায় ছিন্নশিরসের সংদষ্টৌষ্ঠ পুটবৎ দর্শন মাত্র। যিনি যতই বিচার করুন না কেন, যিনি যতই প্রমাণ দেউন্ না কেন, কিন্তু দেবী বিসর্জ্জন পূর্ব্ব দিনেই শাস্ত্রসিদ্ধ জানিবেন। ইহা আমারই যে কহিতেছি এমত নহে, উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ সকলেরই সম্মতি বলিয়া সাহস করিলাম, আমরা এই পুস্তকে সম্মতি প্রকাশক যে যে পণ্ডিতের নাম মুদ্রাঙ্কিত করিলাম, ইহাঁরা সকলেই পূর্ব্ব দিনবাদী, যেহেতু শোভাবাজারীয় রাজাদিগের সভা পণ্ডিতের ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমাদিগের এ পুস্তকও রাজমতের বহির্ভূত নহে, সুতরাং সর্ব্ব জনের বিদিতার্থে লেখা গেল। যখন সমস্ত সংগ্রহকার মুহূর্ত্তোনদশমীতে বিসর্জ্জন করিতে কহিয়াছেন তখন এক স্মার্ত্তের সরস লইয়া সকল বিরস করা হয় না। উশনা সংহিতার প্রমাণানুসারে পূর্ব্বদিনেই বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য হয়। যথা

বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং।
তুল্য প্রামাণ্যকত্বেতু ন্যায় এবপ্রকীর্ত্তিতঃ।

বাক্যের বিরোধ স্থলে, অনেক বাক্য ঐক্য যে দিকে তাহাই গ্রাহ্য, তুল্য হইলে ন্যায়যুক্তিতে গ্রাহ্য হইবে। এখানেও তাহাই ঘটিয়াছে, এক বাক্যে বহু বাক্যের খণ্ডন হইতে পারে না।

এক্ষণে আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি, যে যাহাদিগের প্রতিমা একদিন রাখিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইবে, তাহারা না হয় শ্রীমদ্দক্ষিণা কালী পূজার রাত্রিতে বিসর্জ্জন করিয়াও লোকতঃ পরদিন প্রতিমাকে যেমন জলে দেওয়া যায়, সেইমতই এই প্রতিমাকে পূর্ব্বদিন মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিয়া পরদিন জলশায়িনী করিবেন, ইহাতেও শাস্ত্রতঃ যাহা হউক্ লোকতঃ একপ্রকার ব্যবহার রক্ষা পাইবেক। ইতি।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্।

## অনন্তর দেবী বিসর্জ্জনে পূর্ব্বদিন বাদি অভিমত পণ্ডিতান্তরদিগের নামান্তর লিখিতেছি।

নবদ্বীপ।

শ্রীহরমোহন চূড়ামণীনাম্।
শ্রীমধুসূদন ন্যায়রত্নানাম্।
শ্রীশ্রীরামতর্কালঙ্কারাণাম্।
শ্রীরমানাথ তর্কসিদ্ধান্তানাম্।
শ্রীহরিদাস সিরোমণীনাম্।

ত্রিবেণী।

শ্রীরাধাবল্লভ তর্করত্নানাম্।
শ্রীরমানাথ চূড়ামণীনাম্।

ভগলী।

শ্রীহরিহর দেবশর্ম্মণাম্।

ভগলী বাবুগঞ্জ।

শ্রীতারাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীগোবিন্দনাথ দেবশর্ম্মণাম্।

ভট্টপল্লী।

শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীশম্ভূচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীরঘুমণি দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।

ভদ্রেশ্বর।

শ্রীপ্রেমচাঁদ শিরোমণীনাম্।

সিঙ্গুর।

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্।
ন্যায়রত্নোপাধিমনাম্।

হরিপাল।

শ্রীরামকমল বিদ্যারত্নানাম্।

দলপতিপুর।

শ্রীকালীদাস দেবশর্ম্মণাম্।

মহিয়াড়ি।
শ্রীগঙ্গাধর দেবশর্ম্মণাম্।
মাড়িমান।
শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মণাম্।
দেউল পুর।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেবশর্ম্মণাম্।
বাসুদেবপুর।
শ্রীরামধন বিদ্যালঙ্কারাণাম্।
আঁটপুর।
শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীশ্যামাপদ দেবশর্ম্মণাম্।
পম্পুর।
শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়ভূষণাণাম্।
শ্রীহরিনারায়ণ চূড়ামণীণাম্।
ইলিপুর।
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ভূষণানাম্।
সিংহর।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
গোকুলডাঙ্গা।
শ্রীনীলমণি তর্কভূষণানাম্।

অমরপুর।
শ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মণাম্।
ভাঙ্গামোড়া।
শ্রীভৈরবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
মির্জ্জাপুর।
শ্রীগণেশচন্দ্র বিদ্যারঙ্কারাণাম্।
গৌরহাটী।
শ্রীরামকুমার চূড়ামণীনাম্।
বদনগঞ্জ।
শ্রীগুরুচরণ শিরোমণীনাম্।
ঝাপড়দহ।
শ্রীরামধন শিরোমণীনাম্।

প্রশস্ত।
শ্রীউমাচরণ তর্কালঙ্কারাণাম্।
শিবপুর।
শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তানাম্।
শ্রীরামকুমার ন্যায়ভূষণানাম্।
শ্রীকবপাম ন্যায়রত্নানাম্।
কালীঘাট।
শ্রীবেদ্যনাথ দেবশর্ম্মাণম্।
উত্তরবটেরা।
শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মণাম্।
শ্রীভগবানচন্দ্র ন্যায়পঞ্চাননাম্।
কাশীপুর।
শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
বরাহনগর।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্।
আরিয়াদহ।
শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম্।
হরিনাভি।
শ্রীহরানন্দ শর্ম্মণাম্।

বাকলাচন্দ্রদ্বীপ।
শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্।
মথুরাবাটী।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণীনাম্।
হাতির বাগান।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তানাম্।
শ্রীজয়নারায়ণ তর্কালঙ্কারাণাম্।
শ্রীঈশানচন্দ্র চূড়ামণীনাম্।
শোভাবাজার।
শ্রীক্ষেত্রপাল শিরোমণীনাম্।
বালি।
শ্রীশ্রীনাথ বিদ্যাভূষণানাম্।

সজপুর।
শ্রীনবকান্ত শ্রীন্যায় পঞ্চাননাম্।
শ্যামপুষ্করিণী।
শ্রীশ্রীরাম বিদ্যাতীর্থ সাগ্নিহোত্রিণং
শ্রীআনন্দচন্দ্র শিরোমণীনাম্।
হেদো।
শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মণাম্।
যোড়াবাগান।
শ্রীউমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীরামচন্দ্র তর্কবাগীশানাম্।
রাজপুর।
শ্রীসীতারাম দেবশর্ম্মণাম্।
খানাকুল কৃষ্ণনগর
শ্রীনবীনচন্দ্র ন্যায় রত্নানাম্।
কুমার হট্ট।
শ্রীবনমালি বিদ্যাসাগরাণাম্।
শ্রীরমানাথ ন্যায়ালঙ্কারাণাম্।
শ্রীধরচন্দ্র তর্কচূড়ামণীনাম্।
জোওখলা।
শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্।
দেবীপুর ধাত্রাস।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র তর্কপঞ্চাননানাম্।

শান্তিপুর।
শ্রীরামনৃসিংহ শিরোমণীনাম্।
গুপ্তিপাড়া।
শ্রীজগদ্বন্ধু তর্কালঙ্কারাণাম্।
অম্বিকা।
শ্রীদেবীচরণ ন্যায়রত্নানাম্।
বর্দ্ধমান।
শ্রীউমাকান্ত দেবশর্ম্মণাম্।

ময়না।
শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্।
ধূলুক।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নানাম্।

কুলীনগ্রাম।
শ্রীরামচন্দ্র তর্কবাগীশানাম্।
শ্রীশ্রীকাশীধাম।

অস্মিন্নব্দে দেবী বিসর্জ্জনং নবমী পঞ্চানন্তরং তদ্দিনএব কর্ত্তব্য মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ। প্রমাণং বাহুল্য ভিয়া ন লিখিতং।

শ্রীসকুলোপা হোমারা শর্ম্ম পণ্ডিতানাম্।
শ্রীদ্বিবিদো পাণ্ডড় দেবদত্ত শর্ম্মণাম্
শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রীনাম্।
শ্রীপাণ্ডুবোপানাম দুর্গাদত্ত।
শ্রীরাধামোহন শর্ম্মণাম্।
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাম্।

অনন্তর শ্রীকালীপ্রসাদ, রামধন বেচারাম, জয়নারায়ণ মথুরানাথ, ঈশানচন্দ্র, গুরুপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, গোপালচন্দ্র, পূর্ণানন্দ, উদয়চন্দ্র, রামশঙ্কর, রামদুলাল, ভৈরবচন্দ্র, কালীদাস প্রভৃতীনাং শর্ম্মণাম্।

তৈলঙ্গ।
শ্রীরামনারায়ণ শাস্ত্রীনাম্।
শ্রীশীতলপ্রসাদ শর্ম্মণাম।

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সভায়, যেরূপ বক্তৃতা হয় তাহার সার ভাগ লিখিয়া জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বলেন আমি নবদ্বীপ বাসি শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্নের অনুরোধে তদ্ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিবেচনা করিলাম সে ব্যবস্থা কিছু নয়, পরে নবদ্বীপ বাসি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরা শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নের ব্যবস্থা পত্র পাঠ শুনিয়া অশাস্ত্রীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন।

এক্ষণে সর্ব্বসাধারণকেই জানাইতেছি, যে পরপক্ষ বাদী দুই প্রধান পণ্ডিতের পরস্পর মতের ঐক্যতা নাই অর্থাৎ তাঁহাদিগের পর দিন পক্ষেও দুই মত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব বিবেচনা করিবেন অসত্য বিষয়কে সত্যবৎ প্রতীত করাইতে যত্ন করিলেই বহুবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, বলি এবার দেবীর বিসর্জ্জনে তিন চারি মতই বা হইয়া উঠে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতীতি।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

### বোধনার্থ বিকাশ।

পরমহংস ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানিকে কহিতেছেন। হে বৎস! ষষ্ঠীর দিবস সায়ংকালে যে বোধন, সে কেবল ষড়ঙ্গ যোগাবসানে তত্ত্বজ্ঞানোদয় কথন জানিবে। তাহা ঐ বোধন মন্ত্রার্থেই স্পষ্টবোধ হয় যথা।

ঐ ৺ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধোদেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃপুরা॥ ইতি॥
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়াম্যতঃ॥ ইতি॥

বাগ্বীজ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীফলবৃক্ষমূলে অর্চ্চনা করিয়া এই মাত্র মন্ত্র পড়িয়া থাকে, রাবণের বধের নিমিত্ত, আর শ্রীরামের অনুগ্রহ জন্য, অকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবী বোধিতা হন্। আমিও আশ্বিনে ষষ্ঠীতে সায়ংকালে অতএব বোধন করি।

ইত্যর্থে, শ্রীফলবৃক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডমূলে চৈতন্যরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা, তাঁহার বোধ না হইলে ব্রহ্মপুরে গতি হইতে পারে না, ষষ্ঠীশব্দে ষড়ঙ্গ

যোগান্তঃ সমাধি, সায়ংপদে দিবাবসান, ব্রহ্মাশব্দে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভার্থে জীব, পরমাত্মা, রাম, তৎপ্রসন্নার্থে জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন, অর্থাৎ এখানে সমাধি যোগের অবসানে জীব আত্মতত্ত্বের প্রসন্নার্থে, এবং রাবণ পদে মহামোহ, তদ্বিনাশার্থে, আত্ম তত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে দেবী জ্ঞানশক্তি মহাবিদ্যা কুলকুণ্ডলিনীর বোধন করিতে কহিয়াছেন, অকালে অর্থাৎ সংসারাসক্ত কালে, আমিও তোমার বোধন করিব, ইত্যভিপ্রায়ে, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির কর্ত্তব্যতা স্পষ্টরূপে পূজাঙ্গ দেবী বোধনে উপদেশ করিয়াছেন, এই বোধনের স্বরূপার্থ বোধ করিতে পারিলে দুর্গোৎসবেই জীবের কৃতার্থতা লাভ হইতে পারে, ইহাতে পরিব্রাজকতার অপেক্ষা রাখে না, সংসারে কর্ম্মে যুক্ত থাকিয়াও বিযুক্তফলে দেবার্চ্চনায় নিরতিশয় মুক্তি লাভের কিছুমাত্র ব্যাঘাত নাই, যত দিন এ বোধ না জন্মিবে, তত দিন বিল্বমূলে বিঘট ঘট বোধে বোধন মাত্র, স্বঘটে ঘটনা না ঘটিলে যথার্থ বোধন হইবে না, ঘটে ঘটে ঘটিত সংঘট্ট বোধন ঘটিত আছে, যদি সে ঘটে না ঘটে, তবে বাহ্য মৃণ্ময়ঘটে ঘটনা মাত্রই সার হয়।

## গৃহস্থ ধর্ম্ম।

গৃহস্থব্যক্তি মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত দশধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলে, সংক্ষেপত মনূক্ত পঞ্চম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেও বিচক্ষণ, সুসভ্য, সুধার্ম্মিক পদের বাচ্য হয়। যথা।

অহিংসা সত্য মস্তেয় শৌচ মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণে ব্রবীন্মনুঃ॥

অহিংসা, সত্যবাক্য কথন, অস্তেয়, শৌচ অর্থাৎ সদাচার, আর ইন্দ্রিয় দমন, এই পঞ্চম ধর্ম্ম সংক্ষেপতঃ চাতুর্ব্বর্ণের প্রতিই মনু কহিয়াছেন। ইত্যর্থে চাতুর্বর্ণের প্রতি বলাতেই সর্ব্ববর্ণের প্রতি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ আম্লেচ্ছ সকল জাতিই এই ধর্ম্ম রক্ষা করিলে সুসভ্য পদের বাচ্য হইবে।

যথার্থ প্রিয় বচন কথনের নাম সত্য,। "সত্যং ব্রূয়াৎপ্রিয়ং ব্রূয়াদিতি,, ন্যায়ে সত্য কথা কহিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবে না, গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিতে হইলে সকলের প্রিয় সাধন করা কর্ত্তব্য, যদি কাহার অপ্রিয় সত্য বল তাহাতে তাহার মনঃপীড়া জন্মে, সেই মনঃপীড়াজন্য সেব্যক্তি ক্রোধিত থাকে,সেই ক্রোধ পরবশতা পূর্ব্বক কখন না কখন ঐ বক্তার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে? অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিকে সকলের প্রিয় সাধন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই বিধেয় হয়, সুতরাং এই বিবেচনায় অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও বক্তব্য নহে। মিথ্যা বাক্য, যদি লোক প্রিয় হয়, তাহাও কাহার তুল্যার্থে বলিবে না, অর্থাৎ মিথ্যা প্রিয় এবং অপ্রিয় উভয়কেই পরিত্যাগ করিবেক, এই ধর্ম্মই সর্ব্বথা সেবিতব্য।

হিন্দু মহাম্মদীয়ান্ ও খ্রীষ্টীয়ান্ প্রভৃতি সর্ব্ব জাতীয় পুস্তক ও ব্যবহার শাস্ত্রে এবং পূর্ব্বং রাজাদিগের নীতি চর্য্যাতে ভূয়ো ভূয়ঃ রূপে কথিত আছে এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা ব্যক্তবিষয়ের আলোচনা মাত্র, ফলিতার্থ, সত্যবাক্যে বাক্ পবিত্র, ও চিত্ত পরিষ্কার, ও মতিস্থির, এবং ভয় রহিত হয়, সত্যের মহিমাতে লোকের নিকট বিশ্বাস যোগ্য এবং রাজপ্রিয় হয়। দেখ যে যেব্যক্তি যে যেখানে প্রবঞ্চনা করুক্ না কেন, কিন্তু সত্য প্রলেপ না দিলে লোকের বিশ্বাস যোগ্য হয় না, ইহাতেও সত্য সেবিতব্য বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। আমি মিথ্যা বলিতেছি ইহা বলিয়া কেহ কাহাকে প্রতারণা করিতে পারে না, যদি কেহ পিত্তলাদি ধাতুকে স্বর্ণমূল্যে বিক্রয় করিতে চাহে, তবে তাহার উপর স্বর্ণ লেপ না দিলে স্বর্ণমূল্যে বিক্রয় হয় না, ইহাতে স্বর্ণই যে যথার্থ মূল্য বিশিষ্ট, তাহাতে সংশয় নাই, সেইরূপ সত্যকে জানিবে, সংসারের মূলাধার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস পদার্থ এক সত্যেতেই উৎপন্ন হয়। সত্যবাদির কোন আপদ উপস্থিত হয় না। যদিও সংসার ধর্ম্মে দৈবাৎ কখন কোন আপদোত্থান হয়, তথাপি ঐ সত্য ধর্ম্মই সত্যবাদিকে রক্ষা করেন। মিথ্যাবাদির পদে পদে দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা সকলের অনুভূত আছে, তথাপি মোহ প্রযুক্ত কেহ২

সত্যের বিপরীতকে সত্য বলিয়া আচরণ করে,কেহ বা কাম,ক্রোধ, লোভ, মদ, অহংঙ্কারের বশীভূত হইয়া সত্যের অনাদর করিয়া মিথ্যার আদর করে, তাহার মূল কেবল দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত দুঃখ ভোগার্থই উপলব্ধি করিবে। যেহেতু স্বর্গভোগের মূল এই সংসার অর্থাৎ পৃথিবীতে আসিয়া সল্লোকেরা সুখ ভোগোপযোগি স্বর্গ সাধন কর্ম্মের অকরণে দুরন্ত দুঃখরূপ নরক যাতনা ভোগের উপযুক্ত কর্ম্মে রত হইতেছে. ইহাতেই বুদ্ধিমান জনেরা অনায়াসেই গম্য করিতে পারেন, যে তাহাদিগের পূর্ব্বকর্ম্ম ফলেই সুখোৎপাদক ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে।

এবং সদ্গৃহস্থদিগের পরিবারে যদি সত্যধর্ম্মের প্রভা থাকে তবে তাহাদিগের সুখ সম্পত্তির ইয়ত্তা থাকে না। তদিতর অধার্ম্মিকগণে অর্থাৎ ধূর্ত্ত, শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, অন্যায়কারী পরবিত্তাপহারি, জনগণে নানা মন্ত্রণাদ্বারা মিথ্যা বাণিজ্যাদি ছলে অনেক ধন উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু পরিণামে পরিবাদের যোগ্য হয়, এবং সেই সম্পদকে বিপদের মধ্যেই গণ্য করা যায়, কোন মতেই সে সম্পত্তির গৌরব থাকে না, ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, সৎলোক হইতে সাধু অসাধু উভয়েরই উপকার হয়, কিন্তু অসৎলোক হইতে পরের উপকার হওয়া দূরে থাকুক্ তাহার নিজেরই কোন উপকার দর্শে না। যথা

সাধুনাঞ্চাপ্যসাধুনাং সন্তএব সদাগতিঃ।
নৈবাসতাং নৈবসতা মসন্তো নৈবচাত্মনঃ॥ ৩৪১॥ ইতি
মাৎস্যে।

সল্লোক, সাধু এবং অসাধু উভয়েরই গতি হয়, আর অসৎ লোক হইতে না সাধুর না অসাধুর উপকার দর্শে, তাহা হইতে তাহার নিজেরও কিছুই উপকার দর্শিতে পারে না, অর্থাৎ অসৎ হইতে কাহার উপকার হয় না. অসাধুরা কেবল পরানিষ্ট করে এই মাত্র, তাহাতে আপনারও মঙ্গল কিছুই নাই। কিন্তু প্রথম মিলনকালে ভদ্রলোকে অসতের লক্ষণ কিছু জানিতে পারে না, উত্তম বলিয়াই জ্ঞান করে, পরে কার্য্য দর্শনে প্রকাশ পায়, কখনই তাহার স্বভাব অব্যক্ত থাকে না। ইতি।

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন।।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮৲
শিবসংহিতা.....১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা
১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।
১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
*কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।*

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে
*নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।*

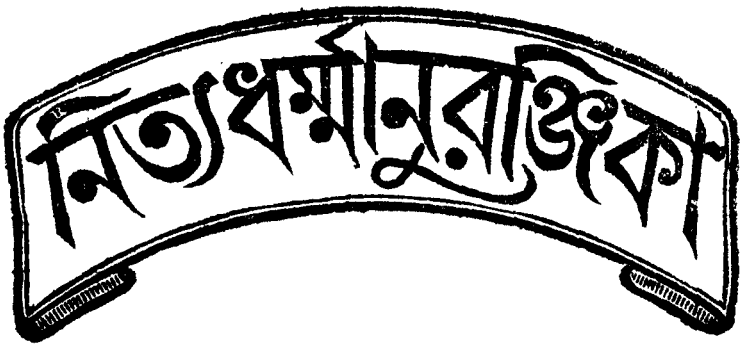


একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫৩ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩১ ভাদ্র।

## কালের মহিমা বর্ণনা।

কালের মহিমা বর্ণনা করিবার সাধ্যনাই, মনুষ্যদিগের রীতি নীতি ব্যবহারাদির অনুদিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রাচীন পণ্ডিত ও প্রাচীন শাস্ত্র এককালীন অনাদৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত প্রায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, একালে পণ্ডিতদিগের বিদ্যা বুদ্ধি কেবল বিবাদের নিমিত্তই

জানিবেন, ধনিদিগের ধন কেবল মত্ততার নিমিত্ত, শক্তিমান ব্যক্তিদিগের শক্তি শুদ্ধ পরের পরিপীড়নের নিমিত্ত হয়, দেবতারাও কালানুসারে মনুজবর্গের প্রতি অনুকম্পার বিরাম করিয়াছেন। এই কষায় কলিকালে স্বল্পধন সঞ্চয় হইলেই মনুষ্যেরা মহদ্গার্ব্বাচলে অধ্যারূঢ় হইয়া ধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টিপাৎ মাত্র করে না, মনে করে যে আমি অতি প্রধান হইয়াছি, আমি যাহা করিব তাহাই একমত হইবে, যে সকল পণ্ডিত একালে প্রাধান্য রূপে বিখ্যাত, সে সকল পণ্ডিত প্রায়ই অর্থলোলুপ, অর্থাৎ অর্থানুরোধে আমাদিগের দ্বারে দ্বারে নিয়ত যাচক ন্যায় সমাগত হয়েন, সুতরাং তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের অবাধ্য নহেন অস্মদাদির অনুরোধে তাঁহারা সকল কার্য্যই করিতে পারেন, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে জলাঞ্জলিদিয়া শুদ্ধ আমাদিগের সন্তোষ যাহাতে হয় তাহাই করিতে সম্মত বটেন, অতএব এমত সুসময়ে আপন আপন মহিমা বিস্তারিতা করাই শ্রেয়ঃকল্প হয়। এতদ্বিবেচনায় অভিমানি ভাগ্যবান ব্যক্তি মাত্রই যথার্থ মনোহর পরম কমনীয় অখণ্ড ধর্ম্মকলেবরকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ, প্রচণ্ড দোর্দ্দাণ্ড বিক্রম সম্পন্ন অধর্ম্ম সখরূপে এই ধরা মণ্ডলকে ব্যাকুলীকৃত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা এই বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদীয় মহোৎসবে অখণ্ড দেবিবিসর্জ্জন কাণ্ডকে খণ্ড বিখণ্ড করাতেই বিলক্ষণ বোধ জন্মিতেছে, অপাত্র পাত্র মাত্র একত্র মিলিতাত্র পরত্র ভয় শূন্য, পুণ্যাপুণ্য জন্য অবিবেক নৈপুণ্য অধন্য গণ্যরূপে মান্য

হইয়া, সকল ক্রিয়া কাণ্ডকেই পণ্ড করিতেছে। যাহা কস্মিন্ কালেও শ্রুত হওয়া যায় না, যে দুর্গোৎসব পর্ব্ব সর্ব্ব জনেরই অখর্ব্ব রূপে আদরণীয়, তাহার ও দুইমত অনুষ্ঠান হইয়া উঠিল, একালে ধন মত্তাভিমানিজনের পক্ষপাত জালে ক্ষুধাতুর বন কপোত প্রায় পণ্ডিত দলে নিপতিত হইয়া এমত পরিশুদ্ধ দেবী মহোৎসবকে ও এককালে পতিত করিয়া তুলিয়াছে।—হা! দেবি! গিরিনন্দিনি! তুমি কি নিরন্তর মূলেই প্রসুপ্তা থাকিবে? না পূর্ব্বোত্তর বিবেচনায় অবিবেচ্য বিষয় বিশেষে প্রজ্ঞা প্রদায়িনী হইয়া এক্ষণে কেবল শ্রবণেই বিসর্জ্জিতা হইয়া থাকিবে? আমরা লঘুজীব, লঘুস্বভাব, লঘুভাবে লঘুতর কর্ম্ম পর হইয়া লঘুমত বিচারে বিচারিত করিলাম যে তোমার এপর্ব্ব সর্ব্বতঃ প্রকারে পরে শ্রবণ পথেই বিলীন হইয়া যাইবে? তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদাত্রী, জগদ্বিধাত্রী, গিররাজপুত্রী, জগদ্মোনি বিজ্ঞানসূত্রী হইয়া নিতান্তই এধরিত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছ,নচেৎ এরূপ বিরূপ কল্প কল্পনায় বিরূপাক্ষ মতের অবহেলা করিতে কি জন সকলে সম্মত হয়? যে কল্প কল্পে কল্পে সকলের সংকল্পে কল্পিত আছে, তাঁহার বিকল্প দৃষ্টে প্রতিকল্পে কল্পনা করা যায়, যে একল্প বিকল্প ব্যতীত সতীকল্প রূপে কল্প-ভেদেও কল্পিত হইতে কেহ দেখেন নাই। পাদ্ম বারাহ ব্রাহ্ম নৃহরি খর্ব্বাদি কল্পে,যেকল্প দেবীকল্পরূপে ধৃত হইয়াছে,সে কল্পে বিকল্প কল্পনাকরাও অল্প পাণ্ডিত্য নহে। যাহা হউক্ কাল কল্পে স্বকল্প কল্পিত বিশেষ কল্পে দেবীর বিসর্গ

কল্পকে খণ্ডদ্বয় কল্পে কল্পনা করিয়া রসাতল তল্পে শয়ন করাইবার উপক্রম করিয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? অবশ্যংভাবি ভাবানা মিত্যাদি ন্যায়ে অখণ্ডিত বিষয়ের খণ্ডন হইতে পারেনা। একালে তামসী ক্রিয়া ব্যতীত সাত্ত্বিকী, বা রাজসী ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে প্রায় দেখা যায় না, তামস কালে তামসকর্ত্তা, তামস কার্য্য, তামসীপ্রাজ্ঞা, তামসীপ্রকৃতি, তামসীমতি, তামসতপ, তামসজপ, তামসযাগ, তামসযজ্ঞ ব্যতীত সাত্ত্বিক বা রাজস স্বভাবে কার্য্য করিতে প্রায় কাহাকেও দেখি না শুদ্ধ তামসী প্রবৃত্তিই প্রায় জগৎব্যাপ্তা হইয়াছে, ইহা সাম্প্রত শারদীয় মহাপূজায় দেবীবিসর্গের প্রবৃত্তিতেই উপলব্ধি করা যায়, প্রকৃতকর্ম্মের হানি হউক্, যথার্থ শাস্ত্র মর্ম্ম রসাতলে যাউক্ তাহাতে কাহারই অবধান নাই, প্রাকৃত লৌকিক কার্য্য মাত্র রক্ষা হইলেই হয়, ইতি বিবেচনায় নাট্যলাস্যাদি আমোদ ও সংগীতাদি প্রমোদ জনক লোকরঞ্জনা কার্য্যানুরোধে অপ্রশস্তকাল পরাহে দেবী বিসর্জ্জনেই অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে, কোন কোন ভাগ্যবান অখিল খিল নিখিল বিষয় ব্যামো হগর্ত্তে নিমগ্ন প্রায় হইয়া স্বমনোরথ পুরণাভিলাষে পূর্ব্বাহ বিসর্জ্জন পক্ষে বিপক্ষতা চরণ নিপুণ পুনঃ পুনঃ অনিপুণ অশান্ত ভ্রান্ত অদান্ত স্বভাব প্রযুক্ত অযুক্ত বাদে প্রবদন পটু বটুগণকে বিবদমান করাইয়া অঘট ঘটন ঘটে কপট পটাচ্ছাদিত নয়ন পুট প্রায় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত বাগ্বিবাদের দ্বারা বিশেষার গতি

হইয়াছে,যে তাঁহারা যথার্থ শাস্ত্রগত্যনুগতি করিতে চাহেননা, কোন২ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি ভাগ্যবান ব্যক্তির সভায় এতদ্দেবী বিসর্গো পলক্ষে কথার উত্থিতি হইলে, কেবল পরদিন বিসর্গ পক্ষেই তাঁহার নিতান্ত মানস প্রকাশ পায়, পুর্ব্বাহ বিসর্জ্জনে নানাশাস্ত্র ও নানাপণ্ডিতের অভিপ্রায় দৃঢ়রূপে জানাইলে, অকাট্যবোধে তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া নিকটস্থ স্বমতাবলম্বী যে কোন পণ্ডিত থাকেন, তাঁহাকে তখনি এই কথা বলেন, যে ইহঁারাতো অনেক প্রমাণদিতেছেন, আপনি কোন একটা প্রমাণ বা যুক্তি দিলেই আমরা উহাদিগের মতকে অগ্রাহ্য করিতে পারি, নচেৎমনে অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়, ইহা মাত্র কহিয়া পণ্ডিতের যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, বাবুস্বয়ং পুর্ব্বাহবাদিদিগকে কহেন, যে মহাশয়রা যে সকল শাস্ত্র প্রমাণদিতেছেন ইহা বচন সত্য, কিন্তু আমাদিগের পণ্ডিতেরা কহেন ও বচনের ও প্রকার অর্থ নহে, আপনারা অর্থ বুঝিতে পারেন নাই,মুহূর্ত্ত ভঙ্গের কথা কি বলিতেছেন ? একদণ্ড থাকিলেও বিসর্জ্জন করাযায়,বাবুর এঅভিপ্রায় বুঝিয়া তৎসভাস্থ দুইএক পণ্ডিত চুম্বকাকৃষ্ট লৌহবৎ তন্মতাবলম্বন করিয়া অমনি কহনে যে, বাবু যাহা কহিলেন এইত শাস্ত্রের যথার্থ মত,"দণ্ডমাত্রা তিথিগ্রাহ্যা দণ্ড ন্যূনাং পরিত্যজে দিতি,,মৎস্য সূক্তে প্রমাণ আছে,,পূর্ব্বদিন বাদি পণ্ডিত, দুর্গাবিসর্গের আধিকারিক মৎস্যসূক্তের প্রমাণে "নবমী দশমীযুক্তা শ্রবণাতুগতানিশি,। তদাসংপ্রেষয়েদ্দেবীং নবম্যাং দশমীক্ষণে,,। এই স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়াতে বাবু কিঞ্চিৎ-

কাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিয়া পরে কহিলেন ও প্রমাণের অন্য কোন কারণ থাকিবে? কিন্তু " দণ্ড মাত্রাতিথির্গ্রাহ্যা " এই বচনই আমরা যথার্থ শাস্ত্র বলিয়া মানিলাম, সুতরাং বিবেচনা করা গেল, যে বর্ত্তমান কালে " ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃত্তম পূজিত মিতি "।

## সন্দেহ নিরসন।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানির প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্! নবম্যাদি ষষ্ঠী পর্য্যন্ত দেবীর বোধন প্রসঙ্গে যথার্থ বোধন শব্দের চরিতার্থ হইল, ইহাতে আর আমার এবিষয়ে বড় সংশয় নাই, তবে অন্যে কেহ এবিষয়ে সংশয় করিয়া আপনার অবজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহে চাহুক্ তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, অনন্তর এইরূপ মীমাংসায় মূলাদি পত্রিকা প্রবেশের অভিপ্রায়, এবং পূর্ব্বোত্তরে পূজা, ও শ্রবণে বিসর্জ্জনের স্বরূপার্থ কি? তাহা আজ্ঞাকরেন।

পরম হংসের উত্তর। অরে বৎস জ্ঞানাভিমানিন্! এই দুর্গোৎ সব ক্রিয়ার অনুক্রমণিকা এই যে " আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ। পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ " আর্দ্রযুক্ত অপর পক্ষীয় কৃষ্ণা নবমীতে শ্রীবৃক্ষে বোধন, মূলযুক্তা সপ্তমীতে প্রবেশন পূর্ব্বাষাঢ়াযুক্তা অষ্টমী, ওউত্তরাষাঢ়াযুক্তা নবমীতে অর্চ্চন, শ্রবণ নক্ষত্রযুক্তা দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে।।

ইহার অভিপ্রায় এই যে যোগাদ্র চিত্ত বৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের নাম বোধন,ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,এক্ষণে উক্ত বিষয়ের আলোচনার আর অপেক্ষা নাই। মূলে প্রবেশের অর্থ, যাহা স্বরূপ হয়, তাহাই কহিতে আরম্ভ করিলাম। মূলনক্ষত্র উপলক্ষণমাত্র শুদ্ধ প্রাণায়াম যোগ সিদ্ধির কারণ ভূতাকুল কুণ্ডলিনী জগদ্‌যোনি, জ্ঞানশক্তির প্রকাশ, ভূতশুদ্ধাত্মিকাশক্তির সহিত জীবের মূলাধারে সুষুম্নাবর্ত্মে প্রবেশের নাম মূলাতে প্রবেশন। পূর্ব্বোত্তরে পূজনার্থে অষ্টমী কলাতে প্রবর্ত্ত সাধক পূজা জপাদি সহকারে সগর্ভ প্রাণায়াম করিবে, উত্তরে নবমী কলাতে প্রণবাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণ ধারণা করিবে, তদর্থে পূজা জপাদির আবশ্যক আছে, অর্থাৎ যে সাধক অন্নময়াদি মনোময় কোষত্রয়গত হয়, তাহাকেই প্রাপ্ত সমাধি বলিয়া যোগ শাস্ত্রে খ্যাত করিয়াছেন,অনন্তর বিজ্ঞান ময় ও আনন্দ ময় কোষ,প্রাপ্ত সাধক জীবন্মুক্ত প্রায়, কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে গন্ধ পুষ্পাদি প্রদানও করিয়া থাকেন, কিন্তু যাদৃশ পূর্ব্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞান ময় কোষ সাধকের পূজার যন্ত্রাদি সহকারে পূজা করিতে বিধি আছে,তাদৃশ উত্তর আনন্দ ময় কোষ প্রাপ্ত সাধকের যন্ত্রাদি প্রকাশের অপেক্ষা করে না। পূর্ব্ব কল্পিত ঘট ও পূর্ব্বাঙ্কিত যন্ত্রে যদিচ্ছাক্রমে গন্ধ পুষ্পা দান মাত্র করে তাহাতে উদ্দেশ এই যে আনন্দ ময়ীর প্রসন্নতাতে আনন্দময় হইয়া যাবৎ দিন যাপনা করিব, যাবৎদিন পদে যে পর্য্যন্ত পরমায়ুর ইয়ত্তা সেইকাল পর্য্যন্ত সর্ব্ব বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ যাত্রা

সমাধান করিব, প্রণবাবলম্বনে যে কালক্ষেপ করিবে অর্থাৎ ধ্বন্যাত্মকনাদ শক্তির সমাশ্রয় করিলেই দেহের দাক্ষিণাস্ত হয়, আনন্দ ময় কোষ প্রাপ্ত যোগীর মানাপমান, লাভালাভ, হেয়োপাদেয়, গুহ্য গুহ্য জল্পনাদির বিশেষ বোধ থাকেনা, সলজ্জ ও বিলজ্জ জ্ঞানের উপেক্ষা করিয়া থাকে অর্থাৎ লোক লজ্জানুরোধ করেনা, সর্ব্বদাই আনন্দ প্রকাশে যত্ন পর হইয়া যাহাতে আত্মার আনন্দ হয় তাহাই করিতে থাকে, এই রাজযোগির যোগসিদ্ধি লক্ষণ জানাইবার নিমিত্ত দেবি মহোৎসবে নবমীপুজার বাহ্য ব্যবহার দেখাইয়াছেন।

স্বঘটে জ্ঞান শক্তির প্রবেশ মূলাধারে হয়, একারণ সপ্তমীতে বাহ্যে মৃন্ময়াদি ঘটস্থাপনা করিয়া আবহানাদি করে, তাহার প্রমাণ মানস পুজায় শিরঃসহস্রারস্থ ইষ্ট দেবতা রূপে পরমাত্মাকে স্বহৃদয় ঘটে অধিষ্ঠিত করিয়া মানসোপচার প্রদানে পুজা করিবার পদ্ধিতি চির প্রথিতা আছে, সেই পুজাই বাহ্যে কল্পিত ঘটে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ফলে ফলে পুজার পরতত্ত্বত্ব ঘটিয়া উঠিয়াছে, অষ্টমীতে পুনর্ঘটও ভদ্রমণ্ডলাদি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বাহুল্যরূপে পুজা করিয়া থাকে, অর্থাৎ শরীরস্থিত সমস্ত তত্ত্বকে লক্ষ করিবার উপায়ে আবরণ দেব দেবী রূপে গন্ধ পুষ্পদানচ্ছলে উপদেশ করিয়াছেন, যেহেতু পীঠপুজা ও আবরণ পুজার মন্ত্রার্থেই প্রকাশ আছে, যে এসকল বাহ্য বিষয় মাত্র নহে। যথা প্রথম ভূত শুদ্ধির সহিত বাহ্য সম্বন্ধ মাত্রই ঘটনা

হয় না, উহার ফল কেবল অধ্যাত্ম তত্ত্ব চিন্তন। অনন্তর মাতৃকান্যাস সেও শরীরাভ্যন্তর বৃত্তির আবৃত্তি মাত্র। যথা। (আধারে লিঙ্গ নাভৌ ইত্যাদি) মন্ত্রে কালাত্মক যে শরীর ইহার এই তাৎপর্য্য। (পঞ্চাশ ল্লিপিভি রিত্যাদি) মন্ত্রের অর্থে, বাহ্যাবয়ব উপলক্ষে বর্ণ মাত্র লক্ষ করিয়াছেন, অর্থাৎ পূজকেরা যে সকল বর্ণাত্মক মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন তাহা সাধকের শরীর হইতে অন্তর বস্তু নহে,সুতরাংআত্মাতে যে মন্ত্র সকল বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা ঐ পূজাচ্ছলে উপদেশ দিয়াছেন, তৃতীয়তঃ পীঠ পূজা। হৃদয়স্থ পরমাত্মার পীঠ, বাহ্যে যত আধার সেই সমস্ত আধারই জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছে, একারণ "হৃদি আধার শক্তয়ে নমঃ) এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ পুষ্প প্রদান করিবে, কিন্তু বাহ্য পূজা কালে ঐ পূজা মানসে বা জল্পনাতেই সম্পন্ন হয়, তাহার এক পীঠ ও কাহার কস্মিন কালে দৃষ্টি গোচর হয় না। যথা কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদী, সিংহাসন। দক্ষিণ স্কন্ধে অজ্ঞান, ধর্ম্ম, বামে জ্ঞান, বাম উরুতে বৈরাগ্য দক্ষিণে ঐশ্বর্য্য। ইত্যাদি সমস্তই অচাক্ষুষ বিষয়।

চতুর্থতঃ আবরণ শক্তি পূজা ক্রমঃ। যথা—(খ্যাতী, সৌম্যা, রৌদ্রী, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, শান্তি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, শোভা, বৃত্তি, ভ্রান্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ব্যাপ্তি, প্রাপ্তি, অনসূয়া, চিতি ইত্যাদি সমস্তই সর্ব্ব শক্তি-

মান পরমাত্মার উরুশক্তি ইন্দ্রিয় বৃত্তি রূপে বিখ্যাতা ইহা অধ্যাত্ম তত্ত্বব্যতীত বাহ্যে দেবী মূর্ত্তি রূপে প্রকাশিতা কোন ক্রমেই উপলব্ধি হইবার বিষয়ী ভূতা নহে, সুতরাং অষ্টমী পূজাচ্ছলে বিজ্ঞান ময় কোষের বিষয় উপদেশ করা হইয়াছে, দুর্গোৎসব করিয়া যাহার এবোধ না জন্মে শুদ্ধ মৃণ্ময়্যাদি প্রতিমায় ব্রহ্মভিন্ন অন্য দেব দেবীগণের পূজা করিতেছি যে জ্ঞান করে তাহার প্রতি বোধের নিমিত্ত ভূতনাথ উপদেশ করিয়াছেন।—পঞ্চমতঃ। মহানবমী উত্তর কার্য্য হইলেও পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া থাকে, বিশেষ ঘট যন্ত্রাদির অপেক্ষা নাই, অর্থাৎ পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে বিজ্ঞান প্রাপ্ত সাধকের বিশেষ আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দপরবশে মগ্ন হইয়া পূজা সমাপন করিবার কামনায় যত্নবান হয়, সুতরাং এক কালীন প্রভূতোপচার দ্বারা অর্চ্চনামাত্র করিয়া কার্য্যে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিনান্ত করে, ইহার অভিপ্রায় এই যে আমার আর পূজায় বিশেষ আদর নাই আমার ইষ্ট পূজন কর্ম্ম এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল ইহাই হোমচ্ছলে জানাইয়াছেন যে আমি ব্রহ্মাগ্নিতে সমস্ত কর্ম্মকে আহুতিদিয়া ভস্মীভূত করিয়া এক্ষণে বাহ্য লৌকিক কর্ম্মে আর আবদ্ধ থাকিব না, যাবৎ দেহ ধারণ করিয়া থাকিব তাবৎ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মভূত প্রায় আনন্দময় বিগ্রহে প্রণবোচ্চারণে নিবিষ্ট চেতা হইয়া যথারুচি তথা ব্যবহারে কেবল আনন্দ সূচক সংগীতেই কালক্ষেপ করিব, এই উপদেশের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়া (নবম্যাং শারদোৎসবঃ) করিতে কহিয়াছেন,

অর্থাৎ জাতি বিজাতি জ্ঞান শূন্য হইয়া কেবল তত্তোষার্থে সংগীতাদি মাত্র করিবে, ইহাতে লোকলজ্জানুরোধে আপন আনন্দের বিরাম করিবে না, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইলে স্বভাবতঃ লোকাতীত কার্য্যে শঙ্কা রহিত হয়, ইহা জানাইয়া গিয়াছেন।—অনন্তর বিজয়া কৃত্য পরে প্রকাশ করা যাইবেক।

## গৃহস্থ ধর্ম্ম।

চৌর্য্য বৃত্তির প্রতিকারণ লোভ, সেই লোভ সম্বরণ করাই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, ঐ লোভেন্দ্রিয়ের পরবশ ব্যক্তির প্রজ্ঞা বিনাশ হয়, মানের লাঘব হয়, ধৈর্য্য ধারণে অক্ষম হয়, কোন মতে জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায়না, এবং ভগবদারাধনার প্রবল শত্রু লোভ, লোভি ব্যক্তির আহার শুদ্ধি হয়না, শুদ্ধাহার পরিত্যাগির সত্ত্ব শুদ্ধি হওয়া কঠিন, সত্ত্বশুদ্ধির অভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বরারাধনাদির অভাব হইয়া যায়, আহারের লোভে লোককে জাতি বিচার রহিত করে, ধন লোভে আকৃষ্ট ব্যক্তি দেবস্ব ব্রহ্মস্বাদির অপহারক হয় এবং চুরী জুয়াচুরী বাটপাড়ী ডাকাইতি প্রভৃতি কদর্য্য কার্য্যের সম্পাদন করিতে অপেক্ষা করে না। নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি যদি লোভের পরবশ হয়, তবে তাহা হইতে কোন্ অধর্ম্ম কর্ম্ম অকরণীয় থাকে?।

অপর সর্ব্ব দোষ নিধি লোভ, কোন্ দোষ লোভে লিপ্ত না আছে? লোভে কামকে উপস্থিত করে, কাম হইতে সকল প্রকার অনিষ্টোৎপত্তি হয়। কাম শব্দে কেবল রতি ক্রীড়ার অধিষ্ঠতা এমত নহে, অভিলাষ মাত্রকেই কাম বলা যায়, কাম যেমন বাসনা মাত্রে দেখা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় বিশেষে রতিকামেও বিরাজ মান হয়। সেই কামের কিঞ্চিৎ পরাভব দেখিলে অর্থাৎ মনঃ সংকল্পের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইলেই তৎক্ষণাৎ তৎসহচর ক্রোধস্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হয়, এই ক্রোধের স্বভাব পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত হইবে, এক্ষণে বর্ত্তমান কামের পরাক্রমই বর্ণনাদ্বারা ব্যক্ত করিতেছি, ফলিতার্থ যে স্থানে কামের অবস্থান, সেই স্থানে অলক্ষ্মী কালকর্ণী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট এবং হিংসাপৈশুন্যাদি নানা প্রকার জঞ্জালকে সেই কাম একাই আনয়ন করে। কামের নিকট সকল ধর্ম্মেরই পরাজয় হয়, যত প্রকার অধর্ম্ম আছে তাহা প্রায়ই কাম হইতে উদয় হয়, কামও একা নহে, তাহার সঙ্গে আরো দশটী অনুচর আছে,।—যথা

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্ন পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজে দশকো গণঃ।। ইতি।।
মনুঃ। ৭ অং। ৪৭ শ্লোকং।।

মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রী, মদ্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য, অনিত্য পর্য্যটন।। ১০।। এই দশ কামজ গণ হয়।। ৭।।

ক্রমে ইহার ফল কহিতেছি,। মৃগয়া পদে পশু পক্ষী মৎস্যাদি বধকরণ।। ১।। অক্ষক্রীড়া শব্দে সজীব ও অজীব

দ্বারা খেলা করণ, বিশেষতঃ পণ্য ক্রীড়া অর্থাৎ পণ পূর্ব্বক জুয়া, পাশকাদি ক্রীড়া ॥ ২ ॥ দিবা নিদ্রা সমস্ত কার্য্য ও পরমায়ু হারিণী ॥ ৩ ॥ পরিবাদ পদে আত্মশ্লাঘায় পর দোষোৎ কীর্ত্তন, অথবা পরগৃহ চর্চ্চা নিয়ত করণ ॥ ৪ ॥ স্ত্রী পদে স্ত্রী সম্ভোগ, অর্থাৎ অবিহিত রূপে অতিশয় স্ত্রী মত্ততা ॥ ৫ ॥ মদ শব্দে মদ্য অর্থাৎ মদ্যাদি পান মত্ততা। এই মদ্য সংজ্ঞায় অনেক বস্তু হয়, ত্রিবিধরূপে ত্রিংশৎ সহস্র, যথা সুরা, সম্বিৎ, আসব,। সুরাও ত্রিবিধা, গৌড়ী, পৌষ্টী, মাধ্বী, অর্থাৎ গুড়সম্বন্ধিনী গৌড়ী, তণ্ডুলোদ্ভবা পৌষ্টী, মধুসম্বন্ধিনী মাধ্বী, এই ত্রিবিধ প্রকার সুরা পানাসক্ত ব্যক্তির অনিষ্টোৎপত্তির অভাব থাকে না। যাহারা মদ্য পানে আসক্ত হয়, তাহাদিগের সভ্যতার সীমা কি? সর্ব্বশাস্ত্রেই কহে "মদ্যপে সৌহৃদং নাস্তীতি, মদ্যপান শীল ব্যক্তিতে সৌহার্দ্দের অবস্থান হয়না। স্বভাবত মদ্যের নাম নির্মর্য্যাদক, মদ্যপের নিকট পিতা মাতাদি প্রভৃতি কাহারই মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। এবং কলিও অধর্ম্মের মদ্যেতেই বিশেষ অবস্থান হয়। যথা ভাগবতে ॥ "দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ শূনা যত্রাধর্ম্মা শ্চতুর্ব্বিধা ইতি,, জুয়া, মদ্য, অবিহিত স্ত্রীসঙ্গ, ও অবৈধ পশু হিংসন, ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম, ইহাতে কলিরবাস শাস্ত্রে কহিয়াছেন। ইহারা সকলেই কামেরগণ ॥ ৬ ॥ তৌর্য্যত্রিক পদে নৃত্য, গীত, বাদ্য ঈশ্বরোদ্দেশ এবং যথা বিহিত সময় ভিন্ন সংগীত করাকেই বৃথা সংগীত বলে, একারণ তৌর্য্যত্রিকের নাম কাম সখ ॥ ৭ ॥

॥ ৮ ॥ ৯ ॥ বৃথাটন্যা পদে তীর্থাতিরিক্ত ভ্রমণ এবং নিষ্প্রয়োজনে অনিত্য পর্য্যটন্ ও অযুক্তি সিদ্ধ ব্যাসক্তি ॥ ১০ ॥ এই দশ প্রকার কামের পরিচারক, ইহারা প্রায়ই কর্ত্তাকে নষ্টকরে, কদাচিৎ পরের অপকারেও প্রবৃত্ত করায়, অতএব সভ্যতা রক্ষা করণেচ্ছু গৃহস্থের এই সকল দুষ্ট গোষ্ঠীকে কোন মতেই সমাদর করা কর্ত্তব্য নহে। যথার্থ বস্তু বিচারে প্রবর্ত্ত থাকিয়া পরমেশ্বর দত্ত ন্যায্য বস্তুতে সন্তোষ থাকিলে লোভাদির পরাজয় হয়, তাহা হইলেই সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তিতে অস্তেয়াদি ধর্ম্মের ও সভ্যতা গুণের সম্যক্ প্রকারে উদয় হইতে পারে। যথার্থ বিচায় করিয়া অনিত্য লোভাদির বশ হইলে কেবল দুঃখ ও কেবল হানি মাত্র হয়, সন্তোষ চিত্তে সুখ ব্যতীত দুঃখের অবস্থান নাই। বিশেষতঃ আহারীয় লোভ অতিতুচ্ছ, যাহার আস্বাদন রসনা পর্য্যন্তই, গলোধঃ করণেই বিষ্ঠা তুল্য হয়। তল্লোভে জাতি ভ্রষ্ট হওয়া অতি অহিত কর্ম্ম, যদি গৃহস্থলোকে সম্যক্ প্রকার কুবুদ্ধি বৃত্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোভের শান্তি সাধন করে, তবে অস্তেয়াদি পরম ধর্ম্মোদয়ে, ক্রমে পরোপকারাদি স্বরূপ দানধর্ম্মাদি সুসিদ্ধ হইতে পারে, সেই ধর্ম্মজ্ঞানোদয়ে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হইতে থাকে,।

---

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

শাস্ত্র উক্তিমত সকল শিলাই লক্ষণে লক্ষিতা হন, শালগ্রাম শিলা মাত্রই দ্বিবিধ প্রকার হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি।

জাতিভেদ পূজ্যাশিলাসংখ্যা।

যথা।

লক্ষ্মী নারায়ণানন্ত নৃসিংহ রাম কেশবাঃ।
হিরণ্যগর্ভ্ভঃ প্রদ্যুম্নো গোপালো গরুড়ধ্বজঃ।
রামোঽনিরুদ্ধ চক্রাস্ত্র দামোদর গদাধরাঃ।
চতুর্ভুজো মহানীলো মুকুন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।
পীতাম্বর হরী ব্রহ্ম কৃষ্ণ শ্রীধর মাধবাঃ।
বাসুদেবেতিচাখ্যাতা শ্চতুর্ব্বিংশতিয়ঃ শিলাঃ॥ ইতি।

বৃদ্ধগৌতমঃ।

যে সকল শিলা বাসুদেবাখ্যায় উক্ত করাযায় তাহাদিগের নাম ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছি, লক্ষ্মীনারায়ণ, অনন্ত নৃসিংহ, রাম, জামদগ্ন্যরাম, কেশব, হিরণ্যগর্ভ, হৃষীকেশ, প্রদ্যুম্ন, গোপাল, গোবিন্দ, গরুধ্বজ, বলরাম, অনিরুদ্ধ, হয়-গ্রীব, মহানীল, মুকুন্দ, পুরুষোত্তম, পীতাম্বর, হরি, ব্রহ্মা কৃষ্ণ, শ্রীধর, মাধব, এই চতুর্ব্বিংশতি শিলাকেই বাসুদেবা-খ্যের মধ্যে ধৃতকরা যায়॥ ১॥

ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রাঃ পতিতা ভীষ্টদোর্চ্চিতঃ।
নচবর্ণোঽধমানাঞ্চ ব্রজাতি র্নচযোষিতাং॥ ২॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং পতিতবর্ণাদিরাও অর্চ্চনা-করিলে তাহাদিগের অভীষ্ট প্রদহন, কি স্ত্রী কি অধম বর্ণ সকলেরই গৃহে পূজ্য, ইহাতে জাতি ভেদ নাই ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যানুসারে পূজ্য।

মুখ্যৈক দ্বিষড়ষ্টাদশ পঞ্চদশান্বিতা।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ পূজাহোমশ্চ সর্ব্বদা ॥

ব্রাহ্মণদিগের এই সংখ্যানুসারে শিলা সংস্থাপনে দোষ-নাই, অর্থাৎ এক, দুই, ছয়, অষ্ট, অষ্টাদশ, কি পঞ্চদশ, পর্য্যন্ত, অর্চ্চনা করিবেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতিরা ঐ শিলাতে পূজা করিয়া সর্ব্বদা জপ হোমাদি করিবেন।—কিন্তু ইহাতেও আরও বিশেষ আছে, গণ্ডকী নদী হইতে উদ্ভূতা লক্ষ্মীনারায়ণ, অনন্ত, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষোত্তম, এইচারি সংজ্ঞক শিলা পূজন ব্রাহ্মণের প্রশস্ত হয়।

রাজ্ঞাং মুখ্যৈক দ্বিবিংশৈকাদশ নবাষ্টমী।
দশ দ্বাবিংশতি মতা সর্ব্বদা ভীষ্ট দায়কাঃ ॥ ইতি।

ক্ষত্রিয়দিগের, এক, দুই, অষ্ট, নবম, দশম, একাদশ, বিংশতি দ্বাবিংশতি শিলা সংস্থাপন করতঃ পূজাকরা প্রশস্ত হয়।

চতুর্ব্বিংশতি স্বমেব ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশং।
একোন বিংশকা পূজা যোগ্যা নিত্যাশিলা বিশঃ ॥ ইতি।

পূর্ব্বোক্ত, এক, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, একোন বিংশ, চতুর্ব্বিংশতি শিলা বৈশ্যদিগের নিত্য পূজ্যা যোগ্যা হয়।

দ্বিবিধামূর্ত্তয়োজ্ঞেয়া জলজাঃ স্থলজা স্তথা।
জলজাঃ কোমলাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থলজাঃ পরুষাঃ স্মৃতাঃ। ইতি।
ব্রহ্মাণ্ডে।

শালগ্রাম মূর্ত্তি দ্বিবিধপ্রকার একজলজ, অপর স্থলজ হয়। অর্থাৎ গণ্ডক্যাদির জলমগ্ন শিলাখণ্ড জলজ, আর তত্তীরস্থ স্থলের শিলা খণ্ডোদ্ভূত স্থলজ হয়। জলজশিলা অতি সুকোমল, চিক্কণ, স্থলজ শিলা অতি পরুষ অর্থাৎ খরস্পর্শ, কর্কশ হয়॥

এতল্লক্ষণ সংযুক্তাঃ শালগ্রামশিলাঃ পুনঃ।
যাশ্চ তাস্বপি সূক্ষ্মাঃ স্যুস্তাঃ প্রশস্ততরাঃস্মৃতাঃ॥ ইতি।

এই লক্ষণ সংযুক্ত শালগ্রাম শিলার মধ্যে যে শিলা অতি সূক্ষ্ম, অর্থাৎ ক্ষুদ্রা, সেই শিলাই প্রশস্ততরা হয়, তদিতরা অপ্রশস্তা জানিবে।

যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎপুণ্যং তথাতথা।
তস্মাত্তাং পূজয়েন্মর্ত্যঃ ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥ ইতি॥
স্কান্দে।

যেখানে২ সূক্ষ্মাশিলা, সেই সেই খানে মহৎ পুণ্যোদয় জানিবে, অতএব ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, সিদ্ধির নিমিত্তে নিত্য সেই শিলার অর্চ্চনা করিবেক।

তত্রাপ্যামলকীতুল্যা সূক্ষ্মাচাতীব যা ভবেৎ।
তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ প্রিয়াসহ বসাম্যহং॥

তন্মধ্যে আমলকীফল তুল্যা, অতীব সূক্ষ্মা, যে শিলা, হে ব্রহ্মন্! সেই শিলাতেই আমি লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করি। ইহা বিষ্ণু কহিয়াছেন।

চত্বারো ব্রাহ্মণৈঃ পূজ্যা স্ত্রয়ো রাজন্য জাতিভিঃ।
বৈশ্যৈ র্দ্বাবেব সংপূজ্যৌ তথৈকঃ শূদ্র জাতিভিঃ॥

ব্রাহ্মণেরা চারিটি শিলা পূজা করিতে পারে, ক্ষত্রিয়েরা তিন শিলা, বৈশ্যেরা শিলাদ্বয়, শূদ্রজাতিরা এক শিলা

ব্যতীত পূজা করিতে পারে না, ইহা সামান্যতঃ কহিয়া, পরে বাসুদেবাদি শিলাজাতীয় পারিভাষ্য কহিতেছেন।

অনন্তর বর্ণভেদে পূজ্যাশিলা কথন।

ব্রাহ্মণৈর্ব্বাসুদেবস্তু নৃপৈঃ সঙ্কর্ষণ স্তথা।
প্রদ্যুম্নঃ পূজিতোবৈশ্যৈ রনিরুদ্ধস্তু পাদজৈঃ॥

ব্রাহ্মণবর্গের পূজ্যা বাসুদেবমূর্ত্তি, ক্ষত্রিয়ের পূজ্য সঙ্কর্ষণ, বৈশ্যের পূজ্য প্রদ্যুম্ন, পাদজ শূদ্রের পূজ্য অনিরুদ্ধ হয়েন। এ কেবল উপলক্ষণ পরে আরও বিশেষ আছে।

সৎশূদ্রদিগের সংখ্যা বিশেষে পূজনীয়া শিলা।

ত্রয়ো বিংশৈক বিংশৈক মুর্খ্যোকাদশমীচবা।
পঞ্চমৈকোন বিংশার্হা সচ্ছূদ্রাণা মভীষ্টদা॥ ৪॥

এক, পঞ্চ, একাদশ, ঊনবিংশতি, এক বিংশতি, ত্রয়োবিংশতি সংখ্যা শিলা পূজনে অভীষ্ট লাভ হয়॥ ৪॥

সৎশূদ্রদিগের পূজ্যমূর্ত্তির নাম।

মাধব হরি লক্ষ্মীনারায়ণাচ্যুতানিরুদ্ধ কেশব পীতাম্বর
সংজ্ঞা মূর্ত্তয়ঃ সচ্ছূদ্রাণাং পূজনে প্রশস্তাঃ॥ ইতি।

মাধব, হরি, লক্ষ্মীনারায়ণ, অচ্যুত, অনিরুদ্ধ, কেশব, পীতাম্বর, ইত্যাদি নাম বিশিষ্ট শিলা অনিরুদ্ধাখ্যা হয়, ইহাই সৎশূদ্রদিগের পূজনে প্রশস্তা হয়।

যতিদিগের পূজ্যাশিলা।

নৃসিংহচক্রাখ্য মহাজীন মুকুন্দসংজ্ঞা যতীনাং
পূজনে প্রশস্তাঃ। ইতি।

নৃসিংহাখ্য চক্র যাহার আস্যবিস্তার, আর মহাজীন, ও মুকুন্দ সংজ্ঞা মূর্ত্তি যতিদিগের পূজনে প্রশস্তা হয়।

শালগ্রাম শিলা সেবাধিকারি কথন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সচ্ছূদ্রাণাং যথা বিধি।
শালগ্রামাধিকারোস্তি নচান্যেষাং কদাচন॥ ইতি।

স্কান্দে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং সৎশূদ্রদিগের যথাবিধিপূর্ব্বক শালগ্রাম সেবাধিকার আছে, ইতর জাতিদিগের শালগ্রাম সেবায় কোনমতে অধিকার নাই॥ ১॥

স্ত্রিয়োবা যদি বা শূদ্রো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং॥ ২॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা স্ত্রী, কি শূদ্রাদিরা শালগ্রাম পূজা করিয়া পরম পদ লাভকরে॥ ২॥

কিন্তু পূজাধিকার বিষয় কেবল ব্রাহ্মণেরই অন্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করিবে, তাহাতেই তাহাদিগের মোক্ষলাভ হইবে। যথা বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে প্রমাণ আছে "ব্রাহ্মণঃ পূজয়েন্নিত্যং ক্ষত্রিয়াদি র্ন পূজয়েদিতি"। ব্রাহ্মণই পূজা করিবে, শূদ্রাদিরা স্বয়ং শালগ্রাম পূজা করিবে না।

প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্রোচাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

প্রণবোচরাণে, আর হোমেতে, ও শালগ্রাম শিলা পূজাতে এবং ব্রাহ্মণী গমনেতে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুভক্তৈ র্ব্বৈষ্ণবৈশ্চ গো ব্রাহ্মণহিতৈরতৈঃ।
শালগ্রাম শিলাচক্রং পূজনীয়ং সদামুনে॥ ইতি।

গোব্রাহ্মণ হিতকারি বিষ্ণু ভক্ত এবং বিষয় লালসা ত্যাগি বৈষ্ণবদিগের শালগ্রামচক্র নিত্য পূজনীয় জানিবেন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং মুনিসত্তম।
অধিকারোস্য তঃ সম্যক শালগ্রাম শিলার্চ্চনে॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের স্বয়ং শালগ্রাম শিলার পূজায় অধিকার আছে, তদ্ভিন্ন বর্ণের অধিকার নাই।

স্ত্রীশূদ্র পতিতানাঞ্চ বৃথানাঞ্চ বিকর্ম্মণাং।
নৈবাধিকারো বিজ্ঞেয়া শালগ্রাম শিলার্চ্চনে॥

স্ত্রীলোক, এবং শূদ্র, ও পতিত ব্রাহ্মণের, এবং বৃথাশ্রমির, ও বিকর্ম্মা অর্থাৎ গোব্রাহ্মণ হনন কারি প্রভৃতির শালগ্রাম চক্র পূজায় অধিকার নাই জানিবে।

ভগবদুক্তির্যথা।

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহং শুচেরপ্য শুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্র করসংস্পর্শো বজ্রপাতাধিকোমম। ইতি।
লৈঙ্গে।

ভগবান আপনি কহিয়াছেন আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, হই, সে ব্রাহ্মণ শুচি হউক্ বা অশুচিই হউক্ তথাপি তাহার পূজা গ্রহণ করি, কিন্তু স্ত্রী শূদ্রের করস্পর্শ আমার বজ্রাপাৎ হইতে অধিক ক্লেশ দায়ক হয়। ক্ষত্রিয়াদির শালগ্রাম স্পর্শ নিষেধ কিন্তু পূজাধিকার আছে, অর্থাৎ দূরে হইতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে, স্ত্রী শূদ্রাদির স্পর্শন পূজনাদি সকলি নিষেধ। যথা—বৃহন্নারদীয়ে।

স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ মহীশ্বর।
স্পর্শনে নাধিকারোস্তি বিষ্ণোর্বা শঙ্করস্যচ॥

স্ত্রী শূদ্র, এবং অনুপনীত ব্রাহ্মণ সন্তানের শালগ্রাম বা

শিব লিঙ্গের স্পর্শনে অধিকার নাই। অতএব হে নরপতে! তোমাকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিতপর বাণ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গপর নহে। যেহেতু বাণলিঙ্গ পূজা প্রকরণে উক্ত আছে।

শূদ্রোবানুপনীতোবা স্ত্রীবাপি পতিতো দ্বিজা।
কেশবং বা শিবং বাপিস্পৃষ্ট্বা নরক মাপ্নুয়াৎ॥

শূদ্র, কি অনুপনীত বিপ্রবালক, বা স্ত্রী অথবা পতিত ব্রাহ্মণ শালগ্রাম চক্রে বিষ্ণুকে ও শিব লিঙ্গকে স্পর্শ করিলে নরকে যায়।

দীক্ষাযুক্তৈ স্তথাশূদ্রৈ র্মদ্যপান বিবর্জ্জিতৈঃ।
কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণদ্বারা শালগ্রাম শিলার্চ্চনং। ইতি।
পুরাণ সংগ্রহে।

দীক্ষাযুক্ত অর্থাৎ গুরু মন্ত্রোপদিষ্ট শূদ্র যদিও মদ্যপানাদি দোষ বর্জ্জিত হয়, তথাপি তৎকর্ত্তৃক শালগ্রাম পূজ্য নহেন, শূদ্রাদির ব্রাহ্মণ দ্বারা শালগ্রাম শিলার্চ্চন কর্ত্তব্য।

শালগ্রামশিলা পূজা নাকরণ দোষ।

শালগ্রাম শিলাপূজাং বিনাযোশ্নাতি মানবঃ।
সচচণ্ডাল বিষ্ঠায়া মাকল্পং জায়তে ক্রমি রিতি॥
পাদ্মে।

শালগ্রাম শিলা পূজা না করিয়া যে মানব অন্নাদি আহার করে, সে মানব আকল্প পর্য্যন্ত চণ্ডালের বিষ্ঠাতে ক্রমি হইয়া থাকে।

এক গৃহে শালগ্রামদ্বয় নিষেধ।

গৃহেলিঙ্গদ্বয়ং নার্চ্চ্যং শালগ্রামদ্বয়ং তথা।
দ্বেচাত্র দ্বারকায়াস্তু নার্চ্চ্যং সূর্য্যদ্বয়ং তথা॥

শক্তিত্রয়ং তথানার্চ্চ্যং গণেশত্রয়মেবচ।
দ্বৌশংখৌ নার্চ্চয়েৎ ক্বাপিভগ্নাচপ্রতিমা তথা।
নার্চ্চয়েচ্চ তথাশংখং মৎস্যাদি দশনাঙ্কিতং।
গৃহেগ্নিদগ্ধাভগ্নাশ্চনার্চ্চ্যাঃ পূজ্যাবসুন্ধরে।
এতাসাং পূজনাদ্দেবি নসুখং প্রাপ্নুয়াদ্গৃহী। ইতি।

বারাহে।

ভগবান বরাহ পৃথিবীকে কহিতেছেন, হে বসুন্ধরে! হে দেবি! এক গৃহে শিব লিঙ্গদ্বয়, এবং শালগ্রামদ্বয় পূজা করিবে না। এবং দ্বারকা শিলা দ্বয় ও সূর্য্য মূর্ত্তিদ্বয়ও পূজা নিষেধ। আর দেবীত্রয় ও গণেশত্রয়, দুই শংখ, এবং ভগ্না প্রতিমা কদাচ পূজা করিবেক না, অপর অগ্নিতে দগ্ধা হইয়াছে, এমত প্রতিমা গৃহে রাখিবেনা। যেহেতু ইহাদিগের অর্চ্চনাতে গৃহি ব্যক্তির দুঃখ ব্যতীত সুখ লাভ হয়না।

সম বিষম ভেদে পূজ্যা পূজ্য কথন।

শালগ্রামাঃ সমাঃপূজ্যা বিষমা ন কদাচন।
সমাস্দ্বিতয়ং নার্চ্চ্যং বিষমাস্বেকমেবহি।।

সম বিষম ভেদে দুই প্রকার শালগ্রাম হয়, তন্মধ্যে সমা শিলাই পূজ্যা, বিষমা শিলা কদাচ পূজ্যা নহে। কেবল এক গৃহে সমা শিলাদ্বয় পূজা নিষেধ, বিষমা শিলার এক ও পূজা করিবেক না।

দ্বাদশ শিলা পূজার ফল।

শিলাদ্বাদশভোবৈশ্য শালগ্রাম সমুদ্ভবাঃ।
বিধিবৎ পূজিতাযেন তস্যপুণ্যং বদামিতে।
কোটিদ্বাদশ লিঙ্গস্তু পূজিতঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।
কাশীবাস দিনান্যষ্টৌ দিবসৈকেন তদ্ভবেৎ। ইতি।

পাদ্মে।

হে বৈশ্য! যে ব্যক্তি একত্রে শালগ্রাম তীর্থোদ্ভব দ্বাদশ শিলার বিধিরৎ অর্চ্চনা করে, তাহার যে পুণ্য হয় তাহাবলি শ্রবণ করহ। বারকোটি শিবলিঙ্গ স্বর্ণ পদ্ম দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, এবং অষ্টদিবস কাশীক্ষেত্রে বাস করিলে যে পুণ্য হয়, সে ব্যক্তি তাহা এক দিবসেই লাভকরে।

অথ শত শিলার্চ্চন ফল।

যঃপুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রাম শিলাশতং।
উষিত্বাসমহর্লোকে চক্রবর্ত্তীহ জায়তে॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক প্রত্যহ একশত শালগ্রাম শিলার পূজাকরে, সে ব্যক্তির দেহাবসানে মহর্লোকে বাস হয়, তৎস্থানস্থ সুখ ভোগ করিয়া ভোগ সমাপ্তে পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করতঃ চক্রবর্ত্তী হয়।

শালগ্রাম শিলাবেন পূজিতা তুলসীদলৈঃ।
সপ্যারিজাত মালাভিঃপূজ্যতে রমণীগণৈঃ। ইতি।

কাশীখণ্ডং।

যৎকর্ত্তৃক তুলসীদল দ্বারা শালগ্রাম শিলা পূজিতা হন, সেই ব্যক্তি স্বর্গীয় রমণীগণ কর্ত্তৃক স্বর্গে পারিজাত মালা দ্বারা প্রত্যহ সুপূজিত হয়।

গণ্ডকী ও দ্বারকা শিলার একত্র পূজাফল।

শালগ্রামোদ্ভবোদেবো দ্বারাবতী সমুদ্ভবঃ।
তয়োশ্চসঙ্গমোযত্র মুক্তিস্তত্র নসংশয়ঃ। ইতি।

স্কান্দে।

গণ্ডকী নদীতে উৎপন্ন শালগ্রাম চক্র, আর দ্বারকাতে উৎপন্ন চক্র, ইহাদিগের সঙ্গম যে স্থানে হয়, সেই স্থানে জীবের অসংশয় মুক্তি লাভ হয়।

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত

অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষের বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩১ আশ্বিন।

এই বর্ত্তমান কলিকালে দিন দিন স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অবসান হওয়াতে মনুষ্যমাত্রই প্রায় কুচেষ্টাপরায়ণ হইয়া, কেবল লোকানুরাগকেই বহুতর জ্ঞান করিতেছে, ভগবত্তত্ত্বের আলোচনায় বিরত, নিয়ত নিয়মিত কর্ম্মের সমাচরণ মাত্র করেনা, কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি বিষয়ী লোক সকলেই পরতত্ত্ব

পরাংমুখ হইয়া শুদ্ধ আপন আপন মাহাত্ম্য প্রকাশে যত্নপর, অর্থাৎ যে কোন রূপে হউক্ লোকের নিকট এক প্রকার মান্য হইতে পারিলেই দেহধারণের সফলতা সাধন হয়, এবৎসর তত্ত্বজ্ঞানানুকল্প দেবী মহোৎসব অর্থাৎ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান সাধনার অনুরূপ দুর্গোৎসবের স্বরূপ লক্ষণাজ্ঞাতপ্রযুক্ত সামান্য তিথিনক্ষত্র বিচার সম্পর্কে দুর্গা দেবীর বিসর্জ্জন লইয়া কিনা তর্কাতর্কী হইয়া উঠিল,? কেহ বলেন মুহূর্ত্ত ভঙ্গে বিসর্জ্জন করা অবিধি, কেহ বলেন উদীচ্য কর্ম্মে মুহূর্ত্তের আদর নাই, শ্রবণ যুক্তা দণ্ডাত্মিকা দশমী হইলেও বিসর্জ্জন করা সুসিদ্ধ কার্য্য, কেহ বলেন নবমীযুক্তা দশমীতে বিসর্জ্জন করা বিধেয় হয় যেহেতু রাত্রি প্রাপ্ত শ্রবণনক্ষত্র হইলে নবমীতে পূজা সমাপ্ত করিয়া পূর্ব্বাহ্নপ্রাপ্ত দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে, এই যে বাদানুবাদ কেবল স্বরূপজ্ঞানের অপ্রকাশেই হইয়া থাকে? যদি অধ্যাত্ম তত্ত্ব পক্ষে দৃষ্টিপাত থাকে তবেই এবিষয়ের বিচারের চরিতার্থতা হয়, বেদে বিদেহ মুক্তি বিষয়ে দুই প্রকার গতি দেখাইয়াছেন, একা পিপিলিকাগতি, অপরাতির্য্যগ্গতি, অর্থাৎ ক্রমমুক্তি বিষয়ে পিপিকাগতি, হটাৎ মুক্তি বিষয়ে তির্য্যক্ গতি, যেমন পংক্তি বদ্ধ হইয়া পিপিলিকাবলী ক্রমগতিদ্বারা অভিলষিত স্থানে গমন করে, আর তির্য্যগ্গতি অর্থাৎ পক্ষীদিগের গতির ন্যায় হটাৎ একস্থান হইতে উদ্দেশ্য স্থানে গমন করিতে পারে, তদ্রূপ ক্রমমুক্ত্যুপায় ন্যায় দিবস গণন ক্রমে প্রবেশাবধি চতুর্থ দিবসে বা পঞ্চম দিবসে দেবী বিসর্জ্জন হয়, তির্য্যকগতির অনু

সারে সহসা মুক্ত্যুপায় ন্যায় পূজার দিবসেই পূজা সমাপন করিয়া বিসর্জ্জন করে এই মাত্র দৃষ্টান্ত পক্ষে ধৃত করিয়া এবং সর্ব তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি বশে দেবী বিসর্গব্যাজে উপদেশ করা হইয়াছে, ফলিতার্থ আর্দ্রাতে বোধন, মূলে প্রবেশন, পূর্ব্বোত্তরদ্বয়ে সংপূজন, শ্রবণে বিসর্জ্জন, এই পঞ্চাঙ্গ সাধন পক্ষের মর্ম্ম বোধ করিতে অক্ষম ব্যক্তিরা কিরূপে দেবী বিসর্জ্জন বিচারে নিপুণ হইতে বাঞ্ছা করে? অর্থাৎ আর্দ্রায় বোধন মূলে প্রবেশন, শ্রবণে বিসর্জ্জন করিতে কেন কহিয়াছেন, ইহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম বোধ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অন্যান্য পূজাতে ঔদীচ্য কর্ম্ম বলিয়া বিসর্জ্জনের বিচার করেননাই, দুর্গোৎসবেই বা বিসর্জ্জন কল্পের এত বিচার কেন? সুতরাং ইহার অভিপ্রায় অতি গহ্বরে নিহিত আছে, এতত্ত্ব না জানিয়া কেবল পাণ্ডিত্যকে সমাশ্রয় করিয়া যাঁহারা ব্যবস্থা দেন, তাঁহাদিগের সে ব্যবস্থায় কোন ফল দর্শেনা, বরং স্বরূপতঃ অরিষ্ট ফলই জন্মিতে পারে? আদৌ বিচার করিতে হইবে যে আর্দ্রায় বোধন, মূলে প্রবেশন, পূর্ব্বোত্তরে পূজন, শ্রবণে বিসর্জ্জন, ইহার কারণ কি? এজন্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি পাতকরা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ জনগণেরা বিবেচনা করিয়াছেন, যে শাস্ত্রের স্বরূপার্থ গ্রহণে অনিপুণ ব্যক্তিরা না জানিয়া ব্যবস্থা দিলে, তাহারা অবশ্যই দুরদৃষ্টভাক্ হয়; ইহার মর্ম্ম নিম্নে সন্দেহ নিরসনাধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন্!—দুর্গোৎসবের বোধনাবধি নবমী পূজা পর্য্যন্ত যে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ উপলব্ধি হইল, এক্ষণে বিসর্জ্জন কল্পের স্বরূপার্থ কি? ইহা নির্ম্মলোপদেশ দ্বারা চিত্ত মালিন্য নিরাশ করিতে আজ্ঞা হয়?

পরম হংসের উত্তর!—রে বৎস!—শারদীয় দুর্গাপূজাঙ্গীভূত বিসর্জ্জন কল্পকে তত্ত্বজ্ঞানানুকল্পরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরমার্থ বিষয়ে আনয়ন করাই পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ, আদৌ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে দুর্গোৎসবের বিশেষ কারণ এক বচনেই সম্পন্ন হইয়াছে। যথা

আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ॥ ইতি।

আর্দ্রে বোধন, মূলে প্রবেশন, পূর্ব্বোত্তরে সংপূজন, শ্রবণে বিসর্জ্জন করিবে।

দেবী শব্দে বিদ্যা, অর্থাৎ পরাবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান, যোগার্দ্র-চিত্ত বৃত্তিতে উদ্বোধিত হয়, সেই পরাবিদ্যা কুণ্ডলী শক্তির মূলাধারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গে প্রবেশ চরলগ্নে, অর্থাৎ ইড়াতে হয়, চরাংশে পিঙ্গলায় প্রবেশেও প্রবেশন জানিবে, অনন্তর স্থির লগ্নপদে সুষুম্না ছিদ্রে প্রবেশ করাতে কুম্ভক হয় সেই কুম্ভককে স্থিরলগ্ন বলে, ইড়া পিঙ্গলার সমতাবস্থাতে সুষুম্নাস্থ বায়ুর স্থিরতার কালকে দ্ব্যাত্মক লগ্ন কহিয়া থাকে, এই মূলাধার

প্রবেশের নাম মূলে প্রবেশন হয়। পূর্ব্বোত্তরে পূজার অভিপ্রায় এই যে সকাম নিষ্কামভেদে পূজার দুই বিষয় হয়, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ফলাভিলাষের বিরতি না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের পূর্ব্বাবস্থা, অর্থাৎ বিনা ভোগে মোক্ষ প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং তন্নিমিত্তে ভোগে সাভিলাষ হইয়া পূজনাদি দ্বারা জ্ঞানাভিলাষ করিবে, যখন ফলাভিসন্ধানের প্রয়োজনাভাব হইবে, তখন সাধকের উত্তরাবস্থা, তৎকালে চিত্তশুদ্ধি রাখিবার জন্য নিষ্কারণে পূজাদি করিবে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে "পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য" বলিয়াছেন, সুতরাং পণ্ডিতগণেরা দুর্গোৎসবের কাম্যত্ব ও নিত্যত্ব স্থির করিয়া গিয়াছেন। "আত্মাবারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসি তব্যঃ সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্যশ্চেতি" এই শ্রুতি প্রমাণের ফল প্রদর্শনার্থে সিংহাবলোকন ন্যায়ে শ্রুত্যুক্তচাতুর্থক প্রকার সাধকের অবস্থা ভেদদ্বারা সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমীর বিষয় বিশেষ উল্লেখিত হইয়াছে। বোধনানন্তর মূলাধারে চৈতন্যশক্তি প্রবেশের নাম ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, অষ্টমীতে মনন দ্বারা জ্ঞানাঙ্গাদি শান্তি পুষ্ট্যাদির অনুস্মরণকে ভদ্রমণ্ডলে আবরণ শক্তি পূজনের নাম আত্মা মন্তব্য, নবমীতে সাধক আনন্দময় প্রায় হইয়া আপনাতে দেবীরূপ ভাবনা দ্বারা উৎসবান্বিত চিত্তে হর্ষোৎসাহ প্রবৃদ্ধি করিবে, ইহার নাম আত্মা নিদিধ্যাসিতব্য হয়। যখন নবমীর শেষ কেবল আনন্দের প্রতি নির্ভর করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, তখন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে সাধকের আর বিশেষ পূজার প্র-

য়োজন নাই, তবে ইচ্ছামত পূজা করিলেও হানি নাই, সেই অবস্থার নাম জীবন্মুক্তাবস্থা, তাহাতে কেবল আত্মার শ্রবণ প্রয়োজন হয়, এজন্য " অরে আত্মাই শ্রোতব্য বলিয়া শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন ,, । অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরা সর্ব্বোপনিষৎ প্রতিপাদ্য আত্মার শ্রবণেই জীবনাভিপাত করিয়া থাকেন, পূর্ব্বাঙ্গ যাবৎ কর্ম্ম সেই তাবৎ কর্ম্মই আত্ম শ্রবণ দ্বারা বিসর্জ্জন করেন, তত্ত্বজ্ঞান সাধনের পক্ষে আত্মার শ্রবণই উদীচ্যাঙ্গ কর্ম্ম হয়, ইহা জানাইবার জন্য শ্রবণণেন বিসর্জ্জয়েৎ বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্ববেদ বেদান্তাভিপ্রায়ে তত্ত্বজ্ঞান সাধনার উপদেশাভিপ্রায়ে দুর্গোৎসব কার্য্য সর্ব্বকালই জগন্ময় বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব কর্ম্মের প্রতি উহ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়, যাহারা এই স্বরূপার্থ পরিগ্রহে দুর্গোৎসব করে তাহাদিগের শ্রুতি প্রতি পাদ্য নিরতিশয় ব্রহ্ম তন্ময়তা লাভের ব্যাঘাত নাই, সকল পুরাণ, সকল সংহিতা, সকল বেদবেদাঙ্গ বেদান্তাদিতে দুর্গাদেবীকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপাকারে ব্রহ্মময়ী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তবে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের পথে চলে না, কেবল জ্ঞানাভিমানী মাত্র হয়, তাহারাই সামান্যা ক্রিয়া বলিয়া দুর্গোৎসবাদির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তন্নিমিত্ত দুর্গোৎসবের মর্য্যাদার হানি হইতে পারে না।

ভাক্তভত্ত্ব জ্ঞানীর প্রশ্ন।—ভো স্বামিন্!—পূজা বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই, এক্ষণে নবপত্রিকা বিষয়ের স্বরূপার্থ বুঝিতে পারিনাই,

অর্থাৎ নববৃক্ষে নবদুর্গা পূজায় তত্ত্বজ্ঞানের সাহচর্য্য কি? তাহা বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?।

পরম হংসের উত্তর। হে জ্ঞানাভিমানিন্। "রম্ভা কচ্চী হরিদ্রাচ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ। অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যা দির্নবপত্রিকা,,।। রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, দাড়িম, অশোক মানক ধান্য এই নববৃক্ষে নবপত্রিকা হয়, ইহার তাৎপর্য্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনী সরস্বতী নাড়ী, ঐ নাড়ীর ছিদ্রে প্রাণ বায়ুর সঞ্চারে জ্ঞানোপযোগিনী মেধা জন্মে, সেই মেধা বিষ্ণুবৎ সর্ব্বপ্রবেশন শক্তিমতী,একারণ তাহার নাম বিষ্ণুক্রান্তালতা। ঐ বিষ্ণুক্রান্তা লতার নামান্তর অপরাজিতা লতা অর্থাৎ মেধাকে পরাজয় করিতে কেহ পারেননা। সত্ত্বরজ তমোগুণাকারে ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞানরূপকে ত্রিবিধ প্রকারে বেষ্টন করিয়া রাখিলে সঞ্চালিতরূপে সাধক তত্ত্বজ্ঞান সোপানে স্থির থাকিতে পারে? ইহা জানাইবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বারম্ভক রম্ভাতরুকে অপরাজিতা দ্বারা বন্ধন করিতে কহিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য অর্চ্চন মন্ত্রার্থেই সুব্যক্ত আছে। যথা

রম্ভাঞ্চ দ্বিভুজাং পীতাং শূল পুস্তক ধারিণীং।
পূজয়েৎ কামবীজেন মন্ত্রেণানেন শঙ্করি।।
দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্য মিহ কল্পয়।
রম্ভারূপেণ মেদেবি শান্তিং কুরুনমোহস্তুতে।। ইতি

রম্ভারূপাকারে বুদ্ধিশক্তি পরাপ্রকৃতি দুর্গাকে পীতবর্ণা দ্বিভুজা, শূল, পুস্তক ধারিণীরূপে ধ্যান করিবে, এবং কাম বীজ মন্ত্রে পূজা করিবে, অনন্তর প্রার্থনা বাক্য। হে বুদ্ধি

সাক্ষিস্বরূপে দুর্গে দেবি, তুমি মমগৃহে সমাগমন করতঃ রম্ভারূপে আমার শান্তি বিধান করহ, আমি তোমাকে নমস্কার করি।। ১ ।।

তাৎপর্য্য। যখন শূল পুস্তক ধারিণী কহিয়াছেন, তখন রম্ভারূপা যে বুদ্ধিশক্তি সরস্বতী তাহা বলা হইয়াছে, মমবন্ধ হররূপ গৃহে সমাগমন পূর্ব্বক সংসার দুঃখের শান্তি বিধান করহ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জনন মরণ যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত করহ। ইত্যর্থে রূপক সজ্জাতে রম্ভা রূপা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।। ১ ।। রম্ভাতরু স্থিতা এই ব্রহ্ম শক্তির অর্চ্চনা, ব্রহ্ম শক্তি সরস্বতী।। কচ্চীস্থা কালিকার অর্চ্চনা ও প্রার্থনা। যথা।

মহিষাসুর যুদ্ধেত্বং কচ্চী রূপাসি সুব্রতে।
শক্রস্যানুগ্রহার্থায় আগচ্ছ মম মন্দিরং।
মায়াবীজেন সাপূজ্যা হরিদ্রামথ চিন্তয়েৎ।। ইতি

ভদ্রকালী যাঁহাকে মহালক্ষ্মী বলেন, তাঁহাকেই কচ্চীরূপা বলিয়াছেন। অর্থাৎ মহিষা সুরযুদ্ধে দেবরাজের প্রতি অনুকম্পা করিয়া কচ্চীরূপা হইয়া মহিষ নির্য্যাতন করিয়াছ, অতএব তুমি আমার মন্দিরে আগমন করহ। ইহাঁকে মায়াবীজে পূজা করিয়া, অনন্তর হরিদ্রার চিন্তা করিবে।। ২ ।।

ইত্যর্থে পূর্ব্বোক্ত মহিষ মর্দ্দিনীর স্বরূপার্থে মৃত্যুরূপ মহিষকে তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপা দুর্গা দেবী নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণু দুর্গা বৈষ্ণবী শক্তির সম্যক্ উদয়ে সাধক মৃত্যুকে

জয় করিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয় ইত্যভিপ্রায়। এই রূপ অন্যান্য বৃক্ষের অর্চ্চনা করিতে যে কহিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টপ্রতীয়মান হইতেছে, যে এসকলিই অধ্যাত্মতত্ত্ব পক্ষে ব্রহ্ম নাড়ীর শাখা নাড়ী হয়, তাহাতে প্রাণায়াম প্রভাবে প্রাণ বায়ুর সঞ্চারে তত্ত্বোপযোগি সাধন সামগ্রী অর্থাৎ স্মৃতি বৃত্তি দয়াদির উদয় হয়, তাহা হইলেই অমরণ ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অগ্রে এই নয় প্রকার উপকরণ সিদ্ধে যে জ্ঞান জন্মে, এবং তাহাতে যে প্রাণবায়ুর প্রবেশ, ইহাকেই পত্রিকা প্রবেশ বলেন। এই নব পত্রিকা না হইলে দুর্গোৎসব হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের অধিকারী হয় না। ইহাই জানাইয়াছেন, ইহাতে ভোগ মোক্ষ দুই ফলই আছে, একারণ শ্রীফল যুগ্মে অন্বিত করিতে কহিয়াছেন। অরে বৎস! দুর্গোৎসবের স্বরূপার্থ সম্পাদন করিয়া কহিলাম ইহা ভিন্ন এবিষয়ের অন্য তাৎপর্য্য নাই।

## গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

বেদোক্ত "মাহিংসি সর্ব্বভূতানীতি,, শ্রুত্যুক্ত অহিংসা ধর্ম্মে গৃহস্থ ব্যক্তি চলিতে পারে না। কিন্তু প্রয়োজন মতে হিংসা করিয়াও অহিংসক রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। হিংসার সঙ্কোচ যত করিতে পারে ততই ভাল। কেননা

হিংসক ব্যক্তির পরাক্রম চিরস্থায়ী হয় না। সুতরাং তাহার পরাক্রমের হ্রাসকালে তাহাকে কৃত হিংসার প্রতিফল ভোগ অবশ্যই করিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে পরাক্রম সময়ে যে যে ব্যক্তির হিংসা করিয়াছিল, সেই সেই ব্যক্তি তাহাকে সেই হিংসার প্রতিফল অবশ্যই দেয়।

অপিচ। কেবল স্বহস্তে প্রাণীবধ করিলেই যে হিংসা করা হয় এমত নহে। কল কৌশল যোগ প্রয়োগ দ্বারা অনেক প্রকারে হিংসা হয়। ফলিতার্থ জীব সম্বন্ধে পীড়া দায়ক ব্যক্তিকেই হিংসক কহে। যে ব্যক্তি পরহিংসক হয়, তাহাকে সর্ব্বসাধারণেই দ্বেষ করে। যদ্রূপ মহিষ, বরাহ, সর্প শার্দ্দূল, প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু প্রতি অবিশ্বাস, তদ্রূপ হিংসক ব্যক্তিকেও সকলে অবিশ্বাস করিয়া থাকে। কেবল অবিশ্বাসও নহে বরং সাধ্য মতে তাহার দমনার্থে চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করে না. তজ্জন্য ঐ হিংসক ব্যক্তি সর্ব্বদা সভয় ও উৎকণ্ঠিত থাকে কোন মতে স্বচ্ছন্দরূপে থাকিয়া নিজ সুখ সাধন করিতে পারে না, সদাসর্ব্বদা ভগ্নাশ, ভগ্নসংকল্প, ও ভগ্নোদ্যম প্রায় খেদান্বিত এবং অভিমানী হইয়া মহা দুঃখে কালযাপনা করে। যথা।

অধার্ম্মিকো নরো যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনং।
হিংসারতশ্চ যোনিত্যং নেহাসৌ সুখ মেধতে।। ইতি।।

মনুঃ।

যে লোক অধার্ম্মিক, আর যাহার ধন অন্যায় রূপে অর্জ্জিত হয়, এবং যে ব্যক্তি পরের হিংসাতে রত হয়, সে

ব্যক্তির পরকালের কথা কি? ইহকালেও কোন সুখপ্রাপ্তি হয় না।

এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রে পরহিংসা করিতে ভুয়ো ভুয়ো নিষেধ করিয়াছেন।—হিংসা ও ক্রোধের বিপরীত অহিংসা ও অক্রোধ রূপ মহাধর্ম্ম, এতদ্দ্বয়কে যে গৃহস্থ রক্ষা করিতে পারে, সে ব্যক্তি সামান্য নহে, তাহাকে সাধু বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক উভয়কালেই মহাসুখ লাভ হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে পরোপকারে প্রবর্ত্ত থাকিয়া অপকার্য্যের নিবৃত্তি করিবে। যথা।

পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীত মিদমেবহি।
নোপকারাৎ পরোধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরং॥ ইতি॥
কাশীখণ্ডং।

তাবৎ শাস্ত্র বাক্যকে নির্ম্মন্থন করিয়া এই সার নিশ্চয় হইয়াছে, যে পরোপকারের পর আর ধর্ম্ম নাই, এবং পরের অপকার করার পর আর পাপও নাই।

অতএব কোন ক্রমেই পরানিষ্ট করণ মঙ্গলদায়ক নহে। বিশেষতঃ পরদুঃখে যাহারচিত্ত কারুণ্যার্দ্র না হয়, তাহার জীবন ধারণই অসার্থক জানিবে। তথাহি শাস্ত্রান্তরে।

দুঃখোপকারং সচ্চর্চ্চা জ্ঞানং যত্র নভাস্বরং।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধি মন্দিরং॥ ইতি॥

যে ব্যক্তি পরদুঃখে আর্দ্র হইয়া তাহার উপকার নাকরে, ও সাধুসঙ্গ, এবং সৎশাস্ত্রানু শীলন না করে, আর যাহার চিত্তে দিব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হয়, তাহার সম্বন্ধে ব্যাধি মন্দির শরীরের ভার বহনে তাহার জীব বৃথা পরিশ্রান্ত হইতেছে।

অর্থাৎ সর্ব্বতঃ প্রকারে পরানুকম্পায় নির্ভরকরা সাধুগৃহস্থদিগের স্বতঃ সিদ্ধ স্বভাবহয়,। তদিতর অসাধু বৃত্তি, অতএব অহিংসক রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা সদাশয় গৃহস্থদিগের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। সাধারণ আহার বিহারার্থ পরপ্রাণ হনন করা কর্ত্তব্য নহে, বস্তুত সেহিংসাকে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনীয় হিংসা বলেনা। বরঞ্চ তন্নিমিত্ত ঘোরতর নরক যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়। এতদর্থে যে যে প্রয়োজনে হিংসা করিতে পারে, গৃহস্থদিগের সেই সেই প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, যথা। ঔষধার্থে কিম্বা আপৎকালে প্রাণ সন্ধারণার্থে যদ্যপি মৎস্যমাংসাদির আবশ্যক হয়, অথবা প্রাণ বিঘাতক হিংস্রক পশু পক্ষীত্যাদির ব্যাঘাত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাতে যে ক্রোধজন্মে, সে ক্রোধ হিংসাত্মক ব্যাপার নহে। যেহেতু তাহার মুখ্য প্রয়োজন আত্মরক্ষা, সুতরাং আত্মার পরিত্রাণ জন্য তাহাদিগের হনন করা সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ প্রকারে বিধেয় হয়। যথা। "আত্মানং গোপয়েদিতি শ্রুতিঃ,, তথাচ। "আত্মানং সততং রক্ষে দিতি পুরাণং,, আত্মাকে সর্ব্বথা রক্ষা করিবে। পুরাণান্তরেও ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।—যথা।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং শরীরং হেতুরুচ্যতে।
তন্নিঘ্নতা কিন্নু হতং রক্ষতা কিং নরক্ষিতং॥ ইতি॥

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কারণ ভূত এই শরীর উক্ত হইয়াছে, তাহার বিঘ্নতাচরণ যে করে তাহাকে কি নিহত করিবেনা? অবশ্যই করিবে, সে হিং-

সাকে হিংসা বলেনা, যেহেতু শরীররক্ষাতেই পুরুষার্থরূপ পরম ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। যদ্যপি আত্ম শরীরকে রক্ষা না করে, তবে সমস্ত প্রকার ধর্ম্মকেই নষ্ট করা হয়। এই স্বরূপার্থে বিরূপার্থ নিষ্পাদন করতঃ ছলগ্রাহী রূপে এই শ্লোকের বিপরীতার্থ গ্রহণে অর্থাৎ শরীর রক্ষাতেই যদি সকল ধর্ম্মরক্ষা হয়, তবে যথেষ্টাচার ও সদাচারের প্রয়োজন কি? যে কোন রূপে হউক্ না কেন শরীররক্ষা করাই কর্ত্তব্য। উত্তর। হে ভব্যজনেরা! এরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইও না, যেহেতু শাস্ত্র সিদ্ধ আচার ভূত থাকিয়াও যদি দৈববশতঃ আপদ গ্রস্থ হয়, তবে প্রাণ ধারণ নিমিত্ত হিংসাদি করিতে পারে, কিন্তু সুস্থাবস্থায় তাহা কর্ত্তব্য নহে। যথা কুমার সম্ভবে। "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধন মিতি,, শরীরই ধর্ম্ম সাধনের আদি জানিবে। কেবল নিত্য কর্ম্মবৎ প্রাণী হিংসা ও যথেষ্টাচারে প্রবর্ত্ত থাকিয়া আহারাদির বিচার করিবেক না এমত তাৎপর্য্য নহে। তদর্থে যাজ্ঞ বল্ক্য কহিয়াছেন, যথা।

প্রাণাত্যয়ে তথাশ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং নদোষভাক্॥

প্রাণাত্যয়কালে অর্থাৎ আহারের অভাবে প্রাণ যায় এমন সময়ে পশ্বাদির মাংস দেবদ্বিজ পিতৃগণকে দিয়া আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিলে মাংস ভোজন জন্য দোষ জন্মে না, অর্থাৎ হিংসা জন্য দুর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছামত আহার করিলে সর্ব্বদোষের উৎ-

পাত্তি ও যথেষ্টাচার জন্য অসদাচারি রূপে পতিত হয়। ইহা বেদান্ত দর্শনে, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদেও প্রমাণ আছে। যে চাক্রায়ণ নামে ঋষি আপৎকালে প্রাণ সন্ধারণার্থ হস্তীপালের উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ ভক্ষণ করিয়া পাতকী হন নাই। এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যও তত্তৎভাষ্যে ও স্মৃতি বাক্যের প্রমাণ করিয়াছেন। যথা।

জীবিতাত্যয় মাপন্নে অন্নমত্তি যতস্ততঃ।

লিপ্যতে নস পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা ॥

প্রাণাত্যয় কালে যথা তথা অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে সে পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত নহে তদ্বৎ। অপর যজ্ঞার্থেও পশু হিংসার বিধি আছে। যথা "তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধ ইতি,, যজ্ঞার্থে যে বধ, সে অবধ তুল্য, কিন্তু অহিংসা ধর্ম্ম যাহাদিগের নিতান্ত অনুষ্ঠেয় হয়, তাহাদিগের প্রাণান্ত হইলেও বধ করা কর্ত্তব্য নহে, সাত্ত্বিকাচারে যতিদিগের এই পরম ধর্ম্ম হয়, রাজসাচারি সদুদ্যোগিগৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রাণ নাশক প্রাণীর হিংসা করা তৎকালে কর্ত্তব্য যৎকালে বধ না করিলে আত্ম পরিত্রাণের আর অন্য উপায় না থাকে। বস্তু তস্তু বহু প্রাণীর প্রাণ রক্ষার্থ হিংসক পশ্বাদির বধ করা ও ন্যায্য হয়, অর্থাৎ অনেকের প্রাণ রক্ষার্থ এক জন দুষ্টের প্রাণ নষ্ট করা গৃহস্থের পক্ষে অযুক্ত কর্ম্ম নহে; যথা।

একস্মিন্ বস্ত্র নিধনে প্রবৃত্তে দুষ্টকারিণঃ।

বহুনাং ভবতি ক্ষেমং তস্যপুণ্য প্রদো বধঃ ॥ ইতি ॥

এক জন দুষ্ট কর্ম্মকারি ব্যক্তির হিংসা করিলে যদি বহু ব্যক্তির মঙ্গল হয়, এমত স্থলে তাহার বধ করা মহাপুণ্য জানিহ। অর্থাৎ হিংস্রক দুষ্ট জন্তু প্রভৃতি বধে অহিংসা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না, তদর্থে মনুসংহিতায় এবং মৎস্য পুরাণে কহিয়াছেন।। যথা।

শৃঙ্গিনং নখিনং রাজন্ দংষ্ট্রিনং বা বধোদ্যতং।
যোহন্যান্নস পাপেন লিপ্যতে মনুরব্রবীৎ।। ইতি।।

নখায়ুধ, দন্তায়ুধ, শৃঙ্গায়ুধ হিংস্রক জন্তু এবং বধোদ্যত দুষ্ট প্রাণীকে পরের কি আত্মরক্ষার্থে যে বধ করে, সে বধ জন্য পাপে লিপ্ত হয় না। ইহা স্বয়ং মনু কহিয়া গিয়াছেন। অন্যচ্চ। যোগবাশিষ্টে উৎপত্তি প্রকরণে সপ্তম সর্গে ১৪০ শ্লোকে উক্ত করেন। যথা।

স্বধর্ম্মৈষৈব হিংসৈব মহাকরুণয়া সমা।। ইতি।।

স্বধর্ম্ম স্বরূপ যে হিংসা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে যে হিংসা সেই হিংসা পরমাকরুণার সমান হয়। অর্থাৎ দুষ্টদমনার্থ হিংসাকেই স্বধর্ম্ম হিংসা কহে, ফলিতার্থ দুষ্ট দমনার্থে হিংসা না করিলে, তৎকর্ত্তৃক অনেক সাধুর বিনাশ হয়, একারণ তাহাকে নষ্ট না করিলে মহাপাপ জন্মে, দুষ্ট ব্যক্তিকে বধকরিলেই সাধুর প্রতি দয়া করা হয়, সাধু সদাশয় ব্যক্তির রক্ষারপর গুরুতর ধর্ম্ম আর কি আছে? যদ্যপি ইহাতেও কিছু ধর্ম্ম হয় বটে, তথাপি ইহাতে রাজসবৃত্ত ব্যতীত কদাপি সাত্ত্বিক ধর্ম্ম বলা যায় না, কেননা, সাত্ত্বিক

ধর্ম্মে স্তুতি, নিন্দা, গালি, পূজা মানাপমান, লাভালাভ জয়াজয়, শত্রু মৈত্রাদিতে সমান জ্ঞান, সুতরাং তাহার পক্ষে অহিংসা ধর্ম্মই প্রধান, কিন্তু গৃহস্থ ধর্ম্মে এরূপ সাত্ত্বিকাচার সম্পন্ন হইতে পারে না, এবিধায় প্রয়োজনীয় বৈধ হিংসাকে ধর্ম্ম্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কেন না রাজস ধর্ম্মেই সংসারির সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যদিও রাজস ধর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত কারণ বশে কদাচিৎ কিঞ্চিৎ হিংসার প্রয়োজন হয়, তথাপি সেই হিংসাকে নিত্য কর্ত্তব্য রূপে ব্যবসায় করা বিহিত নহে, যত সাবধানে চলিতে পারে ততই গৃহস্থের মঙ্গল হয়, অর্থাৎ সেই সকল হিংসা আপদ্ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য, আপৎ ধর্ম্মকে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

শালগ্রাম শিলা পূজাং বিনা মোহাদ্যতি মানবঃ।
স চণ্ডালাদি বিষ্ঠায়া মাকল্পং জায়তে ক্রিমিঃ॥ ইতি
পাদ্মে।

শালগ্রাম পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, সেই ব্যক্তি আকল্প পর্য্যন্ত চণ্ডালের বিষ্ঠায় ক্রমি হইয়া থাকে।

### শালগ্রামাদির পরিশোধন।

স্ফুটিতে খণ্ডিতে ভিন্নে দগ্ধেবা সতিচাগ্নিনা।
উদ্ধৃতৈঃ শত্রুভিশ্চৌরৈঃ করিণাস্তোজ মাহৃতে।
লিঙ্গে পীঠাদিকে বাপি বিশীর্ণে কাল পর্য্যয়াৎ।

দেহে জীর্ণে যথা দেহী ত্যক্তান্য মুপগচ্ছতি।
লিঙ্গাদীনিতু জীর্ণানি তথামুঞ্চতি দেবতা॥ ইতি
ব্রহ্মাণ্ডে।

যে শালগ্রাম বা শিবলিঙ্গ স্ফুটিত হয়। অর্থাৎ কাটে, কিম্বা খণ্ডিত হয়, অথবা ভগ্ন হইয়া যায়, বা অগ্নিতে কতক দগ্ধ হয়, ইহাদিগের সেবা করিবেনা, পুনর্ব্বার অন্য শিলা স্থাপনা করিবে, কিন্তু পাগলে বা চোরে অথবা ইতর জাতি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে অভিষেক দ্বারা শুদ্ধি করিয়া পূজা করিবে॥ এতদ্ভিন্ন বহুকালের স্থাপিত লিঙ্গ পীঠাদিতে যদি জীর্ণত্ব প্রযুক্ত বিশীর্ণ হয়, তবে তাহাকে জলশায়ী করিয়া পুনরন্য মূর্ত্তি স্থাপনা করিবে, যেমন দেহ জীর্ণ হইলে দেহী সেই দেহকে ত্যাগ করিয়া নবীন দেহ গ্রহণ করে, দেবতারাও জীর্ণা প্রতিমাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। যদি কেহ তাহাকে জলে না দিয়া নুতন প্রতিমা না করিয়া ঐ প্রতিমাতেই পূজাদি করে, তাহার যে ফল তাহা শ্রবণ করহ।

ততঃ প্রেতাশ্চ বেতালা জীর্ণং দৃষ্ট্বা শ্রয়ন্তিচ।
লিঙ্গাদি সত্বশূন্যত্বাৎ তথাচ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥
কর্ত্তু র্নৃপাণাং রাষ্ট্রস্য তদ্গ্রামস্য বিশেষতঃ।
পীড়াং কুর্ব্বন্তি তেহপ্যগ্র্যাং দুর্ভিক্ষ মরণাদিকং।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন কুর্য্যাদুদ্ধারণ ক্রিয়াং॥

সেই হেতু প্রতিমাকে জীর্ণ দেখিলে তাহাতে প্রেত, বেতাল, ব্রহ্মরাক্ষসাদিরা সমাশ্রয় করে, যেহেতু তাহাতে দেবত্ব থাকে না, সুতরাং তদাশ্রয়ে পিশাচাদিরা কর্ত্তার অনিষ্ট ও রাজাদিগের রাজ্যে ও গ্রামে উৎপাৎ, এবং পীড়া প্রদান

করে ও দুর্ভিক্ষ হয়, বিশেষতঃ মারীভয়কে উপস্থিত করে, একারণ যত্নপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার করা কর্ত্তব্য, না যদি করা যায় তবে নিয়ত হানি জন্মে।

অপরিত্যাজ্য মূর্ত্তি কথন।

স্বয়ম্ভুবেচ পীঠেচ বাণ লিঙ্গে তথৈবচ।
ঋষিভিশ্চাসুরৈর্দ্দেবৈ স্তত্ত্ববিদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠিতে।
লিঙ্গে জীর্ণাদি দুষ্টেঽপি নোদ্ধারং তত্রকারয়েৎ॥

স্বয়ম্ভু লিঙ্গে, ও মহাপীঠে এবং বাণ লিঙ্গে, ঋষিগণ, বা দেবগণ, কি তত্ত্বজ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গাদিতে জীর্ণাদি দোষ দৃষ্টেও তাহার পরিত্যাগ করিবেনা, যেহেতু সিদ্ধদেব মূর্ত্তি জ্ঞানে তাহাতেই পূজা করিবে।

চৌরাদ্যৈশ্চালিতং লিঙ্গং স্থাপয়েন্নির্ব্রণং পুনঃ।

চৌরগণ কর্ত্তৃক স্থানান্তর নীত লিঙ্গাদি যদি ক্ষত না হইয়া থাকে, তবে পুনর্ব্বার তাহাকে আনিয়া সেই স্থানে স্থাপনা করিবে, কিন্তু ক্ষত হইলে জলে দিয়া অন্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবেক।

বাহুপাদ শিরোহীনাং কর্ণনাসাস্য হীনকাং।
তাদৃশীং পরিবারাণাং প্রতিমাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

হস্ত, পাদ, মস্তক, কর্ণ, নাসিকা, মুখাদি হীনা হইয়াছে, এমত প্রতিমাকে পরিবর্জ্জন করিবে, অর্থাৎ এতাদৃশী অঙ্গহীনা প্রতিমাকে পূজা করিতে নাই।

যদ্দ্রব্যং পরিমাণঞ্চ লিঙ্গং বা প্রতিমা পিবা।
ভক্তং তদ্দ্রব্যেন মানেন তদ্দ্রব্যেণ প্রকল্পয়েৎ॥
কারয়েন্নান্য মানেন নানা দ্রব্যেণ তদ্বুধঃ।
নানাকারঞ্চ নাম্নস্ত্বং স্থাপয়েৎ পুনরুত্তমাং॥

প্রতিমা বা লিঙ্গ যে দ্রব্যে যত পরিমাণে যত বড়, পরিত্যাগ করিয়া সেই দ্রব্যে তত পরিমাণে তত বড়ই পুনর্ব্বার কল্পনা করিবে, তদ্ভিন্ন দ্রব্যে কি তদ্ভিন্ন পরিমাণে তদতিরিক্ত ছোট বড় করিবেনা, উত্তম রূপে নূতন নির্ম্মাণ সেই আকারেই স্থাপনা করিবে, কিন্তু বিধি পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবে, [পূর্ব্ব স্থাপিত ছিল বলিয়া বিনা মন্ত্রে স্থাপনা করিবেনা।

স্রোতসাপহৃতে লিঙ্গে প্রাসাদেবা তদন্যতঃ।
তৎসমীপ গতে দেশে স্থাপয়েদ্বাধ বর্জ্জিতে॥

যদি নদীতীরস্থ প্রাসাদাদি জলস্রোতে ভগ্ন হইয়া লিঙ্গাদি বা মূর্ত্তি অপহৃত হয়, তবে তন্নিকটে বাধাবর্জ্জিত কোন স্থানে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্থাপনা করিবে।

প্রাকারে পতিতেহর্ম্ম্যে গোপুরে মণ্ডপাদিকে।
ভদাকারঞ্চ তদ্দ্রব্যং তন্মানং তত্রকারয়েৎ॥

দেবালয়ের প্রাচীর, কি অট্টালিকা, গোপুর অর্থাৎ সিংহদ্বার কি মণ্ডপাদি পতিত হইলে, সেইরূপ আকারে, সেই [দ্রব্যে সেই পরিমাণে নির্ম্মাণ করাইবেক। অর্থাৎ হীন করাইবে ন', উত্তম হইলে করাইতে পারে।

কথং যোগ্য শিলা গ্রাহ্যা অদুষ্টাশ্চ তথাবিধাঃ।
হীনদ্রব্য কৃতং কর্ম্ম্যং শ্রেষ্ঠৈ র্দ্রব্যৈঃ সমাচরেৎ।
হীনং বা প্যধিকং মান মাকারং বা নকারয়েৎ॥

শালগ্রাম শিলা [অদুষ্টা গ্রাহ্যা, জীর্ণাদি দোষ দুষ্টা হয়না তবে "লগ্নভগ্নং নপূজয়েৎ" পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে পূজা করিবে না, শাস্ত্রোক্ত সেব্য বিচরে যে দুষ্ট কথন তাহাই মান্য,

যেমন সিদ্ধলোকের স্থাপিত প্রতিমার উপরি উক্ত বিধি, শালগ্রামেরও সেই বিধি হয়। যদি অপকৃষ্ট দ্রব্যে হর্ম্ম্য অট্টালিকা প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বে ছিল, পতনানন্তর সেই প্রমাণে করিবে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপকরণ হইলে তাহাতে করিতে দোষ নাই, কেবল হীন বা অধিক আকারে প্রতিমাই করিতে নিষেধ আছে।

এবমুক্তেন মার্গেণ দোষৈ রুক্তৈ র্বিচারয়েৎ ॥
লিঙ্গ পীঠাদিকং জীর্ণং তদুদ্ধারং তদাচরেৎ ॥

এই উক্ত বিধি দ্বারা উক্ত দোষাদির বিচার করিবে, লিঙ্গ পীঠাদিকে জীর্ণ দেখিয়া সেইরূপ তাহার উদ্ধার করা কর্ত্তব্য ইহাতে সময়া সময়ের বিচার নাই।

তিথি নক্ষত্র বারাদীং স্তদর্থং ন বিচারয়েৎ।
জীর্ণং চোদ্ধারয়েৎ জীর্ণ মজীর্ণং রক্ষয়েদ্বুধঃ ॥

এবিষয়ে তিথি নক্ষত্র বিচার নাই, উদ্যোগ হইলেই করিবেক, জীর্ণের উদ্ধার, এবং জীর্ণাজীর্ণের রক্ষণ বিচক্ষণেরা সর্ব্বদা করিবেন।

সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি শিব লিঙ্গং নচালয়েৎ। ইতি আগ্নেয়ে।

সুস্থিত বা দুঃস্থিতই হউক কিন্তু শিব লিঙ্গকে চালনা করিবেনা, সুস্থিত ও দুঃস্থিত লক্ষণ। যথা

পূজাদিভিশ্চ সংযুক্তং জীর্ণাদ্যমপি সুস্থিতং।
পূজয়া রহিতং বজ্রদত্তমপি দুঃস্থিতং ॥ ইতি আগ্নেয়ে।

পূজাদি সংযুক্ত জীর্ণ হইলেও সেই লিঙ্গকে সুস্থিত বলে, আর পূজাদি রহিত হইলেও সেই লিঙ্গ অদুষ্ট, তাহাকে দুঃস্থিত বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ইতি

শালগ্রামে বিষ্ণুপূজাক্রমঃ।

"প্রথম আচমনং কৃত্বা,, আচমন করতঃ "মেরু পৃষ্ঠঋষিবি-র্মন্ত্রে,, আসন শুদ্ধি করিয়া, "গঙ্গেচ যমুনে চৈব,, ইতি মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবেক। অনন্তর সামান্যার্ঘ্য সংস্থাপন করতঃ "সহস্রশীর্ষা পুরুষেতি,, পুরুষ সূক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া শংখাদিস্থ জলে শালগ্রামকে স্নান করাইয়া নবীন বস্ত্রে জল মার্জ্জন করিবেক! পরে সচন্দন তুলসী পত্র উত্তান করিয়া তাহাতে বসাইবেক। মস্তকোপরিও সচন্দন তুলসী দল সমাবস্থানে আচ্ছাদন করিবে। অতো গণেশাদি পঞ্চদেবতা,নবগ্রহ, দিক্‌পালাদিকে অর্চ্চনা করিয়া পুনরর্ঘ্য স্থাপন করিবেক। প্রণব পূর্ব্বক নারায়ণায় নমঃ। ইতি মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরে করাঙ্গ ন্যাস করতঃ,কূর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্পাঞ্জলি লইয়া, "ধ্যেয়সদা,, ইত্যাদি ধ্যান পাঠ করিয়া স্বমস্তকোপরি পুষ্পদিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান পড়িয়া শালগ্রামোপরি পুষ্পদিয়া ষোড়শোপচার, দশোপচার, পঞ্চোপচারেই বা হউক্ ক্রমে পূজা করিবেক। অথ ষোড়োশপচার লক্ষণ। যথা।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্য মাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমনং স্নানং বসনাভরণানিচ।
গন্ধ পুষ্পে ধূপ দীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥ ইতি॥

আদৌ আসন, পরে স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, মধুপর্কদান, আচমনীয়, স্নানীয়জল, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, বন্দন, এই ষোড়শোপচার বিধি,। অনন্তর "নারায়ণায় নমঃ,, এই অষ্টাক্ষরের প্রত্যেক অক্ষর পূজা করিবেক। তদনন্তর চক্র পূজার বিধি কহিতেছি। প্রণব পূর্ব্বক, নমোন্ত, আচক্রায়, বিচক্রায়, সুচক্রায়, ত্রৈলোক্য রক্ষণ চক্রায়, সুদর্শন চক্রায়, দৈত্যান্তক চক্রায়, অসুরান্তক চক্রায়, জগচ্চক্রায়, পরম চক্রায়, মহাচক্রায়, শালগ্রাম শিলাধিষ্ঠাতৃ বাসুদেবায়। অনন্তর নারায়ণ মন্ত্র যথা শক্তি জপ করিয়া, "গুহ্যাদিনা,, মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া, যমোক্ত ষষ্ঠপদী স্তুতি পাঠ করিবে।

অথ বিষ্ণুস্তব।

এই সকল স্তবের অর্থ না লিখিয়া কেবল সংস্কৃত মাত্র লিখিতেছি, যেহেতু পূজা প্রয়োগের ভাষার্থ লিখনে প্রয়োজনাভাবঃ।

অবিনয় মপনয় বিষ্ণো ময়য় মনঃ শময় বিষয় রসতৃষ্ণাং। ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার সাগরতঃ ॥ ১ ॥

দিব্যধুনী মকরন্দে পরিমল পরিভোগ সচ্চিদানন্দে। শ্রীপতি পদারবিন্দে ভব খেদচ্ছিদে হরবিন্দে ॥ ২ ॥

সত্যপি ভেদাবগমে নাথ তবাহং নমামীকনস্ত্বং। সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো নতারঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

উদ্ধৃতনগ নগভিদনুজ কুলা মিত্র শশিদৃষ্টে। দৃষ্টে প্রভবতি ভবতিরস্কারঃ ॥ ৪ ॥

মৎস্যাদিভি রবতারৈ রবতারবতা বসুধাং। পরমেশ্বর পরিপাল্যো ভবতাপভীতোঽহং ॥ ৫ ॥

দামোদর গুণ মন্দির সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ। ভবজলধি মথন মন্দর মপনয় ত্বং মে নারায়ণ করুণা ময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ॥ ৮॥ ইতি ষমষট্‌পদী সমাপ্তা॥ ০॥

অনন্তর শংখাদি অর্ঘ্যপাত্র লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ মস্তকোপরি বারত্রয় ভ্রমণ করাইয়া শালগ্রামোপরি অর্পণ করিবে। পরে অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেক। যথা।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ ইতি॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবেক, প্রাণামানন্তর প্রার্থনা করিবে। তদ্‌যথা।

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজামাহং।
তেষু তেস্বচ্যুতাভক্তি রচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি॥ ইতি॥

হে নাথ! হে নারায়ণ! আমি সহস্র সহস্র বার যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, যেন সেই সেই জন্মে তোমাতে হে অচ্যুত আমার অচ্যুতা ভক্তি থাকে।

যাপ্রীতি রতিরেকানাং বিষয়েস্বনপায়িনী।
ত্বামনু স্মরতঃ সামে হৃদয়ান্নাপ সর্পতু॥

হে ভগবান্‌! আমার বিষয়ের স্পৃহাতে যে সকল অতিরেক প্রীতি আছে, সেই প্রীতি যেন তোমার অনুস্মরণে অনপায়িনীয়া আমার হৃদয় হইতে অন্তর না হয়।

যুবতীনাং যথা যুনি, যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোভি রমতে তদ্বন্মনোমে রমতাং ত্বয়ি॥

হে দীননাথ! যুবতিদিগের চিত্ত যেমন যুবা পুরুষেরত, এবং যুবাদিগের মন যেমন যুবতীতে রত থাকে, আমারও মন যেন তোমাতে সেইরূপ রত থাকিয়া নিত্য সুখী হয়।

## বিজ্ঞাপনা

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮৲
শিবসংহিতা.....১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা
১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলাইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

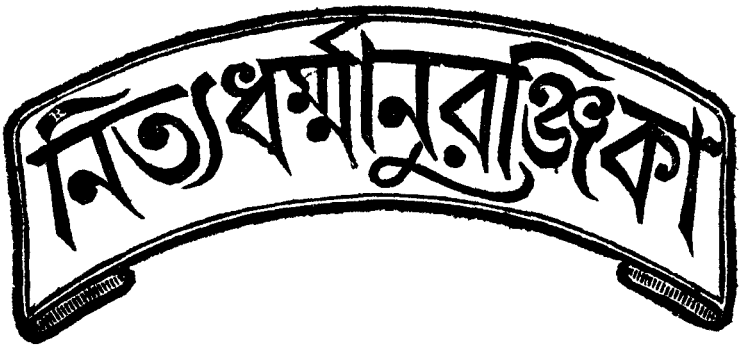


একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ২৯ কার্ত্তিক।

## পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

এই বর্ষীয়সী বসুমতীর কতকত বার কতকত প্রকার রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ও হইতেছে, এবং হইবে তাহার কিছু মাত্র নির্দ্দেশ করা যায় না। যদ্যৎকালে যদ্যদ্ধর্ম্মি রাজা হয়, তৎতৎকালে তদ্রূপবিশিষ্টা হইয়া সুপ্রতীতা হন, ফলে রাজ পরিবর্ত্তনই তাঁহার রূপপরিবর্ত্তনের প্রতি কারণ। যখন

যে রাজা হয় সেই রাজাই আমার পৃথিবী বলিয়া শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করেন, কিন্তু পৃথিবী কাহারই বশীভূতা নহেন, ইনি সৃষ্টিকালাবধি একাল পর্য্যন্ত যে কতকত ভূপতির শোণিত পান করিয়াছেন, ও করিতেছেন, এবং করিবেন তাহার কিছুমাত্র সীমা হয় না। রাজাদিগের এই নীতি আছে, যে আপন আপন অধিকার সময়ে আপন আপন মহিমা বৃদ্ধির নিমিত্তে আপন আপন বুদ্ধিযুক্ত নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন, পরে পরকালগামী হইলে সে সকলই অলীক হইয়া যায়, সত্ব প্রকৃতিক রাজারা প্রজাগণকে সত্ব গুণে সংস্থাপন করণ জন্য সাত্ত্বিকী ক্রিয়ার আচরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেব ব্রাহ্মণ পূজন, দয়া দাক্ষিণ সৌজন্য পুণ্য প্রকাশন, বেদাধ্যয়ন, যোগ তপস্যাদি নানা বিধির অনুসারে অহিংসক রূপে প্রতিপন্ন ছিলেন। রজঃ প্রকৃতিক রাজগণেরা যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস পূজা পরায়ণ, ন্যায্য ধর্ম্মে প্রজাপালন, অর্থাৎ কার্য্যানুসারে দণ্ড পুরস্কার ধর্ম্ম রক্ষা করণ, কিন্তু কেহই প্রজা পীড়নে রত ছিলেন না, তমঃ প্রকৃতিক রাজারা সমস্ত সৎকার্য্যের পরিহার পূর্ব্বক, অন্যায় প্রজাপীড়ন, দয়াদানাদি বর্জ্জিত কদর্য্য স্বভাববান যে কোন রূপে আত্মোদর পূরণ হইলেই হয়, নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, খলতা, পিশুনতা প্রভৃতি অপকৃষ্ট স্বভাব, ছিলেন তৎকালের প্রজারাও তদ্রূপ আচারবান হইয়া তদ্রূপ ব্যবহারে নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবী সকলেরই ভারবহন করিয়া আসিতেছেন, কাহাকেই অসহ্য বোধে পরিত্যাগ

করেন নাই, এবং করিবেনও না, কেবল স্বকর্ম্ম গুণে পর কালেই সেই ফল জীবেরা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। যুগপর্য্যায়ের এই রীতি যে বর্ত্তমানদর্শী জনেরা পুরাবৃত্তের অনুসন্ধানে অনিপুণতা জন্য ভাবিভূতের কথাকে প্রামাণ্য করেন না, আপনাদিগের বল, বীর্য্য, বয়স, রীতি, নীতি, বিদ্যা, বুদ্ধির অনুরূপ সকল কালের রাজা প্রজাদিগের বলবীর্য্য আয়ুর অনুভব সিদ্ধ করেন, তন্নিমিত্ত একালে বহুকালীয় পুরাবৃত্তকে পুরাবৃত্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া অযথার্থ বাদ বলিয়া অবহুদর্শী অর্ব্বাচীন জনকৃত পুরাবৃত্তকে যথার্থ পুরাবৃত্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন। ইহা যে অতি অস্বরূপ স্বভাব, তাহা কোনমতে স্বরূপ বলা যায় না, বিরূপ কালে এরূপ ঘটনা স্বরূপেই ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে এসকলই রাজপরিবর্ত্তনের গুণ, যেরূপ সেরূপ হউক বল দেখি এরূপ কি রূপে বলা যাইতে পারে? আমরা লঘুজীব আমাদিগের যত্নেই বা কি হইতে পারিবে! কেবল আমাদিগের মসী পত্র লেখনী মাত্র ভরসা, তন্নিমিত্তই বা কে আমাদিগকে মান্য করে, যেকাল সম্প্রতি উপস্থিত, সেকালে শেল, শূল, হল, মুষল তবক শতঘ্নীতে সানেনা, অবোধেরা হিতোপদেশ কথা শুনে না, প্রাচীন পুরাবৃত্ত মানে না, আপনারা যা জানে তাই জানে তথ্য কথা জানে না, চারা কি ইহ পরকাল প্রায় সারা হইল, আমরা যেমন গাঁয়ে মানেনা আপনি মণ্ডল হইয়া হিতান্বেষণা করি, কিন্তু তাহাতে কি ফল দর্শে, আদর্শে অবিকল প্রতিবিম্ব

স্পর্শে না। তথাপি সাহসে কৃত নির্ভর করিয়া সময়ে সময়ে যথোচিত বিহিত বিধানের উপদেশ করিতেছি, ফলে তাহাতে সংপ্রতি গুণ দর্শিতেছে না, বিগুণদর্শি সগুণবাদে বিগুণ ব্যাখ্যা করিয়া নির্গুণবাদে নির্গুণ হইয়া কি গুণে জগৎ মজাইবে তাহারই চেষ্টা করিতেছে, পূর্ব্বকালীয় বৃত্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া সাহস পুর্ব্বক লেখনী সঞ্চালনে প্রবৃত্তি করিলাম, তাহা কেহ মান্য করুক্ বা না করুক্ কিন্তু স্বরূপ বর্ণনাতে আমি নিবৃত্ত হইব না কালান্তরে গ্রহণীয় হইবে, প্রত্যাশা করা যায়।

আমাদিগের মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তারা অন্যান্য দেশীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের ন্যায় শুদ্ধ গল্প লিখনে মনোযোগী না হইয়া নানা প্রকার জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, এবং চিত্ত পরিতোষার্থ ব্যঙ্গোক্তি পক্ষে অধিক যত্নবান ছিলেন, ফলিতার্থ কখন কখন শৃঙ্গার, বীর, করুণা অদ্ভুত, ভয়ানক, হাস্যাদি রসানুরোধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মূঢ়তম লোকদিগের পক্ষে অত্যুক্তি বোধ হয়, কিন্তু তাহার মূল মিথ্যা নহে একথা ঋষিগণেরা ভূয়োভূয়ঃ কহিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বিজাতীয় পক্ষপাতী জনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত পুস্তক দৃষ্টে এদেশের কতিপয় নব্য সম্প্রদায়ি বালক, যাহারা হিন্দুদিগের শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম জানেনা, তাহারাই ঐ পক্ষপাতী বিজাতীয় দিগের সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া হিন্দুধর্ম্মের এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাদর্শন করিয়াছে, এবং কথায় কথায় কহিয়া থাকে যে

ইউরোপাদি দেশে যেরূপ প্রাচীনেতিহাস প্রচলিত আছে, আমাদিগের দেশে সেরূপ ইতিহাস নাই, প্রকাশ অতএব এ দেশের পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা লিখিবার উত্তম রূপ শ্রেণী জানিতেন না, এই সকল নির্ব্বোধদিগের সুবোধার্থে লিখিতেছি,। এতদ্দেশ জাত পণ্ডিতেরা অতি পূর্ব্বে যে যে ইতিহাস সকল লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার সন তারিখ পাওয়া যায় না, ইউরোপাদি আধুনিকদেশ তিন চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে সংস্থাপিত, তজ্জন্য তাহার সন তারিখ অপ্রাপ্য নহে,কেবলধর্ম্ম কথাশ্রিত প্রযুক্ত পুরাণাদি শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, কিন্তু বারম্বার রাজ্যোপপ্লবনদ্বারা তাহারও অনেক অঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছে,এজন্য পরস্পর পুরাণাদির অনৈক্য বোধ হয়, অন্যান্য রাজাদিগের শুদ্ধ জীবন চরিত্রাদির ইতিহাস যাহা পূর্ব্বং পণ্ডিতেরা রচনা করিয়াছিলেন রাজ পরিবর্ত্তনে তাহার আদর শূন্যতাপ্রযুক্ত বহু কালান্তরে তাহা লোপ হইয়া গিয়াছে, এবং যে সকল নিদর্শন পত্রাদি ছিল অর্থাৎ সনন্দাদি পত্র তাহাও দীর্ঘকাল বশতঃ লোপ হইয়াছে, কিছু কিছু ভাগ কোথাও কোথাও অন্বেষণাদ্বারা এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহা জানাইতে হইলে কেহ মান্য করিবে, কেহবা উড়াইয়া দিবে, কিন্তু আধুনিক সভ্যেরা তাহাকে যে কল্পিতাবাদে ভূষিত করিবেন সে বিষয়ে আমারদিগের সন্দেহ মাত্র নাই,কিবা সময়ের আশ্চর্য্য ক্ষমতা,যথার্থ বিষয়ও অযথার্থ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, অযথার্থ কথাই একালে যথার্থ রূপে গ্রহণীয় হইয়াছে, বিজাতী-

য়েরা স্বকপোল কল্পিত কোন বিষয় বর্ণনা করিলে তাহাকে অব্যাজেই যথার্থ বোধ করে,তাহার প্রতি আর কারণ অন্বেষণা করে না, হিন্দুপক্ষীয় যথার্থ বিষয় লিখিলেও তাহার পুংখানু পুংখ রূপে কারণের অনুসন্ধান করিতে থাকে, তাহাতে পুরাণ বাক্য না থাকিলে কেবল যুক্তি গ্রাহ্য করা হয় না, এবং পুরাণ বচন থাকিলেও কল্পিত বলিয়া উপহাস করা হয়, হা? সময় তুমিও রাজার বশ, অসৎকালে অসতেরই বৃদ্ধি নিশ্চয় জানিবেন।

যাহাহউক্ সে সকল প্রবাদ প্রতি দৃক্ পাত মাত্র না করিয়া যথার্থ পুরাবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এদেশের প্রাচীন ইতিহাস পুরাণাদিতে এবং অন্যান্য আখ্যায়িকাতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মূল বিশ্বাস করিয়া অনুমান দ্বারা ব্যঙ্গোক্তি এবং ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত অদ্ভুত বর্ণন যাহা তাহার মধ্যে প্রয়োজন মত কিঞ্চিৎ গ্রহণ করতঃ তদ্ভিন্ন পরিত্যাগ পুর্ব্বক কেবল সাধারণ ইতিহাসের ন্যায় পুরাণাদির মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ রাজকীয় ব্যাপার ইউরোপীয়-দেশের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ন্যায় যাহা ইহকালের লোকেরদের বিশ্বাস যোগ্য হইবে,তাহাই পক্ষপাত শূন্য হইয়া কদাচিৎ শাস্ত্রীয় বচন, কদাচিৎ তদনুকূলা যুক্তির অনুসারে রচনা প্রবন্ধে সাধারণের উদ্বোধন জন্য লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু সত্য ত্রেতা দ্বাপর কালত্রয়ের, সুক্ষ্মকাল ও সম্যক্ রাজনীতি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা যতদুর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইতে পারে, ততদুর পর্য্যন্ত

অনুসন্ধান করতঃ কৃতকার্য্য হইব, প্রত্যাশা করি সম্যক্ অপ্রাপ্ত বিধায়, অগ্রপশ্চাৎ ক্রম প্রাপ্তে অনুবৃত্তি লক্ষণাতে যুক্তি যুক্ত করিয়া তৎপূরণের নিমিত্ত যত্নবান হইব। যেমন অজ রাজার পরমায়ুর সংখ্যা হয় নাই, কিন্তু তৎপুত্র দশরথের এবং শ্রীরামের ও রঘু দীলিপের পরমায়ু সংখ্যা আছে, তাহাতে যে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে তাহা যুক্তি যুক্ত সম্পূরণ করা যাইবে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগকে একত্র করিলে (৪৩২০০০০) ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর হয়, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুষ্য দিগের আয়ুসংখ্যা যেরূপ পুরাণে কথিত আছে, তাহা ইহকালের স্বল্প-জীবী মনুষ্যদিগের বিশ্বাস যোগ্য হয় না, তন্নিমিত্ত ইহা বলা যায়, যে এতাদৃক্ দীর্ঘকালের ইতিহাস ইদানীন্তন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, যে কিঞ্চিৎ পুরাণে বর্ণনা আছে তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে? কেননা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লোক সকল যে দীর্ঘ জীবী ছিল ইহা নানা জাতীয় শাস্ত্রে লিখিয়াছে, তদ্দৃষ্টে এ বাক্যকে গ্রহণ করিতে হইবে, সত্য ত্রেতাদির কথা দূরে থাকুক্ দ্বাপর যুগের শেষে কলিসন্ধিতে চন্দ্রাবংশীয় প্রতীপ রাজার রাজ্য শাসন কালে অনুমান (৬০০০) বৎসর হইবে, বহি ও ইক এই দুই পিশাচ অর্থাৎ হীনস্বভাব ম্লেচ্ছেরা যাহাকে আদিপুরুষ আদম ও ইব বলিয়া খ্যাত করে তাহাদিগের উৎপত্তি হয়, বাইবেলাদিতে লেখে যে আদম ও ইব (৯০০) বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল জীবিত ছিল,

তাহাদিগের পুত্র ( কইন ও হাবেল ) প্রায় (৭০০) শত বৎসর জীবন ধারণ করে, পরে (৬।৫।৪।৩) শত বৎসর ক্রমে ন্যূন হইয়া আসিয়াছে, ইহাতেই অনুমান করিতে হইবে যে আদমের পূর্ব্ব উপরি উপরি পুরুষেরা ক্রমে অধিক সংখ্যক বৎসর জীবিত অবশ্যই ছিল, যখন এই অল্প সংখ্যক (৬০০০) বৎসর পূর্ব্বে (৯০০) বৎসর জীবিতের প্রমাণ হইল, তখন লক্ষলক্ষ বৎসরের পূর্ব্ব মানব গণ যে অধিকাধিক বৎসর আয়ু প্রমাণে জীবনধারণ কহিয়াছিল তাহাতে সংশয় কি? এ বিধায় বেদব্যাস মুনিযে পুরাণে লিখিয়াছেন সে লিখনকে মিথ্যা বলাই বা কি রূপে হয়? পৃথিবীর সৃষ্টির নূতন প্রাচীনতার বিষয়ে এই অনুমান করা যায়, যে এজগৎ চিরকালই আছে, ক্বচিৎ কখন কোন দেশ বা দ্বীপ জলপ্লবনাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু সমুদয় ভাগ হয় না।

অধুনা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের গ্রন্থে সৃষ্টির প্রথমাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কেবল পঞ্চ সহস্র অষ্টশত পঞ্চ চত্বারিংশৎ বৎসর মাত্র নির্ণীত করেন, তাহা আমাদিগের দেশের পণ্ডিতেরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন? যখন (৬০০০) সহস্র বৎসর প্রতীপ রাজা রাজ্য শাসন করিয়াছেন, তখন তাহার পূর্ব্ব পুরুষ ভরত, সম্বরণ, নহুষ যযাতি, প্রভৃতি অনেক রাজা ছিলেন, তাঁহারাও এই সমৃদ্ধি শালিনী অব্দিমালিনী ধরণীর প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং তাহার পূর্ব্বেও সূর্য্যবংশীয় ওমনুবংশীয় উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব, উৎকল, অঙ্গ, বেণাদি অনেকানেক রাজা ছিলেন, সুত-

রাং বাইবেলোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অবশ্যই অনিত্যা বোধ করিতেই হইবে। আধুনিক মনুষ্য মিসমরিদিগের সামান্য বাক্যে মহর্ষিদিগের বাক্যকে কখনই মিথ্যা বলিতে পারি না, এবং "বেণ্টলি সাহেব" অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, যে এ দেশের ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা ধূর্ত্ততা করিয়া স্বল্প সংখ্যক কালকে বহু সংখ্যকরূপে বিভক্ত করিয়া সত্য ত্রেতাদ্বাপর কলিসংজ্ঞায় চারি যুগ বলিয়া গিয়াছে, ফলে পৃথিবী সৃষ্টি এতকাল নহে, ইহাতে বক্তব্য এই যে প্রাকৃত মনুষ্য বেণ্টলি সাহেবের অনুমানের দ্বারা যদি বেদব্যাসাদির লিখনকে মিথ্যা বলা যায়, তবে অতি অল্পদিন জাত সামান্য নর মোজেষাদির কৃত বাইবেল সকলকে মিথ্যা বলিবার অপেক্ষা কেন করেন? যদিও আমরা বাইবেলকে মিথ্যা না বলিতাম, কিন্তু বেণ্টলি ও মার্সমেন সাহেবেরা বলপূর্ব্বক আমাদিগের দ্বারা বাইবেলকে মিথ্যাই বলাইতেছেন। যেহেতু তাঁহাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রথম সৃষ্টি কাল যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমরা তাহাকেই কলির প্রথম বলি, তদ্‌গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে "পূর্ব্বকালে মনুষ্যের পরমায়ু দীর্ঘ ছিল" এবং "বা ব্রীফ্‌সর্‌ভিস্‌ আব হিষ্টোরি" নামক ইতিহাস পুস্তকের প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়াছেন, যে "মনুষ্য জাতির বৃদ্ধির নিমিত্ত পরমায়ু প্রথমতঃ প্রায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছিল" অতএব বক্তব্য এই যে দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যদি মনুষ্যের আয়ু অনুমান এক সহস্র বৎসর ইউরোপীয়দিগের মতে

সম্ভব পর হইয়াছে, তবে তদধিক কাল বিশ্বসৃষ্টি মান্য করিলে পূর্ব্বে তদধিক বৎসর পরমায়ুর বিশ্বাস না করা যায় কেন? অতএব আমরা বাইবেলাদি শাস্ত্রের প্রমাণ করি না, পুরাণ প্রমাণ যুগ বিভাগ ক্রমে মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা করিয়া লিখিয়া জানাইতেছি, পূর্ব্বং যুগের রাজা দিগের সকল নাম এক গ্রন্থে পাওয়া যায় না, এবং পৃথিবী সৃষ্টি কতকাল তাহাও বলা যায় না, কেবল সত্য ত্রেতাদি বলিলেই হইবে না, এমন চারি যুগে এক দেব যুগ, ( ৭১ ) দেবযুগে এক মন্বন্তর, ( ২৮ ) মন্বন্তরে প্রজাপতির দিবারাত্রি, ইহাতে কোন্ মন্বন্তরে কোন্ সত্যাদির ব্যবহার লিখিব ইহা বিবেচনা সিদ্ধ করিতে না পারিয়া পরিণামে, বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের ( ২৭ ) দিব্যযুগানন্তর ( ২৮ ) বিংশতি দিব্য যুগের সত্যাদি মানব যুগ সংখ্যার সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, প্রত্যাশা করি, ইহাতে অনেকেরি মনোরথ পরিপূর্ণ হইতে পারিবে! যেহেতু সকলে ইহার স্বরূপ তাৎপর্য্য অবগত নহেন, কিন্তু সকলের নিকট এই প্রার্থনা করি, যে প্রণালী সিদ্ধ বচন সকল লেখা হইতে পারিবে না মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গতঃ প্রমাণ দেওয়া যাইবেক।

## সন্দেহ নিরসন।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীরপ্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! দুর্গোৎসবতত্ত্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব পক্ষে ব্যাখ্যায় মনঃ সন্তোষতা লাভ হইল, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এক ঐশ্বরী শক্তি কালী তারা প্রভৃতি তন্মধ্যে কালীতারাদি কয়েক

মূর্ত্তির স্বরূপারগতি হইয়াছে, কিন্তু ভুবনেশ্বরী ষোড়শী প্রভৃতির স্বরূপাবস্থান ও নামাক্ষর ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রয়াস হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ্ঞা করুন।

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস! দেব দেবী পক্ষে যত মূর্ত্তি দেখিতেছ, সে সমুদয়ই ব্রহ্ম বিভূতি হয়, ইহার কিছুই অলীক নহে, যেমন এক পদার্থ স্বর্ণ, তাহাতে কেয়ুর কটক, কটিসূত্র, বলয়, কঙ্কণাদি উপাধি ভেদ মাত্র, ফলে স্বর্ণ ব্যতীত অন্য পদার্থ নহে, সেই রূপ এক ব্রহ্ম, উপাধি যোগে নানা রূপে বিভাত, কেবল সাধক দিগের রুচিবৈচিত্র প্রযুক্ত বহুবিধ হইয়াছেন, যাহার যাহাতে রুচি সে তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে, তৎসেবাতেই পরিমুক্ত হয়, ইহার অন্যথা নাই, ইহা নানাশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যদি বল যে ব্রহ্ম বিভূতি স্বীকার করায় ব্রহ্মোপাসনা করাই কর্ত্তব্য, আর বিভূতি রূপের উপাসনার ফল কি? উত্তর! অরে বৎস! পরম ব্রহ্মোপাসনা পক্ষে বাহ্যে বিশেষ আড়ম্বরি নাই, তাহাতে অন্তর্যাগ মাত্র করিবে, কিন্তু অন্তর যাগাপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে, যে পরমাত্মা যেমন প্রাণি মাত্রের হৃদয়ে আছেন, সেইরূপ বাহিরেও আছেন, যথা (অন্তর্ব্বহিঃ পুরুষ কালরূপ ইতি) অর্থাৎ তৎসত্তা রহিত স্থান মাত্র নাই, অতএব গন্ধ পুষ্পাদি তাঁহার পাদ পদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখ চন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে যে কোন প্রতিমাদি সন্নিধানে অর্পণ করিলেও তাঁহারই

পুজা করা হয়, এরূপ বিবেচনাতেই বাহ্য পুজার বিধান শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, যথাগীতা "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমেভক্ত্যা প্রযচ্ছতীতি" পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি আমাকে যে ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করে তাহাতেই আমার তুষ্টি জন্মে: এ বিধায় পৌতুলিক বলিয়া দেব পূজকের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিলে যে যথার্থ জ্ঞানী হয় এমত নহে। এ ভাবে কেবল আমিই তোমার ভ্রান্তি নিবারণ কারণ স্বকোপল কল্পিত করিয়া কহিতেছি এমত মনে করিহ না সকল শাস্ত্রেই স্থানে স্থানে কহিয়াছেন, মার্কাণ্ডেয় পুরাণে চতুর্থ অধ্যায়ে, পক্ষিরূপিদ্রোণপুত্র চতুষ্টয়কে জৈমিনি ঋষি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক আধার ভগবান বাসুদেব, সকলের কারণ স্বরূপ এবং কারণের কারণ নির্গুণ হইয়াও কি কারণে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিস্তার করিয়া কহ। পক্ষীগণেরা উত্তর করেন। হে ঋষে! অনাদি নিধন ভগবানবাসুদেবাখ্য পরমাত্মা, মায়োপাধি বিশিষ্ট হইয়া জীববৎ ক্রীড়া করিয়াছেন, ফলে তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ বিবেচনা করিহ না, কারণ রূপের স্বরূপ কারণ বিবেচনা করিলে জ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দ পরাবিদ্যা কল্পিত বলিয়াই উপলব্ধি হয়, সেই মূর্ত্তি শুদ্ধা, অতি নির্ম্মলা, সামান্য মূর্ত্তিমান জীব মূর্ত্তির ন্যায় নহে, তত্তন্মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা স্বরূপা হইয়া বর্ত্তমানই রহিয়াছে, হে ঋষিবর! তুমি ইহাই যথার্থ জ্ঞান করিহ।

রে ভাক্তত্বজ্ঞানিন্! তবে তুমি এমত আপত্তি করিতে পার, যে পূর্ব্বোক্ত পূজাদি গ্রহণ ও স্তবাদি শ্রবণ অশরীরীরূপে প্রতিপন্ন হইবার সঙ্গতি কি? তাহার উত্তর এই যে, শ্রুতিতে তাঁহাকে সর্ব্ব শক্তিমান্ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। যথা।

অপাণিপাদোজবনগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।
সসর্ব্ববেত্তা নহিতস্যবেত্তা তমাহুরাদ্যং পুরুষ প্রধানং ॥ইতি॥

তাঁহার হস্ত নাই বলেন কিন্তু সকলি গ্রহণ করেন,চরণ নাই সর্ব্বত্র গমন করেন, তিনি অচক্ষু, কিন্তু সকলি দেখিতে পান, কর্ণ নাই অথচ সকল শুনেন, তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, সেই পুরুষ প্রধান পরমাত্মা সকলের আদি হয়েন।

রে বৎস! এরূপ শক্তিমান্ পরমাত্মার যে কোনরূপে অর্চ্চনা করিলে যে পূজা না হয় এমত কেহই বলিতে পারেন না, এবং পূজায় ও যে তাঁহার তুষ্ট না জন্মে এমত প্রমাণ কি আছে? আর তাহাতেও যে মোক্ষ লাভ হইবে না এ কে বলে! তিনি এক, কিন্তু অনেক হইয়াছেন, অনেকত্ব পরিচ্ছিন্নের গুণ, ফলে তাঁহাকে অপরিচ্ছিন্নই মান্য করিতে হইবে, তিনি যে সরূপ, কি অরূপ ইহার কিছুই নির্দ্দেশ হয় না। যথা শ্রুতিঃ।

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূবঃ।
একস্তথাসর্ব্বভুতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ইতি

যেমন অগ্নি এক,কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ পাষণাদিতে নানারূপ হইয়াছেন, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অগ্নি হয়েন।

সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা এক হইয়াও রূপে রূপে অনেক রূপ হইয়াছেন।

ইহাতেও পরমেশ্বরকে সগুণ নির্গুণ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাতে ও বিভূতিতে বিশেষ মাত্র কিছু নাই, সর্ব্বত্রে সকল রূপেই তিনি উপাস্য হয়েন। এবং ভাগবতেও কহিয়াছেন। যথা।

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞান পথৈর্জনানাং যথাশয়ং দেহ
গতো বিভাতি। যথানিলং পার্থিব মাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনো রথং॥ ইতি ষষ্ঠে ৪ অং।

সেই ঈশ্বর আমার মনোভিলাষ সফল করুন, যিনি প্রাকৃত উপাসনা দ্বারা জনসকলের চিত্তানুরূপ বিবিধ রূপ বিশিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, যেমন এক বায়ু পৃথিবীর পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ইহাতেও তাঁহাকে সগুণ নির্গুণ কহিয়াছেন, সুতরাং "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ইতি" বচনের চরিতার্থ হইল, অর্থাৎ সাধকদিগের সাধ্য যতরূপ সকলই পরমেশ্বররূপ বলিতে হইবে? এবং মুণ্ডমালা তন্ত্রেও পার্ব্বতীকে শিব কহিয়াছেন। যথা

নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্য মহমেবচনির্গুণঃ।
যদৈব সগুণাত্বংহি সগুণোহং সদাশিবঃ।
সত্যংহি সগুণা দেবী সত্যংহি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণোমত॥ ইতি
সপ্তম পটলং।

প্রকৃতি নির্গুণা সত্য বটে, এবং আমিও নির্গুণ সত্য, যে কালে তুমি সগুণা হও সেকালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান হই। প্রকৃতি যে সগুণা ইহাও সত্য,শিব যে নির্গুণ ইহাও সত্য, কিন্তু উপাসকদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তে উভয়ই সগুণ রূপে কল্পিত হই।

এ প্রমাণে সগুণ নির্গুণ উভয় বিধই পরমেশ্বরকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা মায়াতীত উপাসনা কাণ্ডে শিবসংজ্ঞা গ্রহণ করতঃ তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব এস্থলে বলিবার এই মাত্র প্রয়োজন যে যেপরমেশ্বরের মায়ারূপা শক্তি, যিনি কেনেষিত উপনিষদে উমানামে বাচ্যা হইয়াছেন। যথা

তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয় মাজগাম বহু শোভামানা মুমাং
হৈমবতীং তাংহোবচ কিমেত দ্‌যক্ষমিতি ।। ২৫ ।।

যৎকালে অগ্নি বায়ু ব্রহ্মকে জানিতে গিয়া পরাজিত হন, এবং ইন্দ্রদেবরাজ গমন করাতে ব্রহ্ম অদর্শন হইলেন, তৎকালে সেই আকাশ মণ্ডলে বহু শোভমানা অর্থাৎ নানালঙ্করণোপেতা উমানামে একটী স্ত্রী আগমন করিলেন, যাঁহাকে হিমবৎ দুহিতা হৈমবতী বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লেখ করেন, তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, এই যক্ষ অর্থাৎ পূজ্য পুরুষ কে ।। ২৫ ।।

ইহাতে ইহাই ভাসমান হইল, যে ব্রহ্ম প্রকৃতি রূপে দেবরাজকে উপদেশ দিতে সরূপে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, নতুবা অন্যে ব্রহ্মের স্বরূপ কহিতে শক্তিমান নহেন,

সুতরাং এতৎশ্রুতি প্রমাণে প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম জানিয়া তন্ত্রাদিতে হরপার্ব্বতীকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই ব্যতীত বক্তা ও শ্রোত্রী হরপার্ব্বতী দেব দেবী দম্পতি রূপ নহেন।

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপ বৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্প শ্রুতা দ্বেদো মামযং প্রহরিষ্যতি। ইতিস্মৃতিঃ।
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।

ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বেদার্থের স্তাবকমাত্র, অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের বেদ প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হন। অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করতঃ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারকে স্পর্শ করিয়া পণ্ডিতাভিমানি হয়, তাহারা কখন বেদের স্বরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। পরিশেষে প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণে অশক্ত হইয়া তর্কদ্বারা অর্থবাদ সকলকেই যথার্থ বাদ জ্ঞান করিয়া অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে, ফলিতার্থ একালে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্রিয়া কলাপ দেব দেবীর উপাসনা বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বেদে যে অর্থবাদ আছে, তাহা ভগবান বাদরায়ণ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশৎ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। এতদ্গ্রন্থ অত্যন্ত প্রচলিত একারণ শ্লোক না লিখিয়া সঙ্কেত মাত্র করিলাম, পরম দয়ালু ঋষিগণেরা বেদার্থ বুঝাইবার জন্য উপন্যাস চ্ছলে পুরাণাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কালক্রমে হতভাগ্য জনেরা সেভাব গ্রহণ

করিতে না পারিয়া পুরাণাখ্যানকে যথার্থই উপন্যাস জ্ঞান করিতে বাধিত হইয়াছে। পরভাগ আগামী প্রকাশ হইবে।

## গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থ ব্যক্তিকে সুবুদ্ধি হইতে হয়, দুর্ব্বুদ্ধি হইলে তাহার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হয়, দুর্ব্বুদ্ধির নাম অসৎবুদ্ধি, অসদ্বুদ্ধির লাঞ্ছনা সর্ব্বত্রেই জানিবে। একারণ ধর্ম্ম শাস্ত্রে ধীকে দশ ধর্ম্মান্তর্গত ষষ্ঠ ধর্ম্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ধী শব্দের ব্যুৎপত্তি বিজ্ঞানেশ্বর করিয়াছেন। যথা।— (ধী র্হিতাহিত বিবেকইতি)। (শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং ধী রিতি কুল্লূকভট্টঃ)। (ধীর্বুদ্ধিরিত্যমরঃ) অতএব বিষয় বোধকাত্মিকা আত্মার যে শক্তি তাহাকেই ধী অর্থাৎ বুদ্ধি শব্দে উক্ত করা যায়। যদিও জীব মাত্রেই বুদ্ধি আছে বটে, তথাপি মনুষ্যের যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিই প্রকৃষ্টা মহা-ফলজনিকারূপে দেখা যায়, অন্যান্য জীবে সেরূপ বুদ্ধির উদয় হয় না। বুদ্ধি পদার্থে দোষ গুণ উভয়ই সংমিলিত আছে, কিন্তু মনুষ্যাধারে দোষ বিশিষ্টা বুদ্ধিকে সামান্যা বুদ্ধি বলে, সে বুদ্ধি প্রশংসনীয়া নহে। বুদ্ধির দোষগুণের প্রভেদ এই যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অহংকার ইত্যাদি যখন ন্যূনাতিরেক ভাবে চলে তখনি

দোষ গুণের উদয় বলা যায়, যথা গৃহস্থব্যক্তির স্বদারাতিরিক্ত পরদারোপভোগ, অর্থাৎ পরদারায় কাম, স্বদারে অকাম, দোষ হয়, অনপরাধে ক্রোধ, অপরাধে অক্রোধ দোষ হয়। অন্যায্য বস্তুতে লোভ, ন্যায্য বস্তুতে অলোভ দোষ হয়। মোহ, মহান্ধতা, মদ্য, ভ্রান্তি ও অহঙ্কার, গর্ব্ব। অর্থাৎ অনহঙ্কার বিষয়ে অহংকার, অহংকার বিষয়ে নিরহংকারতা ইহাও সংপুর্ণ দোষ। গুণ যথা। পরদারে অকাম, স্বদারে কাম। অপরাধে ক্রোধ, নিরপরাধে অক্রোধ, ন্যায্য দ্রব্যে লোভ, অন্যায্য দ্রব্যে অলোভ, অমোহান্ধতা, অভ্রান্তি, অগর্ব্বতা, অনহংকারতা ইত্যাদি গুণ হয়। উক্ত দোষাক্রান্ত বুদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি, গুণাক্রান্তা বুদ্ধিই সদ্বুদ্ধি হয়। বিশেষ এই যে, যাবৎ দুষ্টবুদ্ধির হ্রাস না হয়, তাবৎ সদ্বুদ্ধির উদয় হয় না। এই জন্য অসদ্বুদ্ধির মার্জ্জনা করণ, ও সদ্বুদ্ধির উদয় করণকে ধী রূপ মহাধর্ম্ম বলিয়াছেন। যেহেতু সুতীক্ষ্ণ মার্জ্জিত বুদ্ধি না হইলে কেহ কোন পদার্থের প্রকৃত অবস্থা জানিতে সক্ষম হয় না, বুদ্ধি শব্দের স্বরূপার্থ, " সর্ব্বভাব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরিতি ,, সমস্ত ভাব নিশ্চয় হয় যদ্দ্বারা তাহার নাম বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি, আর তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চয় যাহাতে হয়, তাহার নাম ধী। উভয় পক্ষেই বুদ্ধি সঞ্চালন ব্যতীত যথার্থ বিচারে কেহই সক্ষম হয় না। অতএব সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য এই যে সর্ব্বতঃ প্রকারে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাতে সদ্বুদ্ধির বৃদ্ধির নিমিত্ত অশেষরূপে সর্ব্বদা যত্নবান্ হন্। যথা। (বুদ্ধ্যাবুদ্ধিং প্রমার্জ্জয়েৎ) ইতি।

বুদ্ধিদ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জনা করিবেক। ইহার এক সুউপায় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। আদৌ প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থ সকলের সম্যক্ প্রকারে স্বরূপ জ্ঞানের অনুশীলন। দ্বিতীয় পরীক্ষা। অর্থাৎ তাহাতে প্রথম বিষয় এই যে ইন্দ্রিয় সংযোগে ভেদছয় প্রকার হয়, ইহার নাম ষট্ প্রত্যক্ষ। যথা। কর্ণে শব্দঃ, চর্ম্মেস্পর্শ, চক্ষুতে দর্শন, জিহ্বাতে রসাস্বাদন, নাসিকাতে গন্ধ, মনদ্বারা অনুমান, অর্থাৎ কেবল মনদ্বারাই সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। এবং সকল প্রাণির স্বাভাবিক তত্ত্বের ও অনুভব হয়। ইহার পর দ্বিতীয়দ্বারা পরীক্ষা, তাহা নানা প্রকার করণ কারণ মন্ত্রণা দ্বারা ও দ্রব্যের দ্রব্যান্তর সংযোগ জ্ঞানগম্যে নিষ্পত্তি হয়, এবং দ্রব্যাদির বিশেষ বিশেষ গুণ উপলব্ধি হয়। দ্বিতীয়, জ্যোতিষাদি গ্রন্থ পাঠদ্বারা দূর দেশস্থ ও মৃত মনুষ্যাদি জীবেরও অভিপ্রায় পরীক্ষা জ্ঞান হয়। এবং সম্যক্ পৃথিবী ভ্রমণ না করিয়াও পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ নানা পদার্থের গ্রহ হয়। আর সৃষ্ট্যাদি গত, আগত, অনাগত কালের এবং পূর্ব্বতন লোক সকলের অবস্থা বোধ হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ের প্রাগুক্ত অপক্ষপাতি সুপণ্ডিতদিগের রচিত পুস্তক প্রতি দৃষ্টিপাত রাখিয়া বুদ্ধি সঞ্চালন দ্বারা বোধ করিতে হইবে, বুদ্ধি ও গ্রন্থ, এই উভয়কেই শ্রেষ্ঠত্বে পরিগ্রহ করিতে হয়। তৃতীয়, বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান লোকের উপদেশ, আর কার্য্য কৌশল দর্শন, অর্থাৎ প্রাজ্ঞ লোকের

বাক্য, ও উত্তম রীতির, এবং সাধুদিগের সদ্ব্যবহারের অনুদর্শন দ্বারা অসদ্বুদ্ধির মার্জ্জনা হইয়া অনেক প্রকার সৎজ্ঞান লাভ হয়। তদ্রূপ অসৎ লোকের অবিজ্ঞতা মূলক অসদ্ব্যবহার অর্থাৎ লোক বিড়ম্বনা, ও তাহাদিগের অসৎক্রিয়া, আর তৎতৎ ক্রিয়াদির উদ্ভব ফল দৃষ্টে বুদ্ধি মার্জ্জন বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দর্শি হইতে পারা যায় চতুর্থ। সাধু. সজ্জন, বিজ্ঞতম লোকের সঙ্গ, ও তদালাপ, তাহাতে অনুভূত পদার্থের বিচাররূপে দৃঢ় সংস্কার হয়, এবং সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদ, ওপরকীয় বুদ্ধির বিশেষ ফল লাভ হয়। পঞ্চম। ধ্যান ও মনন, তাহাতে আত্ম-শিক্ষিত বিষয়, ও অনুভূত পদার্থ সকলের অশেষ বিশেষ নিশ্চয়তা, ও পারিপাট্য গ্রহ, এবং সদসৎ বিবেচনায় নৈপুণ্য লাভ হয়। এই রূপ সমস্ত প্রকারে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধির নিপুণতা বৃদ্ধি হইলে লোক সকল সকলবিষয়েই কৃত কার্য্য ও ঐহিক এবং পারত্রিক ফল সাধনে সমর্থ হয়। সুতরাং বুদ্ধি পদার্থকে মহাধর্ম্ম স্বরূপে জ্ঞান গম্য করিয়া ঋষিরা দশধর্ম্মের মধ্যে প্রাধান্যরূপে ধৃত করিয়াছেন। পরম সুখের কারণ যে জ্ঞান, তাহা এরূপ নির্ম্মল বুদ্ধি না হইলে উদয় হয় না। পূর্ব্বোক্ত সাধনোপায় ব্যতিরেকে দোষাসক্ত বুদ্ধির প্রভা নিরাস হয় না, এবং উজ্জ্বল ও নির্ম্মল বুদ্ধি না হইলেও মোক্ষ পদবীতে ও গৃহস্থ ধর্ম্মে সভ্য পদবীতে অধ্যারূঢ় হইতে পারে না, অতএব মানব জন্মের সফলতা সাধন জন্য তাবৎ ব্যক্তিকেই এই বিষয়ে সতত সচেষ্ট ও

সতর্ক এবং অনুসন্ধায়ী থাকা অতিশয় কর্ত্তব্য। যেমন আপন আপন বিষয়ে জন সকলের নিপুণতা হইবার অত্যাবশ্যক, সেইরূপ অন্যান্য জন সকলকেও সাধ্যানুসারে নিপুণ করা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম, ইহাও এক মনুষ্যদিগের পরোপকাররূপ পরম ধর্ম্ম হয়। যেমন এই ধর্ম্মরূপা বুদ্ধি সাধনে পঞ্চোপায় কথিত হইয়াছে, সেইরূপ বুদ্ধি সাধন বাধকরূপে পঞ্চ পদার্থও নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথম অনুচিত লজ্জা, অর্থাৎ যে কোন পদার্থ জানিতে পারে না, তাহা অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে জানিতে লজ্জা বোধ করিলে, সেই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। দ্বিতীয়, অপমান শঙ্কা, অর্থাৎ মনে করে যে আমি এ বিষয় জানিনা বটে, কিন্তু অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে অন্য লোকে জানিবে যে আমি ইহা জানি না, তাহা হইলে আমার গৌরবের হানি হইবেক। ফলিতার্থ ঐ দোষে সে ব্যক্তি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত চিরকালই লোকসমাজে অপমানিত থাকে। তৃতীয়।

অলসো মন্দবুদ্ধিশ্চ সুখীচ ব্যাধিপীড়িতঃ।
নিদ্রালুঃ কামুকশ্চৈব ষড়েতে শাস্ত্রবর্জ্জিতা ইতি।

অলস অর্থাৎ আলস্যযুক্ত ব্যক্তি, মন্দবুদ্ধি, বুদ্ধি মোটা বা অসদ্বুদ্ধি, সুখাভিলাষী, ব্যাধি পীড়িতব্যক্তি, নিদ্রালু-জন, এবং কামুক, অর্থাৎ অত্যন্ত স্ত্রী সংসক্ত ব্যক্তি, এই ছয়প্রকার দোষে ব্যক্তি সকল বিদ্যা বর্জ্জিত হয়, অর্থাৎ শাস্ত্র চিন্তায় অযোগ্য হয়। চতুর্থঃ। কিংক্ষণতা। তাহার

এই লক্ষণ যে, যে কোন শিক্ষা যোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, তখন ভাবে যে এক্ষণ ইহা না শিক্ষা করিলাম, কালান্তরে শিক্ষা করিব, এরূপে সকল সময়ই গত হয় আর শিক্ষা করা হয় না। যথা।

কিংক্ষণস্য কুতোবিদ্যা কিংবটস্য কুতোধনং।
কিংক্ষণস্যেতি মুর্খত্বং কিংবটস্য দরিদ্রতাং। ইতি।

অতএব কিংক্ষণ ব্যক্তির বিদ্যা কোথা, আর কিং বটের ধনই বা কোথায় হয়। অর্থাৎ কিংক্ষণের মূর্খত্ব, ও কিং-বটের দরিদ্রত্বই লাভ হইয়া থাকে। সংপ্রতি কিংক্ষণের অর্থ হইয়াছে, কিংবটের লক্ষণ বলা হয় নাই। কিংবট শব্দে অন্যায্য ব্যয়ী, অথবা ভক্ষণোপযোগী ব্যয় আহরণ হইলেই ক্ষান্ত থাকে, আর সহস্র লাভ হইলেও তাহাতে যত্নবান হয় না, এখন যাহা পাইলাম তাহাই ভাল, পরে কার্য্যকালে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিব, কিন্তু লাভের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, আর তাদৃক লাভ হয় না, সুতরাং সঞ্চিত বস্তু বন্ধকাদি দিয়া খাইতে হয়, কোনকালে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না ঋণের পরিণামে দুঃখী হইয়া পড়ে।

পঞ্চম পণ্ডিতাভিমান্। ইহা মহান্ এক দোষ, অর্থাৎ যে পদার্থের স্বরূপতা জানে না, কিন্তু সমাজের বলিয়া বেড়ায়, আমি ইহার সকলি জানি, আর জানিবার আব-শ্যক কি? এই দোষে সেই ব্যক্তির সকল বিষয়েই পদার্থ জ্ঞান জানিবার বুদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা এককালেই নাশ পায়, এবং সেই হতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি চিরকালই অজ্ঞানাবস্থাতে অবস্থান

করে, কোনকালেই সে কিছু জানিতে পারে না, মনুষ্য সম্বন্ধে এ দোষ অতি মহাদোষ, ইহা সম্যক্ রূপে অচিকিৎস্য হয়।

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

(ততঃ কৃতার্থোস্মীতি) আমি কৃতার্থ হইলাম বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিবে। অনন্তর চরণামৃত পান মন্ত্রং। যথা।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তি নাশন।
সর্ব্বপাপ প্রশমনপাদোদকং প্রযচ্ছমে॥

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাবাহো! হে ভক্ত পীড়াপহারক! হে সর্ব্বপাপ বিনাশক! আমাকে ভবপাদোদক প্রদান করহ। এই মন্ত্রপড়িয়া পান করতঃ শেষ ভাগ এই মন্ত্র পড়িয়া স্বমস্তকে স্পর্শ করিবেক। যথা।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পুণ্যং শিরসাধারয়াম্যহং॥

অকাল মৃত্যু নিবারণ, সমস্ত প্রকার ব্যাধি প্রনাশন, মহাপুণ্য প্রদ বিষ্ণু পাদোদক আমি মস্তকে ধারণ করিলাম ইহা বলিয়া মস্তকোপরি চরণামৃত ধারণ করিবেক।

শালগ্রাম চরণোদক ধারণ ফল।

অকাল মৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
শালগ্রাম শিলাতোয়ং যোভিষেক সমাচরেৎ॥ ইতি।
পাদ্মে।

যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার স্নান জলে আত্মাভিষেক করে, তাহার অকাল মৃত্যু হয় না, সর্ব্বরোগ বিনাশন হয়।

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲

শিবসংহিতা..... ১৲

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲

সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাঞ্জনহিতার্থায নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোরম।

৫৬ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩০ অগ্রহায়ণ।

## পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

বুদ্ধিযুক্তি ও প্রমাণদ্বারা নিশ্চয় করিয়া এক প্রকার চতুর্যুগের অবস্থা লিখিতেছি, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নোয়ার সময়ের জল প্লাবনের যে রূপ কথা তাঁহাদিগের পুরাবৃত্তে লিখিয়া দিয়াছেন, সে সর্ব্ব দেশ সম্মত যে জল প্লাবন এমত কহা যায় না, পুরাণ সঙ্গত বৈবস্বত মনুর সময়ে যে অকা-

লিক জলপ্লাবনের প্রস্তাব তাহাই যথার্থ সম্ভব পর হয়, এই ভারতবর্ষের পশ্চিম উত্তর ভাগে এক এক সময় এক একবার জল প্লাবন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন বারের এক জলপ্লাবন নোয়ার সময়ের জলপ্লাবন সম্ভব পর হইতে পারে, নতুবা সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবনের পর যে সিন্ধুনদীর পশ্চিমে বৃহন্নৌকাস্থাপিতের কথা, আর য়িহুদী, বাবিলন্, মিসর, এবং গ্রীক দেশ বাসিরা প্রথম তথায় বসতি করিয়াছিল, যাহা নবীন সভ্য মিশনরি মার্সমেন সাহেব স্বকৃত "ইণ্ডিয়া হিষ্টরি" পুস্তকে লিখিয়াছেন, সে কথা আমাদিগের দেশজাত বিচক্ষণ জনগণের কোন মতেই বিশ্বাসের যোগ্য নহে। অর্থাৎ সেই সময় যে এই সৃষ্টির প্রথম, ইহা কোন পণ্ডিতেই সঙ্গত বোধ করিবেন না। যেহেতু ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি ঋষিগণেরা সে সময়ের অনেককাল পূর্ব্বে পুরাবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন, এবং তদবধি এক একজনপণ্ডিত এক এক প্রকার ইতিহাস পুস্তকও লিখিয়া আসিয়াছেন, অতএব তত্তৎ দেশেই সৃষ্টির প্রথমে যদি লোকের বসতি হইত, তবে সংস্কৃত শাস্ত্র পুরাণাদির বা অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থের কোন স্থানে না কোন স্থানে তাহার উল্লেখ অবশ্যই থাকিত, বরং সে সমস্ত স্থানে যে রূপে প্রথম বসতি হয়, এবং চন্দ্র বংশীয় হিন্দু রাজারাও তদ্দেশে যে সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণাদিতে বিশেষ রূপ লিখিত আছে, অপর আধুনিক তিন চারি সহস্র বৎসর মগধদেশীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজারাও সর্ব্বদেশ বিখ্যাত চক্রবর্ত্তী ছিল, ইহা সপ্রমাণার্থে

'হিষ্টরি আব গ্রীশের,, শাসন দিতেছি, যাহা শ্রেষ্টকল্পে ইউরোপাদিদেশের পুরাবৃত্ত রূপে পরিগ্রহীত আছে, অর্থাৎ তাঁহারা গ্রীকদেশীয় ইতিহাস ব্যতীত অন্যকে পুরা-বৃত্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ঐ হিষ্টরীতে তাঁহা দিগের পূজ্যা দেবতা বৃহস্পতি, তাঁহাকে "যুপিটর,, বলেন, অতএব হিন্দুদিগের ন্যায় দেব দেবী পুজা ইউরোপীয় আদি সভ্যদিগের নিয়তই ছিল। অপর সংস্কৃত শাস্ত্রের এবং পুরাণাদি শাস্ত্র অন্যান্য দেশীয় শাস্ত্রাপেক্ষা যে অতি প্রাচীন, একথা সপ্রমাণ করিতে অন্য দৃষ্টান্ত দিবার আর কোন প্রয়োজন নাই, সুসভ্য মার্সমেন সাহেব ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। যে, পৃথিবীতে হিন্দুদিগের ভাষা-পেক্ষা উজ্জ্বলাভাষা ছিল না, এবং হিন্দু শাস্ত্রও সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রাচীন বটে, অতএব বিচক্ষণেরা বিবেচনা করুন্ না কেন, যখন মার্সমেন সাহেব নানাবিধ দেশীয় পুরাবৃত্তানু-সন্ধান দ্বারা স্বীয় জ্ঞান গম্য করিয়াছেন, যে হিন্দু জাতি অতি প্রাচীন, হিন্দুশাস্ত্র সকল শাস্ত্র হইতে প্রাচীন, তখন হিন্দু শাস্ত্রে যাহা প্রাচীন কালের কথা লেখা আছে,তাহাকে এখনই বা স্বীকার না করেন কেন, এবং না মান্য করাতেই বা উক্ত সভ্যকে কি বলিতে হয় তাহা বিচক্ষণরাই বলিবেন? য়িহুদী জাতি প্রভৃতি হইতে হিন্দু লোকের বসতি ও সাম্রাজ্য যে প্রাচীন একথা এখন কি জন্যই বা না কহেন। ইহাতে এই বোধ করিতে হইবে যে তিনি এক্ষণে যে পথকে অবলম্বন করিয়াছেন, সে পথের ব্যাঘাত জন্মিবার ভয়েই হিন্দু পুর-।

বৃত্তকে যথার্থ বলিয়া বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ করিয়াছেন, এ জন্য সুসভ্য হইয়াও পক্ষপাত দোষকে কণ্ঠভূষণ করিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহার বৃথা বাগাড়ম্বরির এখানে এই অভিপ্রায়মাত্র ব্যাখ্যা করিলাম।

হিন্দুদিগের পুরাণে অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা আছে বলিয়া যদি অপ্রমাণ্য করিয়া থাকেন, তবে পুরাণাপেক্ষা অনেক প্রকার অদ্ভুত বর্ণনা বিশিষ্ট বাইবেল প্রভৃতি তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক, সে সমুদয়কে অগ্রে পরিত্যাগ করিলে পর পুরাণাদিকে ত্যাগ করিবার কল্পনা করিতে হয়, যেহেতু অসঙ্গত শত শত অদ্ভুত বৃত্তান্ত মণ্ডিত বাইবেল, অতএব সুশান্ত আস্তিকদিগকে ইহা যুক্তি সঙ্গত বোধ করিতে হইবে যে অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনাই ধর্ম্ম স্থাপনার মূল হয়, যদি ঈশ্বরীয় কার্য্য অলৌকিক না হইয়া সামান্য মানবের কার্য্যের ন্যায় সঙ্গত হইবে, তবে মনুষ্যাপেক্ষা ঈশ্বরের অসাধারণ ক্ষমতার দৃষ্টান্ত আর কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং পুরাণ ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত, তাহাতে অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবশ্যই থাকিতে পারে এবং মার্সমন সাহেব আরো এক আশ্চর্য্য পক্ষপাতের কথা লিখিয়াছেন। যে "হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত ইতিহাসাদি যেমন অযথার্থ বর্ণনা, এথেন্স, বাবিলন, চীন এবং বর্ম্মাদিগের ইতিহাসও তদ্রূপ অযথার্থ, উক্ত বিবরণ কেবল কাব্যের নিমিত্ত মিথ্যা রচনা বাস্তবিক সত্য নহে, কেবল য়িহুদী লোকের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত ইতিহাস ব্যতীত ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান শকের দুই সহস্র অষ্টশত বৎস-

রের অধিক পূর্ব্বের কোন প্রাচীন জাতীয়দিগের যথার্থ ইতিহাস নাই ,, যদ্যপি মার্শমেন সাহেবের মতে কোন ইতিহাসই যথার্থ হইল না, তবে তিনি কোন্ বিশেষণ দ্বারা জানিয়াছেন যে য়িহুদীদিগের ইতিহাস যথার্থ,তিনি কি জলপ্লাবনকালে নোয়ার অর্ণবযানে অধ্যারূঢ় থাকিয়া সচরাচর জগৎকে অবলোকন করিয়াছিলেন? অতএব আমরা মার্সমেন সাহেবকে যথার্থ আস্তিক বলিয়া এককালে গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ করি, একথায় তাঁহার বাইবেলেও যে বিশ্বাস আছে এমত বোধ হয় না! তবে হিন্দুদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করণাশয়ে একটা অলীক ধর্ম্ম পথকে বিস্তৃত করিয়া প্ররোচনা দিবার নিমিত্ত যদি বাইবেলকে যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মৌখিক বক্তৃতা মাত্র করিয়া থাকেন তবে বলা যায় না, যখন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন যেহিন্দুরা জগদীশ্বরের প্রথম প্রজা অতি প্রাচীন, তাহাদিগের শাস্ত্র অতি প্রাচীন, তখন কিয়ৎকালের পরেই অর্ব্বাচীন বলায় তাঁহারি অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ হইয়াছে, প্রাচীন শাস্ত্রকে যথার্থ পুরাবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে অবশ্যই হইবে,ইহা বলপূর্ব্বক কহিতে পারা যায়। এ অনুভব করা সঙ্গত যে মার্শমেন সাহেব যে পথাবলম্বী আছেন, সে পথে য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে সংশয় করিলে তাঁহার কোন মতে পরিত্রাণ নাই, এক কালিন জীবিকা বিষয়েরও অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, সুতরাং অগত্যে বাইবেলকে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া মানিতেই হইবে?।

পূর্ব্ব কালে সংস্কৃত ভাষাই প্রচলিতা ছিল, ইহাকে সর্ব্ব

জাতীয়েরাই প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করে, সুতরাং হিন্দু দিগকে সকলের প্রাচীন বলিতে হইবে, কেননা লোক প্রচলিত প্রচার ব্যতিরেকে ভাষার নাম হয় না। এবং মনুষ্যেরা লিখিবার পূর্ব্বে মাতা পিতার মুখ নির্গতা কথাই শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু সংস্কৃতভাষা অতি কঠিন শব্দ সহসা বোধ হয় না, এজন্য বোধ হয় এভাষা অতি পূর্ব্বকালের সুসভ্য পণ্ডিতদিগের ব্যবহারীয় ছিল, এবং দেবতারাই শুদ্ধরূপে এ ভাষা ব্যবহার করিতে সক্ষম। এই হেতু সংস্কৃতের নাম পবিত্র ভাষা দেববাণী বলিয়া বিখ্যাতা আছে। সামান্য অসুর প্রভৃতি অবিদ্বান্ অসভ্য লোক ঐ সংস্কৃত শব্দস্থ বর্ণ সকলের মধ্যে কোথাও কোন বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর অর্থাৎ এক বর্ণের স্থলে আর বর্ণ যোগ করাতে, কোথাও বা বিলোপেতে কোন বর্ণ ত্যাগ করাতে, কোন২ স্থানে আদেশাগম লোপের মধ্যে দুই তিন শব্দ একত্র করাতে, যে শব্দ হইয়াছে, তাহার নাম (তদ্ভ) অর্থাৎ ঐ বাক্য সংস্কৃত শব্দ জন্য বলিয়া থাকে, একারণ বোধ হইতেছে যে পৃথিবীস্থ তাবৎ দেশভাষার মূল সংস্কৃত ভাষা অনুমান সিদ্ধ বটে, যেহেতু গ্রীশ, রোমাদি সকল দেশের ভাষার মধ্যে মধ্যে এখনও অবিকল সংস্কৃত ভাষা প্রচলন আছে, বিশেষতঃ জ্যোতিষ গ্রন্থ যেখানে যত থাকুক্ কিন্তু তত্তাবতে ভূরিশঃ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিতা রহিয়াছে। এবং এ কথাও সম্ভাব্য যে, যে জাতিরা অতি পূর্ব্বকালে অত্যন্ত অসভ্য ছিল, কেবল বন মধ্যেই বাস করিত, তাহাদিগের সম্বন্ধে

বিদ্যা অতি দূরে অবস্থিতা ছিলেন, সুতরাং তাহারাই পবিত্র ভাষাতে অনেক প্রকার অপভাষা মিশ্রিতা করিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, যে ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে রোম ও গ্রীশপ্রভৃতি যেসকল দেশে প্রথম বিদ্যাভ্যাসের প্রথা প্রচলিতা হয়, সেই সকল ভাষার মধ্যে প্রায়ই অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিতা আছে, এপ্রসঙ্গে আরও এক আশ্চর্য্য প্রমাণ দর্শাইতেছি, অল্পকাল গত কলিকাতার টাক্‌শালের কর্ত্তা শ্রীযুত ডক্‌তর উইলসন সাহেব গ্রীশ দেশীয় অতি প্রাচীন একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অনেকানেক হিন্দু, মোসলমান, ও ইউরোপীয়ানদিগের সাক্ষাতে তাহার অঙ্কিত অক্ষরাবৃত্তি করিলেন, তাহাতে অঙ্কিত যে শব্দ ছিল, তৎসমুদয়ই সংস্কৃত শব্দ, অতএব অনুমান করাযায় যে গ্রীশাদিদেশ পূর্ব্বে হিন্দুরাজাদিগের শাসনে ছিল, এবং তদ্দেশে সংস্কৃতভাষাই আদরণীয় রূপে প্রচলতা ছিল, তদ্ভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় যে এককালিন নিতান্ত সংস্কৃত ভাষা মিশ্রিতা নাই এমতও নহে। বরং ইহাই বোধ হয় যে এক্ষণকার পণ্ডিত মহাশয়েরা সংস্কৃত ভাষার সকল ভাগ বুঝিতে পারেন না, এজন্য অনেক শব্দকে ভিন্ন দেশীয় বিজাতীয় ভাষা বলিয়া মনে করেন, তাহার প্রমাণ অধুনা বেদের ভাষা অর্থ করিতে অনেকেই অক্ষম, মহাভারত ইতিহাস, পুরাণ, আগমাদি শাস্ত্র বেদব্যাস ও মহাকাল্প দ্বাপরাদি যুগে মনুষ্যের বুদ্ধি, বিদ্যা, আয়ু, অল্প দৃষ্টে বেদার্থ সুগম বোধের নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন,

তাহাও এক্ষণে সকলে বুঝিতে না পারিয়া কত কত শব্দকে আর্ষ বা মহাকাল প্রণীত বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকেন। যে রূপ ইউরোপাদি দেশে কেবল মাতৃ ভাষায় রচিতা বিদ্যা গ্রন্থাকারে প্রচলিতা আছে, কালক্রমে এদেশেও বুঝি সেই রূপ দেশীয় ভাষায় রচিত সমুদয় পুস্তক প্রচলিত থাকিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। কেননা হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত যে আদরণীয় রূপে গ্রাহ্য হইবে এ সময় এমত প্রত্যাশা করিতে সাহস হয় না।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

অরে বৎস! জ্ঞানাভিমানিন্! সকল পুরাণ ও সকল সংহিতা এবং ইতিহাসাদি শাস্ত্রের স্থানে স্থানে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ আছে, তাহাতে যে দেবমূর্ত্তি সকল ব্রহ্মরূপ নহে, এমন কথার কোথাও উক্তি নাই। সেই সকল শাস্ত্রের উল্লেখ করিতে হইলে বহুকাল ক্ষেপ হয় এবং বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য, এবিধায় কয়েক খানি গ্রন্থের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় তবে তত্তৎগ্রন্থের সেই স্থান পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিহ। যথা

ব্রহ্ম পুরাণের উত্তর ভাগে যোগ, সাঙ্খ্য ব্রহ্মবাদ কথনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে। পদ্মপুরাণের চতুর্থ খণ্ড পাতাল খণ্ডে শিবগীতা কথনেও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ আছে। বিষ্ণু-

পুরাণে প্রথম ভাগের ষষ্ঠাংশে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিয়ছেন। বায়ুপুরাণে উত্তরভাগে শিবসংহিতায়ও ব্রহ্মপোসনার বিধি দিয়াছেন। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে বেদশাখা প্রকথনে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ও গণেশখণ্ডে হরপার্ব্বতী সংবাদে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আছে। নারদীয়পুরাণে পূর্ব্ব ভাগের দ্বিতীয়পাদে মোক্ষধর্ম্ম কথনে মোক্ষোপায় নিরূপণ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাংখ্য যোগোপদেশে ব্রহ্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। অগ্নি পুরাণে যোগশাস্ত্র কথন প্রসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে তৃতীয়পর্ব্বে, মোক্ষবিষয়ে বিষ্ণু মাহাত্ম্য কথনে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের উল্লেখ আছে। বরাহপুরাণে পূর্ব্বভাগে রুদ্রগীতায় ব্রহ্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের দ্বিতীয় বৈষ্ণবখণ্ডে মোক্ষসাধন প্রস্তাবে মন্ত্রোক্ত নানাযোগ নিরূপণে এবং তৃতীয় ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশোপলক্ষে ও জ্ঞানযোগাখ্যানে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ কহিয়াছেন। বামনপুরাণে দ্বিতীয় উত্তরভাগে মাহেশ্বরীসংহিতায়, ভগবতীসংহিতায়, সৌরীসংহিতায়, এবং গাণেশ্বরী সংহিতায় ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ কথিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণে উত্তরভাগে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মাহাত্ম্য কথনে, ও পূর্ব্ব ভাগে বেদ শাখা প্রণয়নে দ্বিতীয় উত্তরভাগে ঐশ্বরীগীতায়, ব্যাসগীতায়, ব্রাহ্মীসংহিতায় এবং ভগবতীসংহিতায়ও ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ আছে। গরুড়পুরাণের

প্রথম পূর্ব্বখণ্ডে, যোগ, বেদান্ত, সাংখ্য, সিদ্ধান্তশাস্ত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, গীতাসার কথনে, এবং দ্বিতীয় উত্তরখণ্ডে আত্যন্তিক প্রলয়কথনেও ব্রহ্মতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অন্ত্যভাগে উপসংহারপাদে মনোময় পুরুষাখ্যানে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম বর্ণনা আছে, রাম হৃদয়ে অধ্যাত্ম রামায়ণে রামগীতায়ও ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহাভারত্যাখ্য ইতিহাসের ভীষ্মপর্ব্বে ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিতে অপেক্ষা করেন নাই। মহাভাগবতে ভগবতীগীতায় এবং বাল্মীকি কৃত যোগবাশিষ্ঠের সাকল্যে যে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ আছে। সেই আখ্যান সকল অতি আশ্চর্য্য রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং অষ্টাবক্রসংহিতা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা, প্রভৃতিতে সকল স্থানেই যোগোপদেশার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, বেদমূলক মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এবং প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে প্রায়শ্চিত্তোপদেশ প্রকরণে, এই মনুবাক্য ধৃত হইয়াছে।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মংবেদ নেতরঃ। ইতি॥

বেদাধিকারিজনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মীমাংসাদ্বারা বেদ এবং স্মৃত্যাদির অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মকে জানে, তদিতর অপর ব্যক্তি জানে না।

ইহাতে স্মৃতি সংগ্রহকার আধুনিক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই রূপে ঐ বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ঋষিজুষ্টাৎ আর্ষং বেদং ধর্ম্মোপদেশং তন্মূলং স্মৃত্যাদিকং যস্তদবিরুদ্ধেন তর্কেণ মীমাংসাদিনা অনুসন্ধত্তে,' বিচারয়তি সধর্ম্মং বেদ জানাতি, নতু মীমাংসানভিজ্ঞঃ।" ঋষিসকলের যুক্তবাক্যকে আর্ষ বলে, তাহাকেই ধর্ম্মোপদেশ জানিয়া বেদমূল স্মৃতিশাস্ত্রাদিকে তাহার অবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা অনুসন্ধান যে করে, অর্থাৎ বিচার করে, সেই সকল ধর্ম্ম জানে, মীমাংসা অনভিজ্ঞজনে ধর্ম্মকে জানিতে পারে না। উক্ত প্রকরণে ধৃত দ্বিতীয় বচনং। যথা।

ধর্ম্মেপ্রমীয়মাণেহি বেদেন করুণাত্মনা।
ইতিকর্ত্তব্যতা ভাগং মীমাংসা পুরয়িষ্যতি॥

"মীমাংসা বেদবিচারঃ সাচকর্ম্মব্রহ্মভেদাৎ জৈমিনি বাদরায়ণ প্রণীতা দ্বিবিধা"

করুণাত্মা বেদদ্বারা ধর্ম্মপ্রকটিত হইলে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা ভাগকে মীমাংসা পুরণ করেন, সেই মীমাংসা দুই প্রকার, জৈমিনি প্রণীত কর্ম্ম মীমাংসা, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড। বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মমীমাংসা, অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড।—এতদ্ভিন্ন মনুর প্রথমাধ্যায়ে টীকাকার কুল্লূকভট্ট লেখেন। যে "শ্রুত্যুপগ্রহাচ্চ বেদমূলকতয়া প্রামাণ্যং"। মনুবাক্যের যে প্রামাণ্য সে কেবল শ্রুতিমূলক হেতু। এবং বৃহস্পতি সংহিতাতেও লিখিয়াছেন। যথা "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং

হি মনোঃ স্মৃতিঃ,, বেদার্থ নিবন্ধকতাপ্রযুক্ত মনুপ্রাধান্যরূপে গণ্য হইয়াছেন। ইত্যাদি। অনন্তর তন্ত্রশাস্ত্রও বেদমূলক, তাহা তন্ত্রেই কহিয়াছেন। যথা

নবেদঃপ্রণবংত্যক্ত্বা মন্ত্রোবেদসমন্বিতঃ।
তস্মাৎবেদপরোমন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ। ইতি।

মেরুতন্ত্রং।

প্রণবপরিত্যাগ করিলে বেদের বেদত্ব রহিত হয়, এবং মন্ত্র সকলের উৎপত্তি বেদহইতে, অতএব সম্যক্ মন্ত্রই বেদপর, অর্থাৎ বেদপরায়ণ, আগমও বেদের অঙ্গ, এই হেতু মন্ত্র সকল বেদের অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে। এবঞ্চ। নিরুত্তর তন্ত্রে। "আগমঃ পঞ্চমোবেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ। ইতি),, আগম পঞ্চমবেদ, কৌলাচার পঞ্চমাশ্রম হয়। রে বৎস! তন্ত্রে যেসকল নামরূপ বিশিষ্ট পরমেশ্বরমূর্ত্তির উপাসনার বিধান আছে, সে সমুদায়ের প্রমাণ পুরাণে ও সংহিতাতে এবং বেদেও আছে, অর্থাৎ অথর্ব্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণে আঙ্গিরসী শৌনকীয় শ্রুতিতে প্রত্যঙ্গিরা কল্পে ভদ্রকালীর আরাধনা স্পষ্টরূপে অনুশাসন করিয়াছেন। অতঃপর দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি ও ব্রহ্মতা অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া পশ্চাৎ কহিতেছি।

# গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থদিগের কোন বিষয়ে ব্যগ্র হওয়া কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ সংসারধর্ম্মে সময়ে সময়ে আপদ সম্পদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে ব্যাকুলিত চিত্তে উতলা হইবে না, ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ আপনাকে শান্তাবস্থায় রাখিলে অনেক শুভ হয়, অর্থাৎ যেমন আপৎকালে আপদোত্থান হইলে ব্যাকুল না হইয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় করিবে, সেইরূপ সম্পৎকালেও উদ্ধত না হইয়া তদ্রক্ষণে যত্নপর হইবে, উভয় বিষয়ে অব্যাকুলতাকে ধৃতি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, ধৃতিরনামধৈর্য্য, ইহাকে দশধর্ম্মান্তর্গত সপ্তমধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত করেন। যথা।

ধৃতি রিষ্টবিয়োগানিষ্টপ্রাপ্তৌ প্রচলিতচিত্তস্য যথা
পূর্ব্বমবস্থাপন মিতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ।

বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে অভিলষিত বিষয় বিয়োগানিষ্ট প্রাপ্তিতে প্রচলিত চিত্তের ব্যাকুলতা নিবারণের নাম ধৃতিঃ। "সন্তোষো ধৃতিরিতি কুল্লূকভট্টঃ,, কুল্লূকভট্ট সন্তোষকে ধৃতি বলেন। ধৃতিঃ সুখমিতি হেমচন্দ্র,, ধৃতিকে সুখ বলিয়া হেমচন্দ্র উক্ত করিয়াছেন। "ধৃতির্ধারণ ধৈর্য্যয়োরিত্যমর,, ধারণ, ও ধৈর্য্যকে অমর ধৃতি কহিয়াছেন। "ধৃতিস্তুষ্টির্ধারণং ধৈর্য্যমিতি মেদিনী,, মেদিনীতে ধৃতিকে তুষ্টি, ধারণ, ধৈর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্থিরচিত্তোন্নতির্যাতু তদ্ধৈর্য্য মিতিকীর্ত্ত্যতে। ইতি।
উজ্জ্বলনীলমণিঃ॥

স্থিরচিত্তোন্নতি যে তাহাকেই ধৈর্য্য বলে, অর্থাৎ কিছুতেই চিত্ত চঞ্চল না হইলেই তাহাকে ধৈর্য্য কহা যায়, এই ধৃতিকে পরিরক্ষণ না করিলে ক্ষমাগুণকে লাভ করা যায় না। কুল্লূকভট্ট ক্ষমার লক্ষণ কহিয়াছেন, যে কেহ অপকার করিলেও তাহার প্রতি অপকার না করণের নাম ক্ষমা। ফলিতার্থ ধৃতি ক্ষমাকে পক্ষান্তরে একপ্রকৃতি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন দুঃখজনক অপ্রিয় ঘটনা হইলে, ধৈর্য্যাবলম্বনে বা ক্ষমারূপে তাদৃশ দুঃখ সহ্যকরণ, এবং চিত্তের বৈকুল্য না হওন ধৃতিধর্ম্ম হয়। যাহার শরীরে ধৃতি নাই, অর্থাৎ ক্ষমা ধৈর্য্য নাই, সেব্যক্তির শোক, মোহ, ভ্রান্তি, অস্থৈর্য্যাদি অবস্থা প্রাপ্তে মতিচ্ছন্ন, জ্ঞানলোপ, এবং সংসারচ্ছেদ, শরীর নাশ হয়। এবিবেচনায় মন্বাদি স্মৃতিকারেরা ধৃতি ও ক্ষমাকে ধর্ম্ম বলিয়া তাহার গৌরব মান্য করিয়াছেন, বিশেষতঃ ধৃতিধর্ম্মের মাহাত্ম্য, গৌরব ও পুণ্যজনকতা প্রত্যক্ষেওদেখিতে পাওয়া যায়,ইহসংসারে অধৈর্য্যবানব্যক্তির এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অর্ব্বাচীন মহান্ধজনগণেরা এই ধৃতিধর্ম্মের মহিমা দেখিয়াও দেখে না, তাহারা ব্যাকুলিত চিত্তে সতত অযুক্ত কার্য্যে কালক্ষেপণ করে। জজ্জন্য তাহাদিগের ইহকাল ও পরকাল উভয়কালই নষ্ট হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে লোভ মোহাদির আবশ্যকতা

কিছুই নাই, যেহেতু এই জগতে ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন পদার্থেরই স্থিরতা নাই, সকল পদার্থই অনিত্য, প্রত্যেকের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানেও বোধগম্য হইতেছে। পরন্তু তাবৎ বস্তুই পরমেশ্বরাধিষ্ঠানে পরমাণু আদির সংযোগ ক্রমে উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাহারা যেমন সংযোগানুসারে পরস্পর উৎপন্ন হয়, তেমনি সমবায়ি কারণের পরস্পর বিশ্লেষা বিভাগরূপে নাশ পায়, ইহাতে কাহারই কোনমতে একাবস্থা সম্ভব নয়। প্রতিক্ষণেই প্রতি পদার্থের বিকার বৈলক্ষণ্য হইতেছে, দেখ জীবের বাল্য, যৌবন, জরা তিন অবস্থা এক নহে, অথচ এক আত্মায় আশ্রয়ে শরীরস্থ পদার্থ সকলের নিবৃত্তি পরিবর্ত্তের দ্বারা শরীরের সকল অবস্থার ভাবকে উদয় করে, এই প্রকার স্বাস্থ ও রোগ সমাগম, এবং বিয়োগাদি সমস্ত কার্য্যই কারণ বশতঃ অনবরত ঘটিতেছে, ইহাতে লোকের শোক মোহাদি দ্বারা সুসার কি আছে?। ভগবৎগীতায় ভগবান্ পণ্ডিত লক্ষণে অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন। যথা।

গতাসুনগতা সুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতা ইতি

হে অর্জ্জুন! মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদিগকে পণ্ডিতেরা অনুশোচন করেন না। অপর ত্রিতাপ যাহাকে বলা যায়, সে এই সংসারে প্রকৃতিস্থ বিষয়, তাহার অতিক্রম করিয়া কোন ব্যক্তি ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না, ত্রিতাপের বিবরণ এই যে আদৌ শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি, বজ্র, প্লাবন

ইত্যাদি ঘটিত যে দুঃখ হয় তাহাকে আধিদৈবিক তাপ কহে, যেহেতু চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী ইত্যাদি দেবতা হইতে তাহার উদ্ভাবন হয়॥ ১॥ দ্বিতীয়, কীট, সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লূকাদি, চৌর, দস্যু, রাজাদি ভূতপ্রাণি কর্ত্তৃক যে উৎপাত ও দুঃখ ঘটনা হয়, তাহার নাম আদিভৌতিক তাপ, কেন না, ভূতশব্দে প্রাণী বুঝায়, সেই ভূত হইতে সেই দুঃখাদি হয়॥ ২ তৃতীয়। রোগ, শোক, আদি যে দুঃখ তাহাকে অধ্যাত্মিক তাপ কহে, কেন না আত্মা শব্দে দেহ কি মন, ইহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয়॥ ৩॥ এই তিন দোষে দোষী যে সংসার তাহাতে কোন জীব দুঃখভোগ না করিয়াই বাঁচে না। অতএব নিশ্চয় এই যে শান্তভাবেই হউক্ বা অশান্তভাবেই হউক্ জীব সকলকে দুঃখভার সহিতেই হয়, বিশেষতঃ মনুষ্য জাতির মধ্যে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এবং কদর্য্য স্বভাবানুসারে স্বজাতীয়ের প্রতি যে অন্যায় ও অত্যাচার ঘটিয়া থাকে তাহা অন্যান্য পশুজাতীয়াদির অপেক্ষা আধিক্য ও ভয়ানক বোধ হয়। দেখ গোমহিষাদি কোন গোমহিষাদির প্রতি বিরোধী হইলেও দলবদ্ধ হইয়া একের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহার বাসস্থানে গিয়া তাহার তৃণাদি সম্পত্তি হরণ করিয়া আনেনা, কিন্তু মনুষ্যজাতীর স্বভাব অতি বিরুদ্ধ, যদি কোন সদ্গৃহস্থ আপন পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়া পরিবারাদি লইয়া দিনপাত করিতেছে, ইহা দেখিয়া অনেক দুষ্ট লোক একত্র হইয়া তাহার উপর আক্রমণ করিয়া ছলে

কৌশলে বা ডাকাইতি করিয়া থাকে, অন্যে অনেক প্রকার বিপদেও ফেলিবার চেষ্টা করে, ইত্যাদি ঘোরতর কাণ্ডসকল অধীরতায় হয় অর্থাৎ ধৃতি না থাকাতেই ঘটে, সুতরাং বিশেষরূপে দুঃখসহিষ্ণুতার গুণগ্রহণ করাই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। নতুবা ক্ষণেং দুঃখভোগ জন্য উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলে কখনই কেহ স্থির থাকিতে পারে না। দুঃখহীন দেশ বা কাল অতি দুর্ল্লভ, সুতরাং দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হওয়াই উচিত, উদ্বেগে অশান্তচিত্তাবস্থাতে লোকের ঐহিক ও পারলৌকিক ফলসাধনের নিয়ত ব্যাঘাত হয়। ইহাতে স্থির করা যায়, যেমন সুখানুসন্ধান সর্ব্বজনাভিলষিত, তেমন অপ্রতিহত দুঃখ সহিষ্ণুতাও বিধেয়, যদ্যপি দুঃখের দুরীকরণার্থ উদ্যোগ কর্ত্তব্যই বটে, তথাপি সুখদুঃখ উভয়েতেই ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্টের কারণতা মাত্র দেখা যায়। যথা

অনীপ্সিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাং।
সুখান্যপি তথামন্যে দৈবমত্রাতি রিচ্যতে॥

যেমন দেহধারী মাত্রের অপ্রার্থনীয় দুঃখ সকল আপনিই ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ সুখ সকলও আপনি ঘটে, ইহাতে দৈব অর্থাৎ অদৃষ্টই ইহারকারণ মান্য করিতে হয়। অন্যচ্চ।

জীবিতং বাপি মৃত্যুর্ব্বা নচাস্ত্যাত্ম বশং ক্বচিৎ। ইতি।

কোন স্থানেই জীবন ও মৃত্যু আপনার বশ নহে। তবে সুখে কামনা, ও দুঃখে অনিচ্ছা অর্থাৎ দুঃখ দুরীকরণে যত্ন

জীবের স্বতঃ সিদ্ধ ব্যাপার, যেহেতু আত্মার সংসার বাসনার এই মর্ম্ম, নতুবা জগৎ সংসার এরূপ হইত না। এই সকল বিবেচনাতে দৃঢ়তর বোধ হয় যে ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য ও ক্ষমা গুণ মহাধর্ম্ম, এবং ধৈর্য্য ও ক্ষমাবান ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর কৃপা করেন, আর এই জগতে ঈশ্বর বিনা অন্যের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সহিষ্ণুতা, ও ক্ষমা করিলে সেই মহা তপস্যা হয়। আরো দেখ, যে সকল অবোধ লোকেরা সদনুষ্ঠানের অর্থাৎ ব্রতোপবাসাদির নিয়ম গ্রহণের অল্প ক্লেশ সহিষ্ণুতা করিতে বিরক্ত হয়, কিন্তু তাহারা তাহা হইতে সাংসারিক কত কত প্রকার ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই, তথাচ সদনুষ্ঠান জন্য ক্লেশকে অসহ্য বোধ করে ইহার কারণও দৈব।

প্রতিবাসি ও জ্ঞাতি বা অন্য কোন লোকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রথম এক কথাকে তুচ্ছ বলিয়া সহ্যগুণে ত্যাগ করিলে উত্তরকালে আর কোন উৎপাৎ থাকে না, যদি তাহা না সহ্য করে তবে ঐ কথার উত্তর প্রত্যুত্তরজন্য বিরোধ ও বিষম্বাদ উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষেরই কত প্রকারে ধন নাশ হইয়া যায়, এবং কত ক্লেশ ও কত অপমান বিড়ম্বনাই বা না ঘটে, পরিশেষে সর্ব্বস্বান্তও হইয়া যায়। যাহারা ক্ষুদ্রজাতি অল্পক্ষণ কৃষিকার্য্যাদিতে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অনায়াস লভ্যজ্ঞানে চৌর্য্যাদি করে, পরে তজ্জন্য রাজদণ্ডাদি তাড়নার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং

কারাবরুদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল পরাধীনে পরিশ্রমে ও রৌদ্র বৃষ্টি বাতাদিতে নানা ক্লেশ ভোগে কাল কাটাইতে হয়। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বনে ও ক্ষমাগুণে যে কি ফলোদয় হয় ইহা কিঞ্চিৎ গম্য করিলে স্বচক্ষুতেই বিলক্ষণ দেখা যাইতে পারে। যদি বল এত জ্বালা ভোগে গৃহেই বা থাকিবার আবশ্যক কি? নারদাদির ন্যায় উদাসীনহইলে কিম্বা অরণ্য বাস করিলেতো এত উৎপাৎ থাকে না। উত্তর।—সংসার বাসনাশূন্য নারদাদির কথা স্বতন্ত্র, জীবন্মুক্তদিগের গৃহস্থাবস্থাতেও কোন উদ্বেগ নাই, যেহেতু তাহাদিগের রাগনিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন সংসার প্রবাহ সাতনা বোধে গৃহস্থাশ্রম কঠিন জ্ঞান করিয়া যে কোন ভ্রান্তে ঐরূপ প্রলাপ করেন, ও পরামর্শ দেন, সে কোন সিদ্ধান্ত পক্ষে ধর্ম্মরূপে পাকা কথা নহে। কেননা বনেও উদাসীনদিগকে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শীত বাত রৌদ্র বৃষ্ট্যাদিতে নানা ক্লেশ অগত্যা ভোগ করিতে হয়, তদপেক্ষা গৃহস্থাবস্থাতে তত জ্বালা নাই, যদি উদ্বেগ সত্ত্বেও অনুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্যাবলম্বী হয়। যাহার কোন উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই তাহার ধৈর্য্যের কি প্রয়োজন? যথা।

সবিঘ্নো বিঘ্নহেতুং যঃ পরিভূয় প্রবর্ত্ততে।
তন্মহত্ত্বঞ্চ তপসাং ধীরতাচ তপস্বিনাং।
ইদমেব মহদ্ধৈর্য্যং যদ্বিঘ্নো নহি বিঘ্নয়েৎ। ইতি॥

কালিকাপুরাণং।

বিঘ্নের সহিত থাকিয়া বিঘ্নের কারণকে পরাভব করিয়া যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই তপস্যার মহত্ত্ব, এবং তপস্বি দিগের ধীরতা। আর বিঘ্ন হইয়াও কোন উদ্বেগ জন্মাইতে যে না পারে, সেই মহা ধৈর্য্যগুণ, যদি বল তবে সংসারি ব্যক্তি কি পরকর্ত্তৃক অপকারেও ক্ষমা ও ধৈর্য্যাবলম্বনে বৃক্ষ শিলাদির ন্যায় জড়বৎ নিস্পন্দ হইয়া থাকিবেক, তাহা হইলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কখনই হইতে পারে না। উত্তর। পরামর্শসিদ্ধ যে রাগাদিবিষয় গৃহস্থের প্রতি তাহার অনাদর নাই বরং তাহাও সংসারের অনুকূল হয়, এরূপ ন্যায্য রাগাদি গৃহস্থের সর্ব্ব থাকিলে দোষ হয়। যথা।

সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ যতিনামেব ভূষণং।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু গৃহিণা মেব দূষণং। ইতি॥

শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান করণ যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের ভূষণস্বরূপ শোভাকর হয়, গৃহিদিগের অপরাধির প্রতি সে ভাব দোষের নিমিত্ত জানিবে।

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

### শালগ্রাম চরণোদকধারণফল।

সস্নাতঃ সর্ব্ব তীর্থেষু সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
পীত্বা শীর্ষে ধারয়েদ্যো বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি॥

যে জন শালগ্রাম চরণোদক পান করিয়া স্বমস্তকে অব-

শিষ্ট জল ধারণ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থ স্নান ফল হয়, এবং সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয় এবং দেহাবসানে বিষ্ণুলোকে তাহার বাস লাভ হয়।

অনন্তর কৃষ্ণারাধনার ফল।

হৃদিরূপং মুখেনাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ। ইতি।
বৃহন্নারদীয়ে বীরমিত্রোদয়েচ।

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের রূপ হৃদয়ে চিন্তা করে, মুখে নাম সংকীর্ত্তন করে, বিষ্ণুপ্রসাদি নৈবেদ্য উদরস্থ করে, আর শ্রীকৃষ্ণ চরণামৃত এবং কৃষ্ণনির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করে, সে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণই হয়, অর্থাৎ তাহার তন্ময়তা লাভ হয়।

মৃত্যুকালেতু যস্যাস্যে দীয়তে পাদয়োর্জ্জলং।
অপি পাপ সমাচারঃ স গচ্ছেদ্বিষ্ণুমব্যয়ং॥

মৃত্যুকালে যে ব্যক্তির মুখে শ্রীকৃষ্ণপাদোদক প্রদান করে, সে ব্যক্তি মহাপাপাচারী হইলেও পরমাত্মা, পরমধামস্বরূপ সেই বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয়।

তোয়ঞ্চ তুলসীঞ্চৈব চন্দনং দ্বিজমস্তকং।
ঘণ্টা ঋচা শিলা তাম্রং নবভিশ্চরণোদকং॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি জল, আর নির্ম্মাল্য তুলসী পত্র, অনুলেপন প্রসাদি চন্দন, ও পদ্ম, ও বিষ্ণুগৃহে ঘণ্টাবাদ্য, পুরুষসূক্ত

মন্ত্রপাঠ, কৃষ্ণশিলাপূজা, তাম্রাসন প্রদান, এবং চরণোদক পান ও ধারণ যে করে, হে দ্বিজ, সে সাক্ষাৎ বিষ্ণুই হয়।

শালগ্রাম শিলাতোয় মপীত্বা যস্তু মস্তকে।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে। ইতি॥

বশিষ্ঠ সংহিতা।

শালগ্রাম শিলার স্নানজল পান না করিয়া যে মস্তকে অগ্রে প্রক্ষেপণ করে, সে সাক্ষাৎ ব্রহ্মঘাতী হয়, ইহা শাস্ত্রে নিগদিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘ নাশনং।
তদৈবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু নিপাতনাৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত পানে কোটিজন্মকৃত পাপসমূহ বিনাশ হয়, কিন্তু যদি এক বিন্দু ভূমিতলে নিক্ষেপ করে, তবে তাহার উক্ত পাপের অষ্টগুণ পাপ হয়।

বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ।
বিরুদ্ধ মাচরন্মোহা দাত্মহা সনিগদ্যতে॥

বিষ্ণুপাদোদক পানের পূর্ব্ব বিপ্রপাদোদক পান করিবে, ইহার বিরুদ্ধাচারে যদি অগ্রে বিপ্রপাদোদক পান না করিয়া বিষ্ণুপাদোদক পান করে, তবে সেই ব্যক্তি আত্মঘাতীর তুল্য পাতকী হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

পৃথিব্যাং যানিতীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি পদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥

পৃথিবী মধ্যে যত তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ সাগরে এবং সাগরে যে সকল তীর্থ, সেই সকল তীর্থ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ চরণে অবস্থিতি করে।

বিষ্ণুপাদোদক প্রদানমন্ত্র।

বৎসতুভ্যং ময়াদত্তং পিবশেষং পরামৃতং।
সর্ব্বদা সুখদং দেব জয়ন্দেহি রিপুন্দহ॥

হে বৎস! আমি তোমাকে পরমামৃত তুল্য বিষ্ণুপাদোদক প্রদান করিতেছি, তুমি এই মন্ত্র বলিয়া পান কর, হে দেব! আমি তোমার চরণামৃত পান করি, আমাকে জয় প্রদান কর, এবং আমার রিপুকুলকে দগ্ধ কর।

নৈবেদ্য ভক্ষণ মন্ত্র।

উচ্ছিষ্ট ভোজনস্যাস্য বয়মুচ্ছিষ্টকাংক্ষিণঃ।
যেন নীল বরাহেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ॥

আমরা ভগবানের উচ্ছিষ্টাকাঙ্ক্ষী, উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, যিনি পৃথিবী উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন, সেই নীল বরাহকর্ত্তৃক তদুচ্ছিষ্ট ভোজনে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্তিফল উক্ত হইয়াছে।

ইতি প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারে শালগ্রাম পূজার ক্রম কথিত হইল।

## বিজ্ঞাপনা।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲

শিবসংহিতা..... ১৲

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲

সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।৹

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত..... ১৲

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজ্ঞনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ক্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

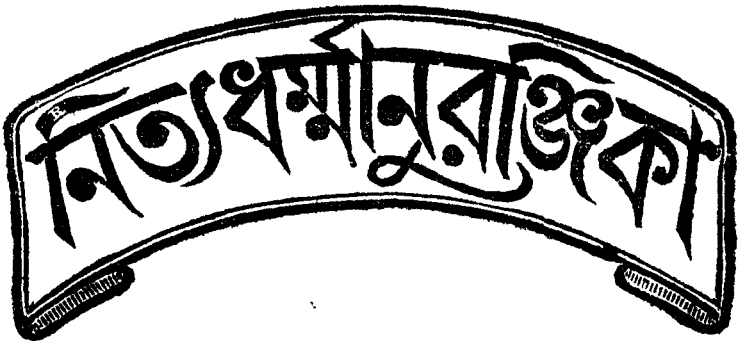


একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৫৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ২৯ পৌষ ।

## পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি ইউরোপীয় পণ্ডিত গণেরা ভারতবর্ষের সীমা নিরূপণ বিষয়ে, ভূগোল এবং খগোল বৃত্তান্তানুসারে যাহা কহেন তৎসমুদয় বাস্তবিক সংপূর্ণরূপ সত্য বোধ হয় না, যেহেতু আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা " অবিতর্ক্য মিদং জগদিতি " কহিয়াছেন, অর্থাৎ এই জগৎ বিতর্কের বিষয়

নহে, যে যতদূর দর্শন করে, সে তাহাই বলিতে পারে, কিতর্ক করিয়া মনুষ্যেরা তৎসমুদয়ের নিরূপণ করিতে পারেনা, তবে যদি কেহ বাচালতা করিয়া এমত কহেন, যে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের বর্ণনা সত্য নহে, সে অসঙ্গত, কেননা কেবল একালে কিসকলেই বুদ্ধিমান হইয়াছে,আগে কি কেহ বুদ্ধিমান ছিলনা, চিরকালই এদেশের লোককি সকলই নির্ব্বোধ,মিথ্যা বাক্য রচিত পুস্তকে সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে এক২ জন দিক্‌দ্বিরদ তুল্য রাজা ছিলেন, তাঁহারাও সমুদ্রমেখলা ধরণীকে পরিপালন করিয়া আসিয়াছেন,তাহারা কি এই মিথ্যা কাণ্ডের পরিগ্রহ করিতে পারেননাই, কেবল আধুনিক সভ্য ইউরোপাদি দেশের অর্ব্বাচীন কয়েক জন মনুষ্যই কি প্রজ্ঞাবান হইয়া উঠিয়াছেন, যে তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাকেই যথার্থ বলিয়া মানিতে হইবে, এক্ষণে যেমন কাল সেইমতই এই বাচালতা হইয়া থাকে,কলে ঋষিগণেরা যাহা কহিয়াছেন তাহাই সত্য, কেবল অজ্ঞতা প্রযুক্ত নবযুবকেরা বুঝিতে না পারিয়া মিথ্যা বলিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রে ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বতপর্য্যন্ত কহেন। অপর দিক্‌ত্রয়েসমুদ্র বেষ্টিত, ঐ হিমালয় পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্রকে অবগাহন করিয়া পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিম অন্ত্যসীমা পর্য্যন্ত গিয়াছেন। যথা কুমার সম্ভবে কালিদাস, "প্রাক্‌পশ্চিম স্তোয়নিধিং বিগাহ্য স্থিতঃপৃথিব্যা মিবমান দণ্ডঃ। হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ ইত্যাদি" পৃথীর মানদণ্ড স্বরূপ হিমালয় নাম পর্ব্বত রাজ পৃথিবীর প্রাক্‌ পশ্চিম অন্ত্যসীমা পর্য্যন্ত আক্র-

মণ করতঃ সংস্থিত আছেন। ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয় দক্ষিণ কিরাতভুন যবন ম্লেচ্ছাদি ও কুমারি খণ্ডাদি অর্থাৎ হিন্দুস্থানাদি যত দেশ আছে, সে সমুদয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে গণ্য, কেবল যে হিন্দুস্থানকে বিজাতীয়েরা ভারতবর্ষ বলেন, সে অসৎ। এই ভারতাখ্যবর্ষের মর্য্যাদা পর্ব্বত হিমলয় তৎশৃঙ্গ বা তন্মধ্যস্থ ভূভাগ নিবাসি মাত্রকেই ভারবর্ষীয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, এবং এই ভারতবর্ষের দক্ষিণাদিক্রমে দিক-ত্রয়ে সমুদ্রমধ্যে যে নয়টি প্রধান উপদ্বীপ, ও তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্রং যে সকল উপদ্বীপ আছে সেসকলকেও ভারত ভূমি বলিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন। যথা " ভারতাখ্যস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়। ইন্দুদ্বীপ কসিরুমান্নিত্যাদি ,, এই ভারতাখ্যবর্ষের নবভেদে ঈন্দুদ্বীপ প্রভৃতি উপদ্বীপ সকল শ্রবণ করহ, ইত্যাদি প্রমাণে ইংলণ্ড, লঙ্কা মালাকাদিকেও ভারতবর্ষ বলেন, ইহা পরে ভূগোল বৃত্তান্ত কথন প্রস্তাবে ব্যক্ত করিয়া লিখিব। ফলিতার্থ সর্ব্বশাস্ত্রেই পৃথিবীকে গোলাকার কহিয়াছেন। সূর্য্য সিদ্ধান্তে কদম্ব কুসুমাকৃতি, পুরাণাদিতে অণ্ডাকার গন্ধগুণময়ী, শ্রুতিতে কপিত্থ ফলবৎ বিশ্বমিতি কহিয়াছেন,। কিন্তু মনু পুত্র প্রিয়ব্রত রাজা যে সপ্ত খণ্ডে বিভাগ করিয়া সপ্ত পুত্রকে দেন, সেই সমস্ত খণ্ড সহিত সসাগরা ধরণী, ঐ খণ্ডের নাম সপ্ত দ্বীপ, তন্নিমিত্ত সপ্ত দ্বীপবতী মেদিনী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম উপদ্বীপ। উক্ত সপ্তদ্বীপকে মহাদ্বীপ বলিয়া খ্যাত করাযায়, তাহাদিগের নাম। যথা—" জম্বু শাল্মলি প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চোথ পুষ্করঃ শাকদ্বীপ ই-

ত্যাদি,, জম্বূদ্বীপ, শাল্মলি দ্বীপ, প্লক্ষ দ্বীপ কুশ দ্বীপ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, শাকদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ ইতি। প্রথম জম্বূদ্বীপ মহারাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্রপ্রাপ্ত হন। আগ্নীধ্ররাজার নয় সন্তান, ঐ জম্বূদ্বীপকে নয় খণ্ড করেন, এবং আপনাদিগের স্বস্বনামে ঐ নয়খণ্ডের নামদিয়া বর্ষসংজ্ঞায় উক্ত করেন, এই জম্বূদ্বীপ কুষ্মাণ্ড ফলাকার গোল কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, " দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং ইতি,, দক্ষিণ উত্তর কিঞ্চিৎ নিম্ন হয়। তাহার মধ্যেই বর্ষবিভাগ,। দক্ষিণোত্তরে তিনতিন ছয় বর্ষ, মধ্যে ক্রমে পুর্ব্ব পশ্চিমাবধি তিনবর্ষ এই নয় বর্ষের নাম। দক্ষিণে নাভিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ,। উত্তরে রম্যকবর্ষ, হিরন্ময় বর্ষ, কুরুবর্ষ,। পুর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ, মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ, পশ্চিমে কেতমালবর্ষ, এই নববর্ষের প্রত্যেকেই একএক মর্য্যাদা পর্ব্বত আছে, নাভিবর্ষের মর্য্যাদা গিরি হিমালয় পুর্ব্ব পশ্চিম জম্বুদ্বীপ সীমা পর্য্যন্ত প্রাচীরবৎ বিচ্ছেদ, সুতরাং ইহাতে তীর্ব্বত অর্থাৎ থিবেট রুষিয়া প্রভৃতি যত দেশ সে সকলই হিমালয় মধ্যে পতিত হইয়াছে। যেহেতু হিমালয় উলংঘন করিবার ক্ষমতা কাহার নাই, হিমালয় শব্দের অর্থ, হিমের আলয়, এবিধায় যে যে দেশে হিমাধিক্য, সেইসেই দেশকে হিমালয় মধ্যস্থিত কহিতে হইবে,এই নাভিরাজার পৌত্রভরত,একারণ এবর্ষের নাম পরিবর্ত্ত হইয়া ভরত রাজার শাসন কালাবধি ভারতবর্ষ বলিয়া খ্যাত হয়। অন্যান্য বর্ষের সীমা এক্ষণে আর কহিবনা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

এই বর্ত্তমান কলি অতি অল্পদিন হইল বিজাতীয় " মাগ-

লেন,, সাহেব স্পানিয়া দেশ হইতে পুর্ব্বাভিমুখে গমন করতঃ বৃহন্মৌকার মুখ না ফিরাইয়া পুনর্ব্বার যে স্বদেশে আসিয়াছিলেন একথা যদিও সত্য হয়, তথাপি তদ্দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর ব্যাস নিরূপণ হওয়া বোধ করা যায়না। ইহাতে কেবল ভারতবর্ষের ব্যাস নিরূপণ হইয়াছিল বোধগম্য হয়, এবর্ষেরও নিম্নোর্দ্ধভাগ ব্যাপিয়া সমুদ্র রহিয়াছে, সুতরাং ঊর্দ্ধভাগে আসিয়া নিম্নভাগ দিয়া স্বদেশে গিয়া থাকিবেন, তাহাতে জাহাজের মুখ ফিরাইবার আবশ্যক ছিলনা, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পুর্ব্ব পশ্চিম ব্যাসের নিশ্চয় হয়,। তদ্ভিন্ন কোন কালে কোন নাবিকই উত্তর হইতে দক্ষিণ বা দক্ষিণ হইতে উত্তর নৌকার মুখ নাফিরাইয়া যাইতে পারেন নাই, উত্তর দক্ষিণ দিকে যে কত দেশ আছে বা না আছে তাহার নিশ্চয় কহিতে কেহই পারেন না, এবং ঐ পর্য্যন্ত ইউরোপীয়ান দেশ পর্য্যটক্ কোন ব্যক্তি হইতে ইহা স্থির হয় নাই, তবে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণানুমানে ছায়া দ্বারা আনুমানিক বিষয়কে নিশ্চয় জ্ঞান করা যায়না, তাঁহারা অতিউদ্ধে,সমান ছায়া সর্ব্বত্রে পাত হয়না, কখন গোল, কোন সময় দীর্ঘ কখন স্থূল কখন বা সূক্ষ্মরূপে ছায়াপাত হয়। তদ্দ্বারা পৃথিবীর গোলতা নিশ্চয় করিতে পারি, কিন্তু সর্ব্বত্র পর্য্যটনের কথায় বিশ্বাস করা যায়না, অগম্য স্থানের স্থূল দর্শন কদাপি সম্ভব কিন্তু গমন করা সম্ভব পর হয়না। এবং পৃথিবীর মাপ দ্বারা সামান্য লোকে যে পরিমাণ করিয়াছে, ইহা যুক্তি সঙ্গত হয়না, বস্তুতঃ যে কোন ব্যক্তি যদি অন্য হইতে অধিক দূর পর্য্যটন

করে, সে ব্যক্তি অদৃষ্ট দেশের বিষয়কে দৃষ্ট বৎ মিথ্যারূপ সজ্জা করিয়া বর্ণন দ্বারা নানাস্থানে গল্প করিয়া থাকে, সেই প্রমাণে আধুনিক দেশ দর্শক দিগের বাক্যকে প্রমাণ করিতে পারিনা, তাহারও এই প্রমাণ, প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ইউরোপীয়ান দিগ্‌দর্শক ব্যক্তিরা অগ্রে পৃথিবীর ব্যাস যে পরিমাণে লিখিয়াছিলেন, পরে আমেরিকা ভূমি প্রাপ্তে তাহা হইতে এখন অধিক পরিমাণ করেন, ইহার পর অন্য কোন স্থান প্রকাশ হইলে পুনর্ব্বার অন্য প্রকার পরিমাণ করিতে অবশ্যই পারিবেন। অতএব পরমেশ্বর কৃত বিষয়ের উপর সামান্য লোকে অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি বলিয়া অজ্ঞ লোকের নিকট আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া দম্ভ করা প্রধান অজ্ঞতা, এবং প্রাচীন শাস্ত্রকে মিথ্যা রচনা, প্রাচীন পণ্ডিত দিগকে মিথ্যাবাদী বলায় কেবল পামরতাই প্রকাশ করা হয়, বস্তুতঃ জগৎ অবিতর্ক্য পদার্থ, অস্মদাদির এদেশের পূর্ব্ববৎ রাজার অভাবেই সকল অভাব হইয়াছে, বিশেষতঃ এবিষয়ের শাস্ত্রাভাব হইয়ায়াছে, কদাচিৎ শাস্ত্র প্রাপ্তেও তদালোচনা করিবার পাত্র প্রায় নাই, এবং দেশ দর্শক উপযুক্ত পাত্রেরও অভাব হইয়াছে, এবিধায় ইহারা দম্ভ করিয়া সকল বিষয়ের কথা বলিতে সঙ্কুচিত হয়, তন্নিমিত্ত অল্প দর্শী সামান্য জনে যে যাহা বলুক, ফলে সম্যক্ পৃথিবীর পরিমাণ করা সামান্য নরের সাধ্যাতীত, ইহা নিশ্চয়ই অবধারিত আছে।

ইউরোপীয় পণ্ডীতেরা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া শাস্ত্র সংগ্রহ দ্বারা পরিশ্রমে ভূগোল সম্বন্ধে আনুমানিক যে স্থির

করিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা, ইহা বলিয়া যদি কেহ আক্ষেপ করেন। উত্তর। তাহা সাব্যস্ত রাখিলেও অস্মদাদির ইতিহাস গ্রন্থের কোন ব্যাঘাত নাই। আমরা শাস্ত্রসিদ্ধ ভারতবর্ষের পরিমাণ জ্ঞাত আছি, তাহারদিগের মতে সিন্ধু নদীর পুর্ব্বতট অবধি পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ সমুদ্রকূলপর্য্যন্ত ভূমিকে ভারতবর্ষ তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশকে অদ্য আট বর্ষ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারিনা, যেহেতু এক বর্ষের লোক অন্য বর্ষে অনায়াসে যাইতে পারেনা, ইহাতে ইংলণ্ডাদি কোন্ দেশ আছে, যে আমরা অব্যাজে গতিবিধি করিতে পারিনা, কেননা ভারতবর্ষের উত্তর প্রাচীরবৎ হিমালয় পর্ব্বত, তিনদিগে সমুদ্র একারণ অগম্য, একথা রক্ষার সঙ্গতি কি? যদি বল জলযানে আগমনের বাধা কি? উত্তর বাধা আছে, হিমসাগরও বর্ষ বিচ্ছেদক, সেই হিম জলে নৌকার গতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রমাণ "কুক সাহেবের পুস্তক" তিনি জাহাজ লইয়া উত্তরে যাইতে পারেননাই, বরফে তাঁহার জাহাজের গতিরোধ হইয়াছিল, একারণ তিনি কহিয়াছেন "অন্নোন পাট" অর্থাৎ আমি আর উত্তরে গিয়া অন্যাংশ কিছুই দেখিতে পারিলাম না, ইহাতে বিবেচনা করহ যে, সেই হিম পার হইয়া গেলে পর অন্য বর্ষের দর্শন হয়, সুরতাং অস্মদাদির গমন শক্তি যতদূর পর্য্যন্ত আছে, সে সমুদয়ই ভারতবর্ষ, ইতিহাস দ্বারা সাব্যস্থ করিয়াছেন যে ইউরোপ, এফ্রিকা, আমেরিকা, এসিয়া প্রভৃতি সমুদয় দেশ সহিত এই ভারতবর্ষ হয়। শ্রীমার্সমেন সাহেব হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ জন্য

সুষ্ঠু তর্ক দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, " পৃথিবীর ব্যাস এবং সুমেরুপর্ব্বতের পরিমাণ ইংরাজ লোকের নির্ণীতাপেক্ষা পুরাণাদিতে অধিক লেখেন,, উত্তর, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত এই প্রস্তাব দ্বারা মীমাংসা হইল যে, শেষোক্ত সুমেরু পর্ব্বতের বিষয়ে পৃথিবী অপেক্ষা পরিমাণে অধিক লিখিত বলিয়া যে ছল ধরিয়াছেন, সে তাঁহারই সংপুর্ণ ভ্রম, যেহেতু জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুমেরু এবং কুমেরু এই পর্ব্বত দ্বয় পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর ও সর্ব্বদক্ষিণ কেন্দ্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কীলক স্বরূপ আছে কহেন। সুতরাং সুমেরুকে ও কুমেরুকে দীর্ঘ বলা সম্ভব। এক্ষণে পৃথিবীর বিচার করিতে হইলে পুরাবৃত্ত লিখনের অনেক ব্যাঘাত হয়, এবিবেচনায় এ প্রসঙ্গকে স্থগিত রাখিয়া যথার্থরূপে প্রকৃত সংকল্পিত বিষয়ের প্রস্তাব লিখিতেছি।

পুরাকালে বেদোদিত সনাতন ধর্ম্মই সর্ব্বদেশের ধর্ম্ম ছিল, ইহা অনুমান সিদ্ধ। হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্বত্রে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য, যেহেতু সর্ব্বদেশের পুর্ব্বাচরিত ধর্ম্ম দৃষ্টে বোধ হয়, সে-সকল ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিরূপ, অদ্যাপিও অনেকানেক দেশে তাহার প্রবাহ বহিতেছে, জনাকয়েক ইউরোপীয়ান এক্ষণে ত্যাগ করিয়াছে, এইমাত্র। দেবদেবী মূর্ত্তি পুজা, ও গ্রহ যাগাদি, এবং অগ্নিহোত্র কর্ম্মাদি হিন্দুদিগের মতই করিত, অপর শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিও করিত, এখনও আলেক জেণ্ড্রের হোমীয় বেদী ও যজ্ঞস্থল গ্রীক দেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কেবল কয়েক বৎসর হইল জুডেষ ক্রাইষ্ট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ তাহার লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে,

আমাদিগের এদেশেও মৃত রাম মোহন রায়ও সেইমত অনেককে ধারণ করাইয়াছেন। ফলিতার্থ প্রাচীন কালের সভ্য জাতি মাত্রেই বেদের আলোচনা ও বেদেরমতে উপাসনা এবং লোক যাত্রা ক্রিয়া কলাপ নিত্য নৈমিত্তক কর্ম্মকাণ্ড সম্পন্ন করিতেন, এই ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ভাগে যাহা তৎকালে বনময় ছিল, তাহাতে কতক গুলি ভ্রষ্ট ধর্ম্মী সঙ্কর জাতী, ম্লেচ্ছ, যবন বাস করিত, তাহারা সকলে ধর্ম্ম বহিষ্কৃত স্বেচ্ছাচারী ছিল, তাহাদিগের বৃত্তান্ত পশ্চাৎ রাজবৃত্তান্তে কথনের মধ্যে উল্লেখিত হইবে, এবং ইউরোপীয় বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ ইহাতে উল্লেখ করা যাইবে, তাহাতে অনেক কথার উত্থিত হইবেক। তদ্দেশে জল প্লাবনের পর যখন পুনর্ব্বসতি হয়, তৎকালের লোকেরাও এই বেদোদিত ধর্ম্মানুযায়িক সকল ব্যবহাহার করিয়াছিলেন।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞাণীর প্রশ্ন। হে ভগবন্! আপনার আজ্ঞা মত পৌত্তলিক উপাসনা অবিধেয় বোধ হয়না, অর্থাৎ যাবৎ সর্ব্বত্রে ভগবদ্ভাবোদয় নাহইবে তাবৎ প্রতিমা পুজা কর্ত্তব্য, কিন্তু শাস্ত্রে যেরূপ ভাব বলিয়াছেন, সে ভাবের উদয় হওয়া অতি কঠিন, সুতরাং প্রতিমা পুজার বিধির অন্যথা করা যায়না, যাহাহউক, দশমাহা বিদ্যা বিষয়ের স্বরূপার্থ কি? ইহাদিগের রূপ সকল একপ্রকার নহে, আমরা যথার্থ বলিয়া বি-

শ্বাস করিতে পারিনা, যেহেতু অসঙ্গত ক্রিয়া প্রতি বিশ্বাস হইবার বিষয় নহে। ফলিতার্থ যদি প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম স্বীকারে দ্বৈতমত স্থাপনা করাই বিধেয় হয়, তবে এক পুরুষও একা প্রকৃতিরূপ হইলেই সুন্দর উপাসনার কার্য্য সাধকের আয়ত্ত হইত, নানারূপে কেবল চিত্ত ব্যামোহ যুক্ত হয়, এই মাত্র?

পরমহং সের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্! তুমি যে কথা কহিলে একথা লইয়া গ্রন্থকার প্রাচীন ঋষিগণেরা কি আপত্তি করেন নাই? এমত নহে, এই ব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্মময়, ইহার কিছুই অলীক পদার্থ নয়, তবে বুদ্ধির পরিপাক ভিন্ন ব্রহ্ম বলিয়া ভাব উপস্থিত হয়না, "হরগৌর্য্যাত্মকং জগৎ,, এই জগৎ হরগৌর্য্যাত্মক হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম ইত্যর্থে পুরুষ প্রকৃতিরূপ জগৎ হয়, যথা "স্ত্রীং লক্ষ্মীং পুরুষং বিষ্ণুং স্তদশাংশ মুদ্ভবমিতি,, স্ত্রী মাত্রই লক্ষ্মীর অংশ, পুরুষ মাত্রই বিষ্ণুর অংশ হয়, এবিধায় প্রকৃতি মাত্রই সেই পরমা প্রকৃতি, পুরুষ মাত্রই সেই পরম পুরুষ, ফলে ভেদ নাই, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, এই জ্ঞান যখন সম্প্রাপ্ত হইবে, তখন জীবই ব্রহ্মভূত হইবার ক্ষমতা পাইবে, "যত্র-নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্নবিদ্যতে,,ইতি। যেখানে মহামায়া প্রকৃতির অধিষ্ঠান নাই, সে খানে আর কিছুই নাই, যেহেতু প্রকৃতিই জগৎ, চৈতন্য স্বরূপমাত্র পুরুষ আছেন, এইমাত্র শাস্ত্র দৃষ্টান্তে বলাযায়, যত মূর্ত্তি ও যত বস্তু দেখ, সে সকলই

স্ত্রীরূপা, কেননা বেদেতে দৃশ্যজাত বস্তু মাত্রকেই মায়া বলিয়াছেন, অতএব মহামায়াই সকল, বিনামায়া মুক্তি নাই, তবে ভ্রান্তের পক্ষে ঐ মায়া সংসার বন্ধন কারিণী, জ্ঞানীর পক্ষে মোক্ষ বিধায়িনী হয়েন। এনিমিত্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণে কহেন যথা "সাবিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী। সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈবসর্ব্বেশ্বরীতি ,, যে মহামায়া সেই বিদ্যা,বিদ্যা একা কিন্তু কার্য্যকল্পনা দ্বারা তাঁহাকে দুই বলিয়াছেন, যিনি মুক্তিদাত্রী তাঁহাকে বিদ্যা, যিনি সংসার প্রবাহার্থ বন্ধন কারিণী তিনিই অবিদ্যা, ফলে একবই দুই নহে। যথা মহামায়া প্রভাবে এই জগতের সংস্থিতি হয়, শিব, বা ব্রহ্মা কি বাসুদেব বিষ্ণুমূর্ত্তি এসকলকেই প্রকৃতিরূপ জানিহ, বাস্তবিক পুরুষের রূপ নাই, অতএব জগন্ময়ী প্রকৃতির আরাধনা ব্যতীত পরাৎ পরতর পরম পুরুষে অধিগমন করিতে পারেনা, যেমন সূর্য্যের রশ্মি জাল উত্তীর্ণ নাহইলে সূর্য্য দর্শন হয়না, সেইরূপ স্ত্রীরূপা প্রকৃতির উপাসনায় উত্তীর্ণ নাহইলে পরব্রহ্মে অধিগমন করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব প্রকৃতিই পরমারাধ্যা, যথা—

সত্বং রজস্তমইতি গুণানাং ত্রিতয় প্রিয়ে।
সম্যাবস্থেতি যাতেষামব্যক্ত প্রকৃতিং বিদুঃ। ইতি যামলং।

সত্ব রজঃ তম এই গুণ ত্রয়ের শমতাবস্থা যাহাতে হয়, তাহার নাম অব্যক্ত, তাহাকেই প্রকৃতি বলিয়া পণ্ডিতেরা জানিয়াছেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনাং ভবোবস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যাসা পরিকীর্ত্তিতা॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির যাহার ইচ্ছাতে উদ্ভব নিজ হয়, পুনর্ব্বার যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই নিত্যা বলিয়া কহিয়াছেন।

ইত্যর্থে, শাক্তেরা দুর্গাকে, বৈষ্ণবেরা লক্ষ্মী বা রাধিকাকে হৈরণ্য গর্ভেরা সাবিত্রী বা সরস্বতীকে, পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানেন, ফলে প্রকৃতি একা। যথা—

গণেশ জননী দুর্গা রাধালক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রীচ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধাঃ স্মৃতাঃ। ইতি
ব্রহ্মবৈবর্ত্তং।

গণেশ জননী দুর্গা, আর রাধিকা, ও লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ও সাবিত্রী, সৃষ্ট্যর্থে একাপ্রকৃতি এই পঞ্চরূপে বিখ্যাতা হইয়াছেন, ফলিতার্থ একভিন্ন দুই নহে, এবং ইহাও শাস্ত্রে প্রমাণ আছে যে, প্রকৃতি উপাসনাতেই পরমাত্মার তুষ্টি জনক হয়, অর্থাৎ রূপ নাম বিশিষ্ট উপাসনাই মোক্ষের হেতু। যথা

নিত্যং স্ত্রী পূজয়েদ্যস্তু বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।
প্রকৃত্যাস্তস্য সন্তুষ্টা যথা কৃষ্ণস্য চার্চ্চনে। ইতি।

যে ব্যক্তি বস্ত্রালংকার চন্দন পুষ্পাদি দ্বারা নিত্য স্ত্রী পূজা করে, তাহার প্রতি ঐ প্রকৃতি পঞ্চ পরিতুষ্টা হয়েন, যেমন ব্রাহ্মণের পূজাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিতুষ্টি জন্মে। এবিধায় সকল স্ত্রীই যে ঐ প্রকৃতি তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু ইত্যাদি,, প্রমাণে জগতে সকল স্ত্রী মাত্রই ঐ প্রকৃতি, এবং সমস্ত জগতই স্ত্রী এ অর্থও সংলগ্ন হইয়াছে, ইহা জানাইবার কারণ দশ মহাবিদ্যারূপে প্রকৃতি প্রকাশমানা হন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করিয়া কহিব।

## গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থ ব্যক্তির উচিত অত্যন্ত অহংকারের বশ নাহওয়া, মনুষ্যের অনিবার্য্য শত্রু অহংকার, অহংকার পদে অভিমান, অভিমান পুরুষের সর্ব্বস্বান্ত করে, অভিমানকে জয় করিতে পারিলে ত্রৈলোক্য জয়ের ফল লাভ হয়, বিশেষতঃ জিতাহংকার গৃহস্থ পরম সুখী হয়, কোনমতে গৃহস্থ ধর্ম্মে তাহার অনিষ্ট ঘটনা হয়না। অহংকারি গৃহস্থের কিছুতে মঙ্গল নাই, আত্ম রূপ, গুণ, ধন, জন এবং সম্পত্তি দৃষ্টেই পুরুষ অহংকারী হয়, তাহাতে তাহার প্রশংসা কেহই করেনা, অহংকারি জনের সম্মানও থাকেনা, সকলেই তাহাকে ঘৃণিত পুরুষ বলিয়া হেয়জ্ঞান করে। বিশেষতঃ গৃহস্থব্যক্তি অতিশয় অভিমানী হইলে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়না,। আমি মানী লোকের সন্তান, অপকৃষ্ট বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা হীন ব্যক্তির উপাসনা করিয়া ধনাহরণ করিয়া কিরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিব, তাহাতে আমার অপমান হইবে, এ রূপ অভিমান ত্যাগ যে করে, সেই সুখের মুখাবলোকন করিবার পাত্র, অর্থাৎ সকলেই সময়ের দাস, যখন যেমন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেইরূপেই চলিবে, তাহাতে মানাপমানের শঙ্কা করিবে না, প্রাচীন পুরাবৃত্তে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, মহারাজা নিষধাদিপতি নল ঋতুপর্ণের অশ্ব চালক হইয়াছিলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র শূকর পালক ছিলেন, শ্রীরাম চন্দ্র বানরের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, রাজা-

ধিরাজ চক্রবর্ত্তী পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠির বিরাটের সভাসদ, ভীমের পাচক, অর্জ্জুন নৃত্য শিক্ষক, নকুল অশ্ব রক্ষক, সহদেব গোপালক, দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী অর্থাৎ বিরাট মহিষীর বেশ কারিণী হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন অনেকানেক লোক ইদানীন্তনও অনেকের নিকট অনেক প্রকারে উপাসনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, সে সকলের স্পষ্টরূপে নাম লিখিয়া জানাইতে পারিলাম না, পাছে তাঁহারা মনে খেদিত হন এজন্য শঙ্কিত হইলাম। ফলিতার্থ সমায়ানুসারে সকলি করিতে হয় তাহাতে হানি নাই, গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সুখ ভোগ করা অতি কঠিন, অভিমান ত্যাগের নাম দম, অর্থাৎ বিকার হেতু বিষয় সন্নিধানে বিকার নাহওনরূপ মনের দমনকে কুল্লুকভট্ট দম ব্যাখ্যা করেন, বস্তুত এই দম দশ ধর্ম্মের মধ্যে এক প্রধান ধর্ম্ম হয়। এবং মনের মত্ততা ত্যাগের নাম দম, বিজ্ঞানেশ্বর কহেন। আর সনন্দ কহেন মনের দমনের নাম দম। অপর দম শব্দে দণ্ড ও তাপ ক্লেশ সহিষ্ণুতাকে অমর সিংহ দম বলিয়াছেন। অন্যচ্চ বেদান্তসারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত মনের যে যথেষ্ট বিনিযোগ যোগ্যতা তাহাকে দম শব্দে কহিয়াছেন, অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম। যথা—

কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চচিত্ত নিবারণঃ।
সকীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ততত্ত্বদর্শিভিঃ। ইতি।
পদ্মপুরাণঃ।

হে বিপ্র! সমস্ত প্রকার কুৎসিত কর্ম্ম হইতে যে চিত্তের নিবারণ, তাহাকেই সমস্ত তত্ত্বদর্শি পণ্ডিত গণেরা দম বলিয়া

কহিয়াছেন, এবং বৃহদারুণ্যক উপনিষদে ৪ প্রপাঠকে ৫ পঞ্চ ব্রাহ্মণে এই দমঃ প্রস্তাব উক্ত হইয়াছে। যেহেতুক সংসার কৃতি জন্য যে কিছু ঘটনা হয়, তাহার মূলকারণ মনঃ। কেননা মন ইন্দ্রিয় সংযোগে যত্ন পূর্ব্বক বিশেষ২ কার্য্য ও বিশেষ২ ব্যাপার করণে পুরুষ সকল নিযুক্ত হয়। যথা (মনোহিহেতুঃ সর্ব্বেষা মিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্ততে) ইতি সুন্দর কাণ্ডে। ১১॥ যেহেতু মনই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তের কারণ। এপ্রযুক্ত বৈদিকমতে মনকে সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে ব্রহ্মা বলিয়া উক্ত করেন। সেই মনের কার্য্যকল্পনা মাত্র, তাহারও দুই প্রকার ধারা। এক বুদ্ধি যুক্তিপরামর্শ পূর্ব্বক কল্পনা। অপর তাহার বিপরীত বুদ্ধিযুক্তির অনপেক্ষ হয়। এই দুই পথ হইতে মনকে দমন না করিলে আদ্যপক্ষে মনের ধৈর্য্য করা কঠিন হয়। মনেরও দমন করা সহজ সাধ্য নয়, মনঃ স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহার চাঞ্চল্য ধর্ম্মের গুণেই সংসার প্রবাহে শুভাশুভ ঘটনা হইয়া থাকে! "মনশ্চঞ্চলতা যেযামবিদ্যা রাম উচ্যতে ইতি। যোগ বাশিষ্ঠং। বশিষ্ঠ রামকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন, হে রাম! মনের যে চঞ্চলতা, তাহাকেই অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এমত চাঞ্চল্যগতি বিশিষ্ট মনের ধৈর্য্য করা অনায়াস সাধ্য নহে। এবঞ্চ।

বিমূঢ়া কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যেঽঠাচ্চেতসোজয়ং।
তে নিঘ্নন্তি নাগেন্দ্র মুন্মত্তং বিষতন্তুভিঃ॥

মনঃ সংযমের শাস্ত্রোক্ত পথকে নাজানিয়া যে মূঢ় অহং

বুদ্ধিতে সহসা মনোজয় করিতে প্রবর্ত্তমান হয়। সে ব্যক্তি পদ্ম মৃণালের সূত্র দ্বারা মদমত্ত করীন্দ্রকেও বন্ধন করিতে পারে? ফলিতার্থ এই উভয়ই অসাধ্য কল্প, শাস্ত্রার্থাবগতি ও নানা দিগ্ দর্শন, ও নানা পরীক্ষা, ও সৎকর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা ক্রমশঃ মনকে বশীভূত করিতে হয়, মন বশীভূত হইলে তবে সদনুষ্ঠানে লোক রত থাকে, যাহার মন বশ নাহয়, তাহার কোন কার্য্যই শুদ্ধরূপে সম্পন্ন হয়না, এবং সেই ব্যক্তি যথার্থ পদার্থের অনুসন্ধান ও সদ্বিচারে প্রণিধান করিতে অক্ষম হয়। এপ্রযুক্ত মনের ধৈর্য্যের নিমিত্ত ও মনের শুদ্ধতার নিমিত্ত শাস্ত্রে নানা রূপ বিধি ও কৌশল কহিয়া গিয়াছেন। মনোদমন এক মহাধর্ম্ম হয়, এবং মনোদমনেই লোক কৃতকৃত্য হইয়া থাকে, বিবেচনা করিলে এক মনের দমনেই কামাদি ছয় রিপুর দমন হয়, অতএব মনোরাজ্য জয় হইলেই পুরুষমাত্রে সর্ব্বত্র জয় প্রাপ্ত হয়। যথা।

কামং ক্রোধং মদং মোহং মাৎসর্য্যং লোভমেবচ।
অমূন্ ষড়্বৈরিণো জিত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ীভবেৎ॥ ইতি।
স্কন্দপুরাণঃ।

কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, লোভাদি ছয় রিপুকে জয় করিলে সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। এই দমশব্দে মদত্যাগ অর্থাৎ মত্ততাত্যাগকে বিজ্ঞানেশ্বরযে দমকহেন তাহার এই তাৎপর্য্য যেমনুষ্যের মনে একং বিষয়ের একএক প্রকার অভিমান হয়, তাহার নাম মদ। যথা ধনমদ, জনমদ, বিদ্যামদ, এসকলই সাহঙ্কার মানসভাণ্ডারে পূর্ণ থাকে। ইহাতে এমন আপত্তি

করিতে পারা যায়না, যে হেতু ধনাদিকে মদ বলিলে সকল ধন বানাদিকেই মত্ত বলিতে হয়, উত্তর, ধনে মদ থাকেনা মনেই তাহার অবস্থিতি, বস্তুতঃ ধনসত্ত্বে আহাঙ্কারিক মদ মত্ততা যদি মনে হইতে দূর করিতে পারে, তাহাহইলেই প্রকৃতরূপ মনো দমন হয়, ধন মদ নিবারণের উপায় করিতে হইলে অগ্রে জানিতে হইবে, যে এই জগতে কত ধনী আছে, এবং তাহারা কত ধন ধারণ করে, আর আমার অপেক্ষা তাহারা কিরূপ উচ্চাভিলাষী, ইহা অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেই আপনার ধন মত্ততা দূর হইতে পারে। যথা

অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপ জায়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি॥

আপনা হইতে ক্রমশঃ অধঃ দৃষ্টি করিলে কাহার মনে আপনার গৌরবাভিমান না জন্মে? আর উপরি উপরি যদি দৃষ্টিপাত করে তবেই আপনাকে দরিদ্র বলিয়া কুণ্ঠিত হয়।

অর্থাৎ পরস্পর নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার ধনবানকে দেখিয়া আপনাকে প্রগাঢ় রূপ ধনী জানিয়া অত্যন্ত অভিমানী হয়। আর আপনার উপর আপনা হইতে অতিরিক্ত ধনীকে দেখিলেই আপনার ধনাভিমানের শূন্যতা হয়। তখন তাহার আর সেই ধন মত্ততা উদয় হইতে পারেনা, এমতে ধন মদের নিবৃত্তি সাধন হইতে নাপারিবে কেন? জনমদের নিবারণ জন্য এই বিবেচনা করিতে হইবে, যে আমার কোন ক্ষমতা নাই, পূর্ব্বজ পুরুষগণের মধ্যে কোন

এক মাহাত্মা পুরুষের মাহাত্ম্য লইয়া কুল পদার্থ স্থির আছে, তাহাতেই আমি কুলীন বলিয়া অভিমানী হইয়াছি, ফলে এই কুলাভিমানের কথা কোন কার্য্যের নহে, কেননা অন্যের গুণাখ্যান কথন দ্বারা আপনার প্রাধান্য বা আত্ম মহিমার প্রামাণ্য কি? অতএব যাহাতে আপনার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠীতা হয়, এমত উপযোগি কার্য্যের সাধন করা কর্ত্তব্য, বস্তুতঃ এই কুলীনাভিমান এক প্রকার জনমদ হয়। দ্বিতীয়তঃ। যদি আত্ম পরিবার বৃদ্ধি বা অনুগত অনেক জন থাকে, আজ্ঞা মাত্র বহু লোকে বহু কর্ম্ম সাধন করে, আমি অশক্ত হইলে আমার এই সকল লোকেরা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে, এই অভিমানকে জনমদ বলে, অর্থাৎ পরের শরীর ও পরের সামর্থ্যাশ্রিত যে অহঙ্কার, ইহাই প্রকৃত জনমদ হয়, কিন্তু অভিমানি ব্যক্তিকে এমত বিবেচনা করিতে হইবে, যে, জন সাধ্যে যম বাধ্য হয়না, এবং আত্ম বৃদ্ধিরওস্থৈর্য্য হয়না, সহস্রং লোক থাকিতেও মৃত্যুর নিবারণ হইবেনা, ইহাতে এমন চিন্তা করা উচিত, যে কেবল ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে কয়েক দিন একত্র থাকা মাত্র, নতুবা অন্য জনের তরসাতে সাহঙ্কার প্রকাশ করায় আপনার মূর্খতাই প্রকাশ করা হয়, সর্ব্বদা এরূপ চিন্তা করিলে ক্রমে জনমদের শান্তিবিধান হইতে পারে, এইরূপ যৌবন ও লাবণ্য মদও জানিবে, তাহাতেও ভাবনা করিয়া দেখিতে হইবে, যে শরীরের অবস্থা অতি চঞ্চলা, তাহাতে নানা প্রকার শোকাদির যাতনা ঘটিত আছে, ইহাতে নিজ

পরাক্রম, বা আপনার শ্রী, এবং সামর্থ্যাদির কি বিশ্বাস, যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্বিত হওয়া যায়। অনেকানেকের অবস্থা দেখিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, যে যৌবন কালেই রোগাদির যন্ত্রণা ভোগজন্য জরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, শোকেও অনেক লোক বিশ্রী ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, এরূপ চিন্তা করিলে পুরুষের স্বীয় বল ও যৌবন, ও লাবণ্য ঘটিত অভিমানের অপনয়ন হয়। অনন্তর বিদ্যামদের বিষয় বিবৃতরূপে কহিতেছি, বিদ্বান্ পুরুষদিগের বিদ্যা বিষয়ের অভিমান করা গর্হীয় দোষ, ঐ অভিমানকেই বিদ্যা মদ বলে, তাহার বিচার এই যে, আমি যেমন বিদ্বান্ এমন বিদ্বান্ দুর্লভ, আমি যাহা কহিব তাহা অকাট্য, আমাকে পরাজিত করে এমত ব্যক্তি এদেশে নাই, এই অভিমানে উন্মত্ত হইয়া সকল ব্যক্তিকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, অতএব উপদেশচ্ছলে কহিতেছি, যে বিদ্যামদ শান্তির জন্য এমত বিচার করা আবশ্যক, যে বিদ্যাকর্ত্তি বিধা, এবং তাহার শাখা প্রশাখা ভেদে এই জগতে বিদ্যাই বা কত গুণে বিরাজমানা আছেন, আমিই বা তাহার কত অংশ উপার্জ্জন করিয়াছি, আর কত অংশই বা আমার অনায়ত্তরূপ রহিয়াছে, এবং সম্যক বিদ্যাংশে আমার কিরূপ নিপুণতা আছে, ইহা সতত মনে করিলে, এবং আপন সদৃশ যে কোন ব্যক্তি তাহাতে পারঙ্গ আছে, বা কোন ব্যক্তি আমা হইতে অধিক নিপুণ আছে কি না, ইহা অনুসন্ধান করিয়া তাহা-

দিগের সহিত আলাপ করিলেই আপনার অসংপূর্ণ বিদ্যার ও অযথার্থ গর্ব্বের স্বরূপতঃ মর্ম্ম উপলব্ধি হইতে পারে, নতুবা কোন এক শাস্ত্রের কোন এক অংশ জানিয়া স্বপীঠে বসিয়া উন্মত্তবৎ প্রলাপ দেখিলে ক্রমে বিদ্যামদের মত্ততাই বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাতে ইহ পরকাল বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, একারণ আপনা হইতে অধিক অধ্যয়ন করিয়াছে, এমত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলেই বিদ্যামদ ত্যাগ হয়। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই অহং ভাব পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিরহঙ্কার পুরুষে উৎকৃষ্ট দৈবী প্রকৃতি প্রকাশ পায়। অহঙ্কারের তুল্য শত্রু নাই, অহঙ্কার দোষে মানব মাত্রেই ঐহিকে ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট, পরকালে পরমপদ ভ্রষ্ট হয়॥

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

### অথ বিষ্ণু পূজাক্রম।

সনৎকুমার তন্ত্রোক্ত বিষ্ণু পূজাক্রম লিখিতেছি। ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত কোন গোল নাই, কেবল গোপাল মূর্ত্ত্যাদির পূজায় বিশেষ পদ্ধতি আছে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব। তথাহি।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
আসনে চোপবিশ্যাথ গুরূনত্বা পুটাঞ্জলিঃ।
আত্মানংব্রহ্মণোরূপং চিন্তয়েচ্চামুহুর্মুহুঃ। ইতি॥

ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করতঃ শুচি হইয়া সমাহিত চিত্তে আসনে উপবেশন করিয়া পুটাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া গুরুকে প্রণাম করিবে, অনন্তর আপনাকে বার বার ব্রহ্মরূপ চিন্তা করিবেক।

ততঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সন্ধ্যাদীন্ বৈদিকাং স্তথা।
কুর্য্যাৎ গুরূপদেশেন লৌকিকানপি দেশিকঃ॥

তন্ত্রবিৎ পূজক অনন্তর স্নান করতঃ শুচি হইয়া বৈদিক সন্ধ্যাদি করিবেক, আর গুরূপদেশানুসারে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিয়া লৌকিক তর্পণাদি করিবেক।

শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি মূলমুচ্চার্য্য তর্পয়েৎ।
পূজাদ্বারে চোপবিশ্য প্যাদ প্রক্ষালয়েৎ সুধীঃ॥

এবং মূল মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি" এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেক। পরে পূজা মণ্ডপ দ্বারে আগত হইয়া সুধী পূজক পাদ প্রক্ষালন করিবেক।

শিখায়া বন্ধনঞ্চৈব চাস্ত্র মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
আচম্য দ্বার দেবাংস্তু পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥

অনন্তর অস্ত্র মন্ত্রে অর্থাৎ (ফট্) ইতিমন্ত্রে শিখা বন্ধন করতঃ মন্ত্রবিৎ সাধক আচমন করিয়া দ্বার দেবতার পূজা করিবেক। অর্থাৎ দ্বার দেবতার পূজা প্রত্যেকে অথবা "দ্বার দেবতা ভ্যো নমঃ" ইতিমন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেক।

বিঘ্নানুচ্চাটয়িত্বাতু বস্তুভূমৌ বিশোধনং।
কৃত্বা গন্ধপুষ্প বাস্তু পূজাং সমাচরেৎ॥
ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বাতু আত্মাসন মন্ত্রঃ পরং।

প্রথমতঃ গুরু পূজা ও প্রণাম করিয়া গণেশাদি পঞ্চ দেবতাকে এবং বাস্তুদেবকে, ও ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া আপনার আসন পূজা করিবে। অর্থাৎ মেরু পৃষ্ঠ ঋষীতি মন্ত্রে আসন শুদ্ধি করিবে।

ভূতশুদ্ধিং বিধায়াথ দেবোঽহং চিন্তয়েদ্ বুধঃ।
ঋষ্যাদীন ন্যস্য সর্ব্বত্র মাতৃকার্ণান্ ততঃ পরং॥
প্রাণায়াম ত্রয়ং কুর্য্যা দঙ্গন্যাসঞ্চ মন্ত্রবিৎ॥

বুধঃ পণ্ডিত সাধক ভূতশুদ্ধি বিধানানন্তর আপনাকে দেবরূপ চিন্তা করিবে, অর্থাৎ "অহং দেবোনচান্যোস্মীতি" ভাবনা করিবে, অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস, এবং মাতৃকাক্ষর প্রণব পূর্ব্বক সর্ব্ব গাত্রে ন্যাস করিবেক। মন্ত্রবিৎ সাধক প্রাণায়াম ত্রয় করিয়া পরে অঙ্গন্যাস করিবেন।

অথ চক্রাদি ন্যাস।

আচক্রঞ্চ বিচক্রঞ্চ সুচক্রঞ্চ দ্বিজোত্তম।
ত্রৈলোক্য রক্ষণঞ্চক্রমসুরান্তক মেবচ।
সুদর্শনং জগচ্চক্রং দৈত্যান্তং পরমং মহৎ।
এবৈকং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা চক্রশব্দং নিয়োজয়েৎ।
চতুর্থ্যন্তঞ্চ সংসাধ্য স্বাহাশব্দ মনন্তরং।
তথাচাঙ্গ সমুচ্চার্য্য প্রত্যেকৈকং নিযোজয়েৎ।

আচক্র, বিচক্র, সুচক্র, ত্রৈলোক্য রক্ষণ চক্র, অসুরান্তক চক্র, সুদর্শন চক্র, জগচ্চক্র, দৈত্যান্ত চক্র, পরম চক্র, মহচ্চক্র, ইত্যাদি, প্রণব পূর্ব্বক চক্রায় নমঃ বলিয়া প্রত্যেক অঙ্গ উচ্চারণ দ্বারা ন্যাস করিবেক।

নমঃ স্বাহা বষট কবচায় হুঁ মন্ত্রকং দ্বিজ।
হৃদি মূর্দ্ধি শিখা দেশে তনৌ দিক্ষু যথাক্রমং।
স শক্তিভিঃ কেশবাদ্যৈর্ন্যাসং কুর্য্যা দ্বিচক্ষণঃ।

ষড়ঙ্গে ষট্ মন্ত্রে ন্যাস করিবে, যথা হৃদি, শিরসি, শিখাতে, নেত্রে, কবচ, অস্ত্র, চতুর্থ্যন্ত উচ্চারণ করতঃ ষট মন্ত্র যুক্ত করিবেক। যথাক্রম॥ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা শিখায়ৈ বষট, কবচায় হুং, নেত্রত্রয়ায় বৌষট, অস্ত্রায় ফট, সশক্তি কেশবাদি ন্যাস সর্ব্ব শরীরে করিবেক। ন্যাস মাত্র তন্ত্র সারে উক্ত আছে।

বিভূতি পঞ্জরং ন্যস্য ন্যসেত্তু মূর্ত্তি পঞ্জরং।
তত্ত্বন্যাসং প্রকুর্ব্বীত করন্যাসং তথা বুধঃ।
মন্ত্রন্যাসং প্রকুর্ব্বীত ব্যাপকঞ্চ ত্রিধান্যসেৎ।
বিভূতি পঞ্জরন্যাসং যত্র যত্র দশাক্ষরং।
এবং কল্পোক্তকান্ ন্যাসান্ ক্রমেণ পরিকল্পয়েৎ।

অনন্তর বিভূতি পঞ্জর ন্যাস করতঃ মূর্ত্তি পঞ্জর ন্যাস করিবে, পরে তত্ত্ব ন্যাস ও করন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করতঃ তিন-বার ব্যাপক ন্যাস করিবেক। কিন্তু বিভূতি পঞ্জর ন্যাস সর্ব্বত্র উক্ত নহে, দশাক্ষর মন্ত্র যে কল্পে উক্ত আছে, তাহাতেই করিবেক, এই সমুদয় কল্পোক্ত ন্যাসের কল্পনা করিবেক। এসকল অনুষ্ঠান তন্ত্রসারে কৃষ্ণানন্দধৃত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই করিবেক।

শংখ স্থাপনকঞ্চাপি কুর্য্যাদ্গুরূপ দেশতঃ।
অর্ঘ্যঞ্চাপি তথাকৃত্বা দ্রব্যমভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ॥

গুরূপদেশানুসারে শংখ স্থাপন করতঃ তাহাতে অর্ঘ্য করিবেক, অনন্তর সেই অর্ঘ্যোদকে পূজার সমস্ত দ্রব্য অভ্যু-ক্ষণ করিবেক।

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.................................................৮৲

শিবসংহিতা.................................................১৲

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲

সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩॥৹

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত................ ১৲

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য..........৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৫৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বাঁধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

### অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

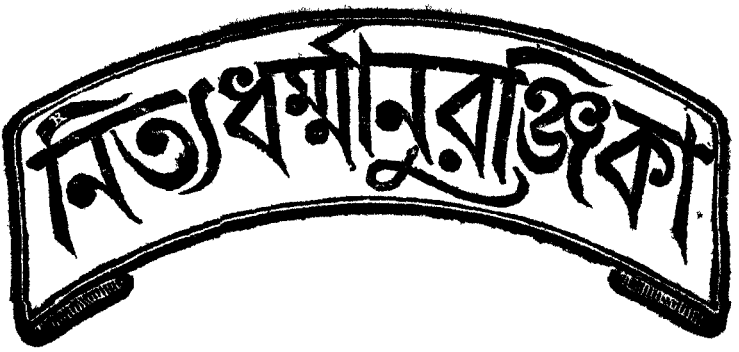

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫৮ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩০ মাঘ।

## পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি ইউরোপীয় জনগণেরা পুর্ব্বে জল প্লাবনের পর এই ভারত বর্ষের অন্ত্যভাগে বাস করতঃ বেদোদিত সনাতন ধর্ম্মানুযায়ি ধর্ম্মযাজন করিতেন, পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির বুদ্ধির বিক্রিয়া জন্মিতে লাগিল, তন্নিমিত্ত তাঁন বৈদিক ধর্ম্মিদিগের

প্রতিস্পর্দ্ধা করতঃ অর্থাৎ আমাদিগকে হিন্দুরা অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া ঘৃণা করে, অতএব আমারা ও তাহাদিগকে সেই রূপ ঘৃণিত করিতে যত্ন করিব, অর্থাৎ আমার আর তাহাদিগের অনুরূপ আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনাদির অনুষ্ঠান করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রমে ক্রমে দলবদ্ধ করিতে লাগিল এবং বেদোদিত ধর্ম্ম স্বরূপের বিরূপতা সাধিত করিল, পরে সেই দল মধ্যেও অনেকানেক ব্যক্তি অভিমানী হইয়া পৃথক্ রূপে এক২ দল করিয়া আপন আপন দলে আপনার কল্পিত মত প্রচলিত করিয়া তুলিল, কেহবা হিন্দুমতের সম্যক্ বিপরীত, কেহবা কতক অংশকে অনুরূপ রাখিয়া কতক অংশকে বিপরীত করিল, এইরূপ সম্প্রদায় ভেদে অনেক প্রকার মত হইয়া উঠিল, ইহা এখন পর্য্যন্তও তদ্দেশজাত মনুষ্যদিগের ব্যবহার দৃষ্টে প্রতীতি হইতেছে। ফলিতার্থ, পর পর ইউরোপাদিদেশে কেহ২ ব্রহ্ম জ্ঞানী, কেহবা পুর্ব্ববৎ পৌতুলিক ধর্ম্ম যাজন করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে আয়াস সাধ্য বেদোদিত যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, দেবার্চ্চনাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে বিতৃষ্ণ হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্র নিয়মে চলিতে হইলে অর্থ ব্যয় এবং ইচ্ছামত সুখ ভোগের অল্পতা বিধায় তদ্ধর্ম্মে অমনোযোগি হইয়া যাজনাক্ষমব্যক্তিরা নানা ব্যক্তিকে মিথ্যাবতার কল্পনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মস্থির করতঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে সেই সকল লোক তদ্দেশে দেব পূজক ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রীশ দেশ প্রভৃতিতে

স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেব মূর্ত্তি অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে অনেকেই তাহা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন, ঐ অপকৃষ্ট মতি মান্ ব্যক্তিদিগের সংসর্গ বশতঃ আমাদিগের এই পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানেও যে এক্ষণে সেই রূপ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন একালে হয় নাই, এমত ও নহে, সৃষ্টির আদিকালাবধি বেদোদিত যাগ যজ্ঞ ব্রতোপবাস দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মে সকলেই রত ছিল, কেবল বর্ত্তমান কলির কিয়ৎকাল পরে, উপাসকে উপাসকে বিরোধ উপস্থিত করিয়া ঈর্ষা বশতঃ নানা সম্প্রদায় হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ যেমন যেমন দলবদ্ধ হইতে লাগিয়াছে, তেমন তেমন সেই দলে দলপতির মত কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মতের ন্যায় প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে, বিশেষ মাত্র এই যে বেদ মূলক বলিয়া বিধি নিষেধ বিষয়ের ব্যবস্থাকে সাধ্যানুসারে ত্যাগ করেনা, কেবল এই মাত্র বলে, যে আমাদিগের এই মতই যথার্থ বেদেরমত, ইউরোপীয়ানেরা এরূপ বলেনা,। প্রথম কালে সত্যাদি যুগে জৈনমত মাত্র প্রকাশ ছিল, সে এরূপ নহে, তাহার বেদ মূলকতা আছে, ঋষভ দেব অজগর বৃত্তি দ্বারা কাল যাপনা করিয়াছিলেন, তদনুরূপ তদ্ধর্ম্মের যাজন হয় না বলিয়া ক্রমে জৈনেরা ভ্রষ্ট ধর্ম্মিরূপে একালে নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে,। পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রকরণে এক ব্রহ্মকে পঞ্চোপাসকেরা পঞ্চরূপে সমান ভাবে উপাসনা করিতেন, পরস্পর দ্বেষভাবছিলনা সকলেই সকল মূর্ত্তিকে ব্রহ্ম বলিয়া পূজন বন্দনাদি করিতেন, অর্থাৎ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপ,

সৌর, প্রভৃতির দ্বেষভাব ছিলনা, বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা পরস্পর সকল মূর্ত্তিকেই অভেদ জ্ঞানে ব্রহ্ম বলিয়া মান্য করিতেন, কেবল রুচি বৈচিত্র প্রযুক্ত এক এক জন এক মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন, যথা শাস্ত্রান্তরে।

যা দুর্গা সৈব ললিতা, ললিতা সৈব রাধিকা।
যথা রাধা তথা দুর্গা যথা বিষ্ণু স্তথাশিবঃ।
একএব পরংব্রহ্ম ভেদকৃৎ নরকং ব্রজেৎ॥

যে দুর্গা সেই ললিতা অর্থাৎ লক্ষ্মী, যে লক্ষ্মী সেই রাধিকা, যেমন রাধিকা, তেমনই দুর্গা, যে বিষ্ণু সেই শিব, সকলেই এক পরব্রহ্ম হন্ কেবল ইহাঁদিগের ভেদ জ্ঞান যে করে সেই নরকে যায়॥

পূর্ব্বকালাবধি এই অভেদ জ্ঞানে সকল মূর্ত্তিকেই সকলে সমান রূপ মান্য করিতেন, পরে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের কারণ পরস্পর ঈর্ষা উপস্থিত হইয়া উপাসকে উপাসকে দেব বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাঘাত বড় হয় নাই কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মবিষয়ে আপন আপন মতে পুস্তক রচনা করিয়া পরস্পর বিদ্বেষ ভাবকে বিশেষরূপ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। ইদানীং সেমতও প্রায় আদরের নিমিত্ত না হইয়া, ইউরোপীয়ানদিগের ন্যায় অমূলক এক এক মত দিন দিন প্রকাশ হইতেছে, যথা কবীর পন্থী, নানক পন্থী, দ্বাদুপন্থী, ওসোয়াল পন্থী শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর মত, গৌড়ীয় ভাগবত মত, বাউল ধর্ম্ম সম্মত এক মত, ও রামশরণ পালীয় কর্ত্তা ভজন, গেপোঁল ভজনমত প্রভৃতি অনেক মতে

বেদবহির্গত ভ্রষ্টমত প্রচলিত হইয়াছে, অতি অল্পদিন গত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ভ্রষ্টব্রাহ্মমত বেদমূলক ব্যাজে প্রকাশিত হয়,কিন্তু এই ব্রহ্মমতেরই যথার্থ আদর্শ ইউরোপীয়ান্‌দিগের মত, যদিও রায় মহাশয় বিদ্যমানে কথঞ্চিৎ বেদ মূলক বলিয়া কেহ কেহ জানিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয় মান হইতেছে,যে এই ব্রহ্মমতে বেদের গন্ধও নাই,কে বল যথেষ্টাচার মার্গে কল্পিত ব্রাহ্মামত ক্রীড়া করিতেছে। যাহারা নিতান্ত ভ্রষ্টাচার সম্পাদক তাহারাই ঐ মত গ্রহণে লোলুপ ধর্ম্ম লুলাপ স্বরূপ হয়, বৃথা বিলাপ শীল জনগণেরা নিশ্চয় অবধারিত করিয়াছে, যে শাস্ত্র নিয়ম মান্য করিলে মনোমত সুখলাভ হয় না,এবং রাজা ও ইউরোপীয়ান্ তাহাদিগেরও সহিত মেলন হয় না, তন্নিমিত্ত প্রভূতরূপ অর্থাজ্জনের ব্যাঘাৎ পড়ে, আর পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ ও দেব কৃত্যাদিতে নিরর্থ অর্থ ব্যয় করিতে হয়, সুতরাং কল্পিত ব্রাহ্মমত গ্রহণ সকলপক্ষে সুলভ হয়,অর্থাৎ লোকেও খ্রীষ্টিয়ান্ বলিতে পারি বেনা, অথচ সেই মত আচার ব্যবহার সকলি চলিবে,এবিধায় বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মমতের গ্রহণে বালক মাত্রেরই ইচ্ছা হইতেছে, ফলিতার্থ অর্থ সাধক কালে পরমার্থ চেষ্টা প্রায় রহিত হইতে লাগিল, তন্নিমিত্ত এই পুরাত্তাখ্যান প্রস্তাব লিখিতে বাধিত হইলাম বটে, কিন্তু সকলে যে ইহার আদর করিবে এমত বিবেচনা হইতেছেনা, যেহেতু যাহারা জানিয়াও বিধর্ম্ম পথে পাদ সঞ্চারণ করিতেছে, তাহাদিগের পক্ষে এ পুস্তক আদরণীয় কেন হইবে? যাঁহারা সন্দিহান্ যথার্থ বিষয়

জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কেহকেহ দেখিতে সাভিলাস হইবেন, কিন্তু সেরূপ মনুষ্যেরও ভাগ অল্প হইয়াছে অনুমান্ করা যায়, তথাপি সাহসে ভর করিয়া লিখিতেছি। বঙ্গ দেশের কর্ত্তা ভজনাদি ও ব্রাহ্মমতাদির এখন তাদৃক্ প্রবলতা হইতেছেনা, যাদৃশ মহম্মদ ও খ্রীষ্টিয়ান্ মত প্রবল রূপে প্রচলিত হইয়াছিল, অর্থাৎ মহম্মদ এবং ক্রাইষ্ট ধর্ম্ম প্রকাশের পর ইউরোপাদি দেশে প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং তন্মত অতিশয় প্রবলতর রূপে তদ্দেশে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে প্রজাবৃদ্ধি নাই, এবং রাজাও নাই এজন্য কাহারই কোন মত প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না, কেবল কর্ম্ম নাস্তিক মতাবলম্বনে এক প্রকার ভ্রষ্ট ধর্ম্মি লোকের সহিত কথঞ্চিৎ মিলন হইতে পারে, এবিধায় ভ্রষ্টব্রাহ্মমত্ কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্তবৎ বোধকরা যাইতেছে, অতি পূর্ব্বকালে সগর প্রভৃতি পরাক্রমি রাজাদিগের সাম্রাজ্য সময়ে বহুবিধ শিল্পবিদ্যা, নাবিক বিদ্যা, যুদ্ধ বিদ্যার যে রূপ প্রচার বাহুল্য ছিল, একালে তদ্রূপ রাজার অভাবে ক্রমে বিলোপ হইয়া আসিয়াছে, সেই বিফল বিদ্যা আলোচনীয় উপযুক্ত গ্রন্থ সকল এদেশে লুপ্ত হইয়াছে, কতক ভাগ অনুবাদিত হইয়া রোমান্দিগের দেশে প্রচ্ছন্নরূপে ছিল, বহুকালের পরে রোমান্ দেশীয় বল্কনাদি কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা পুনরালোচিত হওয়াতে তদ্বিদ্যার জ্যোতিঃ তদ্দেশে কিঞ্চিৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই গ্রীশানরা অনেকতা রূপ সভ্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া ছিল,

এবং অধুনাপি তৎপ্রভাবে ইউরোপীয়ান্ লোকেরা পরাক্রমী হইয়া প্রায় সমস্ত দেশ জয় করিয়া তাহাদিগের অভিনব ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতি নীতি ব্যবহার সর্ব্বদেশে বিস্তার করিতেছে। এদেশে সেই সকল বিদ্যা লুপ্তাবস্থায় থাকা প্রযুক্ত নব্য সভ্যদিগের দ্বারা এ দেশেও তাহাদিগের মত প্রচলিত হইতেছে, অতএব কালক্রমে অধর্ম্মের পরাক্রম যেমনং বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনং বেদোদিত ধর্ম্ম ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে. এ সকল কথা পরেও প্রস্তাবানুসারে প্রকাশিত হইবে, সংপ্রতি পুরাবৃত্তানুসন্ধান কথনে সৃষ্টির কথা-না কহিলে উত্তমরূপ সুসজ্জিত হইতে পারে না, এজন্য সংক্ষেপতঃ সৃষ্টি প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

পৃথিবী সৃষ্টির পুর্ব্বে নির্গুণ পরমব্রহ্ম সগুণ হওয়াতে তাঁহার নাম ব্রহ্মা হয়,যথা।—" ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্যগোপ্তেত্যাদি ,, শ্রুতি সংবাদ আছে ব্রহ্মা শব্দ বাচক, তাহার বাচ্য ব্রহ্ম। তথাচ রামায়ণে " আকাশাদ্ভুদভূদ্ব্রহ্মা ইতি ,, আকাশ হইতে উদ্ভূত পুরুষ ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রহ্মার উৎপাদক কেহ নাই, তিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন,একারণ তাঁহার নাম স্বয়ম্ভূ, তাহার জন্ম ভাক্ত অর্থাৎ মিথ্যা, এহেতু তাঁহাকে অজ বলেন, আকাশ শরীরী আত্মা, মনুপ্রমাণে নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াতে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত করা যায়। ব্রহ্মা সামান্য মানব ন্যায় জাত পুরুষ নহেন। ব্রহ্মা স্বয়ং প্রকাশ, তিনি এই বিশ্বের সর্জ্জন কর্ত্তা, উৎপন্ন বিশ্বের রক্ষা কর্ত্তা, তিনি যে কেবল মনুষ্যের

উৎপাদক এমত নহে, তাহাহইতে উৎপন্ন পুরুষ বিরাজ সংজ্ঞ সস্ত্রীক স্বায়ম্ভুব মনু এই জীব সৃষ্টির আদি পুরুষ হয়েন। যথা পুরাণং।

দেবসর্গশ্চাষ্ট বিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাং সিচারণাঃ॥
ভুতপ্রেরতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
দশৈতেবিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃককৃতাঃ। ইতি।

জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা অষ্টবিধ দেবসর্গ করেন, অর্থাৎ দেবাসুর পিতৃগণের উৎপাদন করিবেন, যথা গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস চারণ ভুত, প্রেত, পিশাচ, বিদ্যাধর কিন্নর, হে বিদুর। এই দশ বিধা সৃষ্টি বিশ্বস্রষ্টা করেন।

পুর্ব্বে অষ্টবিধ বৈকৃত দেবসর্গ, বলিয়া পরে দশবিধ দেব সৃষ্টি বলাতে গ্রন্থকারের প্রলাপ বাক্য হয়, তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। যথা দেবাদয় শব্দে ভেদত্রয়ে গন্ধর্ব্ব অপ্সর এক সর্গ। যক্ষ রাক্ষস এক, ভুত প্রেত পিশাচ এক, সিদ্ধ চারণ বিদ্যাধর এক, কিন্নরাদয় অশ্বমুখাদি এক, আর দেবাসুর পিতৃগণ তিন, এই অষ্ট প্রকার দেবসৃষ্টি। অনন্তর মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা মনুষ্য প্রজা সৃষ্টি করণেচ্ছু হইলে স্ত্রী পুরুষ সংসক্ত এক পুরুষ জন্মে, তাঁহার নাম স্বায়ম্ভুব মনুঃ। অনন্তর ঐ মনু আত্ম শরীরকে দুই ভাগ করাতে, বাম ভাগে স্ত্রী, দক্ষিণ ভাগে পুরুষ হইল। যথা।

তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত।
যস্তত্রপুমান্ সোভুন্মনুঃ স্বায়ম্ভুব স্বরাট্।

স্ত্রী আসীৎশতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ।
তদামিথুন ধর্ম্মেণ প্রজাহ্যেবং বভূবিরে। ইতি॥

ঐ মনুদেহ বিভাগ করাতে স্ত্রী পুরুষ দুই রূপ পৃথক হইল, যে পুরুষ সেই স্বায়ম্ভুব মনু, যে স্ত্রী সেই শতরূপা। ঐ মহাত্মা মনুর মহিষী হইলেন। তদন্তর মিথুন ধর্ম্মে প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সচাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত॥ ইতি।

সেই মনু ঐ শতরূপাস্ত্রীতে পঞ্চ সংখ্যক সন্তান জন্মাইয়াছিলেন, প্রিয়োব্রত ওউত্তানপাদ এইপুত্রদ্বয়, আকুতি,প্রসূতি দেবহুতি, এই তিনকন্যা হইয়াছিল। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনুরূপ সৃষ্টিবর্ণনার প্রণালীশুদ্ধ দেখিয়া যাবনিক গ্রন্থেও বাইবেলেও ঐপ্রণালীতে সৃষ্টিরবর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্যক্ স্মরণ করিতে না পারিয়া বিকৃতরূপ হইয়া উঠিয়াছে অনুভব হয়। অর্থাৎ আদমকেই মনুরূপ কহিয়াছেন, যেহেতু মনু হইতে উৎপন্ন জীবকে মানব বলে, আদম হইতে উৎপন্নকে উহারা আদমী বলিয়া থাকে, এবং মেচ্ছেরা মনুকে মেনস্ কহে, তন্নিমিত্ত মনুষ্যমাত্রকে (মেন্) বলে, মনুর বামাংশভূতা শতরূপা তাঁহার স্ত্রী ইহারাও ইবকে আদমের বামপার্শ্বের পঞ্জরোদ্ভূতারূপে তাহার স্ত্রী বলিয়া খ্যাত করে, মনুর পুত্রদ্বয় যেমন প্রিয়োব্রত ও উত্তানপাদ,উহারাও কইন ও হাবেলকে আদমের পুত্রদ্বয়রূপে কল্পনা করিয়াছে, কেবল আদমের কন্যা জন্মের কথা বাই-

বেলে নাই, ইহাতেই অনুমান সিদ্ধ করা যায়, যে মনু কন্যা আকূতি, দেবহুতি ও প্রসুতির কথা বাইবেল রচনার কালে মোজেষের স্মৃতিপথে আগত হয় নাই, তন্নিমিত্ত অধুনা ইউরোপীয়ানেরা মহাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, কোন মতে উহার সিদ্ধান্ত করিয়া হিন্দুদিগকে নিরস্ত করিতে পারেন না, কেবল কতকগুলি মিশনরিয়া ইস্কুলের ছাত্র অজ্ঞ শিশু গণকে কথায় এই মাত্র কহিয়া থাকেন, যে মোজেষ যখন আদমের পুত্রের কথা লিখিয়াছেন তখন কন্যাও হইয়া থাকিবেক তিনি তদ্বিষয়ে আর বিশেষ করিয়া কহেন নাই, তোমরা অনুভবে বোধ করনা কেন, যে যখন স্ত্রী পুরুষ না লইলে সন্তান জন্মে না, তখন স্ত্রী যে না হইয়াছিল এমন কি বিশ্বাস হয়? অর্থাৎ অবশ্যই কন্যা হইয়াছিল। ইহাতে বক্তব্য এই যে মোজেষ যখন আদমের পঞ্জরোদ্ভূতা স্ত্রীকে ইব বলিয়াছেন, তখন মোজেষের একথা না বলায় তাঁহার বিস্মৃতিই বিচক্ষণেরা অনুভবকরিবেন, অর্থাৎ বাইবেল অতি সামান্য জন কৃত পুস্তক, পাছে সকলে বাইবেলকে কৃত্রিম পুস্তক বলিয়া ঘৃণা করে, সেই ভয়েই মিশনরি ভ্রাতারা এই বৃথা কথার কল্পনা করিয়া কহেন। ফলে ইহা কৃত্রিমই যথার্থ। একথাও পশ্চাৎ স্পষ্টীকৃত করিয়া এই গ্রন্থে লিখিব, সংপ্রতি রীতি ক্রমে ইহার গূঢ়াভিপ্রায় লিখিয়া জানাইতেছি, যৎকালে জলপ্লাবনে ইউরোপাদি দেশ বিনষ্ট হয়, পুনরায় তথায় বসতি হইলে জন সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র বহিষ্কৃত জন্তুবৎ অবস্থিত ছিল, অবিনাসী বেদশাস্ত্রের

প্রবাহ যে দেশে ছিল, সেইদেশ হইতে বা তদ্দেশজাত কোন বহুদর্শী লোকের নিকট উপদেশ পাইয়া জ্ঞানবান হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পশ্চাৎ এক এক প্রকার ধর্ম্মপুস্তক কল্পনা করিয়াছিল, তৎকালে তথায় তাহাই বহুতর আদরণীয় হয়, যে হেতু তখন ইউরোপাদি দেশে লোক সকল বহুদর্শি ছিল না, পশ্চাৎ ক্রমেং জ্ঞানবান হইয়া উঠিয়াছে নানা প্রকার অক্ষর ও ভাষা প্রচারকরণ দ্বারা সেই ভাষাতে ইতিহাস লিখিবার ক্ষমতা হয়, এবং বিদ্যাশিক্ষার প্রথাকেও প্রতিষ্ঠিতা করে, বস্তুতঃ ইহাই সত্য, এ অনুভবকে অসিদ্ধ কহিতে কেহই পারিরের না, অবিনাশিনী সংস্কৃত ভাষাকে বিকৃতাকারে উচ্চারণ করাতে দেশে দেশে নানা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এবিষয়েও মিশনরি মহাশয়রা বৃথা বিতণ্ডা দ্বারা বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তদভিপ্রায় এই যে "প্রথম কালে প্রজা সকল পরমেশ্বরের উপর স্পর্দ্ধা করিয়া আকাশের উপর এক নগর বা পুরী প্রস্তুত করে, তাহাতে পরমেশ্বর প্রকোপিত হইয়া তাহাদিগকে নানা দেশে নিক্ষেপ করেন, তজ্জন্য তাহারা পূর্ব্বভাষা ভুলিয়া গিয়া নানা ভাষায় নানা প্রকার শব্দ ব্যাহরণ করিয়াছে, নতুবা প্রথমে সকল একরূপ ভাষাই ছিল" বাল প্রলাপবৎ মিশনরিদিগের এবাক্যের উত্তর কি দিব; বিচক্ষণেরা এ প্রলাপের মর্ম্ম বোধ করুন্ না কেন, যে একথা কেমন পাকা হইয়াছে, এইবাক্যে যদি তাঁহাদিগের ভাষার প্রাচীনত্ব হয় হউক্ তাহাতে আমাদিগের কা ক্ষতি? কিন্তু সূক্ষ্মরূপ এ কথার ভাব গ্রহণ করিলেও সং-

স্কৃত ভাষা সকলের আদি হয়, কেননা তাহারাই স্বীকার করিয়াছেন, যে প্রথম এক রূপ ভাষাছিল, পরে দেশে দেশে তদ্ভাষা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে নানা প্রকার দেশভাষা হইয়াছে, সুতরাং সংস্কৃত ভাষাই আদি ভাষা সকলের অগ্রেছিল পরে উপরিউক্ত মিশনরি প্রলাপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত হওয়াতে ঐ সংস্কৃত ভাষা বিচ্ছিন্না হইয়া দেশে দেশে বিকৃত উচ্চারণ বশতঃ দেশভাষা রূপে বিখ্যাতা হইয়াছে, এ কথা কহিতে না পারা যায় কেন? যেহেতু সকল দেশের ভাষাতেই সংস্কৃত ভাষার স্পর্শ আছে, কিন্তু সংস্কৃত ভিন্ন যে অন্য ভাষা ছিল সেই ভাষা বিচ্ছিন্না হইয়া দেশভাষা হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ দিবার কদাচ সাধ্য হইবে না, যেহেতু সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আর কোন ভাষার স্পর্শ নাই, এ বিধায় এই ভাষাই সকলের আদিভাষা, সমস্ত দেশ ভাষার জননী বলিয়া বিখ্যাত করা যায়।

আরও এক অপূর্ব্বপ্রলাপ বাক্য কহিয়া থাকেন, "যে পরমেশ্বরেরদূত পরমেশ্বরের সহিত বিরোধ করাতে তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফেলাইয়া দেন, সেই দূতেরা নানা প্রকার দেবরূপ হইয়া পৃথিবীতে মনুষ্যসকলকে প্রতারণা করিয়া তাহাদিগের পূজ্য হয়, হিন্দুলোকেরা তাহাদিগকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে,, একথা যে কিরূপ দ্বেষ পৈশুন্যে অন্বিত তাহা বর্ণনা করিতে হইলে স্মেরানন না হইয়া থাকা যায় না, যাহাদিগকে পরমেশ্বর পরিত্যাগ করেন তাহারা কি আবার পূজ্য হইতে পারে? বরং চিরকাল যন্ত্রণাই তাহাদিগকে ভোগ

করিতে হয়, মনুষ্য নিকটে অর্চ্চন প্রাপ্তে তাহাদিগের দণ্ড করা কি হইল? এ অনুমান তাহাতে অসঙ্গত হয় না, যে হিন্দুদিগের পুরাণোক্ত জয় বিজয়োপাখ্যান শুনিয়া থাকিবেন, সেই প্রস্তাবকে এইরূপ বিকৃতাকারে অন্বিত করিয়া কোন বিজাতীয় পুস্তকে কেহ গপ্পাচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছে, জয়বিজয় পরমেশ্বর বিষ্ণুরদূত, তমোগুণবিশিষ্ট তাহাদিগকে শান্তগণেরা অভিশপ্ত করেন, ব্রাহ্মণাপমান করাতে নারায়ণও কোপিত হইয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদিগের প্রার্থনা মত শত্রুভাবে তিনজন্মে তাহারা পরিমুক্ত হইবে, এবিধায় তাহারা হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু হইয়া দেব দ্বেষ্টারূপে পৃথিবীতে আপনাদিগের মহিমাপ্রচার করিয়াছিল, উপরি উক্ত মিশনরি প্রলাপ এই প্রস্তাবের অনুকূল হয়, তদ্ভিন্ন দেবপক্ষে লক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। যাহা হউক্ ইউরোপীয়ান মিশনরি ভ্রাতারাও আপনার দিগের মহিমা প্রকাশার্থে এবং হিন্দুদিগকে খাট করিবার নিমিত্তে কতই যত্ন ও কতই বা চতুরতা না করিতেছেন? অর্থাৎ যে কোন রূপে হউক্ হিন্দুদিগের কোন কর্ম্ম, কোন ধর্ম্ম, কোন উপাসনা, কোন ব্যবহার, কোন শাস্ত্রকে উত্তম বলিবেন না, উহারা মল মূত্র ত্যাগানন্তর জলশৌচাদি করেন না, শস্যজাত উত্তমাহারে বিরত, দণ্ডায়মান হইয়াই প্রস্রাবকরেন, ইত্যাদি অসদাচারে মাত্রকেই তাঁহারা উত্তমকল্পে ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের রীতি নীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম অবিহিত হইলেও সে হিন্দুহইতে উত্তমবলিতেই হইবে, অধুনা এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইয়াছেন, সুতরাং এরূপ ব্যক্তিদিগকে প্রতিবোধ দিতে বিধাতাও পরাভব হন্ যেহেতু যে দুরাত্মার নিকট পরমেশ্বরও মান্যতা নাই তাহাতে ক্ষুদ্র জীব মনুষ্যের কথা কি আছে?

যথা।

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে।
নির্ব্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ শৃণী।
ইত্থং যদ্ভুবি নাস্তি তেন বিধিনা নোপায় চিন্তাকৃতা।
মন্যে দুর্জ্জন চিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ॥

দুস্তর সমুদ্রের জলরাশি সন্তরণার্থ বিধাতা নৌকার সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্ধকারাগমে দৃষ্ট্যর্থে দীপ, নির্ব্বাতকালে বায়ু সেবনার্থ পাখা, মদমত্ত দুর্দ্দান্ত হস্তীর শান্তির জন্য অঙ্কুশ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীতলে এমত কিছু দেখি না যে বিধাতা কর্ত্তৃক তাহার উপায় চিন্তা হয় নাই, কেবল এই মাত্র মান্য করি, কেবল দুর্জ্জন ব্যক্তির দৌর্জন্য নিবারণে বিধাতা হতোদ্যম হইয়াছেন। অর্থাৎ দুর্জ্জনব্যক্তিকে কোন মতে সৎপথে আনা যায় না, দুরাত্মাকে কোন সদুপদেশ করিয়া সৎপথে আনিতে কাহারও সাধ্য হয় না ইতি।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভো ভগবন্! দশমহাবিদ্যা দশরূপে প্রকাশ হওয়ার যে কারণ, এবং যে দিবসে যে বিদ্যারূপে আবির্ভাব হইয়াছিলেন তাহা বিস্তার করিয়া কহেন!।

পরম হংসের উত্তর! অরেবৎস! এই দশমহাবিদ্যার আখ্যান অতি গুহ্যতম, ইহার যথার্থ মর্ম্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে কহিতে নিষেধ করেন কিন্তু কালক্রমে সকলের এবিষয়ের অনুশীলন না থাকাতে প্রায়ই দেবী পূজাদিতে অবিশ্বাস করিয়া থাকে, বিশেষতঃ আধুনিক নবীন ব্রাহ্মমতাবলম্বীরা ভগবদারাধনায় বঞ্চিতহইয়াছে, একারণ আপামর সকলকেই ভ্রষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য দেব দেবীর স্বরূপ বিষয়কে গোপন করিয়া বৃথা বক্তৃতায় ধার্ম্মিক দিগকে ক্ষোভ দিতেছে, এবং দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মকে বিলোপ করিতেছে, তন্নিমিত্ত তোমাকে বিস্তার করিয়া কহিতেছি, ইহাতে গোপন বিষয়ের প্রকাশজন্য যদি কিছু অপরাধ হয়, তাহাও আমার স্বীকার্য্য, কেননা যদি এতৎ শ্রবণে ভ্রান্তদিগের চিত্তক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজবপনে ভাগ্যক্রমে অঙ্কুরিত হয়, তবে তাহাতেও এক প্রকার মহাধর্ম্ম হইবে ইহা মান্য করি, কিন্তু হইবার নহে, যেহেতু উষরে বপ্ত বীজবৎ বিফল হয়, ইহা নিশ্চিতই অবধারিত আছে, তথাপি এবিবেচনা করাযায় যে সন্দিহান ধার্ম্মিক দিগের পক্ষে এপ্রস্তাব অত্যন্ত রূপে উপকারী হইতে পারিবে, কেননা অনেকেই দশমহা বিদ্যাবির্ভাবের স্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞাত নহেন। অতএব বৎস জ্ঞানাভিমানিন্ শ্রবণ করহ।

কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।

বগলা সিদ্ধ বিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশ মহাবিদ্যা সিদ্ধ বিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি॥

চামুণ্ডাতন্ত্রং।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমা, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, এই দশ মহা বিদ্যা, ইহাঁদিগকে সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া খ্যাতা করিয়াছেন। যদি এমত বল, যে সকলেই মহাবিদ্যা, সকলেই বিদ্যা, সকলেই সিদ্ধবিদ্যা রূপে বিখ্যাতা, তবে কালী তারাকে মহাবিদ্যা, আরং সকলকে বিদ্যা বলিয়া বিশেষ বর্ণন কেন করেন,। তাহার মীমাংসা এই যে সকলেই মহাবিদ্যা, বিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা বটেন, কিন্তু কালী তারার বিশেষ মহাবিদ্যাত্ব সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ বেদ বিদ্যা কবিত্বাদি প্রদানে সমর্থা অন্যেও বটেন, তথাপি ইহাঁদিগের বিশেষ সামর্থ, যথা "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ। মুক্তিঞ্চ কেশবাদিচ্ছেৎ জ্ঞান মিচ্ছেতু শঙ্করাৎ,, এই বচন বিষয়ে যদ্রূপ আরোগ্য কামী সূর্য্যোপাসনা, ধনকামী অগ্নির উপাসনা, জ্ঞানেচ্ছু শিবোপাসনা, মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, ইহাতে শিব কি মুক্তিপ্রদ বা ধনপ্রদ কি আরোগ্য প্রদ নহেন, এবং বিষ্ণু কি ধনারোগ্য জ্ঞান প্রদানে অসমর্থ এমত নহে এক এক বিষয়ে একের আধিক্য মাত্র, সেইরূপ মহাবিদ্যাদিগের ব্যাখ্যা হয়, মোক্ষ প্রদানকত্রী কালী তারা, এজন্য মহাবিদ্যা, মোক্ষোপযোগি জ্ঞানমাত্র প্রদায়িনী, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, ভৈরবী, ছিন্ন মস্তা এনিমিত্ত তাঁহাদি-

গের বিদ্যা সংজ্ঞা, আশু ফল প্রদায়িনী বগলার নাম সিদ্ধ বিদ্যা, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী ইহঁারা সিদ্ধবিদ্যা, অতএব মহাবিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, বিদ্যা, এই পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাত্রয় সংজ্ঞা বিশিষ্টা হয়েন।

অথ মহাবিদ্যাদিগের মাহাত্ম্য।

কালী মাহাত্ম্য পূর্ব্বে উক্ত করিয়াছি, অতএব বাহুল্য ভীতি প্রযুক্ত পৌনরুক্তি না করিয়া তাহাদিগের মহাত্ম্য মাত্র এক্ষণে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করহ।

কলৌকৃষ্ণত্ব মাসাদ্য শুক্লাপি নীল রূপিণী।
লীলয়া বাক্ প্রদাচেতি তেন নীল সরস্বতী॥
তারকত্বাৎ সদাতারা তারিণীচপ্রকীর্ত্তিতা। ইতি।
কুব্জিকা তন্ত্রং।

মহাবিদ্যা সরস্বতী শুক্লা হইয়াও কলিতে কৃষ্ণতা প্রাপ্তা নীলরূপিণী হইয়াছেন। এবং অবলীলাতে সাধকের বাক্ সিদ্ধি প্রদান করেন, এজন্য তাঁহাকে নীল সরস্বতী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। এবং তারকত্ব প্রযুক্ত তারা অর্থাৎ ত্রাণ কারিণী সরস্বতী এজন্য তাঁহাকে তারিণী বলিয়া তন্ত্রাদিতে কহিয়াছেন।

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

পীঠং প্রকল্প্যাদেহেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েত্ততঃ।
হৃদিচৈব অনন্তাদীন্ পূজয়েচ্চ যথা বিধিঃ॥

অনন্তর আত্মদেহে ধর্ম্মাদি পীঠ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে, হৃদয়ে অনন্তাদিকে বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেক।

বাহ্যং মুখ্যং গৃহস্থস্য বর্ণিনোঽন্তে প্রপূজনং।
ভাস্করঞ্চ গণেশঞ্চ শিবং দুর্গাং প্রপূজয়েৎ ॥

গৃহস্থদিগের বাহ্য পূজাকে মুখ্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন। অর্থাৎ সূর্য্য, গণেশ, শিব, দুর্গাকে পূজা করিবেক।

যন্ত্রং নির্ম্মায় তাম্রেতু অনন্তাদীন প্রপূজয়েৎ।
অস্য কোণেষু ধর্ম্মাদীন্ তৎপার্শ্বে ঽধর্ম্ম পূর্ব্বকান্ ॥

বাহ্যে তাম্রপাত্রে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অনন্তাদির পূজা করতঃ ঐ যন্ত্রের কোণে ধর্ম্মাদিকে ও তৎপার্শ্বে অধর্ম্মকে পূজা করিবেক।

মধ্যেপি পূজয়েন্নিত্য মনন্তাদি চতুর্দ্দশ।
কেশরেষু চ পূজ্যাবৈ বিমলাদ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥

যন্ত্র মধ্যেও অনন্তাদি চতুর্দ্দশকে অর্চ্চনা করিয়া, পদ্ম কেশরে বিমলাদি দেবীগণের পূজা করিবেক।

অনন্তর বিষ্ণুপূজাক্রম লিখ্যতে।

সনৎ কুমারীয় তন্ত্রোক্ত বিষ্ণু পূজাক্রম লিখিতেছি, অর্থাৎ উক্ত তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ধৃত করিলাম। যথা।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তেঽউত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
আসনেঽচাপবিশ্যাথ গুরুং ধ্যাত্বা পুটাঞ্জলিঃ ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করতঃ শুচি হইয়া সমাহিত চিত্তে গুরুকে ধ্যান করিয়া পুটাঞ্জলি বদ্ধ পাণি হইবে।

আত্মানং ব্রহ্মণোরূপং চিন্তয়েচ্চ মুহুর্মুহুঃ।
জপ্ত্বা মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বেষাং বাদিনাং বিজয়ীভবেৎ ॥

আপনাকে পরব্রহ্মের রূপ এমত চিন্তা করিয়া বারম্বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, সেই জপ ফলে সমস্ত বাদীগণের বিজয়ী হইবে।

ততঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সন্ধ্যাদীন্ বৈদিকাংস্তথা।
কুর্য্যাৎ গুরূপদেশে লৌকিকানপিদেশিকঃ॥

অনন্তর স্নান করতঃ শৌচাচার বিশিষ্ট হইয়া গুরুর উপদেশানুসারিক বৈদিকী সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিবে। এবং তন্ত্রাচার্য্যোপদেশে তান্ত্রিকী সন্ধ্যাদি করতঃ লৌকিকী অন্যান্যা ক্রিয়াও সমাপন করিবেক॥

শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি মূলমুচ্চার্য্য তর্পয়েৎ।
পূজাদ্বারে চোপবিশ্য পাদপ্রক্ষালনং সুধীঃ।
শিখায়া বন্ধনঞ্চৈব চাস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥

অনন্ত সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি" ইতি মন্ত্রে তর্পণ করিয়া পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূজাদ্বারে আসনে উপবিষ্ট হইবে। অনন্তর মন্ত্রবিৎ পূজক অস্ত্র মন্ত্রে শিখা বন্ধন করিবেক। অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) ইতি।

আচম্য দ্বার দেবাংস্তু পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
বিঘ্নানুচ্চাটয়িত্বাতু হস্ত ভূম্যো র্বিশোধনং॥

আচমন করতঃ সাধক দ্বারা দেবতার পূজা করিবে। এবং বিঘ্নকর্ত্তাদিগের প্রসারণ করিয়া হস্ত শোধন ও ভূমি শোধন করিবেক।

বিষ্ণুর উপচার কথন।

অথ আবাহন।

যোগিনীতন্ত্রং। ৯ পটল।

মীনরূপোবরাহশ্চ নরসিংহোথবামনঃ।
আয়াতু দেবোবরদো মম নারায়ণোহগ্রতঃ॥ ইতি

ঋগ্বেদাদিষ মন্ত্রৈশ্চ শোধিতং পদ্মযোনিনা।
সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুক্ত মুপবীতমথাক্ষয়ং ॥ ১১ ॥

ঋগ্বেদাদি উদ্ধৃত মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পরিশোধিত, এবং সাবিত্রী গ্রন্থ সংযুক্ত এই অক্ষয় উপবীত অর্থাৎ যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ করহ ॥ ১১ ॥ ইতি যজ্ঞসূত্র।

দিব্যবর্ণসমাযুক্তা বহ্নিভানু সমন্বিতাঃ।
গাত্রাণি শোভয়ন্ত্যেতে অলঙ্কারাস্তমানবাঃ ॥ ১২ ॥

হে দেবদেবেশ্বর! মণি মুক্তা প্রবাল হীরক মাণিক্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি মণ্ডিত, মনোহর বর্ণসংযুক্ত অলঙ্কার, যাহা মানব গণে পরিধাপন করিয়া থাকে, হে ভগবন! তবাঙ্গশোভন নিমিত্তে আমি সেই সকল অলঙ্কার প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া পরিধাপন করহ ॥ ১২ ॥ ইতি আভরণ।

বনস্পতি রসোদিব্যোগন্ধাঢ্যঃ সুরভিশ্চতেঃ।
ময়ানিবেদিতো ভক্ত্যাধূপোয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৩ ॥

দিব্যধুপ, যাহা সর্য্যাদি বৃক্ষ রসোদ্ভূত, শোভন! মৎ কর্ত্তৃক নিবেদিত সেই ধূপ গ্রহণ করহ ॥ ১৪ ॥ ইতি ধূপ।

সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চ বিদ্যুচ্চ ত্বমেবাগ্নিস্তথৈবচ।
ত্বমেবজ্যোতিষাং দেব দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৪ ॥

সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ অগ্নি সমজ্যোতি বিশিষ্ট প্রজ্বলিত দীপ, আলোকার্থে তোমাকে প্রদান করিতেছি, হে দেব কৃপা করিয়া গ্রহণ করহ ॥ ১৪ ॥ ইতি দীপঃ।

অন্নং চতুর্ব্বিধং দেবরসৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতং।
ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যানৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৫ ॥

চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্ন, ষড়রস যুক্ত নৈবেদ্য আমি ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, হে দেব কৃপা করিয়া গ্রহণ করহ ॥ ১৫ ॥ ইতি নৈবেদ্য। অনন্তর বন্দন ॥ ১৬ ॥

মন্দাকিন্যাস্তু তেবারি জয়পাপহরং শুভং।
গৃহাণাচমনীয়ন্ত্বং ময়াভক্ত্যানিবেদিতং॥ ৫॥

জয়প্রদ, সর্ব্বপাপহর, এই মন্দাকিনী সুরধুনীর শুভ জল, আচননীয়ত্বে আমি ভক্তি পুর্ব্বক প্রদান করিতেছি, হে দেব! কৃপা করিয়া গ্রহণ করহ॥ ৫॥

নানাবিধ সমাযুক্ত তৈজসাধারসংস্থিতং।
কল্পিতং মধুপর্কং তে ভক্ত্যা দেবগৃহাণ মে॥ ৬॥

হে দেব! মধু সর্পি দধি শর্কর সংযুক্ত, কাংশ পাত্র স্থিত কল্পিত মধুপর্ক, আমি ভক্তিপুর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করহ॥ ৫॥ ইতি মধুপর্ক। পুনরাচমনীয় পুর্ব্ববৎ প্রদান করিবে॥ ৭॥

ত্বামাপ পৃথিবীচৈব জ্যোতিস্ত্বং বহ্নিরেবচ।
লোকসস্থিত্তি মাত্রেণ বারিণাস্নাপয়াম্যহং॥ ৮॥

অগ্নির জ্যোতিস্বরূপ, পৃথিবীর আবরণ স্বরূপ, এই উষ্ণ জল, লোক সন্তারণার্থে হে দেব তোমাকে স্নান করাইতেছি॥ ৮॥ ইতি স্নানীয়।

দেববস্ত্রং সমাযুক্তং মঞ্জবর্ণ বিভূষিতং।
স্বর্ণবর্ণ প্রভেদেন বাসসী তবকেশব॥ ৯॥

পীতবর্ণ সূত্র সংযুক্ত, বিচিত্র বর্ণ ভূষিত পরিধী, সুবর্ণের ন্যায় উজ্বল প্রভা বিশিষ্ট, এই বস্ত্র যুগল প্রদান করিতেছি, হে দেব! হে কেশব! কৃপা পুর্ব্বক গ্রহণ করহ॥ ৯॥ ইতি বস্ত্র।

শরীরন্তে লেপয়ামি চেষ্টায়ৈবচ কেশব।
ময়ানিবেদিতোগন্ধঃ প্রতিগৃহ্য বিলিপতাং। ১০॥

হে কেশব! সুলেপনীয় চেষ্টানুসারে মৎকর্ত্তৃক এই মলয়জ সংযুক্ত গন্ধ নিবেদিত হইল, কৃপা করতঃ গ্রহণ করিয়া শ্রীঅঙ্গে লেপন করহ॥ ১০॥ ইতি গন্ধঃ।

ভগবান মীনরূপী ও বরাহ, নৃসিংহ বামনরূপী বরদ নারায়ণ দেব আমার অগ্রে পূজাস্থানে আগমন করুন্। এই মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আবাহন করিবেক।

ধ্যানানন্তর আসন প্রদান করিবেক, তাহার মন্ত্র, বরুণ-বীজে আসনের অর্চ্চনা করিয়া নারায়ণকে প্রদান করিবেক। যথা।

সুরেশস্তু পাদপীঠে পদ্মকল্পিত মাসনং।
সর্ব্বতত্ত্বহিতার্থায় তিষ্ঠস্ব মধুসূদন ॥ ১ ॥ ইতি

সর্ব্ব দেবেশ্বর দেবদেব নারাণের পাদপীঠে কল্পিত পদ্মাসন প্রদান করিতেছি, হে মধুসূদন! সমস্ত তত্ত্বের অর্থাৎ অজ্ঞান ধ্বান্তনাশন নিমিত্ত, ইহাতে অধিষ্ঠান করহ ॥ ১ ॥ ইতি আসন। স্বাগত সম্বোধনান্ত কুশল প্রশ্ন। যথা "হেদেবস্বাগতং সুসাগতং" ইতি ॥ ২ ॥

পাদ্যন্তু পাদয়োর্দ্দেব পদ্মনাভসনাতন।
বিষ্ণোকমল পত্রাক্ষ গৃহাণ মধুসূদন ॥ ৩ ॥

হে মধুসূদন! হে পদ্মনাভ, পদ্মপলাশ লোচন, হে সনাতন, নিত্যসত্য অব্যয় সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি বিষ্ণো! তব পাদপদ্মদ্বয়ে আমি পাদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করহ ॥ ৩ ॥ ইতি পাদ্য।

ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়েদেবদেবায় বিষ্ণবেনমঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর কুসকুসুম দধি অক্ষত তিল দূর্ব্বাঙ্কুর মিশ্রিত শঙ্খ পাত্রস্থিত অর্ঘ লইয়া, ত্রৈলোক্যপতিদিগের পতি, দেব দেব, বিষ্ণু তোমাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ করহ, এই মন্ত্রে প্রদান করিবেক ॥ ৪ ॥ ইতি অর্ঘ্য।

জনার্দ্দনজগদ্বন্ধো শরণাগত পালক।
তদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহিমেপ্রভো॥ ইতি।

হে জনার্দ্দন! হে জগৎবন্ধো! হে শরণাগত পালক পরমাত্মন্! হে প্রভো! তোমার দাস ও দাসের দাস তদ্দাসের দাসত্ব আমাকে প্রদান করহ॥ ০॥ অনন্তর সুনন্দনন্দ গরুড় নারদ বিশ্বক্সেন প্রভৃতি পার্শ্বদগণের অর্চ্চনা করিবে, অনন্তর দ্বারকা ও ষোড়শ সাহস্র কৃষ্ণ মহিষী বসুদেব দৈবকী, রোহিণী বলদেব, অক্রূরোদ্ধব, এবং নন্দ যশোদা রাধাদি ষোড়শ সহস্র গোপীকা, শ্রীদামাদি দ্বাদশ গোপাল, কল্পবৃক্ষ গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন, যমুনা, গোপেশ্বর, মহামায়া, পৌর্ণমাসীপ্রভৃতিকে গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদিদানে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অষ্ট সহস্র, বা অষ্টোর্ত্তর শত, অথবা বিংশতি বার মূল মন্ত্র জপ করিয়া গুহ্যাতিগুহ্য ইত্যাদি মন্ত্রে জপং সমর্পণ করতঃ প্রণাম করিবে, এবং শঙ্খস্থ অর্ঘ্য কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিয়া পুনঃ প্রণাম করিবেক। চতুর্লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হয়, তদ্দাশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ অভিষেক, তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন, পরে ঐ চতুর্লক্ষ জপে প্রয়োগ সিদ্ধিঃ। অনন্তর নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত পুজাসূত্র কহিতেছি। যথা

ঋষির্ব্রহ্মাস্য গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কৃষ্ণস্তুদেবতা।
পূর্ব্বেপ্রোক্ত বদেবাস্য বীজশক্ত্যাদিকল্পনা॥

এই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে ব্রহ্মা ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা উক্ত হইয়াছে; পূর্ব্ব উক্ত ন্যায় বীজন্যাস ও শক্তিন্যাস করিবেক পুর্ব্বোক্ত পদে সনৎকুমারীয় মতে ন্যাসাদি করিবেক।

## বিজ্ঞাপনা

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।৹
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বাঙ্গাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজ্ঞনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

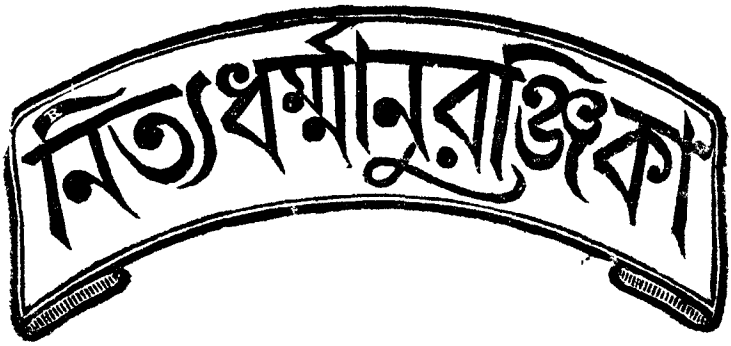

# নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় স্তুং মনোমে ।

৫৯ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ২৯ ফাল্গুন ।

## পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

ইউরোপীয় যাবনিক পুস্তকের মতে পৃথিবী সৃষ্টির প্রসঙ্গে আদম ও তাহার স্ত্রী ইভ, এতদ্দ্বয় কর্ত্তৃক মনুষ্য জাতির ৎপত্তি হয়, একথাকে বাস্তবিক সত্য বলিয়া মান্য করা যায়না । হিন্দু শাস্ত্রানুসারে আদিপুরুষ ব্রহ্মা, তাহার শরীর বিশেষ হইতে চারিবর্ণ মনুষ্যের উৎপত্তি অর্থাৎ মুখ, বাহু

উরু, পাদ হইতে যেব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি চারিজাতির উৎপত্তি হয় তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, সে কথা এই গ্রন্থে পশ্চাৎ মন্বাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যানুসারে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনে ব্যক্ত করিয়া কহিব। ফলিতার্থ ব্রহ্মা শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাঁহার ইচ্ছায় এই জগৎ চিরকালই বিদ্যমান আছে, কেবল প্রকটাপ্রকট বিধানানুসারে উৎপত্তি প্রলয় মান্য করা যায়। অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, তাঁহার সিসৃক্ষায় প্রথম স্বায়ম্ভুবমনু, ও শতরূপা নাম্নী তাঁহার স্ত্রী, এতৎদ্বয় হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, সেই অভিপ্রায়ে আধুনিক যাবনিক গ্রন্থে, আদম ও ইভকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন এমত অনুভব হইতে পারে? কেননা প্রস্তাব বর্ণনের অভিপ্রায় একমত দেখা যায়, কিন্তু পুরাণ দৃষ্টে বাইবেল, কি বাইবেল দৃষ্টে পুরাণ এসংশয় অজ্ঞের চিত্তে উদয় হইবার সম্ভব, অতএব তন্নিরসনার্থে কহিতেছি, যখন সকল যাবনিক শাস্ত্রে এবং বিচক্ষণ যবনেরা হিন্দু জাতিকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন হিন্দু শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব সিদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্র দৃষ্টে নূতন শাস্ত্রের কল্পনাকে জল্পনা করিতে হইবে, এবিধায় বাইবেল ও কোরাণাদিকে পুরাণের নকল বলিতে সঙ্কোচ কি? যিনি যতই বলুন্, যতই চতুরতা করুন্না কেন, সত্যের সত্যতার হানি করিতে পারিবেন না। আদিপুরুষ হইতে নানাজাতি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জাদি চিরকালই জন্মিয়া থাকে, এবং কালে কিয়ৎকাল স্থিতি করিয়া পরে বিনাশ

দশা প্রাপ্ত হয়, ঐ চারি প্রকার জাতির মধ্যে মনুষ্য জাতি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি ঐ বুদ্ধিবলে অন্যান্য সকলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। এই সকল পৃথিবীর দ্বীপ, বা খণ্ড কখন কখন জলপ্লাবনাদিতে বিনাশ হইলে পুনরায় তথায় অন্যদেশ হইতে আসিয়া মনুষ্যে বাস করে.বা অরণ্যবাসী অসভ্য জাতিই বাস করুক্ তাহার নিশ্চয় নাই, অথবা নূতন কোন স্থান জন্মিলে তৎস্থানের লোকেরা প্রথমত অবস্তুদর্শী হয়, পশ্চাৎ নানাদেশ জাত লোকের সংসর্গ করিয়া জ্ঞানবান হয়। পরে অবিনাশি বেদশাস্ত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া অক্ষর দৃষ্টে ও ভাষা শ্রবণে, তন্ত্রতা করিয়া এক প্রকার ভাষা ও এক প্রকার অক্ষর সৃষ্টি করিয়া ইতিহাস লিখিবার প্রথাকে প্রচলিতা করে। কিন্তু বেদে ব্রহ্মাকে আদি পুরুষ বলিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে যে কোন জাতি-যে কোন গ্রন্থকার আপনং কৃত গ্রন্থে ব্রহ্মানুরূপ কোন এক জনকে আদি পুরুষ বলিয়া তাহার কোন এক নাম কল্পনা করে, সেই রীতির অনুসারে বাইবেলাদি গ্রন্থকর্ত্তা যাবনিক মুষাদিরাও আদমকে আদিপুরুষ বলিয়া কল্পনা করিয়া গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন ইহাই সত্য তাহাতে সংশয় নাই, বিচক্ষণ মাত্রেই বিবেচনা করিলে বুঝিতে না পারেন এমত নহে?

এক্ষণে আমি সাধারণ জনগণ সন্নিধানে এই নিবেদন করিতেছি, যে হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস করা, উচিত এবং পুরাণ ইতিহাসাদিরবাক্যকে যথার্থ বলিয়া

বিশ্বাস করা। কেন না এ সকল শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অতি গহ্বরে নিষণ্ণ তাহার স্বরূপার্থ জানিতে বা জানাইতে হইলে বহুকাল ক্ষেপ হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র জীবের পরমায়ুর কুলান হয় না, একারণ এক বাক্যে সিদ্ধান্ত করা যায়, যে ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকল মিথ্যাভিপ্রায়ে অন্বিত নহে, ইতি বিবেচনায় পূর্ব্ব পুরুষানু চরিত ধারা বাহিক প্রথায় পাদসঞ্চারণ করা।

প্রথম কাল নিরূপণ দ্বারা সৃষ্টির বিশেষ বিবরণ ব্যক্ত হইবে, ইহা সর্ব্ব জ্যোতিষ সম্মত এবং পুরাণাদি সম্মতও হয়। চক্ষুর দুই পলকের স্বাভাবিক সংযোগ বিয়োগের যে কাল তাহার নাম নিষেষ, অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা ত্রিংশৎকাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎকলায় এক মুহূর্ত্ত ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি, তন্মধ্যে মনুষ্যলোকের ও দেবলোকের দিবারাত্রিকে এক সূর্য্যই বিভাগ করেন। কিন্তু দিবাই লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত, রাত্রি কেবল ব্যবায় ও নিদ্রার নিমিত্ত হয়। নর পরিমাণে একমাসে পিতৃলোকের এক দিবা রাত্রি হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ দিবা, শুক্লপক্ষ রাত্রি হয়। পিতৃলোকের দ্বাদশ দিনে দেবতাদিগের এক দিনরাত্রি, তাহাতে নরমানে একবৎসর হয়। তাহার বিভাগ উত্তরায়ণ দিবা,দক্ষিণায়ণ রাত্রি,দেবমানের (৪০০০) বর্ষে এক সত্যযুগ,পিতৃমাণে (৪৮০০০) বর্ষ। নৃপরিমাণে (১৭২৮০০০) বৎসর হয়। ঐ যুগের পূর্ব্বে যে কাল সে সন্ধ্যা, দেবমানের (৪০০) বৎসর। পিতৃমাণে (৪৮০০) বৎসর। আর পরের যেকাল সেও দেবমানে (৪০০) শত, পিতৃমাণে (৪৮০০) বৎসর, তাহার নাম

সংন্ধ্যাংশ। নরমানে সর্ব্বসমেৎ (১৭২৮০০০) বৎসর হয়। এইরূপ পরিমাণে ত্রেতাযুগ দেবমানে (৩০০০) বৎসর। পিতৃমাণে (৩৬০০০) বৎসর হয়। নরমানে (১৪৯৬০০০ বৎসর। দ্বাপরযুগ দেবমানে (২০০০) বৎসর। পিতৃমাণে (২৪০০০) বৎসর। নরমানে (৮৬৪০০০) বৎসর। কলিযুগ দেবমানে (১০০০) বৎসর। পিতৃমাণে (১২০০০) বৎসর। নৃমাণে (৪৩২০০০) বৎসর। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সত্যবৎ, অর্থাৎ ত্রেতাবধি তিন যুগের সংখ্যায় দেবমানের এক২ সহস্রহ্রাস এবং সন্ধ্যাও সন্ধ্যাংশ ও এক২শত হ্রাস হইয়া থাকে। মনুষ্য সম্বন্ধে চারি যুগের যে সংখ্যা, তাহা দেবমানে (১২০০০) বর্ষ ইহাকে দিব্য যুগ বলে। (৭১) দিব্য যুগে এক ব্রহ্ম দিবা, এবং রাত্রির সংখ্যানুসারে গণিত হয়। ব্রহ্মার দিবাবসানকালে যে প্রলয় হয় তাহাই ব্রহ্মরাত্রি, ইহার নাম দৈনন্দিন প্রলয়, স্বপরিমাণে * সুপ্তোত্থিতবৎ প্রবুধ্য ব্রহ্মা পুনর্ব্বার আপনার মনকে ভূর্লোকাদি তিনলোকের সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করেন। আর প্রলয়ের পরে মহত্তত্ত্বাদির ক্রমে সৃষ্টি করেন, তাহাতে ব্রহ্মা প্রকৃতিতেলয় পাইয়া, প্রলয়ান্তরে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া বিশ্ব

* এই ব্রহ্মার শয়নোত্থান প্রসঙ্গে যাবনিক গ্রন্থ কর্ত্তারা, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অবান্তর বোধে অশক্ত হইয়া সংক্ষেপ ক'রয়া গিয়াছেন, যে পরমেশ্বর ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া সপ্তম দিবসে শয়ন করেন, তাহাতে কেহ বলে শুক্রবার, কেহ বলে শনিবার, কেহ বলে রবিবার, ইহার নাম সেবৎ, ফলিতার্থ এ কেবল গোলোযোগ মাত্র; এ সকল মতকে বস্তুতঃ সত্য বোধ করিতে হয় না।

রচনা করেন,ইহা ব্রহ্ম পরিমাণে শতবৎসরের পর, প্রজাপতি যখন সৃষ্টি করণেচ্ছু হন, তখন এই জগৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং আহারাদি চেষ্টা প্রাপ্ত হয়। আর যখন ঐ প্রজাপতি শান্তাত্মা হইয়া দেহের এবং মনের ক্রিয়া ও ইচ্ছা রহিত হইয়া শয়ন করেন, তখন সকল জগৎ এবং জীব সকল কর্ম্মাধীন শরীর ধারণ করিয়া থাকে, আর সর্ব্বেন্দ্রিয় সহিত মনও দেহ গ্রহণাদি কার্য্য হইতে নিবর্ত্ত হয়, অতএব প্রলয় কালে মহাভূতের সহিত ভূর্ভূঃ স্বঃ, এই তিন লোকের নাশ হয়, সেই কাল ব্রহ্মরাত্রি, তৎপরে দিবা তাহাতে (১৪) মনুর ভোগ হয়, সুতরাং তাহার নাম মন্বন্তর। এমন অসংখ্য মন্বন্তরকে ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ স্বস্থানে থাকিয়া সৃষ্টি সংহার রূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যথা।

এই সকল জগৎ প্রলয় কালে তমোভি ভূত প্রায় প্রকৃতিস্থ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইতে অভিন্ন হয়, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের অগোচর সুক্ষ্ম রূপে লীন হইয়া যায়, আর কোন চিহ্নই থাকে না। একারণ অনুমানের অযোগ্যত্ব বিধায় তর্কাতীত বিষয় হয়। এবং শব্দাদি সর্ব্বোপকরণ দ্বারাও অজ্ঞেয় বস্তু সুসুপ্ত তুল্য হইয়া প্রায় থাকে, অর্থাৎ অন্ধকারে লীন বস্তু সকল লোকের যেমন অদৃশ্য, তদ্রূপ প্রকৃতিতে লীন এই জগৎ জ্ঞানের বিষয় হয়না।

তমঃ শব্দে অন্ধকার,অহংকার, এবং গুণও বিশেষ,গৌণরূপে প্রকৃতিরও বোধক হয়, যথা প্রাকৃতিক প্রলয় বর্ণনায় উক্ত আছে। "আসীত্তমো ময়ং লোক মনর্ক গ্রহতারক মিতি,,

মনুঃ। তৎকালে এই লোক কেবল তমোময় মাত্রছিল, তখন গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কিছু মাত্র ছিলনা। সেই প্রলয়ের পরপরমাত্মা ভগবান্, যিনি স্বেচ্ছাধীন শরীর পরিগ্রহ করেন। এবং যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, উপলব্ধি মাত্র, তিনি সৃষ্টি করণেচ্ছায় অখণ্ড শক্তিমান্ হয়েন। যথা "সিসৃক্ষুরাদৌ ভগবান্ নির্গুণঃ সগুণো ভবেদিতি স্মৃতিঃ,, সৃষ্টি করণেচ্ছু ভগবান্ আদিতে নির্গুণ হইয়াও সগুণ হয়েন। এবং প্রকৃতির প্রেরক রূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত হন্। অনন্তর মহত্তত্ত্ব,ও অহংতত্ত্ব, আর আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতিকে প্রথমতঃ সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ করতঃ পরে স্থূলরূপে প্রকাশ করিয়া আত্মারূপে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন। যে আত্মাকে বাক্য মনের অগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয় বলা যায়, সেই সর্ব্ব ভূতাত্মা অচিন্তনীয় কারণস্বরূপ চিন্ময় অব্যয় নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব স্বয়ং মহত্তত্ত্বাদিকার্য্যরূপে প্রকাশমান হন্।

স্বীয় * অব্যাকৃত শক্তি স্বরূপ প্রকৃতি হইতে নানা বিধ জীব সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করাতে তাঁহার ললাট হইতে জলের উৎপত্তি হয়। যথা (তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ

* জল পরমাত্মার পূর্ব্বাশ্রয়, এই বৈদিক শাস্ত্রোদিত বচনার্থ পূর্ব্বে শ্রুত হইয়া যাবনিক গ্রন্থ কর্ত্তারা বাইবেল প্রভৃতিতে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের আত্মা প্রথমে জলের মধ্যে ভাসমান ছিলেন,, এবাক্য ঐ বাক্যের অনুগত বিলক্ষণ সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু জল যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, একথা লেখেন্ নাই, ইহাতে বোধ হয় শুনা কথার সকল অর্থ মনে রাখিতে পারেন নাই,।

স্বেদোঽপতৎ তাসু আপ ইতি) শ্রুতিঃ। তাঁহার ললাট দেশ হইতে ঘর্ম্ম বিন্দু পতিত হইলে তাহাতেই সর্ব্বাগ্রে জল জন্মিল। অর্থাৎ আত্মগত চিন্তা দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টির পুর্ব্বে জলের সৃষ্টি করেন। এবং সেই জলে আত্মশক্তিরূপ বীজ বপন করেন। যথা শ্রুতিঃ। "তাসু তেজোঽবপদিতি,, ততো হৈরণ্যোঽণ্ডোঽ ভবদিতি,, তাহাতে স্বকীয় তেজ বপন করাতে স্বর্ণ বর্ণ এক অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ড অতি উজ্জ্বল সহস্রাদিত্য তুল্য দীপ্তিমান, "তত্রচতুর্মুখো ব্রহ্মা হজায়ত ইতি শ্রুতি,, সেই অণ্ড মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্মিলেন। অর্থাৎ পরমাত্মা তাহাতে স্বয়ং সর্ব্বলোক পিতামহব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হন্। এই হেতু ব্রহ্মার নাম "স্বয়ম্ভূ,, এবং অজ হয়,, সেই অণ্ডের নাম ব্রহ্মাণ্ড। সেই চিন্ময় আদি পুরুষ ভগবান্, যিনি জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম "নারায়ণ,, মন্বাদি শাস্ত্রে তন্নামের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। "নারা আপোশেতেযঃস নারায়ণঃ ইতি,, নর শব্দে আত্মা, আত্মা হইতে উৎপন্ন জলের নাম "নারা,, সেই জল পরমাত্মার পুর্ব্বাশ্রয় অতএব শাস্ত্রে তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

ঐ নারায়ণ সম্যক্ জন্য বস্তুর কারণ, এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বেচ্ছা বিগ্রহধারী, কিন্তু উৎপত্তি বিনাশ রহিত, সৎ স্বরূপ, ঘট্ প্রত্যক্ষাদির অগোচর হেতুক অসৎ স্বভাবের ন্যায় হন্। তাঁহা হইতে উৎপাদিত পুরুষ ব্রহ্মা নামে খ্যাত, সেই ভগবান্ ব্রহ্মা পুর্ব্বোক্ত উৎপাদিত অণ্ড মধ্যে

আপন পরিমাণে এক বৎসর কাল স্থিতি করিয়া আপনিই ঐ অণ্ড দুই ভাগ হউক্ এই আত্মসংকল্প দ্বারা ঐ অণ্ডকে দুই ভাগ করেন। তাহার ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ, অধঃখণ্ডে ভূর্লোক কল্পিত হয়। ঐ খণ্ডদ্বয় বিভাগের মধ্যস্থ আকাশের নাম অন্তরীক্ষলোক, পরে পূর্ব্বাদি ঈশান পর্য্যন্ত অষ্টদিক্, আরস্থির তর জল স্থান সমুদ্রাদির পরিনির্ম্মাণ করেন।

পরে মহত্তত্ত্বাদি হইতে ক্রমেই জগতের সৃষ্টি হয়। ইহার ক্রম দেখাইবার জন্য মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি অর্থাৎ অব্যাকৃত সত্ব রজঃতম এতৎ গুণ সমষ্টিকে মহত্তত্ত্ব কহে। অহংতত্ত্ব ব্যাকৃতগুণত্রয়, অর্থাৎ পৃথক্২ রূপে আধারে সংস্থিত গুণকে অহং তত্ত্ববলে। ব্রহ্মা আত্মা হইতে যে মনকে নিঃসৃত করেন, শ্রুতি যুক্তি প্রযুক্ত তাহাকেই সৎ বলেন। আর প্রত্যক্ষের অগোচর হেতুক ঐ মনকে অসৎ শব্দে উক্ত করা যায়। যথা শ্রুতিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদসদ্বা ইতি,, বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ। সকলের অগ্র সৎছিল পরে অসৎ হয়, এতৎমূক্তির অনুসারে স্বয়ম্ভূ মনের সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিমানরূপ কার্য্যযুক্ত অহংতত্ত্ব অর্থাৎ অহংকারতত্ত্বকে প্রকাশ করেন। ঐ অহং সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মার উপকারক যে মহত্তত্ত্ব তাহাকে নিঃসৃত করেন। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকল বিষয়গ্রাহক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে, এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ও পঞ্চতন্মাত্রকে সৃষ্টি করেন। জন্যবস্তুমাত্রই তাবৎ সত্ব রজঃতমঃ এই গুণত্রয় যুক্ত হয়। ফলিতার্থ ইহার তাৎপর্য্য

এই যে অব্যাকৃত ভগবৎ শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি করণের উন্মুখ ভাবের নাম মহত্তত্ত্ব। তদনন্তর "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি,, আমি অনেক হইব, এই শ্রুতি প্রমাণে ঈশ্বর সংকল্প দ্বারা প্রজা ও প্রজাপতিগণের সৃজন করণার্থে ঈক্ষণ কালে প্রকৃতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম অহংতত্ত্ব। সেই অহংতত্ত্ব হইতে আকাশাদির সূক্ষ্মাংশ পঞ্চতন্মাত্র জন্মে, ঐ ভূততন্মাত্র হইতে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। ঐ অহংকার, আর পঞ্চ ভূত তন্মাত্র এই ছয় অপরিমিত কার্য্য নির্ম্মাণে অতি শক্তিমান। এই ছয় প্রকৃতি স্ব স্ব বিকারে সকল বস্তুর উৎপাদক হয়, অর্থাৎ অহংস্কারের বিকার ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রের বিকার মহাভূতপঞ্চ, ইহাতে যোজনা করিয়া উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজাদি সকল প্রজাকে নির্ম্মাণ করেন। প্রকৃতির সহিত অভিন্ন পরমাত্মার মূর্ত্তি সম্পাদক এই ছয় অবয়ব, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র ও অহংকার, ইন্দ্রিয়াদিকে ও পঞ্চমহাভূতকে সমাশ্রয় করে, অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয় রূপে ঐ ছয় পরিণত হয়। এ কারণ ভূতেন্দ্রিয়বিশিষ্ট ব্রহ্মমূর্ত্তিকে লোকে শরীরী কহে, বস্তুতঃ তিনি প্রাকৃত শরীরী নহেন, কেবল ভূতেন্দ্রিয় সকল আপন২ বর্গের সহিত পরব্রহ্মেতে আবেশ করে এই মাত্র, তিনি তাহাতে নির্লিপ্তবৎ থাকেন। যিনি মন, তিনি অবিনাশী, এবং শুভাশুভ কর্ম্মের হেতু, এ প্রযুক্ত মনকেই জগতের কারণ মান্য করা যায়। যথা জ্ঞানাভ্যাসে। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োরিতি,, মনই জীবের বন্ধ মোক্ষের কারণ হয়। ঐ মন বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, মনের

সহিত অহঙ্কার আত্মরূপ অবস্থিতি করে, অর্থাৎ মন ব্রহ্মেতে আবেশ করে, ফলিতার্থ অহংকারহইতে এ সকল বিষয় উৎপন্ন হয়। অনন্তর ভূতাদির কার্য্য পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া কহিব ইতি।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভুবনানাং পালকত্বাদ্ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা।
সৃষ্টিস্থিতিকরীদেবী ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা॥

সমস্ত ভুবনের পালনকর্ত্রী তন্নিমিত্ত মহাবিদ্যাকে ভুবনেশ্বরী বলিয়া কহিয়াছেন। আর সৃটি স্থিতি কারিণী বিদ্যারূপা মহাদেবী ভুবনেশ্বরী নামে কীর্ত্তিতা হন্। অর্থাৎ ভুবন শব্দে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের ঈশ্বরী যিনি, তিনি ভুবনেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী রূপে বিশ্বগ্রথিত হেতু বিরাট রূপা হন্।

শ্রীপ্রদাত্রীসদাবিদ্যা শ্রীবিদ্যাচ প্রকীর্ত্তিতা।
নির্গুণাচ মহাদেবী ষোড়শীমোক্ষদায়িনী॥

সর্ব্বদা শ্রী প্রদান করেন যে বিদ্যা, তাহার নাম শ্রীবিদ্যা, ইনি নির্গুণা অর্থাৎ নির্লিপ্তা, মহাদীপ্তিমতী, সাধকের মোক্ষ প্রদায়িনী, ষোড়শকলপরমাত্মস্বরূপা, একারণ ইহাঁকে আগমে ষোড়শী বলিয়া আখ্যাতা করিয়াছেন।

ভৈররীদুঃখসংহন্ত্রী যমদুঃখবিনাশিনী।
কালভৈরব ভার্য্যাচ ভৈরবীপরিকীর্ত্তিতা।

সম্যক্ দুঃখ সংহারিণী, ও যমভীতি দুঃখ বিনাশকারিণী

কাল ভৈরব ভার্য্যা মহাদেবী, মহাসঙ্কটনাশিনী বিদ্যা ভৈরবীনামে বিখ্যাতা।

ত্রিশক্তিকালদাদেবী ছিন্নাচৈবসুরেশ্বরি।
ত্রিগুণাচ মহাদেবী মোহিনীমোক্ষদাধ্রুবং॥

হে সুরেশ্বরি! আত্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এই ত্রিশক্তিরূপা, মৃত্যুপ্রদা, দীপ্তিমতী, ছিন্না অর্থাৎ জন্মবন্ধনচ্ছেদিনী, ত্রিগুণরূপিণী মহাদেবী, ত্রিলোকমোহিনী, আশুমোক্ষপ্রদায়িনী ছিন্নমস্তারূপে প্রসিদ্ধা।

ধূমাবতীমহামায়া ধূমাসুরনিসূদনী।
ধূম্ররূপা মহাদেবী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী॥

মহামায়া ধূমাবতীদেবী, ধূমাসুরবিনাশকারিণী, ধূমরূপিণী, মহাদীপ্তিমতী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদায়িনী হয়েন।

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগতামুপকারিণী।
বকারেবারুণীদেবী গকারে সিদ্ধিদাস্মৃতা।
লকারেপৃথিবীচৈব চৈতন্যা মে প্রকীর্ত্তিতা॥

জগতের উৎপত্তিকারিণী, যিনি জগৎকে সন্ধারণ করেন, সকল জগতের উপকারকত্রী বগলা বিদ্যা, বকারে বারুণী শক্তি, গকারে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, লকারে পৃথিবীরূপিণী, আকারে চৈতন্যরূপা, এই ব্যুৎপত্তিতে বগলাকে সিদ্ধ বিদ্যা বলা হইয়াছে॥

মাতঙ্গীমদশীলত্বাৎ মতঙ্গাসুর নাশিনী।
সর্ব্বাপত্তারিণীজ্যেষ্ঠা চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী॥

জ্যেষ্ঠা সংজ্ঞামাতঙ্গী, ইনি মতঙ্গ নামে অসুরকে নাশ করেন, যাঁহার স্মরণে সমস্ত আপৎ বিনষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মার্থ

কামমোক্ষ প্রদান হেতু ইহাঁকে মাতঙ্গী নামে বিখ্যাতা করিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠবাসিনীদেবী কমলাচপ্রকীর্ত্তিতা।
পাতালবাসিনীদেবী লক্ষ্মীরূপাচসুন্দরী॥

বৈকুণ্ঠনিবাসিনী, দীপ্তিমতী মহাদেবী, কমলা নামে কীর্ত্তিতা, এবং পাতালতলে নিবাসজন্য ইহাঁকে লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা করিয়াছেন।

এতাদশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদানিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাঃ॥

এই দশমহাবিদ্যা, ইঁহারা সিদ্ধবিদ্যানামে কীর্ত্তিতা, সকলেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদায়িনী হয়েন, অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপা শক্তিকে মহাবিদ্যা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন।

যেনতেনপ্রকারেণ কলৌপূর্ণফলপ্রদাঃ॥

যে কোন রূপে হউক্ ইহাঁদিগের উপাসনা করিলে, কলি-কালে ইহাঁরা সংপূর্ণ রূপে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

পাষণ্ডেচশঠেচৈব নিন্দকেচৈবনির্গুণে।
অভক্তেষু চপাত্রেষু আস্থাহীনেচ সুন্দরি॥
নপ্রকাশ্যমিদংভদ্রে শপথং মেধ্রুবংসদা।
সর্ব্বলক্ষণযুক্তায় দদ্যাচ্চৈব মহেশ্বরি॥

এই প্রকরণানুষ্ঠানের উপদেশ কখন পাষণ্ডকে বা শঠ ব্যক্তিকে, ও নিন্দককে এবং অসৎগুণসম্পন্নব্যক্তিকে, ভক্তি হীনপাত্রকে, অথবা বিশ্বাসহীনকে উপদেশ করিবেক না, হে সুন্দরি! উপদেশ করা থাকুক্ তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিবে না, আমি তোমাকে সর্ব্বদা আমার

দিব্য দিতেছি। সর্ব্ব লক্ষণ যুক্ত যে সাধক, তাহাকেই এই বিদ্যার উপাসনার উপদেশ দেওয়া বিহিত হয়।

## গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থদিগের বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহাকেই দম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, এবং দশ ধর্ম্মান্তর্গত অষ্টম ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। "দমো-মদত্যাগঃ,, ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। বিষয়ে মত্ততাত্যাগের নাম দমঃ। এবং বিকার হেতু বিষয় সন্নিধানেও বিকার না হওন রূপ মনের দমনের নাম দম,ইহা মনুর টীকাকার কুল্লূক ভট্ট ব্যাখ্যা করেন। অন্যচ্চ "মনসোদমনং দম,, ইতি সনন্দঃ। মনের দমনকে দম বলিয়া উক্ত করেন। দণ্ড, তাপ, ও ক্লেশ সহিষ্ণুতাকে দম বলিয়া অমরসিংহ কহিয়াছেন। এবং বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহকে বেদান্তসারে দম কহেন। অর্থাৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত মনের যে যথেষ্ট বিনিযোগযোগ্যতা তাহাকে দম বলা যায়। যথা।

কুৎসিতাৎকর্ম্মণোবিপ্র যচ্চচিত্তনিবারণঃ।
সকীর্ত্তিতোদমঃপ্রাজ্ঞৈঃ সমস্ততত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ইতি
পদ্মপুরাণং।

হে বিপ্র! সমস্ত প্রকার কুৎসিত কর্ম্ম হইতে যে চিত্তের নিবারণ, তাহাকেই সকল তত্ত্বদর্শিপ্রাজ্ঞলোকেরা দম বলিয়া উক্ত করিয়া থাকেন। ইতি।

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ প্রপাঠকে পঞ্চম ব্রাহ্মণে

এই দম প্রস্তাব উক্ত আছে। যেহেতু সংসার কৃতিজন্য যে কিছু ঘটনা হয়, তাহার মূলকারণ মনঃ, মন ও ইন্দ্রিয় এই উভয় সংযোগে যত্ন কার্য্যে ব্যাপার করণে জীব সকল নিযুক্ত হয়। যথা।

মনোহি হেতুঃ সর্ব্বেষা মিন্দ্রিয়ার্ণাং প্রবর্ত্ততে। ইতি

সুন্দরকাণ্ডং।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক মন, অর্থাৎ মনই সকল ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির মূলকারণ হয়, এবিধায় বৈদিক মতে "মনোব্রহ্মোপাসীৎ,, ইতি শ্রুতিতে মনকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্ম বলেন। সেই মনের কার্য্য কল্পনামাত্র, তাহার দুই ধারা। এক বুদ্ধিযুক্তি পরামর্শ পুর্ব্বক কল্পনা, দ্বিতীয় তাহার বিপরীত, সুতরাং বুদ্ধিযুক্তি পরামর্শ পুর্ব্বক কার্য্য করণের পরিপন্থী মনকে দমন না করিলে প্রথম পক্ষে মনের ধৈর্য্য করা কঠিন হয়। বিশেষতঃ উৎপথগামী মনের দমন করাও সহজ কার্য্য নহে, যেহেতু মনঃ স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহার চাঞ্চল্য ধর্ম্মের দ্বারাই সংসার প্রবাহ হয়, এবং তাহাকেই ভ্রান্তির মূল বলিয়া কহিয়াছেন। যথা।

মনশ্চঞ্চলতা যৈষাত্ববিদ্যা রামসোচ্যতে। ইতি

যোগবাশিষ্ঠং।

বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিয়াছেন, হে রাম! মনের যে চঞ্চলতা তাহাই অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ০॥ সুতরাং এমত চাঞ্চল্য গতির বিপরীতে মনের ধৈর্য্য করা অনায়াস সাধ্যও নহে।—যথা।

বিমূঢ়াকর্ত্তুমুদ্যুক্তা যেঽহঙ্কাচ্চেতসোজয়ং।
তেনিবধ্নন্তিনাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিষতন্তুভিঃ। ইতি

মনঃ সংযমের শাস্ত্রোক্ত পথকে না জানিয়া যে মূঢ় অহং বুদ্ধিতে মনোজয় করিতে প্রবর্ত্তমান হয়, সে ব্যক্তি পদ্মমৃণাল সূত্রেও মদমত্ত হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে। তাৎপর্য্য। এ উভয়ই অসাধ্য, অতএব নানা শাস্ত্রাবগতি ও নানা দিগ্‌দর্শন, ও নানা পরীক্ষা, ও সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তি, ও সাধুসঙ্গ দ্বারা ক্রমশঃ মনকে বশীভূত করিতে হয়, ফলিতার্থ মনো বশ্য ও শুদ্ধ যখন হয়, তখনই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবার উপায় হয়, ও সদনুষ্ঠানে যে ব্যক্তি রত না থাকে, তাহার মনো বশ হয় না, মনোবশ না হইলেও তাহার কোন কার্য্য পরিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না,এবং সেই ব্যক্তি কদাপি যথার্থ পদার্থানুসন্ধান ও সদ্বিচারে প্রণিধান করিতে পারে না, একারণ সমস্তপ্রকার উপদেশ কর্ত্তা সৎপুরুষেরা মনের ধৈর্য্যের ও মনঃ শুদ্ধতার নিমিত্ত শাস্ত্রে নানাবিধ কৌশল করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, অতএব মনো দমন মহাপুণ্য ও মহাধর্ম্ম হয়, এবং তাহাতেই লোক কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। এক মনের দমন করিতে পারিলেই কামাদি ছয় রিপুর দমন করা হয়, এইরূপ সর্ব্ব দোষ রহিত চিত্ত হইলে পুরুষ মাত্রেই সর্ব্বত্রে জয় লাভ করিতে পারে। যথা।

কামং ক্রোধং মদং মোহং মাৎসর্য্যং লোভ মেবচ।
অমূন্‌ষড়্‌বৈরিণো জিত্বা সর্ব্বত্রবিজয়ীভবেৎ। ইতি
স্কন্দপুরাণং।

কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, আর লোভ, এই ছয় রিপুকে জয় করিলে লোক সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়।

এইমদ শব্দের তাৎপর্য্য, মনুষ্যের এক্ এক্ বিষয়ে এক এক প্রকার মদজন্মে, অর্থাৎ ধনমদ, জনমদ, এবং বিদ্যামদ,। কিন্তু এ সকল মদ্যই সাহঙ্কার মানস ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়, নতুবা ধনাদিতে কিছুমদ থাকে না। যদি ধনাদিকে মদ বলাযায়,তবে সকল ধনবান ব্যক্তিকেই মত্ত কহিতে হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে, সেই সাহংকারিক মদগর্ব্ব অর্থাৎ মত্ততাকে মন হইতে যদি দূর করিতে পারে, তবেই প্রকৃত রূপ মনো দমন হয়, তাহার প্রকার এই যে জগতে কত ধনি কত কত ধনধারণ করে, ও তাহারা কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, আমার অপেক্ষা কত উচ্চাভিলাষী হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আপনার ধনমত্ততার শান্তি হইতে পারে, কেন না শাস্ত্রান্তরে তাহা উক্ত করিয়াছেন। যথা

অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপজায়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্ত সর্ব্বএব দরিদ্রতি। ইতি।

আপনার হইতে অধোধোভাগে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার মনে আপনার গৌরবাভিমান না হয়! আর উপরি উপরি দৃষ্টিপাত যদি করে, তবে সকলেই আপনাকে দরিদ্র বলিয়া অবলোকন করিয়া থাকে।। ১।। সুতরাং ইহাতে ধনমদের এক প্রকার শান্তি বিধান হইবার সম্ভাবনা। অপর, জনমদ, ইহাও দুই প্রকার। এক কৌলিন্য মর্য্যাদাপন্ন, অর্থাৎ আমি কুলীন সন্তান, অন্যে আমা হইতে ছোট, এই অভিমানই বিষম মদ, ইহাতেই সর্ব্বনাশ হয়, অর্থাৎ তাহার নিবারণের উপায় বিলক্ষণ আছে, কিঞ্চিৎকাল কুলের মূল মন্ত্র

ভাবনা করিলেই হয়, কলিতার্থ কুলাভিমান কোন কর্ম্মের কথা নহে, তাহাতে অভিমানী হওয়াই অতি মূঢ়ের কার্য্য। বস্তুতঃ কুল পদার্থে আপনার ক্ষমতা কি? কোন পূর্ব্ব পুরুষের গুণের দ্বারা পরিচিত হওয়া মাত্র, অর্থাৎ বংশের মধ্যে সদ্‌গুণসম্পন্ন ধার্ম্মিক সুপণ্ডিত খ্যাতাপন্ন কোন পুরুষ জন্মিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার বংশ, এই কথা বলিয়া অভিমান করা মাত্র, বিবেচনা করিলে তাহাতে আপনার প্রাধান্য কি? স্বয়ং খ্যাতাপন্ন রূপে সর্ব্বত্র পরিচিত ব্যক্তির যাদৃশ সম্মান্ তাদৃশ সম্মান্ তাহাতে নাই।

দ্বিতীয়তঃ আমার অনুগত অনেক জন আছে, তাহারা থাকিতে আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না, এই জনমদে মত্তব্যক্তির দম্ভই সার হয়, তাহাতে কার্য্য কারণে বিশেষ পুরুষার্থ ঘটে না, অর্থাৎ পরের শরীর ও সমার্থে জনমদ হয়, কিন্তু ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে জনসাধ্যে যমবাধ্য হয় না, তাহাতে আত্ম বুদ্ধিরও কিছু স্থৈর্য্য হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ চিন্তা করা উচিত, যে শুদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে কয়েক দিন সকলে একত্রে থাকামাত্র,। এরূপে কাহার ভরসাতে কোন বিষয়ে অহঙ্কার প্রকাশে কেবল মূর্খতাই প্রকাশ করা হয়। যৌবন ও লাবণ্যমদও ঐ রূপ। শরীরের অবস্থা অতি চঞ্চলা, তাহাতে নানা রোগাদি যাতনা ঘটিত আছে, ইহাতে নিজপরাক্রম ও শ্রী ও সামর্থ্যাদির বিশ্বাস কি? যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্বিত হওয়া যায়। বিদ্যামদে এই বিচার করিতে হইবে, যে বিদ্যা

কতিবিধা, এবং তাহার শাখা প্রশাখা ভেদে জগতে বিদ্যাই বা কতগুণে বিরাজমানা, তাহার অংশাংশ মধ্যে কি বিষয়ে আমার কি রূপ নিপুণতা আছে, ইহা সতত মনে করিলে, এবং যে কোন ব্যক্তি তাহাতে পারগ আছে, তাহার সহিত আলাপ করিলে আপনার অসংপূর্ণ বিদ্যার ও অযথার্থ গর্ব্বের মর্ম্ম জানিতে পরাযায়, এরূপ অনুসন্ধান করিলেই বিদ্যামদ অবশ্যই পরিত্যাগ হয়। এই সকল মদত্যাগ দ্বারা মনো দমন রূপ দম ধর্ম্ম উদয় পান্, এবং উৎকৃষ্টা দৈবীপ্রকৃতিও মনুষ্যেতে প্রকাশ পায়। ইহা গৃহস্থ লোকের সর্ব্বদা চিন্তাকরা বিহিত হয়, এবং আপন মনকে এরূপে বশ না রাখিলেও সংসারে মহাত্মা পদের বাচ্য হইতে পারে না। এই প্রস্তাব ভ্রান্তিপ্রযুক্ত পৌনরুক্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত দোষী করিবেন না, ইতি প্রার্থনা।

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

গোময়েনোপলিপ্যার্চ্চাং তত্রপীঠং বিধাপয়েৎ।
বিলিপ্য গন্ধপঙ্কেন লিখে দষ্টদলাম্বুজং।
কর্ণিকায়াঞ্চ ষট্‌কোণং সসাধ্য স্তত্রতন্মুখং।
শিষ্টৈস্তং সপ্তদশভি রক্ষরৈ র্বেষ্টয়েৎ স্বয়ং।

গোময়দ্বারা অর্চ্চনাস্থান লিপ্ত করিয়া তদুপরি স্বর্ণ অথবা তাম্রাদিপীঠ সংস্থাপন করিবে। তাহাতে সুগন্ধ চন্দনপঙ্ক লেপিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্মের কর্ণিকারে সাধ্য ছয়কোণবৃত্ত লিখিয়া তন্মুখবৃত্তে অবশিষ্ট সপ্তদশ অক্ষরে বেষ্টন করিবে।

প্রাগগ্ন্যাদিষু কোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টে সুসম্বিদং ।
ষড়ক্ষরং সন্ধিষুচ কেশরেষু ত্রিশ স্ত্রিশঃ ।
বিলিখেৎ স্মরগায়ত্রীং মালামন্ত্রং দলাষ্টকে ।
ষট্‌শঃ সংলিখ্য তদ্বাহ্যে বেষ্টয়ে মাতৃকাক্ষরৈঃ ।

অনন্তর, পূর্ব্বনৈঋ্ত্যাদি কোণ চতুষ্টয়ে জ্ঞানার্থপ্রদ শ্রীবীজাদি বীজচতুষ্টয় লিখিবে। দলসন্ধিস্থানে ছয় অক্ষর বিন্যাস করিবে। পদ্মকেশরেতে তিন তিন অক্ষর লিখিবে। বিভাগক্রমে অষ্টদলে মালামন্ত্রবৎ কামগায়ত্রী লিখিবে। তদ্বাহ্যে ছয় ছয় সংখ্যায় লিখিয়া মাতৃকাক্ষরে বেষ্টন করিবে ॥

ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে দিগ্বিদিক্ষুঃ সমাহিতঃ ।
এতন্মন্ত্রং হাটকাদি পাত্রেম্বালিখ্য পূর্ব্ব বৎ ॥
সাধিতং ধারয়েৎযস্ত সোহর্চ্চ্যতে ত্রিদশৈরপি ॥

বাহিরে ভূপুর ও গোপুর লিখিবে দিক্ ও বিদিক্ অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত সাধক চারিদিক্ ও চারি কোণ বিশিষ্ট মণ্ডল পূর্ব্ববৎ ক্রমে লিখিবেক। এই যন্ত্র সাধিত করিয়া যেব্যক্তি ধারণ করে, সেই ব্যক্তি দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চণীয় হয় ॥

স্যাদ্গায়ত্রী কামদেব পুষ্পবাণৌচ ঙেহন্তকৌ ।
বিদ্মহে ধীমহি যুতৈ স্তন্নোহনঙ্গ প্রচোদয়াৎ ॥

কামগায়ত্রী যথা। কাম দেবায় বিদ্মহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি। তন্নো হনঙ্গ প্রচোদায়াৎ। এই কামগায়ত্রী জপে জীব সর্ব্বত্র বিজয়ী হয় ॥

অথ বিষ্ণুপূজা যন্ত্র ।

ভূগৃহং চতুরস্রংস্যা দষ্ট বজ্র বিভূষিতং ।
পীঠং পূর্ব্ববদভার্চ্চ্য মূর্ত্তিং সংকল্প্য পৌরুষীং ॥

ভূ গোপুর পঞ্চবর্ণে বাচন্দনে লিখিয়া চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মণ্ডল লিখিবে, অষ্টদিগে অষ্টবজ্র লিখিয়া মধ্যে ষট্ কোণবৃত্ত অষ্টদলপদ্মে ব্রহ্মাসন কল্পনা করিবেক, তাহাতে পূর্ব্ববৎ পীঠ পূজাকরতঃ মধ্যে কামবীজ লিখিয়া তন্মধ্যে মানসে পৌরুষী মূর্ত্তি অর্থাৎ ভগবন্মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, চিন্তা করিবেক॥

তত্রাবাহ্যাচ্যুতং ভক্ত্যা সকলীকৃত্য পূজয়েৎ।
আসনাদি বিভূষান্তং নচন্যাসং ক্রমান্ন্যসেৎ॥

সেই যন্ত্র মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করতঃ ধেনু-মুদ্রাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক আসনাদি ভূষণদানপর্য্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবেক। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ক্রমন্যাস করিবেক না, অর্থাৎ পূর্ব্বেন্যাস করা হইয়াছে।

সৃষ্টিস্থিতি ষড়ঙ্গঞ্চ কিরীটংকুণ্ডলদ্বয়ং॥
শঙ্খাং চক্রং গদাপদ্মং মালাংশ্রীবৎস কৌস্তুভং।
গন্ধাক্ষত প্রসূনৈশ্চ মূলেনাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ॥

অনন্তর, ঐ যন্ত্র মধ্যে সৃষ্টিস্থিতি ক্রমে পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ পূজা করিবেক। কিরীট, কুণ্ডলযুগল, শংখ, চক্র, গদাপদ্ম, বনমালা এবং শ্রীবৎসকৌস্তুভাদিকে মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধপুষ্প অক্ষত প্রদানে পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিবে।

আদৌবহ্নি পুরদ্বন্দ্বে কোণেষ্বঙ্গানি পূজয়েৎ।
সকূচ্ছিরঃ শিখাবর্ম্ম নেত্রমন্ত্র মিতিক্রমাৎ॥

প্রথম পুরদ্বয়ে আর অগ্ন্যাদিকোণে অঙ্গ পূজা করিবেক, অর্থাৎ হৃদয়ায় নম, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ ষট্, নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্, কবচায়হুং, অস্ত্রায়ফট্ নমঅন্তে প্রণবাদি সংযোগে পূজা করিবেক॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
অগ্ন্যাদি দল মূলেষু শান্তির্লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
রতিশ্চাদিশ্চ মেষর্দ্ধা স্ততোহ ষ্টৌ মহিষীর্যজেৎ ॥

চতুর্দ্দিক্ষুদলে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, আর অগ্নি কোণাদৌ চতুর্দ্দলমূলে শান্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতিআদি শক্তির অর্চ্চনা করিয়া অনন্তর অষ্টমহিষীর পূজা করিবেক ॥

তদ্বহিশ্চন্দ্রবজ্রাদ্যা আবৃতীঃ সংপ্রপূজয়েৎ।
ইতি সপ্তাবৃতি বৃত মভ্যর্চ্চ্যাচ্যুত মাদরাৎ।
প্রীণয়ে দ্দধিখণ্ডাজ্য মিশ্রেণতু পয়োহন্তসা ॥

পদ্মবাহ্যে চন্দ্র এবং বজ্রাদির, তদ্বাহ্যে আবরণ দেবতার পূজা করিবেক। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সুনন্দাদি সপ্তাবরণ দেবতার অর্চ্চনা করিয়া, অনন্তর, দধি খণ্ড ঘৃত দুগ্ধ মিশ্রিত জলদ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের তৃপ্ত্যর্থ তর্পণ করিবেক ॥

রাজোপচারান্ দত্বাথ স্তুত্বা নত্বাচ কেশবং।
উদ্বাস্যাথ স্বহৃদয়ে পরিবার গণৈঃ সহ ॥

এই রাজোপচার প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া, এবং স্তুতি করণানন্তর যন্ত্রস্থ ভগবানকেশবকে প্রণাম করতঃ পরিবার দেবতাগণের সহিত বাহিরে উদ্বাসন করিয়া স্বহৃদয়ে সংস্থাপন করিবেক।

নত্বাত্মানং সমভ্যর্চ্চ্য তন্ময়ঃ প্রজপেন্মনুং।
রত্নাভিষেক ধ্যানেন্থা বিংশত্যাত্মাশ্রিয়েত তাঃ ॥

অনন্তর আত্মাকে নমস্কার পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া তন্ময় হইয়া মূলমন্ত্র যথা শক্তি জপ করিবেক। ভগবানকে ধ্যান করত রত্নাশ্রিতজলে বিংশতিবার আত্মার অভিষেক করিবেক ॥

জপহোমার্চ্চনৈ র্ধ্যানৈ—র্যোঽমুং প্রজপতে মন্ত্রং।
তদ্বেশ্ম পূর্য্যতে রত্নস্বর্ণধান্যৈ রনারতং॥

জপ হোমার্চ্চন ধ্যান দ্বারা যেব্যক্তি ভগবানের এইমন্ত্র নিয়ত জপ করে, স্বর্ণ রত্ন ধান্যাদিতে তাহার গৃহ নিয়ত পরিপূর্ণ হয়॥

পৃথ্বীকরতলেতস্য সর্ব্বশস্য কুলাকুলা।
পুত্রৈর্মিত্রৈঃ সুসম্পন্নঃ প্রযাত্যন্তে পরাং গতিং॥

সর্ব্বশস্য সংপূর্ণা এইপৃথিবী তাহার করতলস্থা হয়, আর পুত্র, মিত্রাদিতে সুসম্পন্ন হয়, অন্তে পরম পদে অভিগমন করে॥

বহ্নাবভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং সপুষ্পৈঃ সিক্ততণ্ডুলৈঃ।
আজ্যাক্তৈ রযুতং হুত্বা ভস্মতন্মূর্দ্ধি ধাপয়েৎ॥

অনন্তর কুণ্ডস্থ অগ্নিতে গোবিন্দের অর্চ্চনা করতঃ ঘৃতাক্ত করবীরপুষ্প ও শুক্লতণ্ডুল দ্বারা অযুত হোম করিয়া তদ্ভস্ম তিলক মস্তকে যে ধারণ করে। তাহার সর্ব্ব প্রকার অন্ন সমৃদ্ধি হয়, এবং তাহার বশে সমস্তযুবতিগণ থাকে॥

আর্দ্র্যা লক্ষং হুনেদ্রক্ত পদ্মৈ র্যো মধুরাপ্লুতৈঃ।
শ্রিয়া তস্যেন্দ্রমৈশ্বর্য্যং প্রদদাতি নসংশয়ঃ।
শুক্লাদি বস্ত্রলাভায় সুশুক্লকুসুমৈর্হুনেৎ॥

শুদ্ধঘৃতে বামধুমিশ্রিতরক্তপদ্মপুষ্প দ্বারা যে ব্যক্তি লক্ষ হোম করে, তাহাকে কমলা ইন্দ্রৈশ্বর্য্য প্রদান করেন, ইহাতে সংশয় নাই॥ আর শুক্লবর্ণ বস্ত্র লাভের জন্যে শুক্লপুষ্পেতে হোম করিবেক॥

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোৎপিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ······························৮৲
শিবসংহিতা······································১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩॥০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ················১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য··········৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজ্জনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

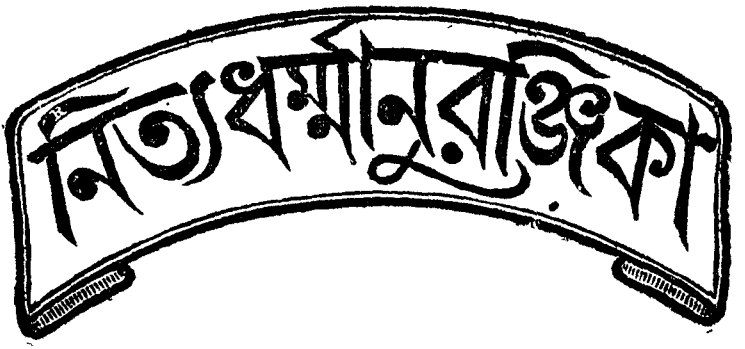


একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৭ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৬০ সংখ্যা শকাব্দ। ১৭৮৪ সন ১২৬৯ সাল ৩১ চৈত্র।

## পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

আকাশের অবকাশ প্রদান, বায়ুর সঞ্চালন, অগ্নির পাক, জলের পিণ্ডীকরণ, এই পঞ্চভূতের পঞ্চ কার্য্য হয়। এতদ্ভিন্ন আরো পঞ্চগুণ আছে, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস, পৃথিবীর গুণ গন্ধ হয়। এই পঞ্চভূতের গুণগ্রহার্থে পঞ্চবৃত্তি জীবশরীরে কল্পনা

করেন, শব্দগ্রাহকশ্রোত্র, স্পর্শগ্রাহক চর্ম্ম, রূপগ্রাহক দৃষ্টি, রস,গ্রাহিণী রসনা, গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণ হয়। এতদ্ব্যতীত শুভাশুভ সংকল্প ও সুখ দুঃখানুভব করা মনের কার্য্য, পুরুষ শব্দে আত্মা, তাঁহা হইতে উৎপন্ন মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব এবং পঞ্চ-ভূত তন্মাত্র এই সপ্ত, শুদ্ধ আত্মার সত্তাতে চৈতন্যবৎ আপন আপন অধিকারের কার্য্য জন্মাইতে সমর্থ হয়। তাহাদি-গের সূক্ষ্মাংশভাগ যাহা শরীরসম্পাদক হয়, তাহার দ্বারা অনশ্বরবৎ এইনশ্বরজগৎ উৎপন্ন হয়। ইহাতেই আত্মাকে নিত্য, জগৎকে নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য বলিতে হইবে।

আকাশাদিপঞ্চভূতের মধ্যে পূর্ব্ব২ ভূতের গুণকে পর পর ভূতেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে পঞ্চমহাভূতের পঞ্চদশ গুণ ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ আকাশের গুণশব্দ,বায়ুর স্পর্শ, আর আকাশের শব্দ লইয়া গুণদ্বয়বিশিষ্ট হয়, অগ্নির স্বীয় গুণ রূপ, আর শব্দ স্পর্শ লইয়া তিনগুণ বিশিষ্ট হইয়াছেন, জলের গুণ রস, আর শব্দাদি গুণত্রয় লইয়া চারিগুণযুক্ত হয়, পৃথিবীর স্বকীয় গুণ গন্ধ, তাহা ভিন্ন শব্দাদি চারিগুণ লইয়া পঞ্চগুণা পৃথিবী হইয়াছেন। যথা আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ, বায়ুর দুই গুণ শব্দ, স্পর্শ, অগ্নির তিন গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জলের চারিগুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, পৃথিবীর পাঁচগুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে বেদ দৃষ্টে অবগত হইয়া পূর্ব্বকল্পানুসারে জীব, জন্তু, স্থাবর, জঙ্গ মাদি সকলের নাম ও কর্ম্ম এবং ব্যবসায় পৃথক২রূপে নির্দ্দেশ করিলেন। যথা "সূর্য্যাচন্দ্র মসৌধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পয় দিতি

শ্রুতিঃ,, পূর্ব্বকল্পানুসারে বিধাতা চন্দ্র সূর্য্যাদিরও রচনা করেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে যাহার যাহার যে যে নাম, যে যে গুণ, যে যে কর্ম্ম যে যে ব্যবসায়াদি ছিল, তাহা নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করেন। বেদ নিত্য, চিরকালই বিদ্যমান আছেন, সকল শরীরধারির মধ্যে ব্রহ্মাই প্রথম শরীরী, যথা শ্রুতিঃ। " ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তেত্যাদি,, দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মাই সকলের অগ্রে প্রকাশ হন, যিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা, এবং উৎপন্ন ভুবনত্রয়ের রক্ষা কর্ত্তা হয়েন। তিনি সৃষ্টিকালে প্রথমে দেবতাদিগের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের বাসার্থ শূন্য স্থিত এক এক মণ্ডল সর্জ্জন করেন, তাহাতেই তাঁহারা বাস করিয়া তত্তন্মণ্ডলের এক এক জন আধিপত্য করিতে লাগিলেন। যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যাদির মণ্ডল, যেমন পৃথিবীর মণ্ডল, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবেরও মণ্ডল কল্পিত হইয়াছে, সেই সকল মণ্ডলের নাম স্বর্গ স্থান, কিন্তু কর্ম্মভূমি পৃথিবী অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের আধারভূতা ধরণী, এনিমিত্ত দেবাসুরগণেরা এই পৃথিবীতেও এক২ স্থানে এক২ অধিবাস করেন, তন্নিমিত্ত বিধাতাও কনকগিরি সুমেরুতেও দেবাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন, দেবতারাও যজ্ঞাহুতি গ্রহণার্থ কশ্যপপুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, মরীচির পুত্র কশ্যপের আশ্রম কাশ্মীর দেশ, পুলস্তের আশ্রম সূর্য্যারিক, পুলহের আশ্রম নেপাল, বশিষ্ঠের আশ্রম চীন, ভৃগুর আশ্রম দ্রবীড়, এবং মূলস্থান, ক্রতুর আশ্রম পঞ্চনদ, প্রচেতার আশ্রম করবীরপুর,

দক্ষের আশ্রম কনখল, অত্রির আশ্রম দণ্ডক অরুণ্য অঙ্গিরার প্রয়াগ, শিবাবাস কৈলাস ইত্যাদি ইন্দ্রাগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, পবন, কুবের ঈশানাদিরা পূর্ব্বাদি দিগীশ্বর হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, পাতালতলবাসি কশ্যপপুত্র অসুর গণেরা দেবতাদিগের সহিত বিরোধ করিয়া এই পৃথিব্যাদি সকলস্থানকে কখন কখন অধিকার করে, ফলিতার্থ দেবাসুর সংখ্যানে ইহারা সদসৎকর্ম্মের রূপক হয়, যথা শ্রুতি " দ্বয়াহ দেবাসুরাশ্চ ইতি " অর্থাৎ সদসৎ কর্ম্মকে দেবাসুরদ্বয় বলে অর্থাৎ বেদ বিহিত পরিশুদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদক দেবগণ, তদিতর কর্ম্ম সম্পাদক অসুরগণ হয়, ইহারা সকলেই ব্রহ্মা হইতে আদি সর্গে এবং প্রতি সর্গে উৎপন্ন হন্।

ফলিতার্থ জগদ্ধাতা ব্রহ্মা সূক্ষ্ম সাধ্যগণকে এবং নিত্য যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সৃষ্টি করেন, পূর্ব্বকল্পে যে রূপ বেদসকল প্রকাশ ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্তে ঋক, যজু, সাম এই তিন বেদকে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য হইতে দুগ্ধাকর্ষণ ন্যায় আকৃষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন, এবং ব্রহ্ম প্রশংসার্থ ব্রাহ্মণভাগ ও শান্তিকল্প এবং নক্ষত্রকল্প বিভাগার্থ অথর্ব্ববেদেরও প্রকাশক হয়েন। অনন্তর সূর্য্যাদির গমন ক্রিয়াদি দ্বারা সমূহরূপ কাল ও বিবিধরূপ কালের কলেবরকে বিভাগ করেন। যথা অয়ন, ঋতু, মাস, বৎসর, দিন, ক্ষপা, তিথি, নক্ষত্র, বার, করণ, যোগ এবং গ্রহাদিকে প্রকাশ করেন, নদী, সমুদ্র, গিরি ও গহনাদি এবং তপ, জপ, যজ্ঞ, দান, ব্রতোপবাস, নিয়ম সন্তোষ,

অসন্তোষ, ইজ্যাধ্যয়ন, কৃষি, বাণিজ্য, কামনা, রতি, অরতি, ক্রোধ ও অক্রোধাদির সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপ কর্ম্ম বিভাগার্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করেন, অর্থাৎ জীবেতে কখন ধর্ম্ম, কখন অধর্ম্মের ঈশ্বরতা স্থির করিয়াদিলেন, বস্তুতস্তু ধর্ম্মেরই একাধিপত্য কখন২ অধর্ম্মও ধর্ম্মকে জয়করিয়া আধিপত্য করিবে, এজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল পরস্পর নিত্য বিরোধি হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল বোধার্থে সুখ দুঃখে প্রজা সকলকে নিত্য নিযুক্ত করিয়াছেন। ইত্যাদি ক্রমে স্বর্গ নরকাদি সমুদই দ্বৈবিধ্যরূপে সর্জ্জন করিয়া, পরে প্রতিসর্গে অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তৃত্বে কারণ সৃষ্টি করিয়া অন্যান্য প্রজাদ্বারা পৃথক২ বহুবিধ কার্য্যের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পঞ্চভূতের যে সূক্ষ্ম তন্মাত্র, যাহারা মহাভূতরূপে পরিণত হয়, তাহার সহিত এই জগৎ ও জগৎবস্তু সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূলহইতে স্থূলতররূপে ক্রমে উৎপন্ন হইতে লাগিল, সৃষ্টির পুর্ব্বে অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টির পুর্ব্বে প্রজা সকল জাতিবিশেষ যে যে কর্ম্মে ও যেরূপ গুণে ও ব্যবহারে নিযুক্ত হইবে বিধাতার সংকল্প ছিল, পুনঃ পুনঃ প্রজাসকল জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল কর্ম্মাদিকে স্বকর্ম্মাদি বলিয়া স্বয়ং আচরণ করিতে লাগিল, অর্থাৎ কারণভিন্ন কোনপ্রজাই সদসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। হিংসা, পৈশুন্য, অহিংসা, বা ক্রুরতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্যাদি পুর্ব্ব অদৃষ্ট বশতঃ জীবে

স্বয়ং প্রাপ্ত হয়। যেমন ঋতুসকল পূর্ব্ববৎসরাদির ন্যায় আগামি বৎসরে ও সময়ে সময়ে কার্য্যবিশেষে আপনং চিহ্নকে স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবমাত্রেই স্বভাব বশতঃ স্বীয়ং কর্ম্মাদিকে অদৃষ্টাধীন স্বয়ং প্রাপ্ত হয়। এই বিধানানুক্রমে বেদোদিত সৃষ্টি ক্রিয়ার আলোচনাতে স্থির প্রতীত হইতেছে, যে এতজ্জগৎ চিরকালই আছে, কদাচ কখন জলপ্লাবনাদি কোন কারণ বশতঃ বিনষ্ট হইলে পুনরায় বিধাতা কর্ত্তৃক কার্য্যকারণসমন্বিত পূর্ব্ববৎ সমুৎপন্ন হয়। অনন্তর জন সৃষ্টির ক্রম লিখিতেছি।

স্বয়ম্ভুব্রহ্মা। প্রথম আপন শরীর হইতে স্ত্রীপুরুষ সংসক্ত এক বিরাট পুরুষের উৎপাদন করেন, সেই বিরাট পুরুষ আত্ম শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করাতে অর্দ্ধ ভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে স্ত্রীরূপ বিনির্ম্মিত হয়, ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিশেষ সম্বাদ আছে, ঐপুরুষের নাম মনু, স্ত্রীর নাম শতরূপা, ঐ স্ত্রীতে স্বায়ম্ভুব বিরাটকে উৎপন্ন করেন অর্থাৎ বস্তুসমষ্টি জগতের উদ্ভাবন করেন, তপস্যাদ্বারা মনু প্রজা সৃষ্টি করিবার কামনা করেন, পৃথিবীতে যত জীব দেখিতেছ ও তাহাদিগের যত নারী দেখিতে পাওয়া যায় শ্রুতি সম্মত, সে সমস্তই ঐ মনু শতরূপার রূপ হয়, এবং বৃহদারুণ্যকে এই কথার প্রসঙ্গ আছে, গো, অশ্ব, হস্তী, গর্দ্দভ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, নর, ক্রমি, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকাদি সকলই মিথুনরূপ হয়, একারণ তদবধি মৈথুন সম্ভব প্রজা উৎপন্ন হইতেছে, ইহা মনুতেও প্রমাণ আছে। মনু স্বয়ং আপনি

কহিয়াছেন, যে প্রজা প্রজাপতিগণের স্রষ্টা আমি, মরীচ্যাদি মহর্ষিগণকে যে ব্রহ্ম পুত্র বলে তাহার কারণানন্তর আছে, অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্ম পুত্র জগৎ হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ এই দশমহর্ষি, অতিতেজস্বী, অপরিমিত প্রভাববিশিষ্ট, আর ইহা ভিন্ন অন্য সপ্ত মনুকে ও দেবতাদিগকে, এবং দেব স্থান সকলকে ও আর আর মহর্ষিদিগকে ও স্বয়ম্ভু স্বয়ং সৃষ্টি করেন, তদ্ভিন্ন সকল মনুষ্যই আমার সৃষ্ট, কিন্তু আমার আজ্ঞাতে উপর উক্ত মহানুভাব ঋষি সকল সৃষ্টি প্রথার অনুসারে পুর্ব্ব কর্ম্ম ফলযোগে পুনঃ দেব তির্য্যক নরাদির ও স্থাবর জঙ্গম চরাচর সৃষ্টি করেন। যথা। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিংপুরুষ, অসুর, নাগ, সর্প, সরীসৃপ, পক্ষী, পতঙ্গ, পিতৃগণ, বিদ্যুৎবজ্র, মেঘ, রোহিত, উল্কা, নির্ঘাত, কেতু, ধ্রুব, প্রভৃতি নানাবিধ জ্যোতিঃ সকল, আর মৎস্য, পশু, মনুষ্য, যুক, মক্ষিকা, মৎকুণ, দংশ, মশক, এবং নানাপ্রকার তরু, গুল্ম-লতা ইত্যাদি, দ্বিশফ দ্বিশৃঙ্গ একপংক্তি দন্তবিশিষ্ট পশুজাতি, অপর এক শফ উভয়পংক্তি দন্তযুক্ত অশ্ব গর্দ্দভাদি দ্বিশফশৃঙ্গ রহিত দুইপংক্তি দন্ত শৃঙ্গাদি আর২ সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্র-জন্তুপ্রভৃতি জরাযুজ হয়, ইহারা গর্ভধারণ চর্ম্ম মধ্যে জন্মিয়া পশ্চাৎ নিঃসৃত হয়, অপরপক্ষী সর্পাদি অণ্ডজ, অর্থাৎ পক্ষী সর্প, কুম্ভীর সংস্য কচ্ছপ, ইহাদের ন্যায় যে সকল জন্তু স্থলে জন্মে কৃকলাসাদি, কিম্বা জলে জন্মে শম্বু শংখাদি, ইহারা

সকল প্রথম অণ্ডে জন্মিয়া পশ্চাৎ বাহিরে অণ্ড ভঙ্গ করিয়া নিঃসৃত হয়, দংশ, মশক, যুক, মক্ষিকা, ছারপোকা, পিপীলিকাদি স্বেদজ, ইহারা উত্তাপাধীন পার্থিব দ্রব্যের যে ক্লেদ এবং স্বেদের কারণ যে উত্তাপ তাহাহইতে উদ্ভূতহয়, তৃণ গুল্ম বৃক্ষাদিসকল উদ্ভিৎ, অর্থাৎ জীব বা ভূমিকে উদ্ভেদ করিয়া জন্মে, ইহাও দ্বিবিধ একবীজোদ্ভব, অপর শাখাভব বৃক্ষও দুই জাতি অর্থাৎ বনস্পতি, ও বৃক্ষ, যাহারা পুষ্পব্যতিরেকে ফলবান হয়, তাহারা বনস্পতি, পুষ্প হইতে যাহারদিগের ফল হয়, তাহারা বৃক্ষ অনন্তর গুচ্ছ, যাহার গুঁড়ি হয় না মূলে হইতে লতাসমূহ হয়, মল্লিকা যূথী ইত্যাদি গুল্ম একমূলে অনেক হয় অর্থাৎ ইক্ষু নল শর ইত্যাদিকে গুল্ম বলে। আকঁড়াযুক্ত লতা শশা কুষ্মাণ্ড অলাবু প্রভৃতির নাম প্রতান, ভূমি হইতে বৃক্ষে আরোহণ করে, অথবা মূলহীন বৃক্ষোপরি হয় গুলঞ্চ আলকলতাদি ইহারদিগের নাম বল্লী, যাহার আঁকড়া নাই অথচ বহু বিস্তৃতা হয়, অর্থাৎ মাধবী মালতী শিম্বী প্রভৃতিকে বল্লরী বলে। এই সকল বৃক্ষ লতাদি অধর্ম্ম কর্ম্ম মূলক বহুবিধ দুঃখদায়ক যে তমোগুণ তাহাতে আবৃত, বহিশ্চৈতন্য হীন, অন্তরে চৈতন্য বিশিষ্ট হয়, অল্প সত্ব গুণ হেতুক কোন কোন সময়ে কেহ কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হয়, এবং বৃষ্টি বা জলসেচন দ্বারা কিঞ্চিৎ সুখী হয়। ইত্যাদি পশ্চাৎ বেদোৎপত্তি প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইবে।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীরপ্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! দশ মহাবিদ্যার নাম মাহাত্ম্য ও ব্যুৎপত্তি এবং নামাক্ষরের অর্থ শুনিতে ইচ্ছা হয়, যেহেতু একালে তাঁহাদিগেরমন্ত্রেই অনেকে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ মহা বিদ্যারা যে ব্রহ্ম বিভূতি ইহা কালী দুর্গার স্বরূপ বর্ণনাতেই পূর্ব্ববোধ হইয়াছে, এক্ষণে এই সন্দেহঃ যে ইহাঁদিগের মূর্ত্তি যদিও নিত্য আছে, তথাপি বাহ্যে কি কারণে প্রকাশিত হয়?

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস! যদি তুমি শ্রবণেচ্ছু হইলে, তবে বিশেষ করিয়া কহিতেছি, নাস্তিকতা পূর্ব্বক যদি এইপ্রস্তাব কাহার মনোনিত না হয় না হইবে, তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই, কেন না ধর্ম্মজিজ্ঞাসু আস্তিক দিগের পক্ষে এই প্রস্তাব ফলদ রূপে চিরবিখ্যাত থাকিবেক।

দশ মহাবিদ্যোৎপত্তির দিবস নির্ণয়।

দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি প্রসঙ্গে আদৌ দশরাত্রির সংখ্যা বিশেষ করিয়া কহিতেছি, তাহাতে সাধকদি-গের বিশেষ কার্য্য আছে, অর্থাৎ কালরাত্রি, দিব্যরাত্রি, তাররাত্রি, সিদ্ধরাত্রি, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, দারুণরাত্রি, ক্রোধরাত্রি, বীররাত্রি, ঘোররাত্রি ইত্যাদি দশরাত্রি হয়, ইহার বিশেষ স্বতন্ত্র তন্ত্র হইতে ধৃত করিয়া কহি-তেছি। কিন্তু এই রাত্রির মধ্যে প্রধানরূপে চারি রাত্রিকে ধৃত করিয়া সপ্তশতীতে ব্রহ্মা দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন। যথা "কালরাত্রি র্মহারাত্রি র্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ইতি"

হে মাতঃ। তুমি কালরাত্রি, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, এবং দারুণা রাত্রি রূপাহও। কালরাত্রি পদে মৃত্যু রূপা, মোহ রাত্রি পদে মূর্চ্ছা রূপা, মহারাত্রি পদে কালরূপা, দারুণা-রাত্রি পদে প্রলয়রূপিণী হও। অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপিণী, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ রূপা, ইত্যর্থে বিশ্বের কার্য্যকারণ বিষয়ে বিশেষ করিয়া দশবিধকার্য্যকে রাত্রি-রূপে বর্ণনা করেন, সেই দশবিধকালশক্তিকে কালা-বয়বে যুক্ত রূপে জানাইবার জন্য দশদিন কল্পনা করি-য়াছেন, অর্থাৎ দিবারাত্রি প্রভৃতি সকলই কালের অবয়ব, কালের ক্ষমতাই কালশক্তি, শক্তি শক্তিমানে অভিন্ন বিধায় কালশক্তি কালরূপপরমাত্মাতে অভিন্ন হয়েন, এই দশদিনের অধিষ্ঠাত্রী রূপে দশমহাবিদ্যা অর্থাৎ দশবিধ জ্ঞান প্রাপ্তির সময়কে দশরাত্রি বলিয়া উক্ত করা যায়, ইহাতে ক্রিয়ভেদ প্রদর্শনার্থ দশমহাবিদ্যার দশ প্রকার রূপভেদ মান্য করিয়াছেন, এই স্বরূপ তত্ত্ব জা-নিয়া ইহারমধ্যে যে কোন এক রূপের উপাসনা করিলেই জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, নতুবা কৌলিকবিষয়বোধে ঐ ঐ দিন ঐ ঐ দেবীমূর্ত্তির পুজোপলক্ষে মহোৎ-সবাদি করিলেই কিছু জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় না, ইহাও তিন প্রকারহয়, দশমহাবিদ্যাও দশরূপে তিন সংজ্ঞায় বিখ্যাতা, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী এবং ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা, এইছয়বিদ্যাকে মহারাত্রি রূপা বলিয়াছেন। ধূমাবতী, বিদ্যা অর্থাৎ দারুণা রাত্রিরূপা, বগলা মাতঙ্গী ও

কমলা, এই তিনবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা বলেন, ইঁহারা সিদ্ধ রাত্রিরূপা হন। সুতরাং দশরাত্রির দশসংজ্ঞাহইলেও ঐ চারি রাত্রির অন্তর প্রত্যন্তর হয়। ফলিতার্থ শাস্ত্রকারেরা ভঙ্গীক্রমে দশমহাবিদ্যাকে সাক্ষাৎকালরূপ স্বরূপে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা না জানিয়া মূঢ়েরমত তর্কবিতর্ক যে করে, তাহার বাক্যের উত্তর করিতে নিষেধ আছে, যেব্যক্তি যথার্থ সন্দিহান হইয়া জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই উপদেশ করা কর্ত্তব্য হয়।

অথ রাত্রিসংখ্যান।

ফাল্গুনেচ মহারাত্রি কৃষ্ণৈকাদশিকা তিথিঃ।
জ্যৈষ্ঠেযা দশমী শুক্লা দেবি বার যুতাভৃগোঃ।
রাত্রাবেকাদশীচেৎ স্যাৎ দিব্যরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাএকাদশী যে তিথি শুক্রবারযুক্তা তাহার নাম মহারাত্রি। আর জ্যৈষ্ঠমাসের যে শুক্লাদশমী শুক্রবারযুক্তা এবং রাত্রিতে যদি একাদশী হয়, তবে সেই তিথিকে দিব্যরাত্রি বলিয়া তন্ত্রে কহিয়া থাকেন কিন্তু দশদণ্ড রাত্রির পর একাদশী না হইলে হয় না।

অমাভৌমে সংক্রমশ্চ কুলর্ক্ষগ্রহণং যদি।
তারারাত্রিস্তু সংপ্রোক্তা ভাগ্যাদেবতু লভ্যতে॥

আর মাসের নিয়ম নাই, মঙ্গলবারযুক্তা অমাবস্যা অথচ সংক্রান্তি এবং কুলনক্ষত্রগ্রহণ হয়, অথবা যদি সূর্য্য গ্রহণ হয়, তাহার নাম তাররাত্রি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কদাচিৎ সাধকের ভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া থাকে। কুল

নক্ষত্র অর্থাৎ রোহিণীনক্ষত্র। সূর্য্যগ্রহণ হয় বলায় এরাত্রির দিবা সংজ্ঞা জানিবে।।

সিদ্ধরাত্রি অষ্টমীস্যাৎ চৈত্র সংক্রমণান্বিতা।
তৃতীয়া মাধবে শুক্লা কুলর্ক্ষে দারুণা তিথিঃ।।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে যদি কৃষ্ণাষ্টমী প্রাপ্তা হয়। তবে তাহাকে সিদ্ধরাত্রি বলিয়া জানিবে,। আর বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলে সেই তিথিকে দারুণারাত্রি বলিয়া কহিয়াছেন।।

দীপোৎ সব চতুর্দ্দশ্যা মমযা যোগ এবচ।
কালরাত্রি র্মহেশানি তারা কালী প্রিয়ঙ্করী।।

কার্ত্তিক মাসের ভূতচতুর্দ্দশীযুক্তা মধ্যরাত্রি ব্যাপিনী অমাবস্যা যোগে যে রাত্রি, তাহার নাম কালরাত্রি, এই তিথি কালীর এবং তারার প্রিয়তমা হয়, শাস্ত্রান্তরে শনিবার ও ভৌমবার এবং স্বাতী নক্ষত্র প্রাপ্তা হইলে কালরাত্রি বলেন।।

কৃষ্ণজন্মাষ্টমী দেবি মোহরাত্রি প্রকীর্ত্তিতা।
চৈত্র শুক্ল নবম্যান্তু ক্রোধরাত্রি প্রকীর্ত্তিতা।।

রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মোহ রাত্রি কহেন। চৈত্রের শুক্লানবমী যাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, পুষ্য যোগে সেই নবমীক্রোধরাত্রি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছে।

ঘোররাত্রি র্মার্গশীর্ষে কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহেশ্বরি।
চতুর্দ্দশী ভৌমযুতা মকরেণ সমন্বিতা।
কুলঋক্ষ সমাযুক্তা বীররাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা।।

অগ্রহায়ণমাসের যে কৃষ্ণাষ্টমী, তাহার নাম ঘোররাত্রি

হয়। আর মাঘ মাসে মঙ্গলবার যুক্তা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলে বীররাত্রি বলিয়া কীর্ত্তিতা হয়॥

ইত্যাদি দশবিধা রাত্রি সংখ্যা কহিলাম। অতঃপর যে রাত্রি রূপা যে বিদ্যা, তাহা বিদ্যোৎপত্তি ছলে ব্যাখ্যা করিয়া পত্রান্তরে কহিব॥

## গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থের প্রতি সংযতেন্দ্রিয়তা অতি শুভকরী হয়, ইন্দ্রিয়াধীন গৃহস্থকে অতি অপকৃষ্ট রূপে গণনা করাযায়, ইন্দ্রিয়বেগ সম্বরণে অশক্তব্যক্তির পদে পদে বিপৎ ঘটনা হয়, কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় সকলই অনিষ্টকারী, তন্মধ্যে কামেন্দ্রিয় যেমন অপকৃষ্ট, এমন কোন ইন্দ্রিয়ই নহে. এক কাম সমস্ত প্রকার বিপদের মূল হয়, অতএব ইন্দ্রিয়সংযমের লক্ষণ সকল গ্রন্থকারই কহিয়াছেন। যথা "অপ্রতিসিদ্ধেষ্বপি বিষয়েষ্বনতি প্রসঙ্গ,, ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। এতৎ বিষয় সকল হইতে চক্ষুরাদির আবরণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইতি কুল্লূকভট্ট কহেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে সংযতরাখা, এতাবতা চক্ষুরাদি এবং হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে অপরামৃশ্যকার্য্যে প্রবৃত্তও আসক্ত না হইতে পারে এমত ব্যবস্থা ইহার তাৎপর্য্যার্থঃ।

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, কর্ণ, চর্ম্ম এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর বাক্ হস্ত, পাদ, উপস্থ, গুহ্য, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহারা যদি অবিবেচনা পূর্ব্বক স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তবেই মহান্ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। এজন্য ইহারদিগকে সম্যক্ রূপে সাব-

ধানে রাখা কর্ত্তব্য। ইহার প্রমাণ যুক্তি দ্বারা দেখাইতেছি, যথা। নিজহস্তে কোনব্যক্তি অন্যায়রূপে কাহাকে চপেটাঘাত করিলে তখনি আপন হস্তে বেদনা উপস্থিত, এবং আঘাতি ব্যক্তিরও শরীরে ক্লেশোৎপাদিত হয়, তদ্ভিন্ন সেইব্যক্তির শক্তি থাকিলে সেও হস্তদ্বারা কি দণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়া থাকে, তাহাতে কখন হস্ত পদ মস্তকাদি ভগ্ন হয়, কখন বা প্রাণ বিয়োগও হইবার সম্ভাবনা। এবং তজ্জন্য নালিশ উপস্থিত হইলে রাজসভাতে ঐ চপেটাঘাত নিমিত্ত লাঞ্ছনা হয়, অথবা অর্থ দণ্ডও দিতে হয়। বিবেচনা করিলে চপেটাঘাত করাতে আপনারও কিছু সুখনাই। এইরূপ পদাঘাতাদি অগম্য স্থানে গমন রূপ পাদকার্য্যেরও দুষ্ট ফল দৃষ্টব্য বটে, বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, কেন না অবিবেচনা পূর্ব্বক একটি কথা কহিলেই জন্মের মতন মান, গৌরব, প্রণয়, এবং প্রত্যয়, বৃথা হইয়া যায়, আর কখনই তাহা প্রত্যয়ের যোগ্য হয় না, বরং কখনো বাক্যের বিক্রিয়াতে প্রাণ নাশও হইয়া থাকে, অতএব ইন্দ্রিয় সকলকে সদ্ব্যবস্থাতে রাখিলে কোনব্যক্তিরই কিছু হানি নাই, বরং সতত স্বচ্ছন্দে স্থির সুখে থাকিতে পারে। অন্ততঃ সর্ব্ব জনের বিশ্বাসের পাত্র, ও সর্ব্বজন প্রিয়, এবং সর্ব্বত্র মান লাভ হয়। যথা,

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণা মসংযমঃ।
তজ্জয়ং সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টংতেনগম্যতাং॥

ইন্দ্রিয়সকলের অসাবধানতাই সকল আপদের পথ। আর তাহাদিগকে সাবধানে রাখাই সকল সম্পদের পথ।

ইহা দেখাইলাম, এখন তোমাদিগের যে পথকে অভিলষিত উৎকৃষ্ট বলিয়া গমন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই পথেই গমন করহ। অন্যচ্চ। আপনার দেহ, আপনার আত্মাও আপনার বিষয় যেমন প্রিয়, তেমন অপরেরও আপন২ আত্মা, দেহ ও বিষয় প্রিয় হয়, অর্থাৎ আপনার শরীর ও আত্মা, বা বিষয়ের ব্যাঘাতে যেমন কষ্ট হয়, পরেরও সেইরূপ ক্লেশ জন্মে, অতএব আপনার অপ্রিয় যে কার্য্য, তাহা কি অন্যের প্রতি আচরণ করা অকার্য্য হয় না? তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরেষাং ন তদাচরেদিতি।

আপনার অপ্রিয় যাহা হয়, তাহাপরের প্রতি কদাচ আচরণ করিবেনা। ইহা মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়া গিয়াছেন।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃপশ্যতি সপণ্ডিতঃ। ইতি

আপনার ন্যায় সমান রূপে সকল জীবকে যে দেখে সেই পণ্ডিত,। ইহা চাণক্য ঋষি ধৃত করিয়াছেন॥

ইহাতে যদি কেহ এমত বলেন, যে ইন্দ্রিয়ের এরূপ অসভ্যতা হেতুক ইহাদিগকে একবারেই নষ্ট করা শ্রেষ্ঠ কল্প হয়, তাহা হইলে আর কোন উৎপাত থাকেনা। উত্তর ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কোন২ অপক্কবুদ্ধিলোকে এরূপ অযুক্ত আপত্তি করিয়া থাকে, ফলে ইন্দ্রিয় সকলকে বিনাশ করিলে শরীরই রক্ষা হয়না, তাহাতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কিরূপে করিতে সক্ষম হইবে, ইহা অতি যুক্তিহীন বিচার, ও অন্যায় প্রবন্ধ মাত্র। পরমেশ্বর জগৎ কার্য্যার্থে ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়া-

ছেন, যদি ইন্দ্রিয়েরা না থাকে, তবে কোনমতেই সংসার প্রবাহ থাকে না, বস্তুতস্তু ইন্দ্রিয়ের অত্যাচরণই দোষাবহ, যেমন কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়ের অবিহিত বিষয়ে নিযুক্ত করায় দোষ হয়, সেইরূপ সাধুকার্য্যে সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক নিযুক্ত রাখাও গুণ বিশিষ্ট হয় জানিবে।

এতাবতা অন্যূনও অনতিরিক্ত ভাবে পরামর্শসিদ্ধরূপে ইহাদিগের ব্যবহারঃ উত্তম ফল দায়ক হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে এককালে বিনষ্ট না করিয়া স্ববশে রাখিলেই উত্তম রূপ ফল দর্শে, মুনিগণেরা সংযতেন্দ্রিতাকে মহাধর্ম্ম বলিয়া কহিয়াছেন।।

## শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

দশলক্ষং জপে দাত্যৈ স্তথা সাহস্রহোমতঃ।
সিদ্ধা বিমৌমন্ত্র সম্পৎ সুখ সৌভাগ্যাদৌ নৃণাং।।

দশলক্ষ জপে এবং দশ সহস্র হোমে উপরি উক্ত মন্ত্রদ্বয় সিদ্ধি হয়, ঐ মন্ত্র সাধকের সর্ব্বসম্পৎ ও সর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য প্রদ হয়েন।।

শংখ চক্র ধনুর্ব্বাণ পাশাঙ্কুশ ধরো হরিঃ।
বেণুধন ধৃতং দৌর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণ দিবাকরঃ।।

সংসারান্ধাভিভূতজনের শংখ, চক্র, ধনুর্ব্বাণ, পাশাঙ্কুশধারি এবং অধরে ধ্বনিত মুরলী হস্তেধৃত শ্রীকৃষ্ণরূপ দিবাকর

ধ্যেয় হইয়াছেন।। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দশাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, তৃতীয়াক্ষরাদি মন্ত্র সিদ্ধির পুরশ্চর্য্যা কহিয়াছেন। যথা

পঞ্চলক্ষং জপেত্তাবদং ঘৃতং পায়সৈর্হুনেৎ।
ততঃ সিদ্ধিস্তু মনবো নৃণাং সম্পত্তি কান্তিদাঃ।।

পঞ্চ লক্ষ জপে এবং পায়স দ্বারা এক অযুত হোমে ঐ সকল মন্ত্র সিদ্ধি হয়, সিদ্ধ মন্ত্র সকল সাধকের সম্পত্তি ও কান্তি প্রদ হয়েন, অর্থাৎ সামান্য সম্পত্তি ও সামান্য কান্তি তুচ্ছ, মোক্ষশ্রী ও মোক্ষ সম্পত্তি প্রদায়কহন্।।

এই শিলার্চ্চন পদ্ধতির অনুসারে সংক্ষেপতঃ পূজানুষ্ঠান কথিত হইল, প্রকরণান্তরে শিবের এবং বিষ্ণুর প্রশস্ত কুসুমাদি ও দ্রব্যাদি দানের বিধি বিশেষ করিয়া কহিব, এগ্রন্থ বাহুল্য করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি শিলা পরিক্রম ও লক্ষণালক্ষণ কথনেও যে গোপালাদির পূজা প্রকরণ কথিত হইল, ইহাও ইহাতে বিস্তর হইয়াছে।।

ইতি শ্রীশিলার্চ্চন চন্দ্রিকা সমাপ্তাঃ।

# নির্ঘণ্ট পত্র।

৪৯ সংখ্যা।


| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| সন্দেহ নিরসন।..... | ৮ | ১১ |
| দুর্গোৎসব তত্ত্ব।..... | ৯ | ৬ |
| দুর্গোৎসব স্বরূপ লক্ষণ ও সময় নিরূপণ। | ১০ | ২৩ |
| গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন গুণ প্রকৃতিক লক্ষণ। | ১৫ | ১০ |
| গৃহস্থের কর্ত্তব্যতা ..... | ১৭ | ১ |
| দেব ধর্ম্ম কথন..... | ২১ | ২২ |
| অসুর ধর্ম্ম কথন..... | ২২ | ৪ |
| পৈশাচ ধর্ম্ম কথন..... | ঐ | ১৩ |
| মানব ধর্ম্ম কথন..... | ঐ | ২৬ |
| বিজ্ঞাপন..... | ২৪ | ১ |


৫০ সংখ্যা।


| | | |
|---|---|---|
| মদ্য মহিমা বর্ণন..... | ২৫ | ১ |
| সন্দেহ নিরসন দুর্গা মাহাত্ম্য ..... | ৩৮ | ৪ |
| গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন এবং নারকীয় প্রস্তাব | ৪১ | ৯ |
| জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ প্রস্তাব ..... | ৪৩ | ৮ |
| মুক্ত গৃহস্থ লক্ষণ ..... | ৪৬ | ২০ |


৫১ সংখ্যা।


| | | |
|---|---|---|
| দেবিবিসর্গীয় বিচার..... | ৪৯ | ১ |
| সন্দেহ নিরসন দেবীর বোধনাভিপ্রায় | ৫৪ | ১৮ |
| অথ বোধন..... | ৫৬ | ৩ |
| যথা ষষ্ঠীতে দেবীর বোধনাভিপ্রায় ও গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন | ৬০ | ৩ |
| চৌর্য্যকার্য্য করণ নিন্দা .... | ৬২ | ১ |

| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা দ্বারকা শিলা লক্ষণ | ৬৭ | ১ |
| শিবনাভি চক্র | ঐ | ৯ |
| সদ্যোজাত চক্র | ৬৮ | ৯ |
| বামদেব মূর্ত্তি | ঐ | ২২ |
| ঈশান চক্র | ৬৯ | ৪ |
| সদাশিব চক্র | ঐ | ১৫ |
| হরিহরাত্মক শিব নাভি চক্র | ৭০ | ১ |
| অথ শালগ্রাম মাহাত্ম্য | ৭০ | ১৫ |
| শালগ্রাম বর্ণ চক্রাদি লক্ষণ | ৭১ | ১ |


৫১ সংখ্যা।


| | | |
|---|---|---|
| বিজয়াদশমী মীমাংসা | ৭৩ | ১ |
| সন্দেহ নিরসন বোধনার্থ বিকাশ | ৯২ | ১৩ |
| গৃহস্থধর্ম্ম সাধারণ কথন | ৯৩ | ১৭ |
| সদ্ধর্ম্ম মহিমা | ৯৫ | ১০ |


৫৩ সংখ্যা।


| | | |
|---|---|---|
| কালমহিমা বর্ণন | ৯৭ | ১ |
| সন্দেহ নিরসন দুর্গোৎসবের অনুক্রমণিকা প্রবেশাদি বিসর্গান্ত কর্ত্তব্যতা | ১০২ | ৬ |
| গৃহস্থ ধর্ম্মে কামাদির দোষ কথন | ১০৭ | ৬ |
| শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা জাতি বিশেষে পূজ্য শিলা সংখ্যা | ১১১ | ২২ |
| চাতুর্ব্বর্ণের শিলা সংস্থাপন সংখ্যা কথন | ১১৩ | ২১ |
| বর্ণভেদে পূজ্যাশিলা কথন | ১১৪ | ১ |
| সৎশূদ্রদিগের পূজ্যাশিলা | ঐ | ৯ |

| | পৃষ্ঠা | | | | পংক্তি |
|---|---|---|---|---|---|
| যতিদিগের পূজ্যাশিলা ..... ..... | ঐ | ..... | ..... | ..... | ১৫ |
| শালগ্রামশিলা সেবাধিকারি কথন | ১১৫ | ..... | ..... | ..... | ৩ |
| ভগবদুক্তি..... ..... ..... | ১১৬ | ..... | ..... | ..... | ১২ |
| শালগ্রামশিলা পূজা না করণ দোষ ... | ১১৭ | .. .. | ..... | .... | ১৬ |
| এক গৃহে শালগ্রামদ্বয় নিষেধ ..... | ঐ | ..... | ..... | .. .. | ২৩ |
| সম বিষম ভেদে পূজ্যা পূজ্য কথন.. | ১১৮ | ..... | . ... | .... | ১৪ |
| দ্বাদশশিলা পূজার ফল..... ..... | ঐ | ..... | ..... | .... | ২১ |
| শতশিলার্চ্চন ফল . ... ..... | ১১৯ | ..... | .... | ..... | ৬ |
| গণ্ডকী ও দ্বারকা শিলার একত্র পূজা ফল ..... | ঐ | ..... | ..... | ..... | ১৯ |

৫৩ সংখ্যা।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দেবী বিজ্জনানুশিষ্ট প্রয়োগ কথন সন্দেহ নিরসন | ১২১ | .... | ..... | .. | ১ |
| দেবী বিসর্জ্জন কল্পের স্বরূপার্থ কথন ..... | ১২৪ | ..... | ..... | ..... | ১ |
| নব পত্রিকা করণ প্রমাণ ..... | ১২৬ | ..... | ..... | .... | ২২ |
| গৃহস্থ ধর্ম্মে অহিংসা ধর্ম্ম কথন ..... ..... | ১২৯ | ..... | ..... | ... | ১৬ |
| শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা .... | ১৩৬ | .... | ..... | ..... | ১৩ |
| শালগ্রামাদির পরিশোধন ..... | ১৩৬ | .... | .... | ..... | ১৯ |
| পরিত্যাজ্য মূর্ত্তি কথন .... | ১৩৮ | ..... | .... | ..... | ৪ |
| শালগ্রামে বিষ্ণু পূজাক্রম .... | ১৪১ | ..... | ..... | ..... | ৪ |

৫৪ সংখ্যা।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পুরাবৃত্তানুসন্ধান ... .... ... | ১৪৫ | .... | ..... | ..... | ১ |
| সন্দেহ নিরসন ..... ..... ... | | .... | ..... | ..... | |
| দশমহা বিদ্যা বিষয় কথন ... | ১৫৪ | .... | ..... | ..... | ২০ |
| গৃহস্থধর্ম্ম কথন সদ্বুদ্ধি লক্ষণ ... ... ... | ১৬১ | ..... | ..... | ..... | |

| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা | ১৬৭ | ৪ |

৫৫ সংখ্যা।

| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| পুরাবৃত্তানুসন্ধান | ১৬৯ | ১ |
| সন্দেহ নিরসন | | |
| ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধেয় প্রকরণে শাস্ত্রভাগ কথন | ১৭৬ | ১[illegible] |
| গৃহস্থধর্ম্ম কথন | | |
| ঐশ্বর্য্যগুণমাহাত্ম্য | ১৮১ | ১ |
| শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা | | |
| শালগ্রাম চরণোদক ধারণ ফল | ১৮৮ | ১৬ |
| কৃষ্ণারাধনার ফল | ১৮৯ | ৪ |
| বিষ্ণুপাদোক পানমন্ত্র | ১৯১ | ৪ |
| নবেদ্য ভক্ষণ মন্ত্র | ঐ | ১১ |

৫৬ সংখ্যা।

| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| পুরাবৃত্তানুসন্ধান | ১৯৩ | ১ |
| সন্দেহ নিরসন | | |
| প্রতিমাপূজার কর্ত্তব্যতা | ২০১ | ১৪ |
| প্রকৃতি মহিমা | ২০২ | ৭ |
| গৃহস্থধর্ম্ম কথন নিরহংকারতা বর্ণন | ২০৪ | ১ |
| শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা | | |
| অথ বিষ্ণুপূজাক্রম | ২১২ | ১[illegible] |

৫৭ সংখ্যা।

| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| পুরাবৃত্তানুসন্ধান | ২১৭ | |

| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| সন্দেহ নিরসন দশমহা বিদ্যা প্রকাশ কারণ | ২৩০ | ১৭ |
| দশমহা বিদ্যাদিগের মাহাত্ম্য | ২৩৩ | ৫ |
| শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা বিষ্ণুপূজা প্রকরণ | ২৩৩ | ১৯ |
| বিষ্ণুপূজার ক্রম | ২৩৪ | ১৪ |
| বিষ্ণুপূজার উপচার কথন ও আবাহন | ২৩৫ | ২২ |


---

৫৮ সংখ্যা


| | | |
|---|---|---|
| পুরাবৃত্তানুসন্ধান | ২৪১ | ১ |
| সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথন | ২৪২ | ১ |
| বেদাদি শাস্ত্র প্রতি বিশ্বাস করণ | ২৪৩ | ৩ |
| কাল পরিমাণ | ২৪৪ | ২১ |
| জগৎ সংস্থান | ২৪৬ | ১৩ |
| নারায়ণ শব্দ ব্যুৎপত্তি | ২৪৮ | ১ |
| মহত্তত্ত্বাদি কথন | ২৪৯ | ৭ |
| সন্দেহ নিরসন | | |
| ভুবনেশ্বরী নামের ব্যুৎপত্তি | ২৫১ | ৫ |
| শোড়শী নামের ব্যুৎপত্তি | ২৫১ | ১৪ |
| ভৈরবী নামের ব্যুৎপত্তি | ২৫১ | ২০ |
| ছিন্নমস্তা নামের ব্যুৎপত্তি | ২৫২ | ৩ |
| ধূমাবতী নামের ব্যুৎপত্তি | ২৫২ | ৩ |
| বগলা নামের ব্যুৎপত্তি | ২৫২ | ১৩ |
| মাতঙ্গী নামের ব্যুৎপত্তি | ২৫২ | ২১ |
| কমলা নাম ব্যুৎপত্তি | ২৫৩ | ৩ |
| দশমহাবিদ্যা উপাসনার ফল কথন | ২৫২ | ৩ |
| গৃহধর্ম্ম কথন | ২৫৩ | ১৮ |


---

| | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|
| ৫৯ সংখ্যা। | | |
| গৃহস্থধর্ম্ম কথন | ২৫৪ | ৩ |
| দমকথন | ২৫৪ | ১৬ |
| চিত্তজয় কথন | ২৫৬ | ১ |
| ধনগর্ব্বাদিশমন প্রকার | ২৫৭ | ১ |
| শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা | ২৫৯ | ১৪ |
| পূজাপ্রকরণ | ২৫৯ | ১৫ |
| যন্ত্রলিপিপ্রয়োগ | ২৬০ | ১ |
| আবরণ পূজন | ২৬১ | ১৮ |
| উদ্বাসন | ২৩২ | ১৪ |
| জপহোমাদি মাহাত্ম্য | ২৬৩ | ১ |
| বিজ্ঞাপন | ২৬৪ | ১ |
| ৬০ সংখ্যা। | | |
| পুরাবৃত্তানুসন্ধান | ২৬৫ | ১ |
| ভূতগুণবৃত্তাদি কথন | ২৬৬ | ১০ |
| সাধ্যাদিগণোৎপত্তি | ২৬৮ | ১২ |
| জনবৃত্তি নিরূপণ | ২৬৯ | ৩ |
| বিরাটোৎপত্তি | ২৭০ | ১০ |
| সন্দেহনিরসন | | |
| দশমহাবিদ্যোৎপত্তি প্রসঙ্গে | ২৭৩ | ১ |
| রাত্রিনিরূপণ | ২৭৫ | ৯ |
| গৃহস্থধর্ম্ম কথন | ২৭৭ | ৭ |
| জিতেন্দ্রিয়তা লক্ষণ | ২৭৮ | ২২ |
| শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা | ২৮০ | ১১ |
| নির্ঘণ্টপত্র | ২৮২ | ১ |
| বিজ্ঞাপন | ২৮৮ | ১ |

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮৲

শিবসংহিতা.....১৲

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲

সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত..... ১৲

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গল্য মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজ্ঞনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

## অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

---

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

বৃদ্ধি হইল। অনন্তর প্রতিসর্গে পরস্পর অন্যান্য প্রজা পরস্পরা বহুশঃ পুত্র কন্যার উৎপত্তিতে প্রজায়২ পৃথিবী প্রায় পরিপূর্ণা হয়।

স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয়পুত্র প্রিয়ব্রতকে যখন রাজ্য সমর্পন করতঃ তপোধর্ম্মে লিপ্ত হন, সেই সময় যুগসংখ্যার বিধিবদ্ধ হয়, যে দিবসে সংসার ত্যাগ করিয়া বনগামী হন,সেই দিবস বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া, তাহাতে সত্যের প্রথমাঙ্ক পাত হয় অর্থাৎ সামান্য রাজারা যেমন শকাব্দার অঙ্কপাত করিয়া থাকেন। ঐ দিবস হইতে একাদিক্রমে সত্যের দিবস ও বৎসরের গণনা হইয়া আসিতেছে। অতএব তৎসংখ্যানুসারে সত্য সমাপ্তিতে ত্রেতাদি যুগারম্ভের কথা লিখিয়া জানাইতেছি।

রাজা প্রিয়ব্রত সুমেরু কন্যা মেরুদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি, রাজধানী ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্ভ্রাতা উত্তানপাদ তৎকালে যুবরাজ, তিনি ধর্ম্মকন্যা সুনীতিকে বিবাহ করেন, এবং পারিপাত্র কন্যা সুরুচীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র উত্তম, সুনীতি পুত্র ধ্রুব, ইঁহার রাজধানী দণ্ডকারণ্যে ছিল। একথা পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। এক্ষণে দেবাসুরাদিরা যে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতি বিরোধচ্ছলে পরস্পর জিগীষাবশে সংগ্রামাদি করেন, ও পরস্পরের রাজ্যাদি পরস্পরে অপহরণ করিয়া লন, তৎপ্রকরণ সকল সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করি

পূর্ব্বোক্ত দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপ প্রজাপতি বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের নাম। অদিতি, দিতি, সিংহিকা, ক্রোধা, কলা, বরিষ্ঠা, কপিলা, কদ্রু, বিনতা, খসা, অনস্তু, প্রধা এবং দনু, ও শুকী ইত্যাদি স্ত্রীতে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, পন্নগ, পতঙ্গ, গৃধ্র, সর্প, সরীসৃপ, গোশ্বমেষ, প্রভৃতি বহুশঃ প্রজার উৎপত্তি হয়, আপাততঃ ইহকালীয় লৌকিক যুক্তিতে এসকল অযুক্ত বোধ হয়, একারণ প্রাকৃত বুদ্ধি লোকের বিশ্বাস যোগ্য হয় না, ফলিতার্থ,সৃষ্টির আরম্ভে ঐশীক্ষমতাবান ঋষিগণের দ্বারা অভাবনীয়রূপে প্রজা সর্জ্জন প্রতি বিতর্ক করিলে সৃষ্টির মূলই বিচ্ছিন্ন হয়, সেকথায় প্রতি শ্রোত্রপাত না করিয়া অক্ষোভেই কহিতেছি, যে ইহাতে যে ক্ষোভিত হয় হউক তন্নিমিত্তে সত্যের সত্যতার ব্যাঘাৎ জন্মিবে না।

অদিতি গর্ব্ভসম্ভুত দেবকুল, দিতিগর্ব্ভজাত অসুর,দনু গর্ব্ভে, দানব, বিনতা গর্ব্ভে পক্ষী, কদ্রুগর্ব্ভে নাগ, ক্রোধাগর্ব্ভে ক্রোধবশ সর্পাদি, কপিলা গর্ব্ভে গোজাতি, অনস্তু গর্ব্ভে মহিষাশ্বমেষাদি, বরিষ্ঠা গর্ব্ভে সিংহাদি হিংস্রজাতি, ইত্যাদি প্রজা জন্মে। দেবাসুরের বিরোধ উপলক্ষে অনেক প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আছে, কখন দেবতার জয়, কখন বা অসুরের জয় হয়, কিন্তু এসমস্তই স্বর্গে হইয়াছিল, কখন২ মর্ত্ত্যলোকেও হইয়াছে। দনুপুত্র দানবগণ,যথা বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, পলোমা, শম্বর, ইত্যাদি। সিংহিকা পুত্র, রাহু ও কেতু

এবং নিবাত

কবচ ইত্যাদি দেবচক্র। দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু তৎপুত্র প্রহ্লাদ, তৎপুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি, তৎপুত্র বাণ, প্রভৃতি দৈত্য। অনন্তর ইহাদিগের শাখা প্রশাখা ভেদে অনেক হইয়া নিরন্তব যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা হয়। ধন্য মালী, কমলাক্ষ,ত্রিপুর, এই তিন দৈত্য এককালিন বলিষ্ঠ হইয়া মহা উৎপাত করে, কিন্তু ইহারা তারকাসুরের পুত্র, তারকের নিপাত জন্য দেবরাজ শিবপুত্র কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করেন, ষড়ানন কর্তৃক তারক হত হইলে, তৎসেনাপতি ক্রৌঞ্চ অতি দর্পের সহিত কার্ত্তিকেয় যুদ্ধে প্রস্তুত হয়, ক্রৌঞ্চ পরাভুত হইয়া পলাইয়া পর্ব্বতময় বনপ্রদেশে আশ্রয় করিয়াছিল, অবশেষে কার্ত্তিকেয় কর্তৃক কৌশলে ধৃত এবং হত হয়, সেই স্থানের নাম ক্রৌঞ্চদেশ, ইতিপূর্ব্বে সে স্থানের নির্ণয় ছিল না, ইদানীং নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে যাহাকে আধুনিকেরা জর-মেন দেশ বলে, সেই দেশই ক্রৌঞ্চদেশ। বরং ডক্তর উইলসন সাহেবও একথা স্বীকার করিয়া স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বৃত্র নামে এক অসুর ইন্দ্ররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, সে কোনমতেই বৃষ্টি হইতে দিতনা, তাহাকে ইন্দ্র নষ্ট করাতে তাহার মাতা বিস্তর রোদন করে, ইহা ঋক্‌বেদে ইন্দ্রসূক্তে উক্ত হইয়াছে। যথা

অপাদহস্তোহপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধিসা--

বিদ্ধগাত্র, সৈন্যরহিত হইয়াও অসুর স্বভাব প্রযুক্ত বৃত্র যুদ্ধেচ্ছায় বিরত হয় নাই, অনন্তর মুখব্যাদান করতঃ ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এতাদৃশ শত্রু অভিমুখাগত দৃষ্টে তাহার পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ উন্নত মস্তকে অমোঘাস্ত্র বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন। বৃত্র আহত হইয়াও যুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করে নাই,যেমন হীনমুষ্ক পুরুষ রেতসিঞ্চনে অশক্ত হইলেও যুবতি দর্শনে সঙ্গমেচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত ইন্দ্র কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করে। ৮। বৃত্র মাতা দানু অর্থাৎ দনুকন্যা দানবী নীচাবয়া অর্থাৎ পুত্রশোকে মৃতপ্রায়া, পূর্ব্বে সংগ্রাম কালে পুত্র রক্ষার্থ বৃত্রের উপরে পতিতা হইয়াছিল, তৎকালে ইন্দ্র বৃত্রমাতার নিম্নে বৃত্রোপরি তদ্বধার্হ আয়ুধ অর্থাৎ বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, তখন বৃত্রমাতা তাহার উপরি ভাগে ছিল, দানবী বৃত্রপুত্র কোলে করিয়া মৃতবৎ শয়ন করিল, যেমন ধেনু সকল বৎস সহিত গোকুলে শয়ন করে, অর্থাৎ মৃতপুত্র ক্রোড়ে ভূশায়িনী হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

বৃত্রের সেনাপতি কালকেয়গণ পলাইয়া সমুদ্রের নিম্ন ভাগে লুক্কায়িত হয়, সেই পাতালতল শব্দে নিম্নভাগে সমুদ্র ––নময় উপদ্বীপকে আশ্রয় করে, ঐ উপদ্বীপকে কুমা- ––– তাহাকেই এমরিকা বলিয়া প্রা-

সমুদ্র জল শোষণ হইলে তাহারা হত হয়, অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারদিগকে দ্বাপর যুগে অর্জ্জুন বিনষ্ট করেন।

## সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! কালীপ্রভৃতি দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি প্রকরণ শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তার করিয়া কহেন, যেহেতু এবিষয়ে অনেকেই অনেকপ্রকার কহিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল সন্দেহ মাত্র জন্মিয়া থাকে?।

পরমহংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্' এইদশমহাবিদ্যা বিদ্যামধ্যে প্রধানা, তদপেক্ষা অষ্টাদশমহাবিদ্যা, এবং শতকোটি মহাবিদ্যা ও উপবিদ্যা আছেন, তাহা সম্যক্ কহিতে কাহারই সাধ্য নাই, ফলে ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপা হয়েন। ইহাঁদিগের বেশভূষা ভুজপাদ আভরণাদি সকলই ব্রহ্মোপকরণ হয়,কেবল অজ্ঞতা দোষে লোকেরা বিতর্ক করিয়া থাকে? তবে এক এক দেবী রূপে লৌকিক কার্য্য অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাকেই অলৌকিক বলিয়া কেহকেহ যুক্তিসহ বোধ করেন না, কিন্তু বিচক্ষণ সুধীগণেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেন না ঈশ্বরকার্য্য নিরঙ্কুশ হয়, তন্মধ্যে কোনকার্য্য লৌকিক যুক্তির অনুকূল, কোনকার্য্য সম্যক্ রূপে অলৌকিক হয়, তাঁহাতে লোকের বিশ্বাস হউক্ বা না হউক্, পরমেশ্বর সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সদসদাত্মক্, তাঁ-

হাতে যুক্ত অযুক্ত উভয়যুক্ত এপ্রযুক্ত, যুক্তপুরুষেরা মুক্তস্বভাব ঈশ্বরে প্রকৃতি পুরুষযুক্ত একভাবে ভাব পদার্থে ভাবনাদ্বারা উহ শূন্য হইয়া বিচার করিয়া থাকেন, কালীতারাদিরা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মভাব প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। ফলে এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহেন। যথা নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে।

দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতীলোক বিশ্রুতা।
কুপিত্বা দক্ষরাজর্ষিং সতীত্যক্ত্বা কলেবরং॥
অনুগ্রহশ্চ মেনায়াং জাতাতস্যাস্তু সাতদা।
কালীনাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

পুর্ব্বে লোকবিশ্রুতা যে সতী মহারাজা দক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সতী দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে দক্ষের প্রতি কুপিতা হইয়া দক্ষজ স্বকলেবর পরিত্যাগ করতঃ তদনন্তর অনুগ্রহ প্রকাশে তুহিনাচল পত্নী মেনকাজঠরে আবির্ভূতা হয়েন। সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই সতী তথায় কালী নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন॥ ০॥ সেই কালী কালে যে এক রূপে অনেক রূপা হয়েন, এবং যে দিবসে যে দেশে যে রূপে প্রথম আবির্ভূতা হন্ তাহা স্বতন্ত্র তন্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা।

মহারাত্রিদিনেহবন্ত্যাং নগর্য্যাং জাতমেবতৎ।
কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎকৈবল্য দায়কং॥

হে মহেশ্বরি! মহারাত্রি দিনে অবন্তীনগরীতে কালীরূপ প্রকাশ হয়, সেই কালীরূপ সাক্ষাৎ কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষপ্রদায়ক জানিবে, এই মহারাত্রিপদে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা

একাদশী তাহাতে আবির্ভাব যে মূর্ত্তির হয় তাহারও নাম কালী কিঞ্চিন্মাত্র রূপভেদ।

কালীমাহাত্ম্য।

নারদপঞ্চরাত্রে।

বিশ্বামিত্রোমুনিশ্রেষ্ঠ আরাধ্য কমলাসনং।
নাবাপ ব্রাহ্মণত্বং হি ততো বিষ্ণুং জগামসঃ॥
তস্মাদপি নচাবাপব্রহ্মত্বং ক্ষত্রিয়োত্তমঃ॥

সর্ব্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহর্ষিবিশ্বামিত্র বিধিবৎ অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত না হওয়াতে, পুনর্ব্বার বিষ্ণুর আরাধনা করেন, কিন্তু তাঁহা হইতেও ক্ষত্রিযোত্তম বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন না।

এবং সর্ব্বসুরান্‌গত্বা আরাধ্যচ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বৃহস্পতেরুপদেশা দারাধ্য বৃষভধ্বজং।
মহেশদর্শনং লব্ধাকৃত কৃত্যোঽভবত্তদা॥

এইরূপ সকল দেবতার নিকট গিয়া এবং বারম্বার ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াও স্বীয়াভিলষিত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন না, পরে সুরাচার্য্য বৃহস্পতির উপদেশে দেবাধিদেব মহাদেব বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া তদ্দর্শন লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন॥ অর্থাৎ সাক্ষাতে মহাদেবকে স্তব করেন। যথা।

বিশ্বামিত্রউবাচ। দেবদেব মহাদেব ভগবংস্ত্বংকৃপাময়ঃ।
ব্রাহ্মণত্বং দেহিমহ্যং যদিদাতাসি মেবরং॥

সদাশিব সাক্ষাৎ হওয়াতে বিশ্বামিত্র স্তুতিবাক্যে কহিতেছেন। হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে ভগবন্! তুমি কৃপা-

ময় হও। অনুগ্রহ করিয়া যদি বরদাতা হন, তবে আমাকে ব্রহ্মত্ব প্রদান করুন্।।

ঈশ্বরউবাচ। একাক্ষরীমহাবিদ্যা কালিকায়াঃ সুদুর্লভা।
জপংকুরু মহাবাহো ততঃপ্রাপ্সসি বিপ্রতাং।।

বিশ্বামিত্রের প্রার্থনানুসারে মহাদেব কহিলেন। হে মহা বাহো! মহাবিদ্যা কালিকার সুদুর্লভা একাক্ষরী বিদ্যা তুমি জপ করহ, তাহাতে সুর্লভ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে।।

এবমুক্ত্বা মহাদেবো হপ্যন্তর্দ্ধানং জগামসঃ।
বিশ্বামিত্রোহপি বিধিনা আরাধ্যতাং জগন্ময়ীং।।
মন্ত্রসিদ্ধিং নচাবাপ ক্রোধেনচ শশাপতাং।
অনারাধ্যা ভবেতিত্বং আগম্যতু ততঃ শিবঃ।।
নিভর্ৎস্য বহুধাতঞ্চ ইদমাহ মহেশ্বরঃ।।

এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন, বিশ্বামিত্রও বিধিপূর্ব্বক সেই জগন্ময়ী কালিকার আরাধনা করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি প্রাপ্ত যখন না হইলেন, তখন ক্রোধেতে কালিকাকে অভিশপ্তা করিলেন, যে অদ্যাবধি তুমি অনারাধ্যা হইবে, এই শাপ প্রদান মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তৎসন্নিধানে সদাশিব আগত হইয়া বহুবিধ প্রকারে ভৎর্সন করতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।।

ঈশ্বর উবাচ।

কিমর্থং শপ্তবানবিদ্যাং শৃণুষত্নেনপার্থিব।
রেফারূঢ় কঃকারেণ সিদ্ধি মাপ্সসিনান্যথা।।

হে পার্থিব! হে বিশ্বামিত্র! তুমি কি নিমিত্ত কালীর একাক্ষরী বিদ্যাকে অভিশপ্তা করিলে, তুমি যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ